ওয়েস্টার্ন-৭৩

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

ক্রোধ

(প্রথম পর্ব)

রওশন জামিল

মর্মান্তিক এক অগ্নিদুর্ঘটনায় স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে সিগন্যাল শহরে এসেছিল লেন সয়্যার বই তুলতে। সুরা যা পারেনি, লীলা বার্জের ভালবাসা বাঁচার সেই নতুন স্বপ্ন, যা জাগিয়ে তুলল ওর মাঝে। অন্যদিকে, সুসানা বুল নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে সুযোগ নিল লেনের সরলতার। জমে উঠল সংঘাত।

রেশ ওয়েস্টার্ন ও চিরন্তন ত্রিভুজ প্রেমের শিহরন রয়েছে এ কাহিনীর পরতে পরতে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সাথী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ওয়েস্টার্ন-৭৩

ক্রোধ প্রথম পর্ব

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

ক্রোধ

প্রথম পর্ব

রওশন জামিল

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

কালো রোয়ানের রাশ টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল লেন সয়্যার। অসমতল পাহাড়ি পথ ধরে পেছনের বাগিটা এগিয়ে গেল নিচের সিগন্যাল শহরের দিকে। সন্ধ্যে ঘনিয়েছে অথচ, খেয়াল করে লেন, শহরে কেবল বনভুর‍্যান্টের দোকানের জানালাই আলোকিত।

ঘোড়ার-খুরের-ঘায়ে ওড়া ধুলোর ভেতর দিয়ে সামনে এগোয় লেন, ভাবে সামনের ওই বাগিতে-বসা পুরুষ আর মেয়েটা জানে কিনা এখন আর ফেরার পথ নেই। ওর ধারণা সুসানা বুশ জানে। সারা পথ যেভাবে নীরবে পাড়ি দিয়েছে মেয়েটি তাতে ওকে সমীহ না করে পারে না সে।

পাহাড়ের ঢালে বাগি নামিয়ে আনল ওয়াল্ট শিপলি। এবার সমস্ত ভাবনা বাদ দিল লেন, শুধু চোখ খোলা রাখল। চিহ্ন থাকবেই, যদি মানুষ পড়তে জানে, এবং বাগিটা যখন আচমকা ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে গেল সিগন্যালের সদর রাস্তার মাথায়, তার প্রথম নমুনা দেখতে পেল সে। রাস্তার প্রথম দালানটা কামারশালা। এর সামনের হিচরেইলে ডি বার ব্র্যাণ্ডের ছুটো

ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। এ-পথে পিছু হটার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। এটুকুই যথেষ্ট; লেন টের পেল সুসানা বুশ ঘাড় ফিরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। সুসানার চোখে চোখে তাকাল লেন, ওর শান্ত মুখাবয়ব ভাবলেশহীন। মেয়েটিও লক্ষ করেছে তাহলে।

হোটেলের সামনে গিয়ে থামল বাগি, ওয়ান্ট শিপলি নেমে পড়ল। সাঁঝের ঘনায়মান অন্ধকারে আড়ে চারপাশে নজর বোলাল সে, হোটেল বারান্দায় সারবাঁধা শূন্য চেয়ারগুলো জরিপ করল। ওর কার্যকলাপ দেখে লেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে ওই পথে আক্রমণ আসবে না। সামনে এগোল সে, এখনো স্যাডলে বসে, বাগির কাছের ঘোড়াটার হেড-স্টল ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

শিপলি, পরনের অনভ্যস্ত কালো স্যুটে জড়সড় ভঙ্গিতে, নামতে সাহায্য করল সুসানাকে। তারপর লেনের উদ্দেশে ফিরল। ওর থমথমে বেপরোয়া চেহারায় অনিশ্চয়তা।

'লিলির আস্তাবলে তুলে রাখ,' বাগিটা দেখিয়ে বলল সে।

ঘাড় কাত করল লেন। এখনো ওর দিকে তাকিয়ে শিপলি। নিশ্চয় কিছু বলতে চায়, অনুমান করে লেন, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'তুমি কাছেপিঠেই থাকছ, নাকি?'

'নিশ্চয়ই,' লেন বলল।

আবার ওর চোখ গেল সুসানার দিকে, মুহূর্তের জন্যে পরস্পর মিলিত হল ওদের দৃষ্টি, তারপর সুসানা নজর সরিয়ে নিল।

ও জানে, লেন ভাবে। আজ যে-মুহূর্তে সুসানাকে এখানে আনার জন্যে জেদ ধরেছে শিপলি তখন থেকেই মেয়েটি জানে কাজটা ভুল হচ্ছে। এবং ও ভাবছে আমি সাহায্য করব। ছোটখাট গড়ন সুসানার, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হবু স্বামীর পাশে। লেন আস্তে করে আঙুল ছোঁয়াল টুপির কানায়, বাগিসহ সামনে এগোল।

এখন সে বনডুর‍্যান্টের দোকান পেরিয়ে এসেছে। অদূরে স্পেশল স্যালুনের ম্লান আলো খোলা দরজা পথে বাইরের হিচিং রেইলে-বাঁধা স্যাডল হর্সগুলোর গায়ের ওপর এসে পড়েছে। এখানে ডি বারের আরেকটা ঘোড়া দেখতে পেল লেন, কিন্তু বেল র‍্যাঞ্চের একটিও না। স্যালুনটা পেরোতে পেরোতে তথ্যটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল সে, এর তাৎপর্য অনুধাবন করল। নিজের হাত দেখাবার অপেক্ষায় রয়েছে ফ্র্যাংক আইভি, আত্মবিশ্বাসী মাত্রেই যেমন থাকে।

সেই অতি-পরিচিত প্যাটার্ন। জো লিলির অন্ধকার লিভারি বার্নে বাগি ঢোকাবার মুখে অজানা আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে ওঠে লেনের বুক। এখানে সে এখনো আছে স্রেফ তিন হপ্তার বকেয়া মজুরি আর উপকারী এক মানুষের টানে। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি লিলির হাতে বাগিটা বুঝিয়ে দিয়ে সরে পড়তে পারে সে। তাহলে অযথা আর ঝামেলায় জড়াতে হবে না।

কিন্তু বাস্তবে তা করল না লেন। ক্ষিড কোরালের পাশে নিয়ে রাখল বাগি, নিজেও নামল। দীর্ঘকায় একহারা গড়নের যুবক। পরনে মলিন বেশভূষা। চেহারা বয়সের তুলনায় রাশভারি। সুগঠিত টানটান ঠোঁট দুটো দৃঢ় সংযমের ইঙ্গিত দেয়। আবার

তেমনি, সদ্য ক্ষৌরি-করা মুখমণ্ডল বলে, এই লোক পোড়খাওয়া। স্যাডল খসিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে কোরালে ঢোকাল সে। ওর কাজ শেষ হতে হতে জো লিলি হাজির হল।

'তোমার মনিব তাহলে এসেছে শেষ পর্যন্ত,' টিপ্পনী কাটল জো।

অন্তর্ভেদী সবুজ চোখজোড়া অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত মাপল লিলিকে। 'শেষ পর্যন্ত মানে?' লেন জানতে চাইল।

জো তাকাল না ওর দিকে। 'কিছু না,' বলে ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল অসল্যার, লেন ফিরতি পথ ধরল।

'শোন,' জো পিছু ডাকল। থমকে দাঁড়াল লেন। 'তোমার কাছে আমি ভুসির দাম পাব।'

'আমি এখনো বেতন পাইনি।'

'ঠিক আছে।' তাগাদা দিয়েছে বলে দুঃখিত মনে হয় লিলিকে। লেন বেরিয়ে গেল।

রাস্তা এখন প্রায় অন্ধকার। পশ্চিমা হাওয়ায় পাইন গোটার সুরভি ভেসে আসছে ফেডারেল পর্বতমালা থেকে। আর এর সাথে মিশেছে তপ্ত ধুলো আর আস্তাবলের ভেতরকার অ্যামনিয়াকের ঝাঁঝাল গন্ধ।

থামল লেন, তালুর আড়ালে ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল একটা, পা বাড়াল রাস্তায়। হঠাৎ করে যেন এ-শহরের নির্জনতা আর এর অদ্ভুত মানুষগুলোর ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠেছে তার স্নায়ু।

শেরিফ জিম ক্রু-কে দেখল সে। স্যালুনের বিপরীতে তার

খুপরি অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে, রাস্তা পার হয়ে এদিকেই আসছে। লেন মন্থর করল হাঁটার গতি।

জিম ক্রু-র বয়স মধ্য-পঞ্চাশ। মাঝারি উচ্চতা। হেমন্তের ঝরা পাতার মত খটখটে গড়ন। ধূসর চোখ বরফের মত শীতল, তবে অন্ধকার এখন আড়াল করেছে তা। ক্রু-র আরেকটি বৈশিষ্ট্য : সে নির্বান্ধব। আর ঠিক এজন্যেই মানুষটাকে লেনের এত পছন্দ।

জিম পাশাপাশি হল ওর। কুশল বিনিময়ের পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই, তারপর ক্রু জানতে চাইল, 'কেমন বোধ করছ আজ?' কণ্ঠে বন্ধুতার ছোঁয়া।

'একহপ্তা লাগল, তবে এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ।'

'খামোকা পাগলামি করছিলে,' ক্রু বলল, স্নেহের সুরে।

'চল, ড্রিংক করবে,' লেন বলল। ক্রু আবার ওর দিকে তির্যক দৃষ্টি হানছে দেখে তড়িঘড়ি যোগ করল, 'না, আমি ঠিক আছি। ওরকম মাতাল মানুষ জীবনে একবারই হয়। শুধু তোমার সৌজন্যে।'

'বেশ।'

পাশাপাশি, নীরবে, এগোয় ওরা। লেন ভাবে সেই সাতটি রাতের কথা, যখন মাতাল অবস্থায় ওকে স্পেশল থেকে তুলে নিয়ে হাজতে আটকে রেখেছিল ক্রু। একবারের জন্যেও তিরস্কার করেনি, এমনকি হাজতের দরজায় তালা পর্যন্ত ঝোলায়নি। শুধু ঠায় তাকিয়ে থেকেছে ওর দিকে, লেনের মনে পড়ে, স্নেহার্দ্র করুণার চোখে। কিছু না-শুনেও, জিম ক্রু বুঝেছিল বাঁচার তাগিদেই জীবন থেকে ওভাবে পালান ওর বড্ড প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

তারপর অষ্টম দিনে হাজতে এসে ওকে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করেছে বৃদ্ধ, 'ঘোড়ায় চড়তে পারবে?'

লেন মাথা ঝাঁকিয়েছে। আর ক্রু ইশারায় দরজা দেখিয়ে বলেছে, 'সার্কেল সিক্সটি সিক্সে একজন লোক দরকার। তুমি সেখানে যাও। শিপলিকে বলে রেখেছি। আরো দিন দুই বিশ্রাম নিয়ে তারপর কাজে যোগ দিয়ো।' এবারও কিছু জানতে চায়নি বৃদ্ধ। আর তাই লেন কৃতজ্ঞ ওর কাছে। এটা তিন সপ্তাহ আগের কথা।

স্যালুনে ঢুকল ওরা। পেছনের একটা টেবিলে পোকার খেলা চলছে। বাঁয়ে বার ফাঁকা। খেলা দেখায় মত্ত বারটেণ্ডার। বারের কিনারে কোমর ঠেকাল ওরা। বার্চ নেলিস, বারটেণ্ডার, পরনের নোংরা অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল ওদের দেখে।

লেনের ওপর চোখ পড়তেই ক্রু-র পানে তাকাল বার্চ, যেন বলবে, 'আবার।' কিন্তু সে মুখ খুলতে পারার আগেই শেরিফ বলল, 'ঠিক আছে, বার্চ। হুইস্কি।' ঢলঢলে কালো স্যুটে নেহাত দুর্বল মনে হয় জিম ক্রু-কে। কিন্তু যখন সে কথা বলে সবাই টের পায় তার কর্তৃত্ব, যেমন এখন পেল বারটেণ্ডার।

লেন দুটো সিগার কিনল। গ্লাস হাতে ক্রু আর সে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি। টেকো বার্চ নেলিস কনুইয়ের ভরে সামনে ঝুঁকল, অভিজ্ঞ চোখে জরিপ করল লেনকে। 'তোমাকে বেশ তাজা লাগছে।'

'তাজা বোধও করছি।'

'স্বাভাবিক,' মৃদু হাসল বার্চ, ফের খেলা দেখায় মন দিল।

বারের পেছনের আয়নার ভেতর দিয়ে ক্রু-র দিকে তাকায়

লেন, বৃদ্ধকে অস্থির মনে হয়। আজ এ-শহরে, সে জানে, যে-সংঘাত বাধার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই এই অস্থিরতার মূল। কারণ, সংঘাত জিম ক্রু-র বহু স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে। দশ-বার বছর আগে ওর নাম পশ্চিমের প্রায় সবাই জানত। বহু রেলরোড আর মাইনিং টাউনে কঠোর হাতে সে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। ওর সেসব বীরত্বের কাহিনী আজো মনে আছে অনেকের। এখন সে বুড়িয়ে গেছে, ক্লান্ত, একলা থাকে, প্রত্যন্ত এই শহরের শেরিফের দায়িত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট, তাই বিচলিত হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কায়। লেন পরিষ্কার বুঝতে পারে ওর মনোভাব, শেরিফের মুখ খুলবার অপেক্ষায় থাকে সে।

দ্বিতীয় দফা ড্রিংক নেবার সময়ে শেষ হল অপেক্ষার পালা, যখন জিম ক্রু পলক তুলে দেখল লেন তাকে লক্ষ করছে আয়নায়।

মুখ বিকৃত করল ক্রু, শীতল চোখে কৌতুক ঝিকিয়ে উঠল। 'আচ্ছা, তুমি জান সুসানাকে ও এখানে এনেছে কোন্ আক্কেলে?'

'কথাটা আমিও ভেবেছি।'

'তুমি পারবে মেয়েটাকে সরিয়ে নিতে?'

লেন মাথা নাড়াল। 'না। ও যাবে না।'

হাতে-ধরা পানীয়ের দিকে তাকাল ক্রু, নিচু অথচ তিক্ত সুরে বলল, 'জঘন্য দায়িত্ব।' গ্লাস উঁচু করল সে। 'তুমি এর ভেতর এস না।'

'আমি শিপলির নুন খেয়েছি।'

'মোটে তিন সপ্তাহ। ওরকম একটা নির্বোধের কাছে কী বাধা আছে তোমার? জীবন?'

'হতে পারে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রু, কিছু বলল না।

লেন জানতে চায়, 'আইভি শহরে?'

'এভাবে সে খেলে না,' ক্রু-র কণ্ঠস্বর ক্লান্ত। 'ফ্র্যাংক মানুষকে ভয়ের মধ্যে রাখতে ভালবাসে।'

উ্যাইস্কি শেষ করে গ্লাসটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল শেরিফ। 'তোমার বিশ্বাস সুসানা রাজি হবে না যেতে?'

'বলে দেখতে পার।'

মাথা নাড়াল ক্রু, বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

লেন ভাবে আনমনে, অনুভূতিটা তাহলে ফিরে এসেছে। সেই পরিচিত অহংকার, মানুষ যার মায়া ছাড়তে পারে না। কারো চাকরি করলে তার পক্ষে লড়তে হয়, মনিবকে নির্বোধ ও দুর্বল মনে হলেও। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয় সে, এসব অনুভূতি না তার কবেই মরে গিয়েছিল? বারের ওপর পয়সা ফেলে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে সে, রাস্তার উজানে এগোয়।

মোড়ে পৌঁছে বনডুর্যান্টের দোকানে ঢুকল লেন সয়্যার, তবে হার্ডওঅ্যার সামগ্রীর দিকে না-গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল, গৃহস্থালি জিনিস আর থানকাপড় যে-পাশে সাজান আছে।

মার্টিন বনডুর্যান্ট কাছে এল, দৃষ্টি মার্জিত কিন্তু কৌতূহলী। সে পুরুষের কাপড় বিক্রি করে না। বিনীতভাবে দোকানি জিজ্ঞেস করল তার মলিন পোশাকের খদ্দেরকে, 'তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

'আমি ওয়াল্ট শিপলির বাথানে কাজ করি। বেতন এখনো

পাইনি। বাকি দিতে পারবে ?'

'কেন নয় ?' ঘাড় কাত করল বনডুর‍্যান্ট।

'একজন মহিলার স্কার্ট হয় এতটা সিল্ক দরকার আমার।'

কাউন্টারের পেছনে গেল বনডুর‍্যান্ট, র‍্যাক থেকে থান নামাল কয়েকটা। নীলরঙের দামি একটা সিল্ক পছন্দ করল লেন। গজফিতে দিয়ে মেপে কাপড় কাটল দোকানি, সুন্দর মোড়কে জড়িয়ে রাখল কাউন্টারের ওপর। স্মিত মুখে মোড়কটা হাতে নিল লেন, চোখ না-বুলিয়েই দামের রশিদখানা রেখে দিল পকেটে।

আবার যখন রাস্তায় নামল, ফিরতি পথ ধরল সে। স্যালুন, লিভারি আর তার ওপাশের আগাছায়-ছাওয়া পড়োজমিটা পেরিয়ে এল একেএকে। এখন চারদিক পুরোপুরি অন্ধকার। শহরের ব্যবসায়িক এলাকার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে সে। আরেকটু এগোলেই সিগন্যাল ক্যানিয়ন।

লেনের সামনে নিঃসঙ্গ একটা দালান। এর পেছনের জানালায় বাতি জ্বলছে। এবার হাঁটার গতি কমাল সে, ফুটপাত-ঘেঁষা দরজার সামনে গিয়ে থামল। ঘণ্টার দড়ি ধরে টানল, ডিংডং আওয়াজ শুনতে পেল ভেতরে। দরজা-লাগোয়া উইণ্ডোকেসের দিকে তাকাল সে। স্ট্যাণ্ডে মেয়েদের টুপি ঝুলছে। উইণ্ডোকেসের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা : লেডিজ অ্যাপারেলস্।

খানিক বাদে সামনের ঘরের ওপাশের প্যাসেজে আলো দেখা গেল, এগিয়ে আসছে কাঁপতে কাঁপতে। তারপর স্থির হল বাতিটা, সম্ভবত কোন টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে, এবং অচিরেই দরজা খুলে গেল।

‘গুড ইভনিং, শীলা,’ বলে টুপি নামাল লেন।

‘লেন সয়্যার।’ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, স্মিত হেসে যোগ করল, ‘এস।’

লেন পা রাখল ভেতরে। শীলা বাও দরজাটা আটকে, ঘুরে মুখোমুখি হল ওর। হাসল আবার। মাঝারি উচ্চতার মেয়ে শীলা। ভরাট যৌবন। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল। বাড়ির জামার ওপর অ্যাপ্রন পরেছে, হাতা কনুই অবধি গোটান। ওর মুখখানা নিটোল, আর এখন কোমরে হাত রেখে লেনকে জরিপ করার সময়ে তার খয়েরি চোখ দুটোয় কৌতুক নেচে উঠল।

‘এটা বাড়ির মেয়েলি অংশ, লেন। ভেতরে চল যেখানে আমরা বসতে পারব।’ টেবিল থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে এগোয় শীলা। যাবার আগে কামরার ভেতরে নজর বোলায় লেন। এখানে ঢুকলেই কেমন-যেন অস্বস্তি হয় তার। কাপড়ের গন্ধ পায়। মেঝেতে অসংখ্য বাতিল কাপড়ের টুকরো পড়ে। লম্বা একটা কাটিং টেবিল আর সেলাই মেশিনের পাশে দরজিবাড়ির দুটো ডামি রাখা। এছাড়া আসবাব বলতে খানকতক চেয়ার আর একথাক হ্যাটবক্স।

সরু প্যাসেজের অপর মাথায়, ছোট্ট শোবার ঘরের পাশে, কিচেন-কাম-লিভিং রুম। বাড়ির মূল অংশ এটাই। জায়গাটা বেশ আপন মনে হয় লেনের। পশ্চিমের যে-কোন র‍্যাঞ্চ কিচেনের সাথে মিল আছে। পেছনের দেয়ালে লাকড়ির বিরাট চুলো। পাশে সিংক আর চাপকল। কামরার মাঝখানে ছড়ান-ছিটান চেয়ারসহ লম্বা ডাইনিং টেবিল। আর বিপরীত দেয়ালের গায়ে জীর্ণ সোফা,

সেণ্টার টেবিল। তবে ছোট্ট দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে এই ঘরে। মেঝের কালচে শতরঞ্চি আর জানালার উজ্জ্বল পর্দা।

শীলা ডাইনিং টেবিলে নামিয়ে রাখল বাতিটা। লেন দেখে ওর আহারে সে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

'তুমি খেয়েছ ?' জানতে চাইল শীলা।

লেন যখন মিথ্যে করে বলল খেয়েছে, তখন কাবার্ডের সামনে গিয়ে শীলা যোগ করল, 'নিশ্চয় এত খাওনি যে আরেক কাপ কফির জায়গা হবে না।'

চুলো থেকে কফি ঢেলে নিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। লেন চেয়ার টেনে বসে পড়ল। শীলা ডুবে গেল ওর মুখোমুখি চেয়ারে, সোজা তাকাল। 'কেমন লাগছে নতুন চাকরি ?'

'স্যালুনে বসে মদ গেলার চেয়ে ভাল।'

মিষ্টি হাসল শীলা। 'ওতেও কিন্তু মন্দ করছিলে না তুমি।'

'বিল কোথায় ?' জিজ্ঞেস করল লেন। পট থেকে কফিতে দুধ ঢেলে নিল, চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে দেখতে লাগল শীলাকে।

কাঁধ ঝাঁকাল শীলা। 'বিলকে তো জানই। বন্ধুবান্ধব নিয়ে দিনকতক থায় আমার ঘাড়ে বসে, তারপর একদিন লাপাত্তা হয় হুট করে।'

'ভীষণ অস্থির,' বিড়বিড় করে বলল লেন।

ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শীলা। 'আচ্ছা, তোমার সাথে ওর পরিচয় কোথায়, লেন ? বিল আমাকে বলেনি কিছু।'

'একদিন সকালে স্পেশলে ওকে মদ খাইয়েছিলাম। আমাদের দুজনারই মতের মিল হল উ্যইস্কির ব্যাপারে, তাই রয়ে গেলাম

একসঙ্গে।'

'তফাত শুধু,' আস্তে আস্তে বলে শীলা, 'বিল শেল মদ খেতে পছন্দ করে, আর তুমি কর না।'

'অতটা নয়,' স্বীকার করে লেন।

'তুমি ফুর্তিবাজও না,' শীলা বলল। 'তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা হয়।'

'তা অবশ্যি করি না,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলে লেন। একমুহূর্ত নীরব থাকে সে, কামরার চারপাশে নজর বোলায়। 'আমার বেশ মনে আছে, বিল আর আমি প্রায় হপ্তাখানেক ছিলাম এ-ঘরে। আচ্ছা, তুমি তাড়িয়ে দাওনি কেন?'

'তা যদি দিতাম, সময় কাটাতে কোথায়?'

'স্যালুনে। অন্য কোথাও। আমরা এমনিতেও চিরকাল তোমার ঘাড়ে ভর করে থাকতাম না।'

শীলার গালে ভাঁজ পড়ল। 'এই যে তোমরা আস, আমার ভাল লাগে। জান, লেন, আমার সাতটা ভাই। সবসময় মনে পড়ে ওদের। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বিল শেল বা তোমার মত পুরুষেরা যখন শহরে আসে, তারা ড্রিংক করতে চায়, মেয়েমানুষের সঙ্গ কামনা করে। ওদের খাওয়াতে পছন্দ করি আমি, পুরুষদের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে।' শীলার কণ্ঠে জলতরঙ্গের ঝঙ্কার ওঠে। 'দিনের পর দিন মেয়েদের সাথে কেবল তাদের পোশাকআশাকের কথাই বলতে হয় আমাকে। কিন্তু তোমাদের উপস্থিতি আমাকে সেই একঘেয়েমি ভুলিয়ে দেয়। এই যে বিনিময়, এটা কি কম মূল্যবান?'

'ঠিক,' একমত হয় লেন। টেবিলের-ওপর-রাখা কাপড়ের প্যাকেটটা শীলার দিকে ঠেলে দেয়। শীলা পলক তোলে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন। 'বন্ধুর জন্যে ছোট্ট উপহার,' লেন বলে।

মোড়কটা খোলে শীলা। ল্যাম্পের আলোয় দামি রত্নের মত জ্বলজ্বল করে নীল সিল্ক। আনন্দে অব্যক্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শীলা, তারপর ধীরে ধীরে তাকায় লেনের দিকে। 'অপূর্ব, লেন—সত্যি অপূর্ব।'

চকিতে বুকের ভেতরটা থচ্ করে ওঠে, স্মৃতির ঘাই অনুভব করে সে। শীলা তখন বলছে, 'বনডুর‍্যান্টের দোকানে আমি দেখেছি এ-জিনিস। এত ইচ্ছে গেছে কিনতে যে স্বপ্ন দেখেছি।' ওর মুখের আলো নিভে গেল হঠাৎ, বিস্ফারিত হল চোখ, গুরুজনের শাসন মনে পড়ে গেলে দুষ্টু ছেলের যেমন হয়। 'কিন্তু আমি তো নিতে পারব না।'

লেনের সবুজ চোখের আনন্দও মরে যায়। শীলা লক্ষ করে তা। চেয়ারে হেলান দেয় সে, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'তুমি দিতে চাইছ এতেই আমি খুশি, লেন। কিন্তু নেয়া সম্ভব না। সিগন্যাল ছোট জায়গা, আর আমাকেও আমার সুনামের কথা ভেবে চলতে হয়।' ম্লান হাসে ও। 'তোমার এই সিল্ক কেনার ঘটনাটা এতক্ষণে মার্টিন বনডুর‍্যান্ট তার স্ত্রীকে জানিয়েছে। সেই কাপড় পরেই যখন বেরুব আমি, কী ভাববে মহিলা? কী বলবে মানুষকে?'

'আমি এতটা তলিয়ে দেখিনি,' লেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

শীলা হাসল এবার। 'আমি তা জানি। এভাবে দেখা একমাত্র

মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।'

অনাবিল হাসল লেন, মাথা ঝাঁকাল। এরপর কিছুক্ষণ নীরবে কাটাল ওরা। কাপড়টা নাড়াচাড়া করছে শীলা, চোখ সিল্কের ওপরে অথচ দেখছে না ওটা।

শান্ত কণ্ঠে বলল ও, অন্যদিকে তাকিয়ে, 'তুমি ভাল মানুষ, লেন। একটা কথা বলি?'

লেন নিষ্পলক, মাথা ঝাঁকাল।

শীলা বলে, 'তুমি দুঃখী। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

চুপ করে থাকে লেন, চিন্তার ভারে মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা লক্ষ করে শীলা তড়িঘড়ি মাথা নাড়ায়। 'সরি। তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি।'

লেনের চোখ, কোমল ও আনমনা, এবার নিবদ্ধ হল শীলার দিকে, একটুক্ষণ জরিপ করল ওকে। অবশেষে, ধীরে ধীরে, ওর সুগঠিত মুখমণ্ডল নরম হয়ে এল। 'তোমার অনুমান ঠিক, শীলা। তবে আমি কিছু মনে করিনি।'

স্মিত হাসে শীলা। কাপড়টার দিকে তাকায় আবার, আঙুলের সাহায্যে আঁকিবুঁকি কাটে। এবার আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে লেন, আর শীলা একদৃষ্টে দেখে ওকে।

'তোমাকে জানাতে বাধা নেই,' লেনের চোখে বেদনা। 'বছর কয়েক আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে। একটা ছেলে ছিল আমাদের। গত মাসে ছবছরে পড়ত।' এখন কঠিন হয়ে উঠেছে গলা, অনমনীয় জেদ প্রকাশ পাচ্ছে যা থেকে বোঝা যায় কথাগুলো

বলতে কী অপরিসীম কষ্ট হচ্ছে তার। 'গরু কেনাবেচার ব্যবসা ছিল আমার। বেশির ভাগ সময়ে বাইরে বাইরে থাকতাম। তাই কোথাও গেলে, শহরে আমার এক বন্ধুর বাসায় রেখে যেতাম ওদের। সেবারও গিয়েছিলাম তেমনি। একরাতে আগুন লাগল বাড়িতে। ছেলেটাও ছিল ওখানে, ঘুমোচ্ছিল মায়ের সাথে। কাউকেই বাঁচান যায়নি।'

শীলা নীরব। করুণা আর সহানুভূতি ঝরে পড়ে ওর চোখে। নিশ্চল বসে লেনকে সে দেখে। শার্টের পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বার করল লেন, সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল। পকেট হাতড়াল দিয়াশলাইয়ের খোঁজে, পেল না। শীলা উঠে চুলোর পাড় থেকে কিচেন ম্যাচের বড় বাক্সটা এনে দিল।

লেন পলক তুলল। শীলা ওর পাশে দাঁড়িয়ে। 'এজন্যেই তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইছিলাম, শীলা। মদ দুর করতে পারেনি আমার কষ্ট; বিল শেলের কথাও না। আমার বিশ্বাস তুমি যেভাবে সঙ্গ দিয়েছ আমাদের, বিলের কৌতুকে হেসেছ, আমাকে কোন প্রশ্ন করনি তাতেই মুছে গেছে সবকিছু। এখন আমি পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছি।'

বিষণ্ণ হাসল শীলা। ফিরে গেল চেয়ারে। 'লেন, তুমি কিছু মনে না করলে, এই সিদ্ধ নিতে আমার ভালই লাগবে। কথাগুলো বলার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

কাবার্ডের মাথায়-রাখা ঘড়ির দিকে নজর গেল লেনের, সময় দেখে নিল চট করে। এরপর, শীলার কথা শুনতে শুনতে কফি খেতে লাগল। শীলার বন্ধুসুলভ অমুচ্চ কণ্ঠস্বর অতীতে ফিরিয়ে

নিয়ে গেল ওকে, রুথের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রথম কয়েকটা মাসে। ব্যাংক ঋণের টাকায় জমি কিনে বাড়ি করেছিল সে। রুথের গর্ভে তখন ওর সন্তান। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাতে বাসায় ফিরত সে, খাওয়া সেরে জোনাকি-জ্বলা বারান্দায় বসে চেয়ে চেয়ে দেখত রুথকে, আর ওর সারাদিনের ঘরকন্যার কাহিনী শুনত। তখন সুখী সংসারী এক মানুষ ছিল সে; কিন্তু রুথের মৃত্যুর পর ইস্পাতকঠিন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সেসব স্মৃতিকে তাড়িয়েছে। তবে আজ রাতে, শীলার কথা শুনতে শুনতে, স্মৃতিগুলোকে আবার সে মনে করল—এবং কোন যন্ত্রণা বোধ করল না।

এখন ফের ঘড়ি দেখল লেন এবং উঠে পড়ল। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ যার সংক্ষিপ্ত সুখকর মুহূর্তগুলো শেষ হয়ে গেছে। শীলাও লক্ষ করল ওর তাড়া।

ল্যাম্প তুলে নিল সে, আগে আগে গিয়ে সদর দরজার হুড়কো নামাল।

দরজাটা খোলার আগে ঘুরে লেনের মুখোমুখি হল শীলা বার্ড, অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'শহরে আজ রাতে আলোচনার বিষয়বস্তু তুমি জান, লেন?'

'ফ্র্যাংক আইভি?'

মাথা ঝাঁকাল শীলা, বলল, 'আমি চাইনি তুমি অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়।' এবার কবাট মেলে ধরল ও।

শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এল লেন, আর শীলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট, রাতের অন্ধকার লেনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে না-নেয়া পর্যন্ত ওর যাওয়া দেখল।

অন্ধকারে এসে থামল লেন সয়্যার। চারপাশের নিকষ কালো পরিবেশের দিকে কোন খেয়াল নেই তার। সে ভাবছে মেয়েটির কথা। কত অবলীলায় ওকে সাবধান করে দিল। যে-জিম ক্রু আর দশজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি মৃত্যু দেখেছে এমনকি সেও এতটা হালকাভাবে বলতে পারত না। ওকে সাবধান থাকতে বলার মধ্যে কোনরকম মিনতি ছিল না, ভয়ও না। ছিল শুধু হুঁশিয়ারি আর তার প্রতি অনুক্ত আস্থা। মেয়েটি জানে পুরুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হয়। সেটা তার স্ত্রী বা প্রেমিকার অপছন্দ হলেও।

দোকান, হোটেল আর স্যালুনের ছিটকে-পড়া আলো বরাবর এগোল লেন। এখন সতর্ক এবং শান্ত। স্টেজ আসতে আরো এক ঘণ্টা। এর পরের আর কিছু সে ভাবতে পারে না। লিভারি স্ট্যাবল পেরোয়, দেখে রাস্তার অপর পারে ক্রু তার অন্ধকার অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে।

স্পেশল স্যালুনের সামনে আরেকটা অবয়ব চোখে পড়ে তার। অন্ধকারাচ্ছন্ন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মাথা ওর দিকে ফেরান, পায়ের আওয়াজের উৎস খুঁজছে।

লোকটা ওয়াল্ট শিপলি। লেনকে দেখে শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল। 'কোথায় ছিলে?' তার কণ্ঠে বিরক্তি। 'আমি ভাবলাম বোধহয় চলেই গেছ।'

'যাইনি,' লেন বলল।

কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তায় নজর বোলাল শিপলি। অস্থিরভাবে বলল, 'এস, গলা ভেজাবে।'

স্পেশলে ঢুকল ওরা। পোকার খেলা চলছে এখনো। বার্চ

নেলিসের কাছ থেকে বোতল আর গ্লাস নিল ওয়াল্ট, সামনের একটা টেবিলের দিকে এগোল। খেলোয়াড়রা নীরবে আড়চোখে দেখছে তাকে। সে বুঝতে পারে। চেয়ারে বসল শিপলি, বুড়ো আঙুল দিয়ে নতুন স্টেটসনটা ঠেলে কপালের পেছনে সরাল, চঞ্চল চোখে নজর বোলাল কামরার ভেতরে। লেন, নিজের চেয়ারে আরামে বসে, ওর ভাবসাব লক্ষ করে মনে মনে বলল, 'এখনই ভূত দেখতে শুরু করেছ তুমি।' কিছু লেখা নেই ওয়াল্ট শিপলির চেহারায়, ভাবল লেন, কিন্তু সে যে এরই মধ্যে ঘাবড়ে গেছে তাতে ভুল নেই।

শ্যামলা মানুষ ওয়াল্ট শিপলি। বয়স ত্রিশের নিচে। লম্বাটে মুখে একজোড়া জেদি অস্থির কালো চোখ। প্রচণ্ড এক উদ্যম আছে মানুষটার ভেতর, কখনো বিশ্রামের সুযোগ দেয় না তাকে, আর এখন তা ওর আত্মাকে অধিকার করে উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে। লোকটা উদার আবেগপ্রবণ, সিক্সটি সিক্সে তিন সপ্তাহের চাকরি জীবনে জেনেছে লেন। ভীষণ স্পর্শকাতর মেজাজ। একটুতেই জ্বলে ওঠে বারুদের মত। আবার তেমনি মরে যায় ঝটপট। তবে ওর দৃঢ়তা কতখানি তা সে এখনো দেখেনি। লেনের ধারণা সুসানা বুশ, অর্থাৎ ওয়াল্টের বাগদত্তা, দেখেছে। এবং, সেও জানবে আজই।

জেদি চোখ দুটো লেনের দিকে ফিরিয়ে শিপলি বলল, 'ও নেই এখানে, আছে?'

'না,' লেন জানাল।

'থাকবেও না,' সবজান্তার ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকাল ওয়াল্ট।

কিছু বলল না লেন। এবার শিপলি চোখ কুঁচকে ওর মুখে খুঁজল কী যেন। 'তোমার ধারণা আসবে?'

'হ্যাঁ।'

ওয়াল্টের গলা চড়ে গেল এক পর্দা, 'ডি বারের ওই ঘোড়া দুটো আমিও দেখেছি। একটা রেড ক্রেটের, সুসানা বলল। রেড ফ্র্যাংকের ঘেঁটু। এবং বেল র‍্যাঞ্চের একটি ঘোড়াও আমি দেখিনি শহরে।'

'ঠিক,' এভাবে বলল লেন যেন মজা পাচ্ছে।

ওয়াল্ট বলল, ঈষৎ রুক্ষ স্বরে, 'ওর আসার ব্যাপারে তোমাকে খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে।'

দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লেন। 'ফ্র্যাংক আইভিকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।'

'অ।' শিপলির কণ্ঠে অবজ্ঞা। নিজের গ্লাসে আরেক দফা পানীয় চালল সে। লেন এখনো মদ ছোঁয়নি এটা খেয়াল করে কৌতূহলী হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। বলল, 'কী ব্যাপার খেতে ভয় পাচ্ছ?'

লেন একবার শিপলি, আর একবার ওর পানীয়ের দিকে চোখ ফেরাল, তারপর গ্লাস তুলে নিয়ে গলায় ঢেলে দিল হুইস্কি। ওটার অস্তিত্ব এতক্ষণ সে ভুলে গিয়েছিল।

প্রাণখুলে একচোট হাসল ওয়াল্ট। 'খাসা জবাব।'

আরাম করে বলল সে। শান্ত হয়ে আসছে চেহারা। লেনকে জরিপ করছে। 'জান, সয়্যার,' আস্তে বলল শিপলি, 'তুমি খুব অদ্ভুত মানুষ। কোনকিছুই কি তোমাকে উত্তেজিত করতে পারে না?'

'না।'

'কথাও বলতে জান না?'

লেন হাসল। 'তেমন জম্মিয়ে না।'

'তুমি ভাগ্যবান,' বলল ওয়াল্ট। সহসা তিক্ত হয়ে উঠেছে গলা। এর কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনেক আগেই লেন জেনেছে ওয়াল্ট শিপলির কাছে কথার কোন দাম নেই। খেয়ালের বশ সে। ঝোঁকের মাথায় দুম করে বলে ফেলে একটা কিছু, এবং তারপর সেই কথা রক্ষা করতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে। আজ রাতেও কথা রক্ষা করারই চেষ্টা করছে, তবে এখন আর অতখানি বল পাচ্ছে না মনে। আর এই সংশয় কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে, অস্থিরতার দিকে মানুষটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবারো ড্রিংক ঢেলে নিল শিপলি, জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে বোতলটা বাড়িয়ে দিল লেনের উদ্দেশে। মাথা নাড়াল লেন। একঢোকে গ্লাসের সবটুকু তরল পদার্থ সাবাড় করল র‍্যাঞ্চার। ঝাঁঝের ধাক্কায় কাশল একবার এবং তার পর, লেনের দিকে না-তাকিয়ে, বলল, 'সুসানা হোটেলে। তোমাকে ডেকেছে।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল লেন, বিস্ময় গোপন করার চেষ্টায়। নেহাত প্রয়োজন ছাড়া সুসানা বুশ কখনো কথা বলে না তার সাথে। সে সার্কল সিক্সটি সিক্সের তিনজন কর্মচারির একজন। কাজ তেমন নেই। শুধু বিশেষ একটা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেই ভাড়া করা হয়েছে তাকে। লেনের মনের গহিনে সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল। 'কেন?' জানতে চাইল সে।

'সুসানার ধারণা আমার সাহায্য প্রয়োজন হবে।' শিপলির

বিদ্রূপের দৃষ্টি লেনের ওপর স্থির হল। 'ভয় পাইয়ে দিয়ো না ওকে। তবে দেখা কর একবার, আচ্ছা?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ল লেন, বেরিয়ে গেল। মন্থর গতিতে হোটেল অভিমুখে এগোল সে, বনড়ুর‍্যান্টের দোকান অতিক্রম করে থামল একবার। এটা মেয়েলি কোন ঝগড়া নয়। সুসানার উচিত হয়নি শহরে আসা। ওর সাথে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তার। এই বিবাদের প্যাটার্ন জীবনের ক্রমবিকাশের মতই প্রাচীন। সুসানা বুশের কোন কথাই এর খাত বদলাতে পারবে না।

তবু, এগোয় লেন, ভেতরে ভেতরে অসন্তুষ্ট। হোটেল লবির গদি-আঁটা চেয়ারগুলো ফাঁকা। ওপাশের বারে মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কথাবার্তার।

ডেস্কে গিয়ে রেজিস্টারে চোখ বোলাল সে উঠে গেল দোতলায়। করিডরের মাথায় 'এ' লেখা দরজায় টোকা দিল। জানে, মহিলা নিয়ে কোন গরু ব্যবসায়ী শহরে এলে এ-ধরনের ডাবল সুইটই ভাড়া করে।

একটু বাদে দরজা খুলল সুসানা বুশ। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভেতরে এস, লেন।'

টুপি খুলে দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢুকল লেন। মুখের সাথে মানানসই ছোট-করে-ছাঁটা কালো চুল আর পরনের সাদামাঠা ক্যালিকো শার্ট আর লেভাইসের প্যান্ট ওর চেহারায় স্বল্পবাক সংযমী পাঞ্চারের আভিজাত্য এনে দিয়েছে।

'বস,' বলল সুসানা। ল্যাম্প-শোভিত সাইড টেবিলের ধারে গদি-আঁটা একটা চেয়ারে বসে পড়ল লেন। আর সুসানা মুখোমুখি

রকিং চেয়ারে।

সন্তর্পণে ওকে জরিপ করে লেন। এই মেয়েটিকে, নিজের অজান্তে, শ্রদ্ধা করে সে। ওর অবয়বগত বৈশিষ্ট্যই হয়ত এর মূল কারণ। সুসানা খর্বাকৃতি গড়নের মহিলা, অত্যন্ত ঋজু শরীর। বেঁটে হওয়ায় এ-ব্যাপারে অসচেতনভাবেই সে স্পর্শকাতর। তবে এ-স্পর্শকাতরতা কখনো অহমিকায় রূপ নিলেও, ওকে দেখামাত্র একজন পুরুষ তা বিস্মৃত হবে। সুসানা সত্যি সুন্দর, ছোটখাট যেসব খুঁত আছে সেগুলো বরং চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে আরো। যেমন, ওর নাসাকে অস্পষ্ট যে-কটি ঘামাচির দাগ কলঙ্কিত করেছে সেগুলোই আবার তার মধ্যে এক দস্যি মেয়ের রূপকে উদভাসিত করে তুলেছে। ওর চোখ সবুজ-নীল, যার কোনটিই প্রধান রং নয়। মাথার এলো কোঁকড়া চুল ইণ্ডিয়ানদের চুলের মত কাল এবং উজ্জ্বল। আজ চারদিন হল এই পোশাকে ওকে দেখছে লেন। তাই জানে কাপড়ের ব্যাপারে মেয়েটির বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। অথচ ওই জামাকাপড়ই সে যত্নের সাথে পরেছে। সুসানার বাবার আউটফিট, ডি বার, এই তল্লাটের বিত্তশালী র‍্যাঞ্চগুলোর একটা। এইসব খুঁটিনাটি জিনিসের সাথে মেয়েটির ভদ্র মার্জিত কথাবার্তা, চলাফেরার শালীনতা আর লাজুক হাসি যুক্ত হয়ে তার প্রতি লেনের শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলেছে। আর সে-শ্রদ্ধা থেকে এখন জন্ম নিল সতর্কতা। সুসানাকে আবার মাপল লেন। চেয়ারে পুরুষালি ঢঙে সামনে ঝুঁকে বসেছে, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর রাখা, আঙুলগুলো একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরেছে।

'লেন, আমরা বরং কাজের কথায় চলে আসি, কেমন?' শুরু করল সুসানা। 'প্রথমেই বলে রাখি, তোমাকে দেখে নির্বোধ মনে হয় না। বেহেড মাতাল অবস্থায় এসেছিলে, লোকেও তোমার সম্বন্ধে উলটোপালটা অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু তাতে তোমাকে কখনো রাগতে দেখিনি। নিজের কাজটা ঠিকমত করে যাও। এ থেকে বোঝা যায়, তুমি বোকা নও—কাজেই অযথা আর ভান কোর না।'

অস্বস্তিভরে পায়ের ওপর পা চাপাল লেন, চোখে কৌতুক, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না।

'একমাত্র তুমিই আছ এখনো ওয়াল্টের সাথে। নিশ্চয় জান লিচ আর হার্ভে আজ সার্কল সিক্সটি সিক্স ছেড়ে চলে গেছে? ওয়াল্ট কোথাও পাঠায়নি ওদের, যেমনটি ও বলেছে তোমাকে। ওরা কাজে ইস্তফা দিয়েছে।'

লেন মাথা ঝাঁকাল, অবাক হয়নি।

'তুমিই রয়ে গেছ শুধু। কিন্তু কেন?'

'প্রয়োজনের সময় আমাকে সাহায্য করেছে ওয়াল্ট।'

আলতো মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'ঠিক একথাটাই আমি জানতে চাইছিলাম।' উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল ও। বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, ঘুরে মুখোমুখি হল লেনের। 'এখন আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, লেন।'

লেন নিরুত্তর রইল।

'ওয়াল্টের ধারণা ফ্র্যাংকে আইভি যে-হুমকি দিয়েছে, আজ রাতের স্টেজে তাকে সে যেতে দেবে না, সেটা আসলে একটা

ধাপ্পা। তুমিও কি তাই মনে কর?'

'না।'

'তাহলে তুমি কী করবে এখন?'

আস্তে মাথা নাড়াল লেন। 'কিছু না।'

'কিন্তু কিছু একটা তো তোমাকে করতেই হবে।'

লেনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি প্রকাশ পেল। 'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না। ওয়াল্ট বলেছে, এখানে সে ভেড়া আমদানি করবে। স্যালুনে সবার সামনে একদল গরু ব্যবসায়ীকে এটা বলেছে সে। এবং কবে যাবে জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে অন্যদের, পারলে তারা যেন ওকে বাধা দেয়। ফ্র্যাংক আইভি বলেছে সে বাধা দেবে।' থামল ও, সুসানাকে দেখল। 'আজ সেই যাবার দিন। হয় সে যাবে নয়ত যাবে না। এতে অন্য কারো কিছু করার নেই। ভুল যা হবার তা হয়ে গেছে।'

'কী ভুল? ভেড়া আনতে চাওয়া?'

'না।' লেনের কণ্ঠ কাঠখোট্টা, এখনো সে তাকিয়ে সুসানার দিকে। 'আমার যদি ভেড়া আনার ইচ্ছে থাকে আমি সোজা নিয়ে চলে আসব। আমাকে আটকাবার জন্যে চ্যালেঞ্জ করতে যাব না কাউকে। তুমিও তা,' চাঁচাছোলা সুরে যোগ করল লেন, 'করবে না।'

'ঠিক।' মৃদু স্বরে বলল সুসানা। টেবিলের সামনে ফিরে এল, লেনকে জরিপ করছে, দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। 'কী ঘটবে? সংখ্যায় কজন হবে ওরা?'

'রাস্তার ভাটিতে ডি বারের দুটো ঘোড়া দেখেছি আমি। এর

অর্থ, তোমার বাবা তাঁর লোকদের ইশারা দিয়েছেন।'

'না,' সুসানা প্রতিবাদ করল। 'ওগুলো রেড কেটস আর উইল আগুনের ঘোড়া। ওরা এর ভেতর নাক গলাবে না।' একটু দ্বিধা করে ও। 'বাবাকে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আজকের ঝগড়ায় ডি বারের কোন লোক যদি জড়ায়, আমি আর কোনদিন তাঁর বাড়িতে পা রাখব না।'

'তাহলে শুধু ফ্র্যাংক আইভি,' লেন বলল।

'একাই?'

মাথা ঝাঁকাল লেন, উঠে পড়ল। সুসানা টেবিলের কোনা ঘুরে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে চোখ রাখল। 'তুমি ওয়াল্টের পেছনে থাকবে না?'

'আমি তার চাকরি করি,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল লেন।

সুসানার চোখে স্বস্তি ফুটল। 'ধন্যবাদ, লেন।'

আলতো মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় জানাল লেন, লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজায় গেল। মাত্র হাত রেখেছে নবে এমন সময়ে সুসানা শান্ত কণ্ঠে ডাকল, 'লেন।' দাঁড়িয়ে পড়ল সয়্যার, আর সুসানা বাতির ওপাশে সরে গেল যাতে মুখ অন্ধকারে থাকে।

'ওয়াল্ট যদি সত্যি সত্যি স্টেজ ধরে, ভেড়া নিয়ে আসে—তখন কী হবে?'

ক্ষীণ হাসল লেন। 'ভেড়া আনার দরকার হবে না। আজ রাতের স্টেজ ধরতে পারলে, সিগন্যাল বেঞ্চ ওর গোলাম হয়ে যাবে।'

সুসানা বলল না আর কিছু। লেন নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

রাস্তা থেকে মৃদু অথচ স্পষ্ট একটা শব্দ আসছে। কান খাড়া করল সে। শব্দটা আরেকটু পরিষ্কার হতে ওটা সে চিনতে পারল। স্টেজ আসছে। আগে জো লিলির আস্তাবলে যাবে ঘোড়া বদলাতে, তার পর হোটেলে ফিরে এসে যাত্রী তুলে নিয়ে পুবের রাস্তায় ফেডারেল পর্বতমালার দিকে এগোবে।

শব্দটা সুসানা বুশও শুনতে পেয়েছে। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সে। আর লেন করিডরে বেরিয়ে এসে পেছনে আস্তে টেনে দিল দরজা। সুসানা বুশ, আপনমনে সে ভাবল, শক্ত মেয়ে। কায়দা করে এই বিবাদের বাইরে রেখেছে ওর বাবা বুড়ো জর্জ বুশকে। নিজে উপস্থিত থেকে ওয়াল্ট শিপলিকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করছে। এবং সবশেষে, লেনের আনুগত্যের ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হয়েছে। তবে এ নিয়ে সে মাথা না ঘামালেও পারত। শিপলিকে এমনিতেই সাহায্য করত লেন।

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হবু স্বামীর জন্যে সুসানা যা করছে, খুব কম মেয়েই তা পারবে। এখন ফের মনে মনে ওর তারিফ করে লেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লেন বোঝে, সে না-চাইলেও, আগামী কয়েকটা মিনিট তার ভাগ্যও নির্ভর করছে ওয়াল্ট শিপলির অস্থির মেজাজের ওপর। বাস্তবতাকে শান্তভাবে মেনে নেয়াই ভাল, সে ভাবে।

ক্ষুধার্ত হয়ে আছে ওয়াল্ট শিপলি। অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুসানা বুশকে সে জয় করেছে। অতএব ডি বারও একদিন তার হবে। সিগন্যাল বেঞ্চের তরতাজা তৃণভূমির প্রান্তে

ওর ছোটখাট যে-গরুর পালটা চরে তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। ডি বার আর ফ্র্যাংক আইভির বেল র‍্যাঞ্চসহ আশেপাশে যেসব বড় বাথান আছে সেগুলো দেখে তার নিজেরও বড় হবার সাধ জেগেছে। এই সত্য লোকটা বোঝে না, সে ছোট বলেই বড় আউটফিটগুলো সহ্য করছে তাকে। সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে আরেক সমস্যা। জর্জ বুশের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শিপলি, এবং সেই সুবাদে সে ঘাসের সমান মালিকানা দাবি করেছে। তারপর দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, হুমকি দিয়েছে ভেড়া আনার। জানা কথা, গরু আর ভেড়া একত্রে চরান সম্ভব নয়, তাই এভাবে সে কামড় বসাতে চাইছে বেঞ্চের বড় একটা অংশে। ফলে কেউ আর তার বন্ধু নেই। আসলে, ফ্র্যাংক আইভির কথায় গরু ব্যবসায়ীদের ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটা দুসপ্তাহ আগের ঘটনা। আজ রাতে নিজের চ্যালেঞ্জ রক্ষা করতে হবে শিপলিকে। লেনের দায়িত্ব ওকে সাহায্য করা।

প্রথমে প্রায় বিরান মনে হয় লবি। তারপর কোণের জানালার গাঢ় ছায়ার ভেতর হোটেল কেরানিকে চোখে পড়ে তার। হুমড়ি খেয়ে রাস্তা দেখছে। অন্যান্য জানালাতেও আছে লোক; ভীতসন্ত্রস্ত অথচ উত্তেজিত, কিন্তু নিরাপদ।

আধো-অন্ধকার বারান্দায় এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে, সিগারেটের মশলা আর কাগজ বার করল। এক মিনিট বাদে, রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের দাওয়ায় এসে উঠল ওয়াল্ট শিপলি। অন্ধকারে লেনকে চোখে পড়ল তার, মুখ দিয়ে অব্যক্ত একটা শব্দ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

লেনের মনোযোগ তীক্ষ্ণ হল। বারান্দার কিনারে গিয়ে রাস্তার ভাটিতে নজর বোলাল সে। শেরিফের অন্ধকার অফিস-কামরায় একটা ছায়ামূর্তির নড়াচড়া দেখতে পেল, বুঝল তৈরি হয়ে আছে জিম ক্রু, আজরাইলের মত নিরাসক্তভাবে। স্পেশল থেকে জনাকয়েক লোক বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, ওপাশের জমাট অন্ধকার কটনউড ঝাড়ের দিকে এগোচ্ছে।

এবার রাস্তার উজানে যাত্রা করল ওর দৃষ্টি। অন্ধকারে দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকার পর, একজন মানুষের কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠল কিছুটা। কামারশালার শেষ প্রান্তে, দেয়ালে কাঁধ, ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বিশাল দেহ তার, ইণ্ডিয়ানদের মতই সে ধৈর্যশীল। ফ্র্যাংক আইভি এক কথার মানুষ।

লেন আবার সরে এল বারান্দার আধো-আলোয়, এবার দরজার আরেক পাশে, ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল।

লিলির আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল স্টেজ, হোটেলের সামনে এসে থামল।

জো লিলির কাছে নিশ্চয় কিছু শুনে থাকবে, অস্বস্তিভরে চকিতে বারান্দার দিকে তাকাল ড্রাইভার, ব্রেকে পা রেখে হাঁকল, 'বাইস!'

সবই হয়ত আগাগোড়া সাজান, তবে লেন অনুমান করে তা নয়। নিজের নাম শুনে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এল কেরানি, ওয়াল্ট শিপলির ব্যাগ হাতে নেমে গেল রাস্তায়। ড্রাইভারের হাতে জিনিসটা নীরবে ধরিয়ে দিয়ে, যেভাবে এসেছিল সেভাবে ফিরে গেল লবির নিরাপদ চার দেয়ালের আড়ালে। এতকিছু ঘটতে পনের সেকেণ্ডও লাগল কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা লক্ষ করে লেন সিগারেটের ফাঁকে

মৃদু হাসল।

আবার এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর স্টেজ হার্নেসের ঝুনঝুন ছাপিয়ে লবির মেঝেয় ওয়াল্ট শিপলির ভারি বুটের আওয়াজ শোনা গেল।

লেন আরেকটু সরে গেল দরজা থেকে। বারান্দায় এল ওয়াল্ট, দোরগোড়ায় থেমে তাকাল লেনের দিকে, মৃদু স্বরে বলল,-'যাচ্ছি।' পরক্ষণে উভয়েই দেখতে পেল জিম ক্রু-কে। ধীর পদক্ষেপে রাস্তা পেরিয়ে হেঁটে আসছে হোটেল অভিমুখে।

কৌতূহলভরে ক্রু-কে একনজর দেখল ওয়াল্ট। এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। তারপর ইচ্ছাশক্তির জোরে নেমে গেল বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে।

ঠিক তখুনি উল্টানের একটা বারান্দার দিকে সরে গেল লেনের দৃষ্টি।

এক সেকেণ্ডও যায়নি, ফ্র্যাংক আইভির শালপ্রাংশু অবয়ব ছায়া ছেড়ে এগিয়ে এল স্টেজ বরাবর।

ওয়াল্ট শিপলি দেখতে পেল ওকে, থমকে গেল। আইভিও থামল। মুখ খুলল গরু ব্যবসায়ী, কণ্ঠ ভাবলেশহীন। 'মনস্থির করে ফেলেছ, মেষপালক?'

শিপলি অনড় দাঁড়িয়ে চওড়া ফুটপাতের মাঝখানে। জিম ক্রু, ধীর পায়ে হেঁটে, ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ফুটপাতে। ওয়াল্টকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, হোটেলের বারান্দায় উঠে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি যাচ্ছি,' ওয়াল্ট বলল। গলা অস্বাভাবিক রকমের চড়া আর খ্যাপাটে।

'না,' ফ্র্যাংক আইভি বলল।

দেয়াল থেকে সরে এল লেন, সিগারেটটা নিক্ষেপ করল দূরে। ধনুকের আকার নিয়ে ফুটপাতের ওপর গিয়ে পড়ল ওটা, ফ্র্যাংকের পায়ের কাছে, পরিষ্কারভাবে জানান দিল লেনের উপস্থিতি।

ফ্র্যাংক আইভি বলল, 'আমি তোমাকে দেখেছি, মাতাল।' মাথাটা ফেরাল সে, লেনকে দেখার জন্যে ওঠাল সামান্য। লবির ম্লান আলো ক্ষণিকের তরে স্পর্শ করল তার মুখ। শীতল চৌকো মুখাবয়ব, মনে হয় গ্রানিটে খোদাই-করা। সামনে ঠেলে-বেরোন দুই হনু আর পাতলা ঠোঁটে স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। লেনের দিকে ওর তাকাবার ভঙ্গিতেও রাজকীয় একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, যেন তার অমনোযোগের সুযোগে শিপলি কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। লোকটা, লেন ভাবল, ভয় কাকে বলে জানে না।

ওয়াল্টের উদ্দেশে আবার ধীরেসুস্থে ঘাড় ফেরাল আইভি, অনেক সময় নিয়ে মাপল ওকে। আইভির প্রকাণ্ড দুই কাঁধ কালো কোটের নিচে এখন ঈষৎ ঝুলে পড়েছে দুপাশে। কোন কথা নেই তার মুখে। আধো-অন্ধকারে নৈঃশব্দ্যের পাড় বুনে চলল নীরবতা, এবং একসময় তা অসহনীয় হয়ে উঠল। লেন উপলব্ধি করল শিগগিরই অবসান হতে যাচ্ছে এর।

আবার শোনা গেল ওয়াল্ট শিপলির ক্রুদ্ধ গলা। 'শোন, ফ্র্যাংক। তুমি খোদা নও। কাউকে তোমার আটকানর অধিকার নেই।'

লেন টের পায় লজ্জায় তার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সব শেষ। ওয়াল্টের যাওয়া হচ্ছে না। বরং ক্রুদ্ধ ওই কথাগুলো লোকটাকে তাড়িয়ে ফিরবে বাকি জীবন।

ফ্র্যাংক আইভিও বোঝে ওয়াল্টের জারিজুরি শেষ। স্টেজ চালককে শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ওর ব্যাগ নামিয়ে দাও, হ্যারি। ও যাচ্ছে না।'

ঘুরে দাঁড়াল জিম ক্রু, ফুটপাত হয়ে রাস্তায় নামল। জানে, বিপদের ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ যেন ওর যাবার অপেক্ষাতেই ছিল ড্রাইভার, পেছনে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওয়াল্টের ব্যাগ, ফুটপাতের ওপর ছুড়ে ফেলল। সামান্য দ্বিধা করল সে, লাথি মেরে ব্রেক তুলে দিয়ে হেট-হেট করে তাড়া দিল ঘোড়াগুলোকে, ঘর্ঘর শব্দে গিরিপথ অভিমুখে স্টেজ রওনা হয়ে গেল।

ফ্র্যাংক আইভি ফিরে চলল কামারশালার দিকে, চওড়া পিঠ ওয়াল্ট শিপলির দিকে ফেরান। ওয়াল্টকে তার ভাবনা থেকে বহু আগেই সে খারিজ করে দিয়েছে।

আরো কয়েকটা হতবিহ্বল মুহূর্ত ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল ওয়াল্ট শিপলি, তার পর বারান্দায় উঠে লেনকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেল লবিতে। ডানে-বাঁয়ে কোনদিকে তাকাল না, দ্রুত পায়ে এগোল সিঁড়ি বরাবর।

লোকটার জন্যে করুণা হয় লেনের। সাধারণ একজন মানুষ চাইলেই মুখবুজে থেকে বন্ধুদের কাছে নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু ওয়াল্ট শিপলির অক্ষমতা এখন সবার কাছে উলঙ্গ হয়ে গেছে। আর এই সত্য তাড়িয়ে ফিরবে তাকে, এবং একসময় খোদ মানুষটাকেই হত্যা করবে। এতে কোন ভুল নেই, লেন নিশ্চিত। কারণ শিপলি আসলে কাপুরুষ। অবসন্ন পায়ে লবিতে ফিরে এল লেন। ডেস্কের পেছনে এসে দাঁড়াল কেরানি।

পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে না ওরা। যেন এই লজ্জাকর ঘটনা দেখাটাও পাপ।

'বার নম্বর চলবে?' জিজ্ঞেস করল কেরানি।

'চলবে।'

চাবি নিয়ে লেন উঠে গেল দোতলায়। সুসানা বুশের দরজা বন্ধ। লেন আঁচ করার প্রয়াস পায়, ওয়াল্ট ওই মেয়েটির কাছেই গেছে কিনা, যার সাহস অনেক বেশি।

করিডরের শেষ মাথায় ওর ঘর। ছোট গুমট এবং অন্ধকার। দরজা লাগিয়ে, বাতি না-জ্বেলেই জানালায় গেল লেন, খুলে দিল পাল্লাগুলো, টুপিটা ছুড়ে ফেলল ওঅশ স্ট্যাণ্ডের ওপর।

অস্থিরভাবে পুরো ঘরটা একবার চক্কর দিয়ে এল সে। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়, ধীরে-সুস্থে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। তার সময় ফুরিয়েছে এখানে, সে জানে। ওয়াল্ট শিপলির কাছে আর কোন দায় নেই তার। যেটুকু ছিল আজ রাতে শোধ হয়ে গেছে। এরপরও থেকে গেলে অহেতুক সে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে, এমন এক বিবাদে যার কোন অর্থ হয় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা একান্তই মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। এর ভাগ অন্যকে দিতে পারে না সবাই। আর যারা পারে, ওয়াল্ট শিপলি তাদের দলে পড়ে না।

শিপলির ব্যর্থতার কারণ বোঝার চেষ্টা করে লেন। সব নষ্টের গোড়া, অবশ্যই, লোকটার জিভ। রক্ষা করতে পারবে না এমন বড়াই সে করেছিল।

আজ রাতের ওই ঘটনার পর, এখানকার সবাই ওর পেছনে লাগবে। সবল মানুষ আর সবল কুকুর দুর্বলের ওপর যেভাবে

হামলে পড়ে। ঘাস আর পানির ওপর ওর ন্যায্য দাবিকে ধুলোয় মেশাবে ওরা। সামান্য যা কিছু গরুবাছুর আছে তার, উধাও হয়ে যাবে। এখানেই থেমে থাকবে না ব্যাপারটা। সুকৌশলে ওকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবে সবাই। তারপর একদিন ওয়াল্টের মনে হবে ঢের সহ্য করা গেছে, এবং সেদিনই সে মরবে। আর সেইসাথে তার কর্মচারিরাও।

বিছানার কিনারে উঠে বসল লেন। নিভে যাওয়া সিগারেটটা নামিয়ে রাখল মার্বেল পাথরের ওঅশ স্ট্যাণ্ডের ওপর। কাল সে চলে যাবে। গন্তব্য নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শেকড়হীন মানুষ সে, সব জায়গাই সমান।

উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় ও, অন্ধকারের ভেতর চেয়ে থাকে। নিচের রাস্তা প্রায় নিকষ কালো। এই শহরে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে সে, বেরিয়েও এসেছে তা থেকে। আর এই টানাপোড়েনের মধ্যেই তার কিছু বন্ধু হয়েছে। কিন্তু তাকে জিম ক্রু-র প্রয়োজন হবে না, তেমনি শীলাও একদিন ভুলে যাবে। সুসানা বুশ যা চেয়েছিল ওর কাছে তা পেয়েছে। ওয়াল্ট শিপলির কাছে নিজের ঋণ এভাবেই শোধ করেছে সে। দেনাপাওনার খাতা সাফ হয়ে গেছে—সুতরাং বিদায় নেয়াটা দোষের হবে না।

নিচের বারান্দার ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এল এক লোক, রাস্তার ভাটিতে এগোল। নিদ্রালু চোখে লোকটাকে দেখল লেন। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ছায়ামূর্তিকে, বুঝল ওই লোক ওয়াল্ট শিপলি। ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড জায়গায় জমে রইল সে, ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করল। ফ্র্যাংক আইভির খোঁজে

বেরোয়নি শিপলি। সাহস ফিরে পেতে ওর আরো বেশি সময় লাগবে।

ঘুরে দাঁড়াল সে, টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে। রাস্তায় নেমে ঝটপট পার হল বনডুর‍্যান্টের দোকানটা, স্যালুনের কাছাকাছি এসে জানালার ধারে সরে গেল। বেশ বড় জানালা, কাচের নিচের অংশ সাদা রঙ-করা।

পায়ের পাতার ভরে, রঙ-করা অংশের ওপর দিয়ে উঁকি দিল সে। আইভি, ডি বারের ফোরম্যান রেড কেটস আর আইভির ফোরম্যান এড বার্মা সবাই দাঁড়িয়ে বারে। ওপাশে ফের শুরু হয়েছে পোকার খেলা। সবকিছুই শান্ত।

রাস্তার ভাটিতে তাকাল লেন, এগিয়ে গেল সামনে। লিভারি বার্নের দরজায় প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময়ে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তার কানে এল।

দালানের গাঢ় ছায়ায় সরে দাঁড়াল সে, আর প্রায় ঠিক তক্ষুনি দেখতে পেল ওয়াল্ট শিপলিকে, আস্তাবলের ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে আসছে।

সার্কল সিক্সটি সিক্সে যাবার রাস্তা ধরল না শিপলি। দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ঘোড়া ছোটাল জোরকদমে, অন্ধকারে মিশে গেল।

প্রথমে লেন ভাবল, শিপলিকে চিনতে তার ভুল হয়েছে। হয়ত সত্যি সত্যি ভেড়া আনতে যাচ্ছে সে। তারপর ও বুঝল তেমন সম্ভাবনা নেই। হোটেলের উদ্দেশে ফিরে চলল সে।

সুসানা বুশের, এখন লেন জানে, শিপলিরই আর স্বামীভাগ্য হচ্ছে না।

দুই

ভোর। ঠাণ্ডা, ধূসর। সাইড স্ট্রিটের ভাটিতে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে নাস্তা সারল লেন। শহরের এপাশে রয়েছে হার্নেস শপ, করাতকল, ব্যাংক, বনডুর‍্যান্টের বিশাল গুদামঘর আর নাপিতের দোকান। এরপর ছোট ছোট ঝুপড়ি, সেই ফিদার ক্রীক আর ক্যানিয়নের শেষ দেয়াল অবধি।

খানিক বাদে লিলির আস্তাবলে গেল লেন। বাগিতে ঘোড়া জুড়ে নিজেই চালিয়ে নিয়ে এল হোটেলে। হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে বারান্দায় উঠল, কোণের চেয়ারে বসে পড়ল। সুসানা বুশ যখন নামল নিচে আয়েসি ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে সকালের রাস্তায় সে মানুষের কর্মব্যস্ততা লক্ষ করছে।

উঠে দাঁড়াল লেন। ওকে দেখে কাছে এল সুসানা, সম্ভাষণ জানাল। মেয়েটিকে জরিপ করল সে। মনে মনে চমকে উঠল। চেহারা মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে। সুসানা পাশের চেয়ারটায় বসলে লেন ওর অভিব্যক্তি দেখতে পেল। নিষ্প্রাণ, ভাবাবেগহীন।

একটু বাদে সুসানা যখন তাকাল ওর দিকে তখনো সে দাঁড়িয়ে।

ওর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করে লেন।

অবশেষে মুখ খুলল সুসানা। 'ওয়াল্ট চলে গেছে। তুমি জান নিশ্চয়ই?'

মাথা ঝাঁকাল লেন। বুকের কাছে হাত ঢুকিয়ে জামার নিচ থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজ বার করে আনল সুসানা, বিনা মন্তব্যে ওর হাতে দিল।

কাগজটা খুলে পড়ল লেন :

সুসি, এ গ্লানি আমি সইতে পারব না। বাথানটা অনেক আগেই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তুমিই এখন ওটার মালিক। আমাকে ভুলে যেয়ো। তোমার শুভ কামনায়—ওয়াল্ট।

চিঠিটা ফের ভাঁজ করে সুসানার হাতে ফিরিয়ে দেয় লেন। 'কেন?' নিশ্বাসের শব্দে উচ্চারণ করে সুসানা। আর লেন সহসাই বোঝে মেয়েটিকে এখন কঠিন বাস্তবে ফিরিয়ে আনা দরকার। ওর মনে হয় ইচ্ছাশক্তির পলকা একটা সুতোর টানে এখনো ভেঙে পড়েনি সুসানা। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে ও বলে, 'শিপলির কাছে আর কী আশা করেছিলে তুমি?'

ক্রোধ সুসানার গালের রঙ ফিরিয়ে আনল কিছুটা, কিন্তু মুখের শীতল মুখোশ বদলাল না এতটুকু। এখন রাস্তাটা জরিপ করছে সে। চোখ বিষণ্ণ, তিক্ত। বারান্দার রেলিংয়ে বসে পড়ে লেন, সকৌতূহলে আড়চোখে লক্ষ করে মেয়েটিকে।

'ওয়াল্ট যথেষ্ট শক্ত ছিল না,' সুসানা স্বীকার করল অবশেষে।

'কাল রাতে ওর পক্ষে অনেক অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু আসল সত্য এটাই। যথেষ্ট সাহসী ছিল না সে।' লেনের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ছিল?'

'না।'

'কিন্তু আমার আছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সুসানা।

কিছু বলে না লেন। কিন্তু দারুণ অস্বস্তি বোধ করে। সিগন্যাল বেঞ্চ যাকে ভালবাসে এ সেই কোমল মিষ্টি স্বভাবের সুসানা বুশ নয়—নাকি সে-ই? গতরাতের কথা ভাবে সে। যখন ওয়াল্ট শিপলিকে সাহায্য করার জন্যে কৌশলে অনেককে দলে ভিড়িয়েছিল সুসানা, সে নিজেও ছিল তাদের মধ্যে। ঠিক কথা বলেছে মেয়েটি, আসলেই সে খুব শক্ত।

'আমার সাহস আছে,' সুসানা ঘোষণা করে, 'বাবা আর ফ্র্যাংক আইভিকে হারাবার মত—আর আমি তা হারাতেও যাচ্ছি।'

পায়ের ভর বদল করল লেন, ঈষৎ অপ্রতিভ। ওর নড়াচড়ার শব্দে পলক তুলল সুসানা। 'আমি চাই তুমি আমার কাজ কর, লেন।'

'তোমার কাজ?' লেন হতভম্ব।

'ডি বারের সাথে আমি আর সম্পর্ক রাখছি না,' চাঁচাছোলা গলায় বলল সুসানা। 'জীবনে একটি জিনিসই চেয়েছিলাম—ওয়াল্ট শিপলিকে। কিন্তু ফ্র্যাংক আইভির সাথে হাত মিলিয়ে বাবা তা কেড়ে নিয়েছেন। ঠিক আছে, আমিও লড়তে জানি। সার্কল সিক্সটি সিক্সের কাজকর্ম পুরোদমে চালু করতে যাচ্ছি আমি। এমন আউটফিট হিসেবে দাঁড় করাব ওটাকে, সবাই বাধ্য হবে

সমীহ করতে। আমি চাই তুমি এর ফোরম্যান হও।'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে বলল লেন।

'না কেন?'

'তোমার ধারণা ভুল,' লেন বলল বিড়বিড় করে। 'ওয়াল্টকে জর্জ বুশ আর ফ্র্যাংক আইভি কেড়ে নেয়নি। ওরা কেবল ভেড়া আনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যে-কোন গরু ব্যবসায়ীই এই অবস্থায় তাই করত।'

'দুবছর হল, প্রতি মাসে অন্তত একবার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে ফ্র্যাংক আইভি। বাবাও চান আমি ওকেই বিয়ে করি। আর ওয়াল্টকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁর যদি আপত্তি না-ই থাকবে, ওকে সাহায্য করলেন না কেন তিনি?' সুসানার চোখে ক্রোধের আগুন, কিন্তু গলা থমথমে।

'গতরাতের ঘটনার পরেও তুমি বলবে তিনি ভুল করেছেন?'

'কিছু যায় আসে না। আসলে আমি যাকেই পছন্দ করি না কেন, বাবা আর ফ্র্যাংক আইভি মিলে তাকে ভেঙে ফেলবে। তাদের জোর আছে। ছুতো একটা ঠিকই বার করে নেবে, যেমন ওয়াল্টের বেলায় ভেড়া আনার অজুহাতটাকে কাজে লাগিয়েছে। ওদের ধারণা, এভাবে চলতে থাকলে একদিন আমি সদয় হব ফ্র্যাংকের প্রতি, তাকে বিয়ে করব।'

লেন চুপ করে রইল। সুসানার নিরাবেগ শীতল ক্রোধ দেখে এখন আর বিস্মিত নয়। সুসানা তখনো বলছে, 'কিন্তু আমি তাদের আশা পূরণ হতে দেব না। মা আমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছেন, তা দিয়ে নিজের পায়ে আমি দাঁড়াতে পারব।' বদলে

গেল ওর কণ্ঠস্বর, ধারাল হয়ে উঠল। 'আর তা যখন দাঁড়াব—কোনদিন মাথা তুলে কথা বলতে পারবে না ওরা।'

একজন ঘোড়সওয়ার আসার শব্দ পেয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ওরা। খয়েরি রঙের বিরাট একটা ঘোড়ায় চেপে হিচরেইলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাগড়া এক লোক। ওর নাম রেড কেটস, ডি বারের ফোরম্যান। স্টেটসনের কারনিসে আঙুল ছোঁয়াল সে, বলল, 'সুসানা, তোমাকে বাসায় রেখে আসব?'

খবর তাহলে রটে গেছে, লেন ভাবল। কিন্তু সুসানার মিষ্টি কণ্ঠস্বরে কোনরকম উদ্বেগ ধরা পড়ল না। 'আমি একাই ফিরতে পারব, রেড। ধন্যবাদ।'

লেনের ওপর স্বল্পক্ষণের জন্যে স্থির হল রেড কেটসের দৃষ্টি। পুরু হাড়ের লম্বাটে মুখমণ্ডল লোকটার, খাড়া নাক তাকে দুভাগে ভাগ করেছে। আলতো মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নেবার সময়ে ওর মুখে ঈষৎ ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার।

সুসানা সকৌতুকে রেডকে লক্ষ করছে দেখে বিস্মিত হয় লেন। 'রেডও,' বিড়বিড় করে বলল সুসানা। পরক্ষণে সোজা হয়ে জরুরি গলায় জানতে চাইল, 'তাহলে, লেন?'

'না,' শান্ত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল লেন। 'আমার বেতনটা মিটিয়ে দিলে আমি আজই চলে যাব।'

'কেন?'

'এটা আমার লড়াই না।' মাথা নাড়ায় লেন। 'তুমি এমন এক লোককে ভালবেসেছিলে যে তার মর্যাদা রাখেনি!'

রাগত চোখে ওর পানে তাকায় সুসানা। 'আর তুমি খুব

রেখেছ না? আমার কাছে ওসব বলে লাভ নেই। কাল রাতে লবি থেকে সবই দেখেছি আমি।' উঠে পড়ল ও, প্রায় একই সময়ে লেনও। 'আমার কপাল, তাই ওকে ভালবেসেছিলাম। যাকগে, ব্যাংকে গিয়ে মিস্টার বার্থলোমিউকে বললেই হবে, তোমার পাওনা পেয়ে যাবে।' হাত বাড়িয়ে দেয় সুসানা, করমর্দনের সময় লেন অনুভব করে ওর তালু পেলব অথচ বলিষ্ঠ। 'তবে যদি কখনো মত বদলাও, সোজা চলে এস। আমি যদ্দিন সিক্সটি সিক্সে আছি, তুমি কাজ পাবে।'

হোটেলের ভেতর ফিরে গেল সুসানা। ওর ঋজু আত্মবিশ্বাসী হাঁটার ভঙ্গি দেখে লেন ভাবল, মেয়েটা অসম্ভব জেদি এবং সে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। সুসানার প্রশংসাও করল ও। শান্তভাবে হার মেনে নিয়েছে, ভেঙে পড়েনি। পালটা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আসলে ওর এ-সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে ওয়াল্ট শিপলির পরাজয় একটি অব্যবহিত উপাদান হিসেবে কাজ করেছে মাত্র। যে-রকম ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা আঁটল, তাতে ওর সাহসের পরিচয় মেলে।

রাস্তায় নেমে মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল লেন। দেখল, শেরিফ জিম ক্রু স্যালুনে যাচ্ছে। হাত নাড়ল ও, জবাবে শেরিফও। ব্যাংকের দিকে পা বাড়িয়ে কী ভেবে থেমে গেল লেন। নজর বোলাল শহরের ওপর, স্মৃতির ঘাই অনুভব করল। সিগন্যাল ছোট্ট অখ্যাত কাউ টাউন। কিন্তু ছোট এ-শহরই ওর জীবনকে আবার সুস্থির করে তুলেছে। সুসানার প্রস্তাবটা মনের ভেতর আর একবার নাড়াচাড়া করল সে। না, এটা তার জন্যে নয়। ভাড়াটে

বন্দুকবাজ সে নয়। আদর্শবিবর্জিত জীবনে তার বিশ্বাস নেই। সিগন্যাল বেঞ্চ তাকে সাহায্য করেছে সত্যি, কিন্তু এখন এখানে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এমনকি গতরাতে ফ্র্যাংক আইভির উচ্চারিত রূঢ় কথাটাকেও ক্ষমা করা যায়। তিনজনকে একা যে-লোক মোকাবেলা করে, শব্দ বাছাইয়ের ব্যাপারে তার সতর্ক না-হলেও চলে।

ব্যাংক থেকে পাওনা বুঝে নিয়ে আবার রাস্তায় নামল লেন, স্টোরে গিয়ে দেনা মিটিয়ে দিল।

যখন বাইরে এল আবার, জিম ক্রু-র কথা মনে পড়ল, ভাবল তাকে বিদায় জানান উচিত। স্পেশলে গিয়ে ঢুকল সে। জনাকয়েক লোক রয়েছে বারে। রেড কেটস, ফ্র্যাংক আইভি আর আইভির ফোরম্যান এড বার্মা যাদের অন্যতম। সামনে ড্রিংক নিয়ে জিম ক্রু দাঁড়িয়ে আরেক প্রান্তে। বার্ট নেলিস বারের পেছনে নিজের কাজে ব্যস্ত। যখন পলক তুলল সে, লেন আলতো নড করল এবং নেলিস বলল, 'হাউডি।'

সবে দুজনকে পেরিয়ে ফ্র্যাংক আইভির কাছাকাছি হয়েছে লেন, এমন সময়ে আইভির পাশ থেকে রেড কেটস আধপাক ঘুরে দাঁড়াল, টেনেটেনে বলল, 'শুনলাম তোমার বস্ ভেগেছে।'

থামল লেন, মন্থর দৃষ্টি স্থির হল কেটসের ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে ফ্র্যাংক আইভি তাকাল ওর পানে, চোখে নির্লজ্জ কৌতুক।

'তাই?' জিজ্ঞেস করল লেন।

পালা করে আইভি আর ওকে দেখল কেটস, দাঁত কেলিয়ে হাসল। 'মদের পয়সার জন্যে তোমার এখন অন্য মনিব ধরতে

হবে।'

শান্ত কণ্ঠে লেন বলল, 'তারচেয়ে আমি বরং হিসেব করে চলব, রেড।'

আইভির দিকে তাকাল রেড, হাসি চাপল। 'একদম শিপলির মত, তাই না?'

'না,' লেন বলল। 'ও শুধু কথা বলত।'

'তুমিও তাই।'

লেন মারল ওকে। খালি হাতে প্রচণ্ড চড় কষাল কেটসের গালে, তারপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে ডি বার ফোরম্যানের চেহারায় বিস্ময় আর ক্রোধের রঙ দেখতে লাগল।

'আমি কথাটা বলতেও পছন্দ করি না,' অস্ফুটে বলল লেন।

স্থির একটা মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে রইল রেড কেটস, হাত উঠে এসেছে মুখে, তারপর অন্ধ আক্রোশে সে লাফিয়ে পড়ল লেনের ওপর। ওদের পরস্পর ঠোকাঠুকির শব্দে চমকে উঠল ঘর, লেন সজোরে আঘাত করল রেডের পেটে। আর রেডের দেহের ভরে পিছিয়ে গেল ওরা দুজনেই। চকিতে একপাশে সরে গেল লেন, সামনে অবলম্বনের অভাবে রেড হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়।

অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। লেন শান্ত, সতর্ক। রেড তেড়ে এল, এলোপাতাড়ি ঘুসি ছুড়ছে। লেন ঢুকে পড়ল ওর নাগালের ভেতর, মুখে মারল একবার। পরক্ষণে রেড থাবা বসাল ওর গলায়, টুঁটি চেপে ধরে ধাক্কা মারল। চেয়ারে বেধে হোঁচট খেল লেন, টেবিল নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। একরাশ তাস আর টাকাপয়সা বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল তার গায়ে। কষ্টেসৃষ্টে

উঠল সে, সামনে এগিয়ে ফাঁদ পাতল। রেড দুবার ঘুসি মারল মাথায়, হজম করল লেন, তারপর শত্রুকে বাগে পেয়ে সর্বশক্তিতে আপারকাট ঝাড়ল থুতনিতে। পেছনে হেলে পড়ল রেডের মাথা। লেন আবার আঘাত করল মুখে, আবারো। ভাঁজ হয়ে গেল রেডের হাঁটু। দুহাতে লেনের কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের পতন ঠেকাল সে। ফুসফুসে বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে।

লেন সবেগে হাঁটু উঠিয়ে আনল ওর বুকে। তবু ঝুলে রইল রেড। অগত্যা ওর লাল চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল লেন, হ্যাঁচকা টানে পেছনে সরাল মাথা, ঘুসি মারল। থ্যাচ করে শব্দ হল একটা। আঙুলের গাঁটে ব্যথা অনুভব করল লেন। টের পেল থেঁতলে গেছে রেডের নাক। এবার ঢিলে হয়ে গেল রেডের মুঠি। লেন পিছিয়ে গেল, আর রেড, নিরবলম্ব, মুখ থুবড়ে পড়ল। মেঝেতে ওর মাথা ঠুকে যাবার ভারি, ভোঁতা শব্দ হল একটা। বারের ওপাশ থেকে নিজের অজান্তেই ভয়ে হাউমাউ করে উঠল এক লোক।

রেড নড়াচড়া করছে না আর। লেন দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে, নজর রাখছে শত্রুর ওপর, বুকভরে শ্বাস নিচ্ছে। শুরু থেকেই সবাই কীভাবে-যেন বুঝে গিয়েছিল রেড জিততে পারবে না। আর তাই, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল।

লেনের নিরুত্তাপ দৃষ্টি উঁচু হল ফ্র্যাংক আইভির দিকে। দীর্ঘ একটি মুহূর্ত পরস্পরের চোখে তাকিয়ে রইল ওরা।

ফ্র্যাংক বলল, 'আমার সাথে ওরকম করার সাহস পাবে না কেউ।'

'কিংবা আমার সাথে,' পাল্টা বলল লেন।

ব্লেডের কাছে এল আইভি, ভাবলেশহীন চেহারা। পা দিয়ে ওকে চিত করতে চাইল সে, ব্যর্থ হল। এবার স্থির দৃষ্টিতে লেনের পানে তাকাল ফ্র্যাংক।

'ভুল আউটফিটে যোগ দিয়েছিলে তুমি,' সখেদে মাথা নাড়াল সে। 'খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।'

'কেন?'

'কারণ এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। তুমি চলে যাচ্ছ।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ,' আইভির গলা শান্ত। 'আমাদের হুকুমে। ভেড়ার ব্যবসা করতে চায় এরকম আউটফিটে কাজ-করা লোকের জায়গা নেই এখানে। লিচ আর হার্ভে গেছে। এখন তুমিও যাবে।'

'যখন আমার সময় হবে।'

ঘাড় কাত করল আইভি। 'তবে ভুলে যেয়ো না।' হালকা চালে কথা শেষ করে বারে-দাঁড়ান দুজন লোকের উদ্দেশে ফিরল সে, কর্তৃত্বের সুরে সাহায্য চাইল।

মেঝে থেকে টুপি তুলে নিল লেন, গটগট করে বেরিয়ে গেল। দরজার ঠিক বাইরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নজর বোলাল রাস্তায়, হাতের মুঠি খোলা-বন্ধ করে আঙুলের গাঁটের ব্যথা দূর করতে সচেষ্ট হল। পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সে। জিম ক্রু দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠে কাঁধ ঠেকিয়ে। ক্রু-র ঠাণ্ডা চোখ লেনের মনে চেনা এক অনুভূতির জন্ম দিল। ওই দৃষ্টি সে আগেও দেখেছে, যখন জিম ক্রু তাকে মাতাল অবস্থায় তুলে নিয়ে

গিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়েছিল। করুণা রয়েছে ওতে। লেনকে এখন রাগিয়ে তুলল ওই চোখ, রোখ চেপে গেল তার মাথায়।

'এখানে কাউকে থাকতে বাধ্য করার জন্যে কায়দাটা ভালই,' বলল সে বিড়বিড় করে।

'তবে থাকার আরো অনেক জায়গা আছে,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে জানাল ক্রু।

'তুমিও?'

'না,' ক্রু জবাব দিল মৃদু গলায়। এখনো তার চোখে করুণা। 'তবে গেলে অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত,' অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল সে।

'কার ঝামেলা?'

'আমাদের দুজনারই।'

'ঝামেলা সামলানর জন্যেই তোমাকে বেতন দেয়া হয়,' বলে ঘুরে দাঁড়াল লেন, তবে লিভারি স্ট্যাবলের দিকে নয়। হোটেলের সামনে যে-বাগিটা সে এনে রেখেছিল, সেটা এখনো আছে। ওটার দিকেই সে এগিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠতে গিয়ে দেখল সুসানা বুশ নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। সম্ভবত ওর চেহারা দেখে কিছু বুঝে থাকবে, দ্বিতীয় ধাপে থমকে দাঁড়াল মেয়েটি। কাছে গিয়ে লেন বলল, 'চাকরিটা আছে এখনো?'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা।

'এইমাত্র তুমি একজন ফোরম্যান পেয়েছ, ম্যাম,' লেন বলল।

তিন

পাহাড়ি রাস্তা ধরে সিগন্যাল ত্যাগ করল লেন। মাইল খানেক যাবার পর ওটা ছেড়ে প্রান্তর ধরে এগোল ফেডারেলসের দিকে। মাঝ-সকালে, যখন ফুটহিলস জয় করল সে, ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে পেছন ফিরে বেঞ্চের ওপর নজর বোলাল। দক্ষিণে বহুদূর অবধি প্রসারিত এর সবুজ সতেজ ঘাসের গালিচা। কিনারের যেসব জায়গায় থাবা বসিয়েছে পাহাড়ি গাছপালা জঙ্গল গজিয়েছে সেখানে। ফুটহিলসের ওপাশে, ফ্র্যাংক আইভির বেল যেদিকে, ধুলোর লম্বা একটা মেঘ ধীরে ধীরে পাক খেয়ে ঢুকে পড়ল পাহাড়ের ভেতর, ভেঙে গেল। একটা তামাটে রিজের পেছনে আড়াল পড়েছে জর্জ বুশের ডি বার। বেঞ্চের আরেক প্রান্তে, সেই আমেরিকান ক্রীক অবধি পুরো এলাকাটাই ওদের। ওই র‍্যাঞ্চের অবস্থান এই ফুটহিলস আর বেলের মাঝামাঝি জায়গায়। পুবে, এটাও রিজের অপর পাশে, সার্কল সিক্সটি সিক্স। বেঞ্চের এই উত্তর প্রান্তের ঘাস মরাটে। আর এর কারণও বোঝা যায় পাহাড়ের মাথা থেকে। এটা তরাই অঞ্চল, ভাঙাচোরা। সার্কল সিক্সটি

সিক্সের মত ছোট ছোট আরো যেসব আউটফিট আছে এটা তাদের এলাকা। তবে একটি পার্থক্য আছে: মানুষ এখানে মাইলের পর মাইল সবুজের দেখা পাবে না সহজে। আর সার্কল সিক্সটি সিক্স, রেঞ্জের শেষ মাথায়, হাত বাড়ালেই নাগাল পাবে তরতাজা ঘাসের।

আবার ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চলল লেন সয়্যার। ন্যাড়া একটা পাহাড়-প্রাচীরের কাঁধ ঘুরে ওপাশের ঝুপড়ি আর কোরালের দিকে এগোল।

কোরালের ধারে অচেনা এক হোমস্টিডারের দেখা পেল সে। তাকে জিজ্ঞেস করল বিল শেল কোথায় আছে জানে কিনা।

'হপ্তা খানেক আগে এসেছিল,' বলল হোমস্টিডার। 'সোয়াট সেলের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। শুনেছি ওর মেয়ের সাথে বিলের প্রেম আছে।'

পাহাড়ের আরো গহিনে, আগের-টার চেয়েও শ্রীহীন একটি ঝুপড়িতে গিয়ে সুন্দর এক মেয়ের সাথে কথা বলল লেন। জবাবে মেয়েটি, 'আমি জানি না বিল কোথায়, জানতেও চাই না,' বলে আবার ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

নাগাড়ে ফেডারেলসের দিকে এগিয়ে চলল লেন, এখন ভাবছে ওর সৃষ্টিছাড়া দায়িত্ব নিয়ে। আজ সকালেও সিগন্যাল ছেড়ে পুবে রওনা হবার জন্যে তৈরি ছিল সে। তুচ্ছ কয়েকটা কথা, মারামারি, তার জীবনের খাত বদলে দিয়েছে।-ওই কথাগুলো মনে পড়ায় এখন নিজেই অবাক হয় সে। আসলে রেড কেটসের কথাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি ও। লোকটা হামবাগ, আর তার উচিতসাজাও সে

পেয়েছে। কিন্তু ফ্র্যাংক আইভির কথাগুলো ছিল ভিন্ন জাতের। মানুষের মনে জ্বালা-ধরান, আঁতে ঘা-দেয়া—একবার কানে গেলে আর এর পীড়ন থেকে নিস্তার নেই। আইভির কথার পিঠে পালটা কটু কথা শুনিয়ে সহজেই সিগন্যাল ত্যাগ করতে পারত সে। জিম ক্রু ছাড়া অন্য কেউ হয়ত মনেও রাখত না ব্যাপারটা। কিন্তু ওগুলো এমন এক সময় ঘা দিয়েছে যখন তার অহংকার এমনিতেই দগদগে হয়ে আছে। পেছনের কয়েকটা সপ্তাহে নিজেকে সে পরাজিত ভেবেছিল। তারপর এখনো ফুরিয়ে যায়নি আকস্মিক এই আত্ম-আবিষ্কার সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষে পরিণত করেছে তাকে। তাই নির্বিবাদে আইভির ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারেনি। সদ্য মুক্তির-স্বাদ-পাওয়া মানুষ যেমন সামান্যতেই ক্ষিপ্ত হয়, সেও তেমনি আচরণ করেছে—এবং সেজন্যে তার মনে এতটুকু দুঃখ নেই।

মাঝ-বিকেলে নিবিড় পাহাড়ি গাছপালায়-ছাওয়া অচেনা এক ট্রেইলে এসে পড়ল লেন। ফেডারেলসের আর সব ট্রেইলের মত এটারও শেষ রিলিফে। স্টেজ রোড থেকে দূরে, গিরিপথের কাছাকাছি, পাঁচটা দালান নিয়ে ছোট্ট একটা জনবসতি আছে ওখানে। পাহাড়ের ওপাশে বসবাসকারী ইণ্ডিয়ানরা আগে গরমের সময় হান্টিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করত জায়গাটাকে। তারপর একবার গিরিপথে ঝড়ে-পড়া একদল স্টেজযাত্রী ওখানে থেমে নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছিল। তারাই ওই নাম রেখেছে জায়গাটির। পরে এক ঘোড়া ব্যবসায়ী আস্তানা গেড়েছিল ওখানে, এবং বছর খানেক বাদে র‍্যাঞ্চার আর ইণ্ডিয়ানরা যখন জানতে পারে নির্বিচারে সে উভয় পক্ষের আস্তাবলেই হানা দিচ্ছে, তারা ফাঁসিতে

ঝুলিয়ে দেয় তাকে। বেঞ্চবাসীরা অবশ্যি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায় না এখনো এ-ধরনের ব্যবসাপত্র চলে এখানে। তবে অভিজ্ঞ মহল জানে, জায়গাটা ফেরারি আসামিদের একটি প্রিয় হাইড-আউট। খাবার, পানি সবই মেলে এখানে। রসিদ ছাড়া ঘোড়াও কেনা যায়। এরকম জায়গায়, লেন নিশ্চিত, মাসে অন্তত একবার বিল শেলের অস্থির পা দুটো বিশ্রাম নেবেই।

পড়ন্ত বিকেলে রিলিফে পৌঁছয় সে। দীর্ঘ একহারা পাইনের অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল আচমকা, এবং লেন দেখল সামনেই তার গন্তব্য। কাঠের একটা ঝুপড়ি ঘেঁষে ওয়াগন রোড চলে গেছে। নড়বড়ে অব্যবহৃত কোরাল রয়েছে কয়েকটা। এর ওপাশে, রাস্তার অপর দিকে, কাঠের হতদরিদ্র দোতলা একটা বাড়ি। দেখে বোঝা যায় কস্মিনকালেও রঙ ছোঁয়ান হয়নি। শুধু ফলস্ ফ্রন্টের ওপর বড় বড় হরফে লেখা 'হোটেল' কথাটা জ্বলজ্বল করছে। এর সাথে লাগোয়া কাঠের লিন-টুতে বার, এবং এরপর বড়সড় দুটো বার্নের মাঝ দিয়ে সোজা দক্ষিণে এগিয়েছে ওয়াগন রোড, গাছপালার ভেতর হারিয়ে গেছে আবার।

ঘোড়া হাঁটিয়ে ঝুপড়ির পাশ দিয়ে এগোল লেন সয়্যার, দেখল হোটেলের পোর্চে-বসা এক লোক উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, হনহন করে ভেতরে অদৃশ্য হল।

হোটেলের সামনে স্যাডল থেকে নামল সে, বারান্দায় উঠল সিঁড়ি টপকে, ভেতরে গেল। কেউ নেই লবিতে। আসবাব বলতে গোটা দুই নড়বড়ে কাঠের চেয়ার আর কোণের একটি ডেস্ক।

লিন-টু বারে যাবার দরজাটা চোখে পড়তে, কাঠের মেঝেয় শব্দ

তুলে সেদিকে এগোল লেন। ভেতরে উঁকি দিল সে। পোর্চের সেই লোকটা বারে বসে খবরকাগজ পড়ছে। বার বাই চোদ্দ মাপের ঘর এটা। ছোট্ট বার আর তাস খেলার বড় একটা গোল টেবিল রয়েছে।

টেকো লোকটা পলক তুলল কাগজ থেকে, আলতো মাথা ঝাঁকাল। বারে গিয়ে লেন বলল, 'আমি বিল শেলের খোঁজ করছি। ওকে দেখেছ?'

মাথা নাড়াল বারটেণ্ডার। লেন জরিপ করল ওকে। কলারহীন ডুরে শার্টের ওপর ভেস্ট চাপিয়েছে। জামার আস্তিন আর গলায় চিতি পড়েছে ময়লার। হাড্ডিসার থ্যাবড়া মুখ। চোখ দুটো ঘষা কাচের মত, দেখে মনের কথা বোঝার জো নেই।

অলস কণ্ঠে 'না,' বলে আবার কাগজে ডুবে গেল বারটেণ্ডার।

লেন মৃদু গলায় বলল, 'আমি একটু খুঁজে দেখব।'

'স্বচ্ছন্দে,' কাগজ থেকে মুখ না-তুলেই, উদাসীন গলায় বলল লোকটি।

লেন নিশ্চিত বারটেণ্ডার মিথ্যে বলছে। কিন্তু কেন বলছে তা জানে না। ওর সন্দেহ হবার কারণ বারটেণ্ডারের হাতের কাগজটা স্যাতবাসি। কম করে হলেও সপ্তাহ খানেকের ওপর আছে এখানে, তবু ওটাই সে গোগ্রাসে পড়ার ভান করছে।

'তুমি এলে বোধহয় ভাল হয়,' লেন প্রস্তাব দিল।

চকিতে পলক তুলল বারটেণ্ডার, আগুন ঝরল চোখে। 'আমার বিশ্বাস, আমি না-গেলেই ভাল হয়।'

দোটানায় পড়ল লেন, কী করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ

হোটেলের ভেতরের কোথাও থেকে একটা দমকা হাসির আওয়াজ এল ওর কানে। স্মিত হাসল সে। ওই হাসি নির্ঘাত বিল শেলের। ঘুরে লবির দিকে রওনা হল ও, পেছনে বারটেণ্ডারের নড়াচড়ার শব্দ পেল।

দালানের পেছনের অংশে যাবে বলে ডাইনিং রুম পেরোল সে, রান্নাঘরের দরজা খুলে ফেলল ঠেলে। চুলোর পাড়ে দাঁড়িয়ে দশাসই এক ইণ্ডিয়ান রমণী, হাসছে। কামরার আরেক প্রান্তে, দেয়ালে চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে বিল শেল বসে, টুপি ঠেলে দেয়া মাথার পেছনে, হাসি কান ছুঁয়েছে।

লেনকে দেখে মরে গেল হাসিটা, অপলকে সে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। সশব্দে মেঝেয় নেমে এল চেয়ার, ইতিমধ্যে হাসি আবার ফিরে এসেছে যথাস্থানে।

'নীরস লেন,' হাই তুলল শেল। 'তারপর কেমন আছ, বুড়ো খোকা?'

মন্থর পায়ে উঠে এল ও, লেনের হাত ঝাঁকাল আন্তরিকভাবে। শেলের রঙজ্বলা লেভাইসের এখানে-সেখানে তালি। আধমলিন নীল শার্টের বাঁ-আস্তিনটা ধূসর খাকি। নিশ্চয় এই দীনহীন বেশ দেখে দয়া হয়েছিল কোন মহিলার। হাতের কাছে যে-কাপড় পেয়েছে তা দিয়ে মেরামত করে দিয়েছে। বিল শেল একহারা যুবক। লম্বা নয়, প্রাণবন্ত সুদর্শন মুখখানা রোদে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে প্রায়। ওর কালো চোখ দুটো এখন চেয়ে আছে লেনের কাঁধের ওপর দিয়ে। আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। পেছন ফিরল লেন, দেখল বারটেণ্ডার চৌকাঠের ঠিক বাইরেই

দাঁড়িয়ে, হাতে দোনলা শটগান।

'বব, এ আমার বন্ধু। লেন সয়্যার। ওকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।'

ঘাড় কাত করল গোমড়া-মুখ রবার্ট, ডাইনিং রুমের ভেতর অদৃশ্য হল। লেনকে মাপল বিল শেল। সিগন্যালে ওদের একত্র দিনযাপনের স্মৃতি হাসি বয়ে আনল ওর মুখে। ও বলল, 'বাছা, তুমি শহর ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছ।'

মাথা ইশারায় পেছনের দরজাটা দেখিয়ে লেন বলল, 'বাইরে চল, কথা আছে।' বিলের কালো চোখে কৌতূহল ঝিকিয়ে উঠল এবার, পেছনের এবড়োখেবড়ো পোর্চে গিয়ে সে হাজির হল আগেভাগে। একদম ওপরের ধাপে বসল লেন, আর বিল পাশে দাঁড়িয়ে পলক নামাল। বিল শেলের মধ্যে একধরনের খোলামেলা ভাব আছে, খুব কম মানুষই যা পারবে উপেক্ষা করতে। যেমন এখন ওর চোখে ফুটে উঠেছে লেনের প্রতি অকপট ভালবাসা এবং তা সে লুকোছাপার কোন চেষ্টাই করছে না।

বিল বলল, 'হারামি, কোন্ দুঃখে তুমি পরের চাকরি করছ? সবসময় তোমার কথা মনে পড়ে আমার।'

লেনের পাশে বসে পড়ল সে। কিছু বলল না লেন, তামাকের থলে বার করে এগিয়ে দিল বন্ধুর দিকে।

একটা সিগারেটের উপযোগী মশলা নিয়ে বিল হাত বদল করল থলেটা, লেন নিজের জন্যে কাগজ আর খানিকটা তামাক বার করে নিল। ও বলল, 'বিল, তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ?' তারপর ওর চোখে চোখ রেখে যোগ করল, 'আমার জানা দরকার।'

বিল হাসল। 'ববকে দেখে বলছ নিশ্চয় ? না। তেমন কিছু না। এক মেয়েকে আমি চুমু খেয়েছিলাম। বব ভেবেছে তুমি হয়ত তার বাবা।'

ছুটো সিগারেটেই অগ্নিসংযোগ করল বিল। এবার লেন শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'একটা চাকরি আছে। করবে?'

নিমেষে হাসিখুশি ভাব উবে গেল বিলের মুখ থেকে। গুটিয়ে উঠল সে। 'এ-ই জন্যে তুমি এসেছ এখানে? এখনো আমার পকেটে টাকা আছে কিছু। চাকরি করব কোন্ ছুঃখে?'

'লড়াই করার সুযোগ পাবে।'

বিলের আগ্রহ বাড়ে। 'তাই?'

'সুসানা বুশ,' মৃদু স্বরে বলল লেন, 'কসম খেয়েছে তার বাবাকে একটা শিক্ষা দেয়ার—এবং সেই সাথে ফ্র্যাংক আইভিকেও।'

বিস্ময় ফুটল বিল শেলের চেহারায়। লেন সংক্ষেপে জানাল সিগন্যালের ঘটনা। ওয়াল্ট শিপলি কী রকম বেত-মারা কুকুরের মত পালিয়েছে তার ইতিহাস বলল, আর সুসানার বদলা নেবার তিক্ত শপথের কথা।

সমনোযোগে শুনল বিল। যখন শেষ হল লেনের কথা, উঠনের ওপাশের একটা চালাঘরে-রাখা লাকড়ির গাদার দিকে তাকিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

'ব্যস, এই।'

'তুমি টাকার জন্যে লড়ছ না,' বিড়বিড় করে বলল বিল। 'আমি হয়ত তা-ই লড়ব—কিন্তু তুমি লড়বে না।'

'না,' স্বীকার করল লেন, তারপর স্যালুনে রেড কেটসের সাথে

মারামারি আর ফ্র্যাংক আইভির হুঁশিয়ারির কথা জানাল। বলা শেষ করে লেন পলক তুলে দেখল বিল হাসছে।

চাঁচাছোলা কণ্ঠে শেল বলল, 'তোমার বিশ্বাস আইভি তোমাকে তাড়াতে পারবে না আর তাই তুমি থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল লেন। আর বিল চুপ করে ভাবতে লাগল। যা-যা বলার সবই বলেছে লেন। বিল শেলের সাহায্য কামনা করেছে, কারণ তাকে সে জানে। বিল অস্থির। সবসময় নির্ভর করা যায় না। অত্যন্ত হালকা স্বভাবের। চলাফেরা চিন্তাভাবনা প্রায় ইণ্ডিয়ানদের মত। এত দোষ সত্ত্বেও, একটি গুণ তার আছে: ঈশ্বর বা মানুষ কাউকে সে ভয় করে না। তার আনুগত্য, লেন জানে, টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব না; তবে ওর আগ্রহকে যদি উসকে দেয়া যায় কোনভাবে, কুকুরের মতই সে বিশ্বস্ত থাকবে। এ-অঞ্চলের সবকিছু তার নখদর্পণে। এখানকার দলাদলি আর লোকের গোপন কুৎসার কথা জানে। শহরের জীবন আর ক্ষমতাবান মানুষদের সাথে তার শত্রুতা চিরন্তন। মনে মনে বাধাবন্ধনহীন এক অতীত সময়ে বাস করে সে, যে-যুগে টাকার এত অসীম ক্ষমতা ছিল না।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল বিল, 'আমার কাছে সুগানা পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'না।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বিল। 'সেক্ষেত্রে মানতেই হচ্ছে, বন্ধু, তুমি খুব চতুর লোক।'

লেন, হতভম্ব, কিছু বলল না। বিল হাসল মৃদু। 'ফ্র্যাংক

আমাকে পছন্দ করে না। ভয়ও পায়। আমিও পছন্দ করি না ওকে। বড্ড বেশি অহংকার।'

'ঠিক,' একমত হল লেন।

'তাহলে লোকটাকে ছিঁড়েই দেখা যাক কিসের এত বড়াই তার।' খাদে নেমে গেছে বিলের গলা।

'যখন আমি বলব তখন,' লেন গম্ভীর। 'এভাবেই ঘটতে হবে এটা। মানতে না পারলে তোমার দরকার নেই চাকরি নিয়ে।'

একগাল হেসে বিল বলল, 'তোমার কথাই সই, বাছা।'

লেন বুঝল বন্ধুর প্রতিশ্রুতি সে পেয়েছে। একটুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানল ওরা, তারপর লেন বলল, 'আমাদের আরো জনাছই লোক লাগবে, বিল।'

বিল হাসল। 'আরে, আমি অন্তত পঞ্চাশজনকে জানি যারা শুধু আইভিকে ঘায়েল করার আশায়ই বেগার খাটতে রাজি হবে।'

'এ-ধরনের লোকই আমি চাই। তবে জিম ক্রু-র কাছে পাস করতে হবে তাদের।'

বিলের চোখে জিজ্ঞাসা। 'এর মধ্যে ক্রু আসছে কোত্থেকে?'

'ক্রু,' লেন বলল ধীর গলায়, 'আমাদের তুরুপের টেক্কা। কিন্তু ভাড়াটে বন্দুকবাজ দিয়ে ওকে আমরা কিনতে পারব না।'

'কিন্তু তুমি যে আবার কঠিন লোক চাইছ?'

'এতটা যেন ক্রু-র কাছে পাস নম্বর পায়।' শর্ত জুড়ে দিল লেন।

মুহূর্ত খানেক ভাবল বিল, জানতে চাইল, 'কত তাড়াতাড়ি?'

'যত তাড়াতাড়ি পারবে তুমি। আর এই খবরটা ছড়িয়ে দাও,

ঠিক দুদিন পর এখানে আমরা গরু কিনব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল বিল শেল, 'দেখা হবে, বাছা,' বলে হোটেলের কোনা ঘুরে হারিয়ে গেল। লেন উঠে কোণে গিয়ে দাঁড়াল, দেখল পা চালিয়ে কোরালের দিকে এগোচ্ছে বিল। ঘনায়মান অন্ধকারে ওর শিস আনন্দের জাল বুনছে।

লেন জানে সবে দাবার একটা ঘুঁটি সে চেলেছে। তবে এর শেষটা এখনই অনুমান করা যাবে না। কৌশলটা সেই সাবেকি, যদিও সেটা ও পছন্দ করে এমন না। কঠিন একদল লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে কঠিন লোকজন ভাড়া করা হচ্ছে। প্রচুর রক্ত ঝরবে এতে, তবে শক্ত হাতে হাল ধরে রাখতে পারলে এ-খেলায় জয় সুনিশ্চিত।

বিল অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল সে, জানে এখন আর ফেরার পথ নেই।

চার

মাঝ-বিকেলে ডি বারে পৌঁছয় সুসানা। বাসার পেছনের ক্রীকের সেতুতে ওর বাগির ঘর্ঘর আওয়াজ স্টোন বাংকহাউসের কোনায় টেনে আনল তরুণ লিংক টমসকে। নবনিযুক্ত মেক্সিক্যান আয়ার সাথে সুসানাকে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ওয়াগন শেডে চলে এল লিংক, মেহমানদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের ভেতর সুসানা হাজির হল। 'লিংক, বাকবোর্ডে হোসেফার ট্রাংকটা তুলে দাও,' আদেশ করল সে। 'বাবা কোথায়?'

'আশেপাশেই কোথাও আছেন,' বলল লিংক। এখনো কৈশোর পেরোয়নি তরুণ এই কাউবয়ের। একহারা গড়ন, সুন্দর চেহারা। ডি বারের হর্স র‍্যাংগলার সে, সুসানার অন্ধ ভক্ত। সুসানাকে নামতে সাহায্য করল লিংক, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেক্সিক্যান মহিলার দিকে তাকাল।

'ঘণ্টাখানেকের ভেতর তাজা ঘোড়া লাগিয়ে বাকবোর্ড রেডি করে রাখবে। ঠিক আছে, লিংক?' সুসানা বলল।

তরুণ র‍্যাংগলারের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না সুসানা, ইশারায় মেক্সিক্যান আয়াকে আসতে বলে পা বাড়াল বাসার দিকে।

বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতরটা বেশ ছিমছাম, সুসানার মায়ের হাতে সাজান। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। দোতলায় চারপাশে ঘোরান বারান্দা। বড় বড় কটনউড গাছ ছায়া দিচ্ছে বাড়িটাকে। সুসানার মা দুভাবে ডি বারে নিজের ছাপ রেখে গেছেন: জর্জ বুশকে বাধ্য করেছেন বাংকহাউস কোরাল আর বার্নের অবস্থান বাসা থেকে দূরে রাখতে এবং বাড়ির পেছনের অংশে ক্রীক অবধি নিজের হাতে বাগান করেছেন।

সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় নিজের ঘরে উঠে গেল সুসানা। ওর ঘরটা বেশ বড়, কাল মেহগনি কাঠের আসবাবে সাজান। জানালায় দাঁড়ালে কোরাল আর বার্ন চোখে পড়ে।

মেক্সিক্যান আয়া যখন পৌঁছল এসে, খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে দ্রুতলয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে সুসানা, পথশ্রম আর সিঁড়ি ভাঙার ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে।

তর্জনী তুলে ওপাশের দেয়ালের গায়ে একটা দরজা দেখাল সে। 'ওখানে বড় ট্রাংক আছে। ওটা বার কর। ওই ওয়ারড্রোবে জামাকাপড় পাবে আমার, সব গুছিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

'সি, সিনোরিটা,' হোসেফা বলল।

'আমাকে সুসানা বলে ডাকবে,' রুক্ষ স্বরে বলল সুসানা। 'মিস সুসানাও না—শুধু সুসানা।'

'সি, সিনোরিটা,' তোতাপাখির মত আউড়াল হোসেফা, তারপর, মনিবের নির্দেশ মনে পড়ায় একটু থেমে, 'সুসানা।'

মৃদু হাসল সুসানা, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। আয়ার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়ে গেছে। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে সে, এটা তারই লক্ষণ। গতরাতে ওয়াল্ট ওই চিঠি দেয়ার পর সীমাহীন স্তব্ধতার মাঝে জেগে জেগে সে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ভেবেছে। বুঝেছে শেষ পর্যন্ত এ-সিদ্ধান্তই নিতে হবে তাকে। শুরুতে তার মনে হয়েছিল সাহসের প্রয়োজন পড়বে, কিন্তু এখন দেখছে ব্যাপারটা আদৌ তেমন কঠিন কিছু নয়। এ যেন সাপের খোলস বদলাবার মত। নিজেকে নতুন রূপে আবিষ্কার করা, অতীতের সমস্ত বাধাবন্ধন উদ্বেগ আর ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে। এমনকি ওয়াল্টকে হারিয়েছে বলে তার কোন আফসোস নেই। ব্যাপারটাকে সে এখন একটা প্রতীক মনে করছে, যা তাকে বিদ্রোহী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ওয়াল্টের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কিন্তু কখনই তাকে ভালবাসেনি, এখন বুঝতে পারছে। ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল কেননা সে ভেবেছিল এভাবে বাবা আর ফ্র্যাংক আইভির নাগপাশ থেকে মুক্তি মিলবে। এখন দেখছে কাজটা বোকামি হয়েছে, কারণ ওয়াল্ট ছিল দুর্বল। তবে এই দুঃসাহসের পরিণাম কী হতে পারে তখনই সে জানত। তার সৌভাগ্য, খুব অল্পসময়ের ভেতর প্রেমিকের আসল পরিচয় সে পেয়ে গেছে, আর তা পাবার পথে আবিষ্কার করেছে নিজের শক্তিকে। বাপ-বেটিতে যে-বিরোধ চলছে এখন তাকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারে সে। এক অর্থে নিজের আত্মজাকে তিনি পরাজিত

করেছেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে খুলে দিয়েছেন বন্দিশালার দরজা।

আলমারির জামাকাপড় বার করে বিছানার ওপর জড় করল সুসানা। শিস বাজাচ্ছে আপনমনে, যা সে গেল কয়েক মাসের মধ্যে করেনি। নিজের শক্তির পরিচয় পেয়ে এখন ওর গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ড্রেসারের ড্রয়ারগুলো টেনে টেনে খুলল সে, খালি করতে লাগল। হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ পড়তে থেমে গেল, তীক্ষ্ণ হল দৃষ্টি। বাংকহাউসের সামনে রেড কেটসের ডান ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজার কাছে জটলা করছে তিনজন কাউহ্যাণ্ড। সুসানা ভাবে কেটসের সাথে ওর বাবাও ভেতরে আছেন কিনা। সিগন্যালে যেমন ওকে দিয়েছিল, রেডের মার খাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকেও চমকে দেবে। লেন সয়্যার জানায়নি ওকে। সে-দায়িত্ব পালন করেছে জিম ক্রু। সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে ডি বারের ফোরম্যানকে কীভাবে দক্ষ হাতে আড়ং ধোলাই করেছে লেন। এরপর সুসানার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি কেন হঠাৎ মত বদলেছে লেন সয়্যার, এবং তাকে সবকিছু খুলে না-বলা সত্ত্বেও বুঝে নিয়েছে কী ধরনের লোকজন দরকার হবে সার্কল সিক্সটি সিক্সে। আধঘণ্টা পর, বাঁধাছাঁদার কাজে যখন দারুণ ব্যস্ত সুসানা, দরজায় করাঘাতের শব্দ হল।

'ভেতরে এস, বাবা,' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুসানা।

গটগট করে ভেতরে ঢুকলেন জর্জ বুশ, তাঁর ঠোঁটের কোণে নিভে-আসা সিগার। ঘরের এলোমেলো অবস্থা আর মেক্সিক্যান আয়াকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, সিগারটা নামালেন মুখ থেকে।

'এসব কী ?' কপাল কুঁচকে জানতে চাইলেন।

সুসানা অবিকল ওর বাবারই মেয়ে। জর্জ বেঁটে, হালে মেদ জমেছে শরীরে। আচার-আচরণে একধরনের অসচেতন উগ্রতা রয়েছে। ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া ঘন কাঁচাপাকা গোঁফ চেহারাকে যদিও হাস্যকর করে তুলেছে, কিন্তু তাঁর অন্তর্ভেদী নীল চোখ দুটো মানুষটা সম্পর্কে অন্য ধারণা দেবে। মাথায় খুলি-কামড়ান বাদামি চুল, দিনে একবার আঁচড়ান, এবং দশ মিনিট পরপর এত অস্থিরভাবে আঙুল চালান তাতে যে চুলগুলো সবসময় শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে থাকে। বাহ্যিক অবয়বের সাথে তাঁর পোশাকেরও মিল রয়েছে: দামি অথচ অপরিপাটি, অধিকাংশ সময় টাই ছাড়াই কলারের বোতাম আটকে রাখেন। আজ রাইডিং বুটের ওপর গেইটার বেঁধেছেন। সব মিলিয়ে, এখন গোমড়া-মুখো এক টেরিয়ারের মত লাগছে তাঁকে, যে নিজের চারপাশের জগৎকে চিনতে না-পেরে হকচকিয়ে গেছে।

'কোথাও যাচ্ছ ?'

'আমি চলে যাচ্ছি, বাবা,' মৃদু কণ্ঠে বলে আবার গোছগাছে লেগে পড়ল সুসানা।

বিছানার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন জর্জ বুশ, মেয়ের একটা জামা নেড়েচেড়ে দেখলেন, তার পর নরম গলায় জানতে চাইলেন, 'কোথায় ?'

'সার্কল সিক্সটি সিক্সে। আমি এখন ওটার মালিক।'

চকিতে পলক তুললেন জর্জ। 'তারমানে তুমি ওকে বিয়ে করেছ ?'

'না,' শান্তভাবে বলে সুসানা। 'এনগেজমেন্টের সময়েই বাথানটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল ও। যাবার আগে বলে গেছে ওটা নিয়ে নিতে।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন জর্জ, খেয়াল হয়েছে ঘরে আয়া রয়েছে।

'অ্যাই, তুমি বাইরে যাও,' রুক্ষ স্বরে বললেন তিনি, মাথা ইশারায় দরজা দেখালেন।

সুসানা বলল, 'হোসেফা, রান্নাঘরে গিয়ে অ্যানাকে বল আমার ধোয়া কাপড়গুলো দিতে।'

ঘাড় কাত করল মেক্সিক্যান আয়া, নীরবে বেরিয়ে গেল।

খাটের কিনারে ধপ করে বসে পড়লেন জর্জ, জিজ্ঞেস করলেন, 'এসবের মানে কী?'

'যা বললাম আমি।'

'তুমি তোমার নিজের একটা বাড়ি চাও, এই তো?'

'নিজের একটা র‍্যাঞ্চ চাই—এবং সেটা আমি পেয়েওছি।'

'র‍্যাঞ্চ,' বুশ হতভম্ব, 'তার মানে?'

'ওহ্, বাবা,' সুসানা ক্ষোভ প্রকাশ করল, 'এই সোজা জিনিসটা তোমার মাথায় ঢুকছে না। আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সার্কল সিক্সটি সিক্সের দেখাশোনা করব। মায়ের রেখে-যাওয়া টাকাটা নিয়ে যাচ্ছি—বার্থলোমিউর সাথে এ-ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে আজ। উনি বলেছেন ওটা নেবার ব্যাপারে তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। সার্কল সিক্সটি সিক্সে গরু আনব আমি, তারপর যতটা পারি ঘাসের দখল নেব।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লেন জর্জ। বললেন, 'কিসের ওপর এত বিতৃষ্ণা তোমার ?'

'নিজের জীবনের ওপর,' সুসানা বলল সোজাসাপটা।

'আমি বুড়ো মানুষ। সহজ করে বল।'

'বলব,' সুসানা অমায়িক। 'তুমি শুধু প্রশ্ন করে যাও।'

আবার বাঁধাছাঁদায় মন দিল ও। আর জর্জ উদ্বিগ্ন, জরিপ করতে লাগলেন মেয়েকে। 'ছেলেটা তোমাকে ফেলে পালিয়েছে বলে কষ্ট পাচ্ছ ?'

সোজা হল সুসানা, হাসল। অট্টহাসির মত শোনাল সেটা। জর্জের পছন্দ হল না মেয়ের এই ভাবভঙ্গি।

'বেশ গুছিয়ে বলেছ কিন্তু, বাবা,' সুসানা বলল অবশেষে। 'শোন, ও আমাকে ফেলে পালায়নি। তোমার আর আইভির সাথে লড়াই করার মত শক্তি ওর ছিল না বলেই পালিয়েছে। ভেবে দেখেছে, সে আমাকে এত ভালবাসে না যে আমার জন্যে তাকে মরতে হবে। ওকে আমি দোষ দিতে পারি না এজন্যে।'

'সুসানা,' বুশ প্রতিবাদ করলেন, 'তুমি এসব কী আবলতাবল বলছ ?'

তাকাল সুসানা। 'সত্যি কথাটাই, বাবা। ও ভেড়া আনার হুমকি দেয়ায় চমৎকার একটা ছুতো পেয়ে গেছ তোমরা। আসলে লোকটা সরল ছিল, আর তোমরা তার সুযোগ নিয়েছ। দেশছাড়া করেছ ওকে। আর এখন তুমি আর ফ্র্যাংক দুজনেই ভাবছ তোমাদের শক্তি দেখে আমি ভয় পাব, রাজি হয়ে যাব ফ্র্যাংককে বিয়ে করতে। কিন্তু সেটি হচ্ছে না—আমি চলে যাচ্ছি।'

নিভে-আসা সিগারটা জরিপ করতে করতে মেয়ের কথাগুলো নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন জর্জ বুশ। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'মানলাম তুমি সার্কল সিক্সটি সিক্সের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে যাচ্ছ। কিন্তু গরু পাবে কোথায়?'

'কিনব।'

'একাই?'

'আমার ফোরম্যান আছে, কর্মচারিও রাখব।'

কৌতূহলী দেখায় জর্জকে। 'কে তোমার ফোরম্যান?'

'লেন সয়্যার।'

জর্জের চোখে বিস্ময় লক্ষ করে মুখ টিপে হাসল সুসানা। 'পছন্দ হয়েছে?'

'তাহলে এজন্যেই রেডের সাথে মারামারি করেছে লোকটা?'

'আমার তা মনে হয় না,' জবাব দিল সুসানা। 'ব্যক্তিগত কোন কারণ নিশ্চয়ই ছিল। যাই হোক, তোমরা সহজে ওকে তাড়াতে পারবে না। গোলমাল হবেই।'

'হুম,' স্বগতোক্তির সুরে বললেন জর্জ। 'তবে তোমার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়েই ওকে তুমি পাশে পাবে না। এ-ধরনের লোক কেমন হয় আমি জানি।'

'বাঁচতে চাইলে ঝুঁকি তো আমাকে একটা নিতেই হবে,' সুসানা অবিচল। কথাটা বলে মজা পায় ও, বাবা আর ফ্র্যাংক আইভি যদি লেন সয়্যারকে খাট করে দেখে ওর তাতে কোন ক্ষতি নেই। 'কয়েকটা ঝুঁকি আমি এড়াতে পারব না, তার ভেতর এটাও একটা।'

'আরো আছে,' বুশ বললেন চাঁচাছোলা স্বরে। 'ভেবেছ, ফ্র্যাংক আর আমি এত সহজে তোমাকে আমাদের ঘাস চুরি করতে দেব?'

'আমার মনে হয় না তোমরা কিছু করতে পারবে,' সুসানা শান্ত জবাব দেয়।

'কেন পারব না?'

'আজ পর্যন্ত কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। আমার ধারণা তোমরা বেশি ঘেউ ঘেউ কর,' সুসানার কণ্ঠে বিদ্বেষ, 'কামড়াবার মুরোদ নেই।'

জর্জ অনুসন্ধিৎসু চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওর জিভের ধার দেখে তিনি বিস্মিত হননি। সুসানার শরীরে তাঁরই রক্ত বইছে। কিন্তু অন্য একটি ব্যাপার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। 'সুসানা,' গাঢ় স্বরে বললেন, 'এটা পুরুষের কাজ। গোলাগুলি হবে এতে, লোকক্ষয় হবে।'

'তোমাদের,' সংক্ষেপে বলল সুসানা, আবার ফিরে গেল কাজে।

খাটের কিনারে বসলেন জর্জ, সিগার ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়ার আড়াল থেকে মেয়েকে দেখতে লাগলেন। সুসানা এসে হটিয়ে দিল তাঁকে জামাকাপড়ের কাছ থেকে। বুশ খাটের আরেক মাথায় চলে গেলেন, হেলান দিলেন বাজুতে। দ্রুতলয়ে নাগাড়ে হাত চলছে সুসানার। আর জর্জ ধূর্ত অর্ধনিমীলিত চোখে ওকে লক্ষ করছেন। জীবনে অনেক বেয়াড়া ঘোড়া পোষ মানিয়েছেন তিনি, জানেন ওদের বশে আনবার একটা পথই আছে। সুসানাকে

এ-মুহূর্তে তিনি সেভাবে দেখছেন। মেয়েটা জেদি, কিন্তু বোকা নয়। এখন এমন এক খেলায় সে নেমেছে যার কোন নিয়মনীতি নেই। এটা নাকি মেয়েদের বিশেষ গুণ, তিনি শুনেছেন, তবে এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় কিনা সে-ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ আছে। শুরু করার আগেই যদি সুসানাকে টাইট দেয়া যায়, ও হার মানবে। কারণ, ওই যে, সে বোকা নয়। এ সবই একনিশ্বাসে ভাবলেন জর্জ, এবং সাথে সাথে এও উপলব্ধি করলেন কেন এরকম ভাবছেন। সুসানাকে তিনি হারাতে চান না। দশ বছর বয়স থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ও তাঁর সাথে লড়ছে, কখনো গোপনে কখনো-বা প্রকাশ্যে, তবু ওকে হারাতে হলে তিনি শেষ হয়ে যাবেন।

জর্জ গলা খাঁকারি দিলেন। সুসানা পলক তুলল। তাঁর কথা মেয়েটা ভুলেই গিয়েছিল, এত বেশি সময় তিনি নীরব ছিলেন।

'সুসানা,' আস্তে বললেন বুশ, 'আমি তোকে যেতে দেব না।'

'বাধা দিয়ে লাভ হবে না, বাবা।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে সিগারটা ঝাঁকালেন জর্জ। কায়দা করে বললেন, 'কথাটা আমি ওভাবে বলিনি। বাধা তোকে আমি দেব না—শুধু ভাবছি এমনটি না-হওয়াই উচিত ছিল।'

হাতের কাজ বন্ধ করে সুসানা। 'তো?'

'কী হলে তুই খুশি হবি?'

একটুক্ষণ ভাবে সুসানা। বুকে হাত বেঁধে দরজার কাছে যায় একবার, ঘুরে আবার বিছানার সামনে এসে দাঁড়ায়। 'তুমি আর ফ্র্যাংক যদি আমেরিকান ক্রীক অবধি সরে যাও।'

সিগারের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসল জর্জের চোয়াল, রাগে জ্বলে উঠল আপাদমস্তক। কিন্তু পাকা জুয়াড়ি তিনি, বাইরে কিছুই প্রকাশ পেল না। 'এ তো গায়ের অর্ধেক মাংস,' তিক্ত সুরে তিনি বললেন।

'পুরোটাই বলতে পার,' সুসানা টিপ্পনী কাটল।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বুশ। 'আমার মৃত্যুর পর এমনিতেও তুমিই পাবে সব, তো বেঁচে থাকতে অর্ধেকটা দিতে আমি কোন বাধা দেখছি না। আর ফ্র্যাংকের কথা যদি বল'—কাঁধ ঝাঁকালেন র‍্যাঞ্চার, বাতাসে হাত খেলালেন—'সে চাইছে তুমি ওর নাম গ্রহণ কর। আমার মনে হয় না তারও কোন আপত্তি হবে।'

'আমার বিশ্বাস, ফ্র্যাংক আপত্তি করবে,' সুসানা বলল।

'আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে।' জর্জ উঠে দায়সারাভাবে জানতে চাইলেন, 'সিক্সটি সিক্সে কে আছে?'

'সয়্যার হয়ত এসে পড়েছে এতক্ষণে।'

'আমি বলি কি,' শুরু করলেন বুশ, 'কাল লোক পাঠিয়ে ওকে ফ্র্যাংকের ওখানে আনিয়ে নিই। ফ্র্যাংককে আমি জানিয়ে রাখব, আমরাও আসছি। বেল র‍্যাঞ্চে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আশা করি আমরা সবাই একমত হতে পারব।' অস্পষ্ট হাসলেন তিনি। 'মাত্র একটা রাত বেশি তুই এখানে থাকতে পারবি না, সুসান?'

সুসানা চিন্তা করে এক মুহূর্ত। আর জর্জ ওর মনের কথাটা যেন পড়তে পারেন। ও ভাবছে তিনি ওকে ভালবাসা দিয়ে নিরস্ত করতে চাইছেন। সুসানাকে তিনি চিনে থাকলে, ও রাজি হবে

থাকতে, হয়ত তাঁর আর ফ্র্যাংকের কাছে শুধু এটা প্রমাণ করতেই যে সে ভালবাসার বশ। সুসানা যা-ই ভাবুক, ক্ষতি নেই—তাঁর প্রয়োজন কেবল একটি রাত।

'ঠিক আছে, থাকব নাহয় আজ রাতটা,' সুসানা বলল।

'গুড,' বললেন বুশ। 'কাল আমরা বাপ-বেটিতে একসাথেই যাব।' যখন দরজার বাইরে এলেন, তাঁর কাঁচাপাকা গোঁফের নিচে সূক্ষ্ম হাসি খেলা করছে।

পাঁচ

লেন যখন সিক্সটি সিক্সে পৌঁছল, নাস্তার সময় পেরিয়ে গেছে। বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল গতকাল, ধূসর আকাশে আজো তার ছবি ফুটে আছে। ফেডারেলস থেকে ধেয়ে-আসা ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপন তুলেছে তৃণপ্রান্তরে। লেন সমভূমি পেরিয়ে রিজের পাশ দিয়ে এগোল, আমেরিকান ক্রীকে গিয়ে নামল। সার্কল সিক্সটি সিক্স আরো পাঁচ মাইল সামনে। র‍্যাঞ্চের উইণ্ডমিলটা এখন একটা চড়াইয়ের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। চড়াইয়ের মাথায় উঠল লেন, পেছন ফিরে নিচের সবুজ সতেজ তৃণভূমির দিকে তাকাল। ওয়াল্ট শিপলিকে এখন আর সে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য দোষ দিতে পারে না। যে-কারো লোভ জাগবে এই ঘাসের ওপর।

উত্তরের ন্যাড়া ঢালের গোড়ায় র‍্যাঞ্চ হাউসটা দাঁড়ান। দেখতে অতি সাধারণ—কাঠের লম্বা চালাঘর, লগ বার্ন, কয়েকটা স্ল্যাব শেড আর পোল কোরাল। গাছপালা নেই কোথাও। বাড়িটা বানানই হয়েছে উপযোগিতার কথা চিন্তা করে। লেন ভেবে পায়

না সুসানা বুশ কীভাবে এর চেহারা ফেরাবে।

উঠনে ঢুকে লেন দেখে বারান্দার ধারে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, পাশেই বসে ওটার রাইডার। বিল শেল, সন্দেহ নেই, খুব দ্রুত নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। নিশ্চয়ই এ-লোক বাথানের নতুন কর্মচারি।

ঘোড়া হাঁটিয়ে বারান্দার কাছে গেল লেন। রাইডার উঠে দাঁড়াল। প্রথমে নেহাত ছেলে-ছোকরা মনে হয় তাকে, চেহারায় লাজুক একটা ভাব। লেনের দৃষ্টি ঘোড়ার দিকে সরে গেল এবং এবার ওটার নিতম্বে ডি বার মার্কা চোখে পড়ল তার।

রাশ টানল সে। লিংক টমস একগাল হাসল। 'হাউডি। তুমিই লেন সয়্যার ?'

'হ্যাঁ,' বলল লেন, শান্ত কণ্ঠে।

'সুসানা বুশ আমার সাথে তোমাকে আসতে বলেছে।' লিংক এগিয়ে এল, শার্টের পকেট থেকে চিঠি বার করে লেনকে দিল। সুসানা লিখেছে, পত্রবাহকের সাথে ও যেন চলে আসে।

চিঠিটা পকেটে রেখে লেন বলল, 'আমি তৈরি।' লিংক ঘোড়ায় চাপল।

ও কোনাকুনিভাবে উত্তরে রওনা হয়েছে লক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগল লেনের মনে। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?'

'বেল র‍্যাঞ্চে।'

চোখ কুঁচকে ছোকরা র‍্যাংগলারের দিকে তাকাল লেন। সরল নিষ্পাপ চেহারা। চিঠিটাও যে সুসানা লিখেছে তাতে সন্দেহ নেই, তবু লেনের বুকের ভেতর একটা অস্বস্তি খচখচ করতে থাকে।

ফ্র্যাংক ডাইভির হুমকির কথা তার মনে আছে। হাসল সে। সুসানা হয়ত সব বুঝে-শুনেই ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু যদি তা না হয়, তার কপালে আজ কী আছে কে জানে! একটি পথই আছে এখন জানবার। লেন ধৈর্য ধরল।

আমেরিকান ক্রীক পার হল ওরা, ফেডারেল পর্বতমালার পাথুরে রিজ ধরে ওপর পানে উঠতে লাগল। রিজের মাথা থেকে দূর-পুবে রেঞ্চের সীমানাবর্তী নিবিড় ঝোপঝাড় আর পতিত জমি দেখতে পাচ্ছে লেন। রিজের উত্তর ঢালের গোড়ায় রেলের লাইন ক্যাম্প আছে একটা। বাংকহাউস ধাঁচের লম্বা অপরিসর চালাঘর, ছুটো শেড আর কোরাল। শীতে, তুষারপাতের অত্যাচার থেকে বাঁচতে গরুবাছুর যখন নেমে আসে প্রান্তরে, বেল কর্মচারিদের অস্থায়ী আস্তানা হিসেবে কাজ করে এই ক্যাম্প।

ওটা অতিক্রম করল ওরা, উত্তরে, বেল রেঞ্চের গভীরে এগোল। মাঠের এখানে-সেখানে বেল ব্র্যাণ্ডের মোটাতাজা গরু-বাছুর চরছে। সোজা-সরল লিংক টমস, মালিকের কূটকৌশল সম্বন্ধে যে কিছুই বোঝে না, গরু ঘোড়া আর আসন্ন রাউণ্ড-আপের কথা বলছে।

মেটেরঙা একটি পাহাড়-প্রাচীরের কাঁধের পাশ দিয়ে এগোল ওরা, একটা গভীর বক্স ভ্যালিতে ঢুকল। এবার পথ এঁকেবেঁকে ক্রমশ খাড়া হয়ে ফেডারেল পর্বতমালার দিকে উঠে গেছে।

এখন বেল র‍্যাঞ্চ চোখে পড়ল ওদের। উপত্যকার মাথায় সাজান-গোছান কাঠাম, তার পেছনে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছপালা।

বাড়ির দিকে এগোবার সময়ে লেনের স্মৃতির পাতায় ঢেউ জাগল। বিয়ের পর সে আর রুথ যেখানে র‍্যাঞ্চ করেছিল সেখানে ফিরে গেল তার মন। ঠিক এমনি একটি বক্স ক্যানিয়নে, সামনে সবুজ গালিচা, তবে এত বিরাট কিংবা এরকম পরিপাটি নয়। এতদিনে হয়ত ওটার ছাদে আগাছা গজিয়েছে। জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মালপত্র লুটপাট করে নিয়েছে প্রতিবেশীরা। রুথের মৃত্যুর পর ওই বাড়িতে আর থাকেনি লেন। এরপর থেকে অনেক সহজে অন্যদের সাথে কাজ করতে পেরেছে সে। নিজের স্বাধীনতার বিনিময়ে মানুষের সঙ্গ লাভ করেছে। শুধু একার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে কোনকিছু গড়ে তোলা ওর কাছে এখন অর্থহীন মনে হয়। একটা সময় গেছে যখন সে স্যাডলে চেপে নানান কাজে ছুটে বেরিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আর রোববার এলেই সব ফেলে চলে গেছে ছেলের কাছে, সারা বেলা খেলে কাটিয়েছে ওর সঙ্গে। সেসব আজ অতীতের ঘটনা।

লেন অস্থির, নড়েচড়ে বসল স্যাডলে, ভাবনাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল দূরে। বেল, অভিজ্ঞ চোখে দেখতে পেল সে, চালু আউটফিট। গাছের গুঁড়ি-কেটে-বানান নিচু দালান, 'এল' প্যাটার্নে পাইন বীথির মাঝে ছড়ান। নারী-স্পর্শরহিত পরিবেশ, একজন পুরুষ যেমন বানিয়ে থাকে অন্য পুরুষদের জন্যে। দালানের বড় অংশ জুড়ে বাংকহাউস আর কুকশ্যাক। মূল বাড়িটা শুধু এল-এর ভিত। অফিস এই প্রান্তে। এখন তার সামনে তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে। বার্নগুলো বিরাট, কোরাল মজবুত। ওপাশে, সম্ভবত নিজেদের ব্যস্ততা প্রমাণ করতেই, কামারশালার নেহাইতে

এক লোক লোহা পিটছে।

হিচরেইলে-বাঁধা ঘোড়াগুলোর পাশে গিয়ে থামল লেন। 'আসি, সয়্যার,' বলে কোরাল অভিমুখে চলে গেল লিংক।

রেইলে ঘোড়ার লাগাম বাঁধছে লেন এই সময়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল সুসানা। পরনে আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেস, দেহের কানায় কানায় লোভনীয় যৌবনের স্পষ্ট আভাস।

'লোক পেলে?' নিচু কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে।

'বিল নিয়ে আসবে,' লেন জানাল।

স্মিত হেসে সুসানা আবার ঢুকে গেল অফিসে, লেন পিছু নিল।

জর্জ বুশ, পুরনো একটা চামড়ার চেয়ারে বসে, মাথা ঝাঁকালেন আলতো, স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'হ্যালো, সয়্যার।' ফ্র্যাংক আইভি, পিঠ পেছনের দেয়ালে, মুখ গোঁজ করে রইল।

রোল-টপ ডেস্কের সামনে লোহার চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে পড়ল সুসানা। 'তোমাদের বক্তব্য তাহলে শোনা যাক এবার,' বাবার উদ্দেশে বলল।

লেন, দরজা-লাগোয়া দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে, ঘরের পরিবেশ বোঝার প্রয়াস পায়। ফ্র্যাংক আইভির অকুতোভয় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাকে জরিপ করছে এটা টের পেয়ে তার চোখে সে চোখ রাখল। লোকটার মাঝে নিষ্ঠুর কাঠিন্য রয়েছে। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সে, ওয়েস্ট ওভারঅল আর ঘামের দাগপড়া সুতি শার্টের নিচে কিলবিল করছে শালপ্রাংশু দেহের পেশিগুলো। আইভির খুলি-কামড়ান কালো চুল দেখে সাদা-মুখ ষাঁড়ের কপালের কোঁকড়ান লোমের ছবি মনে পড়ল লেনের।

সহজাত বুদ্ধি থেকে ও বুঝতে পারে সুসানাকে আটকাবার জন্যে আইভি আর বুশ এখন শেষ চেষ্টা নিচ্ছে।

'ফ্র্যাংক,' বললেন বুশ, 'সুসানা হঠাৎ করেই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে। র‍্যাঞ্চ করতে চাইছে। আর তা ওর একটা আছেও।'

সুসানার দিকে তাকাল আইভি, চেহারা ঈষৎ মোলায়েম হল। লোকটা ওর প্রেমে পড়েছে। সুসানা না-বললেও লেন ঠিকই বুঝতে পারত।

'চাইলেই ও যে-কোন সময়ে আমার-টার মালিক হতে পারে,' গমগম করে ওঠে ফ্র্যাংকের ভরাট গলা। লোকটা যেভাবে সবার মাঝে অকপটে নিজের ভালবাসার কথা ঘোষণা করল লেন তার প্রশংসা না-করে পারল না।

'তোমার নিয়মে না, ফ্র্যাংক,' সুসানার কণ্ঠ শীতল। 'তোমার নিয়ম দড়ির মত শক্ত।'

'থাম, সুসানা, আমাকে বলতে দে,' নরম সুরে বললেন জর্জ, তাকালেন আইভির দিকে। 'শিপলি সিক্সটি সিক্স ওকে দিয়ে গেছে। এখন সুসানা ওর মায়ের টাকায় সেখানে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে।'

এসব ওর অজানা না, লেন ভাবল আইভির মুখ দেখে।

কথা বলছেন বুশ, কণ্ঠস্বরে এখন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, 'সুসানা দাবি করছে ও ঠিকই আমাদের ঘাসে ভাগ বসাতে পারবে।'

আইভির চোখের কোণে কৌতুক নেচে উঠল, কোন মন্তব্য করল না সে।

'আমি ওকে বলেছি,' বুশের কথা শেষ হয়নি, 'এতে অনেক

রক্তারক্তি হবে। মানুষ মরবে। কিন্তু ও মনে হয় নাছোড়বান্দা।'

'দেখব, বাবা,' সুসানা বলল, 'ওসব মনে হয়-টয় বাদ দিতে পার, আমি কাউকে পরোয়া করি না।'

'এবার আমরা কাজের কথায় আসছি,' বুশ বললেন, সামনে ঝুঁকে। লেনের দিকে তাকালেন অলসভাবে, পরক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেললেন। 'সুসানা বলছে ওর প্রস্তাবে আমরা রাজি হলে, ওর কুকুরদের সে লেলিয়ে দেবে না। আমি রাজি আছি, এখন তোমার কাছে এসেছি তুমি কী বলছ তাই জানতে।'

'প্রস্তাবটা শুনি আগে,' ফ্র্যাংক হাই তুলল।

'সুসানা ওর র‍্যাঞ্চের দিকে আমেরিকান ক্রীকের যে-অংশটা পড়েছে, সেখানকার সব ঘাস চাইছে।'

চকিতে সুসানার পানে তাকাল লেন। নির্লিপ্ত চেহারা, ফ্র্যাংক আইভির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। সুসানার প্রতি আবারো সমীহ বোধ করে লেন। দৃঢ়তার অভাব নেই ওর। এখনই যা আছে তার সাথে যদি নতুন রেঞ্জ যোগ হয়, আয়তনে বেল বা ডি বারের কাছাকাছি চলে আসবে সিক্সটি সিক্স।

'তাই?' বিড়বিড় করে বলল ফ্র্যাংক। 'আর আমরা যদি রাজি না হই?'

'আমি কেড়ে নেব,' মৃদু অথচ স্পর্ধার স্বরে সুসানা জবাব দিল।

হাসল ফ্র্যাংক আইভি, কিন্তু চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। পুরুষ মাত্রেই যা হবে, সুসানার হুমকিতে তার জাতে ঘা লেগেছে। লেনের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কী পাচ্ছ এর বিনিময়ে?'

'বেতন।'

'এবং মদ ?'

'যত খেতে পারি,' লেনের কণ্ঠ ঘুম-জড়ান।

ফ্র্যাংকের দৃষ্টি আবার সুসানার ওপর স্থির হল। 'আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সুসানা,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'প্রথমে তুমি এক হামবাগ ভেড়া ব্যবসায়ীর সাথে নিজেকে জড়ালে, তারপর এখন জড়িয়েছ এই মাতালটার সঙ্গে। আমরা শিপলিকে যে-জমি দান করেছিলাম, তার দখল পেয়ে তুমি আমাদের সাথে লড়তে চাইছ। কেন ? কেন ?' শেষ দিকে ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনায় আইভির কণ্ঠস্বর।

'আমি চোটপাট পছন্দ করি না,' সুসানা শান্ত গলায় বলল। 'তোমার জবাব, ফ্র্যাংক ?'

'আমার ধারণা তুমি একটা বদ্ধ পাগল,' অস্ফুট স্বরে ঘোষণা করল আইভি।

উঠে দাঁড়াল সুসানা, বলল, 'আর তোমার, বাবা ?'

'এত দীর্ঘ সময় ফ্র্যাংকের কথায় সায় দিয়ে আসছি, ব্যাপারটা এখন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,' বুশ জানালেন। 'এই বয়সে সেটা আর বদলান সম্ভব না।'

'বেশ,' রুক্ষ স্বরে বলল সুসানা। 'বেওয়ারিশ ঘাস তার দখল যার। আমি আমার চেষ্টা চালাব।' লেনের উদ্দেশে ফিরে ও বলল, 'আমাদের আলোচনা শেষ।' সুসানা বেরিয়ে গেল বাইরে। লেন যাবে বলে পা বাড়িয়েছে এই সময়ে জর্জ বুশ, শান্ত অথচ আদেশের সুরে, ডাকলেন, 'সয়্যার।'

দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল লেন, ওর বিশাল দেহ দরজার প্রায়

অর্ধেকটা ঢেকে ফেলল।

বুশ বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার বোকা মনে হয়নি। ফ্র্যাংক বলেনি, তোমার দিন ফুরিয়েছে এখানে?'

'ওরকম কিছু একটা বলেছে বটে,' লেন স্বীকার করে।

ধূর্ত চোখে ওকে জরিপ করেন বুশ। 'তুমি যদি ভেবে থাক সুনানা যথেষ্ট বড়—বা বড় হতে যাচ্ছে—তোমাকে পুষতে পারবে, তাহলে ভুল করেছ। শিপলি গেছে। লিনচ আর হার্ভে গেছে। তুমিও যাবে।'

মুখ টিপে হাসল লেন। 'তোমার আর আইভির ট্র্যাক আমি দেখেছি, জর্জ। ওগুলো আমার কাছে এত বড় মনে হয়নি যে ভয় পাব।'

বুশ এতই আত্মবিশ্বাসী, দমলেন না। 'তোমার খেলাটা কী এখানে?'

আইভির দিকে সরে গেল লেনের দৃষ্টি। উদ্ধত চোখে তাকিয়ে আছে বেল মালিক। লেন বলল, 'কেন, শিপলির একটা কথা ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছে আমাকে।'

'কথাটা কী?' জর্জের কণ্ঠ রুক্ষ শোনায়।

'শিপলি বলেছিল আইভি ঈশ্বর না। আইভি দাবি করছে সে তা-ই। আমি জানতে চাই কার কথা সত্যি।' এক মুহূর্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ফ্র্যাংকের পানে চেয়ে রইল লেন, দেখল লোকটা রেগে উঠছে, তারপর সে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়ে স্যাডলে চাপল ও, পাশাপাশি হল সুসানার। যখন বাসা থেকে আর শোনা যাবে না এতটা দূরে

চলে এল, সুসানা ওর উদ্দেশে চতুর হাসল।

'চেষ্টাটা মন্দ ছিল না, কী বল?'

'কার বুদ্ধিতে করেছ?'

লেনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা সুসানার মুখের হাসি মুছে দিল। 'ফ্র্যাংকের সাথে কথা বলায়? বাবার। কেন?'

জবাব দেয়ার আগে একটুক্ষণ ভাবল লেন। 'তোমার বাবা বলার আগেই ফ্র্যাংক তোমার প্রস্তাব কী হবে জানত। আমার প্রশ্ন, জানল কীভাবে।'

সুসানা, এখনো দেখছে লেনকে, বলল, 'কাল রাতে বাবা ওকে জানিয়ে থাকতে পারেন। গতকাল আমি তাঁকে বলেছিলাম।'

'বুঝেছি,' লেন বলল। 'আমাদের দুজনকেই ওরা সিক্সটি সিক্স থেকে সরিয়ে এনেছে।' রাশ টানল ও, চকিতে সুসানার ঘোড়াটা একবার দেখে নিয়েই তীক্ষ্ণ সুরে বলল, 'ঝটপট নেমে পড়, সুসানা। ঘোড়া বদলে নাও আমার সঙ্গে।'

একমুহূর্ত দেরি করল না সুসানা। মাটিতে নেমে জিনের পেটি খুলে ফেলল। ইতিমধ্যে লেনও নেমে পড়েছে পিছলে, স্যাডল তুলে নিয়েছে ঘোড়া থেকে। সুসানার ঘোড়ায় ওটা চাপাল সে। ওর রোয়ানের চেয়ে এটা অপেক্ষাকৃত তাজা। সুসানা, মুখ পাঁশুটে, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'তুমি এরকম করছ কেন, লেন? কী করেছে ওরা?'

'কিছুই না, যদি বিল এসে পড়ে থাকে। আর তা না হলে, বহু কিছুই।'

মাথা ঝাঁকায় সুসানা। 'আমি শিখে যাব,' নিচু অথচ কঠিন

স্বরে বলল। 'যেমন আজ শিখলাম পয়লা সবক। কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, এমনকি বাবাকেও না।'

মৃদু স্বরে লেন বলল, 'পয়লা সবক, সুসানা, বড়াই করবে না অযথা।' স্যাডলে উঠে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল সে, বেরিয়ে গেল ক্যানিয়নের বাইরে। ফেডারেলসের মাথায় এখন মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। ফ্র্যাংক আইভি আর জর্জ বুশের কথা ভাবল লেন। নিশ্চয় ঘোড়া বদলাতে দেখেছে ওরা এবং এ নিয়ে হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে।

সুসানা প্রথম চালেই ভুল করেছে। লেন অনুমানের চেষ্টা করে সেটা কতখানি মারাত্মক। এখন সে জানে এ-লড়াইয়ের সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হবে। লড়াই করার তেজ আছে সুসানার, কিন্তু এর কৌশল সে জানে না।

সুসানার সোরেলের পিঠে প্রায় সেঁটে গিয়ে নাগাড়ে ছুটে চলল লেন। শেষ বিকেলে, যখন রিজ অতিক্রম করছে, বৃষ্টির প্রথম বড় ফোঁটাটা ঝরে পড়ল। ও স্লিকার বার করে গায়ে চড়াতে চড়াতে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তবে অল্পক্ষণের মধ্যে তা কমে ছিপছিপে রূপ নিল, ভাবগতিকে মনে হয় টানা কয়েকদিন চলবে হয়ত।

যখন রাত নামল সিঙ্গটি সিজ থেকে আরো মাইল দুয়েক দূরে আছে লেন। ঠাণ্ডায় এখন মৃদু কাঁপছে সে। প্রচণ্ড অস্থিরতায় ছটফট করছে। অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল সে, থেমে কান খাড়া করল। আবার হল শব্দটা—গুলির আওয়াজ। আরো দুটো গুলি হল। দুটো আওয়াজ দুদিক থেকে এসেছে। এই ব্যবধান থেকে ও আঁচ করার প্রয়াস পেল কী ঘটছে, কিন্তু পারল না।

এবার জোরকদমে ঘোড়া ছোটাল সে, তারপর উত্তরের পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল তখন যথেষ্ট সাবধানে।

নিচে সবকিছু অন্ধকার, নীরব-নিথর। হঠাৎ, বাড়ির ভেতর থেকে, একটা রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দে বৃষ্টি-ভেজা রাতের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। পরক্ষণে ওয়াগন শেডের পাশ থেকে কমলা রঙের এক ঝলক আলো দেখা গেল। তারপর কড়াৎ করে আওয়াজ হল একটা। এবার বাড়ি থেকে একযোগে পাঁচটা বন্দুক গর্জে উঠল। লেন পরিষ্কার শুনতে পায় বুলেটগুলো ওয়াগন শেডের ভেতর বাতাস কাটছে।

বাসার দলটা বিল শেলের নয়। কারণ তাকে এত লোক ভাড়া করার অনুমতি দেয়া হয়নি। সুতরাং শেডে আছে সে। এর অর্থ, জর্জ বুশ কিংবা ফ্র্যাংক আইভি অথবা উভয়েই তার অনুপস্থিতির সুযোগে সার্কল সিক্সটি সিক্স দখল করতে লোক পাঠিয়েছে। কৌশলটা কাজের, আপনমনে স্বীকার করল লেন। মাথা গোঁজার ঠাঁই না-থাকলে র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে না সুসানা। ওর গরুবাছুর তাড়িয়ে দেবার ঝুঁকি নেয়নি। সেক্ষেত্রে ওদেরকে রাসলিংয়ের দায়ে পড়তে হত। তাই এভাবে জায়গা-জমি দখল করে নিয়ে সুসানাকে বেঘর করেছে।

পাহাড়ের কিনারে পিছিয়ে গেল লেন, ঘুরপথে বার্নের পেছনে এসে হাজির হল। নামল এখানে, এভাবে এগোল যেন ওর আর বাড়ির মাঝে শেডটা থাকে।

অন্ধকার থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল একটা কণ্ঠস্বর। 'নাম বল।'

'লেন সয়্যার।' একটা ওয়াগনের সাথে ধাক্কা খেল লেন, কোনা

ঘুরে এগোল।

বিল শেলের খিস্তি শুনতে পেল সে, তারপর শেডের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। কেউ একজন ম্যাচ ঘষল, পরক্ষণে লণ্ঠনের মৃদু আলো জ্বলে উঠল। বিল শেল আর অচেনা তিনজন লোক শেডের ওপাশের দেয়ালের ধারে-রাখা লাকড়ির গাদার পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

রাইফেল হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বিল শেল। ভিজে সপসপ করছে গা, ঠাণ্ডায় ঠোঁট প্রায় নীল। জামাকাপড় আর বুট কাদায় মাখামাখি।

বিলের মুখ জুড়ে হাসি, কিন্তু চোখে প্রশ্ন। 'কে ঘুমাচ্ছিল, বাছা?'

'আমি-ই,' জবাব দিল লেন।

লোক তিনজনের উদ্দেশে ফিরল বিল। সবচেয়ে কাছের জন দেখতে ইণ্ডিয়ানদের মত। গম্ভীর শ্যামলা মুখ, একদিকের গালে গভীর কাটা দাগ। এরও গা ভেজা, উষ্ণতার জন্যে কাঁধের ওপর ছেঁড়া স্লিকার ফেলে রেখেছে।

'তোমার সহকারীদের সাথে পরিচিত হও,' কাঠখোট্টা গলায় বলল বিল। 'এ হচ্ছে বেইলি—আর কোন নাম নেই। এ'—কৃশ, কঠিন চেহারার এক পাঞ্চারকে দেখাল সে, লোকটার খটখটে শরীর বলে দিচ্ছে এদের মধ্যে একমাত্র তারই স্লিকার আছে—'টম গিবলস।' তৃতীয়জনকে দেখিয়ে হেসে উঠল বিল। 'কালি ফ্যানস্টক। সব সময়ই অসুখী মানুষ।' কালির মাথাজোড়া টাক, মাঝবয়সী, দেখে মনে হয় পাকা স্মোক।

ওর দিকে তাকাল সবাই, কারো মুখে হাসি নেই। ওদের দেখে হতাশ হল লেন, ভেতরে ভেতরে রেগে গেল। তবু নিচু গলায় সে বলল, 'সবাইকে স্বাগতম।'

একথায় একগাল হাসল কার্লি। বিলকে জিজ্ঞেস করল লেন, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না। সন্ধের পর আমরা এসেছি, আর অমনি বাড়ির ভেতর থেকে নরক ভেঙে পড়ল। আমার ঘোড়াটা গুলি খেয়ে পড়ে আছে বাইরে। মাটি কামড়ে এখানে এসে উঠেছি আমরা। ওরা সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যস, এই।'

বাড়ির ভেতরে হঠাৎ কমলা রঙের একটা আলো জ্বলে উঠতেই ঝট করে বসে পড়ল বিল আর লেন।

কাঠের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল বেশির ভাগ বুলেট, কয়েকটা বিঁধল লাকড়ির গাদায়। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গুলি।

লেন ওর স্লিকারটা খুলে ছুড়ে দিল বিলের দিকে। বলল, 'চল, বাইরেটা একবার দেখে আসি।'

অন্ধকারের ভেতর বেরিয়ে গেল সে, বিল পিছু নিল। যখন বার্নের কোনায় পৌঁছল ওরা, থমকে দাঁড়াল লেন। কাঁধে বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ছে।

বিল পাশাপাশি হল ওর, এবং মুহূর্তখানেক ওরা চুপ করে রইল। তারপর বিল বলল, 'বাছা, তুমি নিশ্চয় ওদের যুদ্ধ করতে হুকুম দিতে পার না। অন্তত এরকম খালি পেটে না।'

'ঠিক,' লেন স্বীকার করল। রাগ দমন করে বুদ্ধি খাটাবার

প্রয়াস পেল সে। এই আবহাওয়াও যেন ফ্র্যাংক আইভির আঙুল ইশারায় নাচছে। ঠাণ্ডা আর ক্ষুধায় ক্লান্ত একদল মানুষ, অতর্কিতে আটকা পড়েছে অ্যামবুশে। আশ্রয় অনিশ্চিত, এ-অবস্থায় ওরা যদি হার মেনে নেয় ওদের সে দোষ দিতে পারবে না।

আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে খিস্তি করল বিল। 'ওদের দাঁড়াবার একটা জায়গা দাও, লেন। বেইলির মুখে ওই-যে কাটা দাগটা দেখেছ ওটা ফ্র্যাংক আইভির বুট থেকে সৃষ্টি। টম পিবলসকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকান ক্রীকের ওপারে। তার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। দশ বছর বেল ব্র্যাণ্ডের সেরা কাউহ্যাণ্ড ছিল কার্লি ফ্যানস্টক। তারপর যখন একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভেঙে গেল, ফ্র্যাংক আইভি বিদায় করে দিল ওকে। স্রেফ একটা সুযোগ করে দাও, ওরা আইভির চামড়া—'

বাহুতে লেনের আলতো চাপ টের পেয়ে কথা থামাল বিল। দুজনেই কান খাড়া করল। পানি ভেঙে ছপছপ শব্দে একটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে। বাড়ির ভেতর থেকে এক পশলা গুলিবৃষ্টি হল, তারপর আবার সব শুনশান। ওরা ফের ঘোড়া এগোবার শব্দ পেল, এবার আরো কাছে। বার্নের দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল লেন আর বিল। ঘোড়াটা এখন ওদের সামনে চলে এসেছে।

লেন চাপা কণ্ঠে বলল, 'সুসানা?'

'লেন,' জবাব এল।

সুসানার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল ওরা, নামবার আওয়াজ পেল তার, তারপর ওদের সামনে এসে হাজির হল সে। সুসানাকে শান্ত করার জন্যে হাত বাড়াল লেন, ও ঠেলে সরিয়ে দিল। ওর

গায়েও কোন স্লিকার নেই, ভিজে একসা হয়ে গেছে।

'বাড়িতে ওরা কারা ?'

'বেল, আমার বিশ্বাস,' সংক্ষেপে বলল বিল। 'তোমার লোকজন,' তিক্ত সুরে যোগ করল সে, 'ওয়াগন শেডে লাকড়ির গাদার পেছনে আশ্রয় নিয়েছে।'

'দোষটা আমারই,' সুসানা বিষণ্ণ, বলল। 'ওদের ফাঁদে পা দিয়েছি, আবার লেনকেও ডেকে নিয়েছিলাম।' থামল মেয়েটা, লেন ওর নিশ্বাসের শব্দ পেল। 'ভাল রাস্তাই বেছেছে। লড়াইয়ের জন্যে বেশি লোক ভাড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার ওপর এখন আবার পথে বসেছি।'

'বেশি লোকের দরকার নেই,' লেন শান্ত গলায় বলল। 'বিল, ছেলেদের এখানে নিয়ে এস। ঘোড়াগুলোও আনবে। তোমার আর আছে ?'

'কালি বাড়তি একটা এনেছে।'

'নিয়ে এস এখানে।'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল বিল, আর লেন ওর বাহুতে সুসানার ছোঁয়া টের পেল। 'কী করতে যাচ্ছ, লেন ?'

'অপেক্ষা কর, এখুনি জানতে পাবে।'

শিগগিরই ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে হাজির হল তিন বাথানকর্মী।

নিরাবেগ কণ্ঠে লেন জানতে চাইল আইভিকে একহাত দেখে নেয়ার জন্যে পাঁচ মাইল দূরে যেতে ওদের আপত্তি আছে কিনা।

এক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর বিল শেল বলল, 'আমার নেই। বিশ মাইল হলেও না।'

'ব্রিজের ওপাশে রেলের লাইন ক্যাম্প আছে একটা,' লেন বলল। 'স্টোন কেবিন, আমাদের টার চাইতে বড়। খাওয়া মিলবে ওখানে, সম্ভবত বিছানাও।' থামল সে, তার পর ঈষৎ উৎফুল্ল সুরে যোগ করল, 'আর আমরা যখন আমেরিকান ক্রীক অবধি সীমানা বাড়াচ্ছিই, সিক্সটি সিক্সের র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার ওখানে হলেই সুবিধে হবে বেশি।'

'আহ,' সন্তোষ প্রকাশ পেল কালি ফ্যানস্টকের গলায়। আর লেন বুঝল এই লোকগুলো এখন তার অধীন।

নিদারুণ ঠাণ্ডার ভেতর ব্রিজের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ওরা। সুসানার পাশে লেন। কোন কথা বলছে না সুসানা। মনে মনে লেন আবারো মেয়েটার ধৈর্যের প্রশংসা করল।

ব্রিজের চূড়া অতিক্রম করল ওরা, ঘোড়ার খুর নরম কাদামাটিতে গভীর হয়ে বসে যাচ্ছে, দূর-প্রান্তের পিছল ট্রেইল বেয়ে নেমে এল নিচে। সমতল জমিতে পৌঁছে রেল লাইন ক্যাম্প স্পষ্ট চোখে পড়ল ওদের। একটা জানালায় ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, এরকম বৃষ্টি-ভেজা রাতে ওখানে আশ্রয় নিতে পারলে কষ্ট লাঘব হবে। কেবিনের শ-দুয়েক গজের ভেতর এসে লেন রাশ টানল।

'বিল, তুমি ভবঘুরে মানুষ, ওরা তোমাকে চেনে। এভাবে যাও যেন খাবারের খোঁজে বেরিয়েছ। ভেতরে আটকে রাখবে ওদের। বাকিটা আমরা সারব।' সুসানার উদ্দেশে ফিরল সে। 'সুসানা, তুমি ঘোড়া সামলাবে।'

বিল আর সুসানা বাদে অন্যরা নেমে পড়ল যে যার ঘোড়া

থেকে। সন্তর্পণে পায়ে হেঁটে কেবিনের কাছাকাছি চলে গেল ওরা। এবার বিল, শিস দিতে দিতে, দোরগোড়ায় গিয়ে থামল। একজন লোককে দেখা গেল দরজায়। বিল বলল, 'বাসায় কে আছ। আমার একটু খাওয়া আর থাকার জায়গা চাই।'

'বিল শেল! এই বৃষ্টিতে বাইরে কেন?' দরজা থেকে হাঁকল লোকটি। 'ভেতরে এস।'

জিন খসাল বিল, শেডের ভেতর ছুঁড়ে দিল ওটা, ঘোড়া কোরালে তুলে রাখল। একই সাথে সে সমানে খিস্তি করে চলেছে দরজার লোকটার উদ্দেশে।

ভেতরে অদৃশ্য হল ওরা। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে, লেন এগোল কেবিনের দিকে। কালি আর বেইলি, কিছুই বলা লাগেনি ওদের, পেছনের দরজা আর জানালার উদ্দেশে পা বাড়াল। পিবলস সদর আগলে রইল।

পিস্তল বার করল লেন, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তিনজন লোক রয়েছে ঘরে। দরজা পেছনে রেখে বেঞ্চে বসে, জ্বলন্ত উননের ধারে দাঁড়ান বিলের সাথে গল্প করছে। একটা পার্টিশন বড় কামরাটাকে দুভাগে ভাগ করেছে। এদিকে বাংকহাউস আর কুকশ্যাক, আরেক পাশে কিচেন। চুলোয় রান্না হচ্ছে, ঘরের স্থির বাতাসে তার সুঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছে।

পলক তুলে লেনকে দেখতে পেল বিল, কাছের লোকটাকে দায়সারা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এখানে কজন, জেস?'

'শুধু আমরাই।'

বিল হাসল একগাল, লেনকে চোখ মটকে বলল, 'ওরা সবাই

এখানে আছে।'

তিন বেল কর্মচারি পাঁই করে ঘাড় ফেরাল একযোগে, দেখল লেনের পিস্তল চেয়ে আছে ওদের দিকে। ঠিক তখুনি নিজের পিস্তল বার করল বিল, দেয়ালের ধারে পিছিয়ে গেল।

একজন বেল হ্যাণ্ড উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। বিল টেনে টেনে বলল, 'লেন, এর নাম এড বার্মা। আইভির ফোরম্যান, কঠিন লোক।'

বেঁটে হৃষ্টপুষ্ট গড়নের ফোরম্যানকে চিনতে পারল লেন। চোখ কুঁচকে ওকে লক্ষ করছে সে।

বিল তীক্ষ্ণ সুরে আদেশ করল, 'ওঠ, তোমরা দুজন।' অপর দুই বেল কর্মচারি উঠে দাঁড়াল। সবচেয়ে লম্বা লোকটাকে ইশারায় দেখাল বিল। নির্বোধ চেহারা এর, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। 'ভার্গ লি,' বিড়বিড় করে বলল বিল। 'ওকে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা কর, ভয়ে দড়িসুদ্ধ খেয়ে ফেলবে। আর এ হল গিয়ে জেস মুর। লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে।' এই লোকের চোয়াল বিলের চেয়ে সামান্য ভাঙা। শত্রুর মুখে নিজের নাম শুনে ঘাড় ফেরাল সে, বিলের পায়ের কাছে একদলা থুতু ফেলল। বিল মধুর হাসল। 'বাইরে চমৎকার রাত, বন্ধুগণ,' হাই তুলল সে, 'যাও, উপভোগ কর গিয়ে।'

বিলের দিকে তাকাল এড বার্মা, অস্ফুটে বলল, 'ব্যাটা বজ্জাত ভবঘুরে। এই অপমান আমি ভুলব না।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' বিল বলল উৎফুল্ল কণ্ঠে। 'হেঁটে বাড়ি ফিরতে হলে ভুলে যাওয়া মনে হয় আরেকটু কঠিন হবে।'

'না,' লেন বলল। 'অস্ত্রপাতি রেখে ঘোড়া নিয়ে কেটে পড় তোমরা। আইভিকে বলবে, এই অদলবদল আমাদের অপছন্দ হয়নি।'

গোমড়া মুখে তিন পাঞ্চার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওদের গানবেল্ট, দেয়ালের পেরেক থেকে স্লিকার তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল। চটের বস্তা দিয়ে লণ্ঠন আড়াল করে রান্নাঘর থেকে এপাশে এল বেইলি, কোরালের উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। এবার সুসানা এসে ঢুকল ভেতরে, ভাবলেশহীন মুখে পাশ কাটাল বেল কর্মচারিদের।

লেনের পিস্তলের মুখে স্যাডলে চাপল তিন পাঞ্চার।

লেনকে পাশ কাটাবার সময়ে পলক নামাল বার্মা, হিসহিস করে বলল, 'তুমি নিস্তার পাবে না, মিস্টার। আমরা ফিরে আসব।'

'যখন খুশি এস,' আমন্ত্রণ জানাল লেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেল হ্যাণ্ডদের যাওয়া দেখল।

দৃঢ় পায়ে বাংকহাউসে ফিরে এল সে। দেখল সুসানা চুলো থেকে স্টু নামিয়ে টিনের থালায় বাড়ছে, আর বিল কফি ঢালছে কাপে। বিনা বাক্যব্যয়ে, খেতে বসে গেল সবাই। লেন বুঝল এদের দিয়ে তার কাজ চলবে। ভরা পেটে উষ্ণতার আমেজ উপভোগ করতে করতে সমস্ত কষ্টের কথা ভুলে যাবে ওরা, উপলব্ধি করবে এখন আর ফেরার পথ নেই।

খানিক বাদে, পার্টিশনের দরজায় পর্দা টানিয়ে ছোট্ট রান্নাঘরে সুসানার শোবার ব্যবস্থা করে দিল লেন। তার কর্মচারিরা বেল র‍্যাঞ্চের কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল গিয়ে।

হাতের কাজ সেরে সুসানার দিকে তাকাল লেন। চুলোর পাড়ে দাঁড়িয়ে পরনের জামাকাপড় শুকোচ্ছে। ওকে কৃশ অথচ অপরাজেয় মনে হচ্ছে। লেনের সাথে চোখাচোখি হতে সুসানা স্মিত হাসল।

'বদলাবদলিটা মন্দ হয়নি। ওই শেডগুলোর একটায় হোসেফা আর আমার ব্যবস্থা করে নিতে পারব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল লেন, পা বাড়াল চলে আসার জন্যে। সুসানা ; গলায় বলল, 'সকালে আমি ভীষণ বোকামি করেছি, লেন। আরেকটু হলেই পথে বসছিলাম।'

'এভাবেই সব শিখে যাবে।'

সুসানা বলল, 'লেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আমাদের লোকবল পাঁচ। বাবার ছয়। আইভির আট বা এর কাছাকাছি। এখন কী ঘটবে?'

রান্নাঘরের ভেতর শেষ একবার নজর বোলাল লেন। সুসানার দিকে যখন তাকাল ও দেখল মেয়েটার চোখে প্রশ্ন। 'কী ঘটবে?' বিরস গলায় পুনরাবৃত্তি করল লেন। 'সেটা নির্ভর করছে জিম ক্রু-র ওপর।'

যখন মাথা নাড়াল সুসানা, অর্থাৎ কিছুই বোঝেনি, দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় লেন, গম্ভীর চোখে জরিপ করে ওকে। 'জিম ক্রু-র ক্ষমতা, সুসানা,' বলল সে, 'ফ্র্যাংক আইভির দশটা লোকের চাইতে বেশি। সে এখানকার শেরিফ। আমাদের ভেতর যে সামান্য বেচাল হবে, ক্রু তার বিরুদ্ধে যাবে। আর ও যার শত্রু হবে, তারাই হারবে।'

সুসানা নীরব, মনোযোগ দিয়ে শুনছে। লেন বলে চলে,

'আমরা, সুসানা, সবসময় আইনের পথে থাকব। আর সেই স... চেষ্টা চালাব ফ্র্যাংক আর বুশকে বেচাল করতে। একবার যদি সফল হই এতে, জিম ক্রু আমাদের হয়ে যাবে—এবং আইভি পরাজিত হবে।'

'কিন্তু এটা তো বেআইনি,' সুসানা যুক্তি দেখাল, 'এই ক্যাম্প আমাদের না।'

সোজা হল লেন, হাসছে। 'হয়ে যাবে। কেবল একটু সবুর কর। চলি। শুভরাত্রি।'

ছয়

খাওয়া সেরে কর্মচারিরা বিদায় নেবার পরও, নাস্তার টেবিলে অনেকক্ষণ বসে থাকে ফ্র্যাংক আইভি। আজ সকালে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছে সে: সবকিছু একাকী ভাবতে চাইছে। রিজ লাইন ক্যাম্প থেকে সয়্যার আর সুসানা যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে সেই তিনজন গতরাতেই ডেকে তুলেছে তাকে, এবং তক্ষুনি সে লোক মারফত ডি.বারে খবরটা পাঠিয়েছে। বুশকে খবর দেয়ায় এখন অবশ্যি তার আফসোস হচ্ছে। এর ফলে মনে হতে পারে সে পরামর্শ বা সাহায্য চাইছে, অথচ দুটোর একটাও তার কাম্য নয়। স্রেফ ঝোঁকের বশে করে ফেলেছে কাজটা, যেহেতু সার্কল সিক্সটি সিক্সের দখল নিয়েছে ডি বার কর্মচারিরাই।

এখন, রোদেলা দিনের ঠাণ্ডা আলোয় বসে, সে চেষ্টা করে যা যা ঘটেছে এ-পর্যন্ত সেগুলো পর্যালোচনা করার। সুসানা আর সয়্যার দুজনেই ভেবেছে বেল আউটফিট ভিটেছাড়া করেছে তাদের, আর তাই ওরা বেল র‍্যাঞ্চের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তার কোন আপত্তি নেই এতে, বরং খুশি হয়েছে।

সিস্নটি সিঙ্গ দখল করে নেবার বুদ্ধিটা ছিল জর্জ বুশের। বলতে কি, এরকম লাগসই বুদ্ধি তার মাথায় খেলেনি কেন এজন্যে নিজেকেই পরে গাল দিয়েছে আইভি। কিন্তু যুদ্ধের পুরো ধকল, গতরাতে যা প্রমাণিত হয়ে গেছে, বেল আউটফিটকেই পোহাতে হবে। আর ফ্র্যাংকও তা-ই চায়।

উঠে বেঞ্চ টপকাল সে, বহু-ব্যবহৃত দোমড়ান একটা স্টেটসন চাপাল মাথায়, একটু থেমে লম্বা টেবিলের মাঝখানে-রাখা কাচের পাত্র থেকে টুথপিক তুলে নিল, তার পর বাবুর্চির উদ্দেশে 'সরিয়ে ফেল এগুলো,' বলে গটমট করে বেরিয়ে এল তরতাজা দিনের আলোয়। বৃষ্টির পর উজ্জ্বল রোদে এখন হাসছে পৃথিবী।

কোরালের দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝল সবাই তৈরি হচ্ছে। সূক্ষ্ম হাসল ফ্র্যাংক। গতরাতের অপমান গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে ওদের, তাই ওর হুকুমের অপেক্ষা করছে ওরা। এটাই, আপনমনে ভাবে সে, দক্ষ আউটফিট গড়ে তোলার যথার্থ পথ। কর্মচারিদের মাথায় অহংকার আর ঈর্ষার বীজ ঢুকিয়ে দাও যাতে সবসময় তারা জঙ্গী অবস্থায় থাকে এবং অপমানের শোধ নিতে একমুহূর্ত দেরি না করে। তবে, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

হনহন করে কোরালের দিকে এগোল সে। তাগড়া ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, আলতো পায়ে হাঁটে, থিলালট: চওড়া মুখের এক কোণে ঝুলছে। ওর পরনের পুরোনো বোতামহীন ভেস্টের পেছনের এক জায়গা ছেঁড়া। অন্যান্য জামাকাপড়ও মলিন। হাঁটাচলা, বাহ্যিক অবয়ব সবকিছু বলে দেয় ফ্র্যাংক আইভি মোটেও আয়েসি নয়, খেটে-খাওয়া র‍্যাঞ্চার।

কোরাল থেকে বেরিয়ে এল এড বার্মা, অধস্তনরা যেন শুনতে না-পায় এতটা তফাতে এসে মনিবের সাথে মিলিত হল। এটাও রোজকার রীতি। একটুক্ষণ দিনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করবে ওরা। তারপর কর্মচারিদের নির্দেশ দিতে ফিরে যাবে এড, আর ফ্র্যাংক নিজের কাজে যাবে। আজ এডের ক্ষৌরি না-করা মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সুপ্রভাত জানাল সে, প্রত্যাশার চোখে তাকাল।

ফ্র্যাংক দেখল কর্মচারিরা, না-দেখার ভান করে, লক্ষ করছে ওদের। অলসভাবে সে বলল, 'মর্নিং, এড। আমার গ্রে-টা কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে এক কাউহ্যাণ্ডকে বলল এড, 'দেখ তো ফ্র্যাংকের ঘোড়া আছে কিনা?'

কোরালের ভেতরে একনজর তাকিয়েই লোকটা বলল, 'আছে।'

'স্যাডল চাপাও,' নির্দেশ দিল এড, তারপর যখন ঘুরে ফ্র্যাংকের মুখোমুখি হল তার চোখে প্রত্যাশার ঝিলিক।

'এত তাড়াতাড়ি না,' ফ্র্যাংক বিড়বিড় করে বলল। 'তুমি বুঝি এক্ষুনি সব সারতে চাও, এড?'

'ঠিক।'

'এরকম কর না। জ্যাককে সিক্সটি সিক্সে পাঠিয়ে খবর নাও ওখানকার অবস্থা। ভার্গকে বলে রাখ দুপুরের আগে আগে লোকজন নিয়ে সে যেন ক্রীকের ধারে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। আমি একটু শহর হয়ে আসছি। আর তুমি, ম্, তুমি রিলিফে যাচ্ছ।'

এড বার্মার চেহারায় হতাশা ফুটতে দেখে হাসল ফ্র্যাংক। 'সুসানা গরু কিনছে। আমি জানতে চাই কতগুলো কিনছে। বিক্রি করছে কারা। দাম কত, এবং সেগুলো যাচ্ছে কোথায়।'

'ঠিক আছে,' বলল এড, তারপর জিজ্ঞেস করল, প্রায় গোমড়া মুখে, 'তুমি ওকে রিজে থাকতে দিচ্ছ?'

'যতক্ষণ নিজের অবস্থাটা আমি পুরোপুরি জানতে না-পারছি।'

মুহূর্ত দ্বিধা করে এড বলল, 'তোমাকে বলেছি কার্লি ফ্যানস্টক এখন ওদের দলে যোগ দিয়েছে?'

'বলেছ। ও আর বিল শেল।' একটু থেমে আবার যখন মুখ খুলল ফ্র্যাংক, চেহারা শক্ত হয়ে উঠেছে। 'যথাসময়ে, এড। সবই যথা সময়ে।'

কোরালে গিয়ে ঘোড়াসহ বেরিয়ে এল সে, স্যাডলে চেপে উপত্যকার প্রবেশমুখের দিকে রওনা হয়ে গেল। চমৎকার দিন আজ, শরতে একপশলা বৃষ্টির পর যেমন হয়। গতরাতের ঘটনার প্রতি নিজের ভাবনাকে ফেরায় ফ্র্যাংক, সবদিক বিচার করে শঙ্কিত হবার মত কোনকিছু খুঁজে পায় না। সুসানাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে সিক্সটি সিক্স থেকে। ওখানে সে আর ফিরতে পারছে না, কারণ ওয়াল্ট শিপলি শুধু ঘরই তুলেছিল, জমির মালিকানা পাকা করেনি।

সুসানার কথা ভাবতে গিয়ে, এরপর, ঈষৎ বিব্রত বোধ করে সে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক, তার ধারণা, কোন মেয়ে যখন দেখবে তার হবুস্বামী কাপুরুষ তখন সে আঘাত পাবে। আর মানুষ আঘাত পেলে অন্ধের মত উলটোপালটা কিছু করে বসতেই পারে।

সুসানার আকস্মিক অনমনীয় রাগের ব্যাখ্যা এতে মেলে। এভাবেই সে পালটা আঘাত হানছে। ব্যাখ্যাটা সন্তুষ্ট করে ফ্র্যাংককে। কারণ জীবিত এমন কোন পুরুষ—অথবা মেয়ের কথা সে জানে না যে তার মত জেদি। একদিন সে সুসানাকে জয় করবে, ওর বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে। মনে মনে সে সুসানার তেজের প্রশংসা করে। নম্র নির্জীব স্ত্রী সে চায় না। তার প্রয়োজন এমন মেয়ে যার তেজ আর নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে। এদিক থেকে সুসানা আদর্শ নারী। ভুলেও ফ্র্যাংক একবার ভাবল না যে সুসানা, শেষ পর্যন্ত, তাকে বিয়ে নাও করতে পারে। ফ্র্যাংকের জানামতে এ-অঞ্চলে সে-ই সেরা পুরুষ—আর মেয়েরা স্বামী হিসেবে এরকম লোকই পছন্দ করে।

মাঝ-বেলায় সিগন্যালে পৌঁছয় ফ্র্যাংক, তার পিঠে তপ্ত রোদ। ভোরে ওয়াগন চলাচলের ফলে রাস্তা কাদায় একাকার হয়ে আছে, ভেজা মাটির মন-মাতান সোঁদা গন্ধ উঠছে।

হোটেলটা অতিক্রম করবার সময়ে সেদিকে একবার তাকাল ফ্র্যাংক। আর ঠিক তক্ষুনি ওয়াল্ট শিপলির কথা তার মনে পড়ল। কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই লোকটাকে তাড়ান গেছে, ফ্র্যাংক ভাবল হৃষ্টচিত্তে। এরপর সয়্যারের পালা আসছে। কীভাবে তাড়াবে তা জানে না এখনো, তবে জানে সময়ই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।

জিম ক্রু-র দফতরের সামনে ঘোড়া থামিয়ে নামল সে। স্পেশল স্যালুনের মুখোমুখি-দাঁড়ান জরাজীর্ণ দালান তিনটেই সিগন্যাল কাউন্টির কোর্টহাউস। কোণের দালানটা দখল করে আছে শেরিফের দফতর আর হাজত। পাশেই মহাফেজখানা, এবং

শেষেরটায় ল্যাণ্ড কমিশনারের অফিস। রাস্তার এপাশে দালান এ-কটিই, এরপর শুরু হয়েছে ক্যানিয়নের ঢাল।

জিম ক্রু-র অফিসে কাউকে পেল না ফ্র্যাংক। যখন আবার সরু ফুটপাতে নামল, শহরে তার পরবর্তী কাজগুলোর কথা ভাবল সে। কাদামাখা রাস্তায় পা বাড়াতে নিয়েই থমকে দাঁড়াল। আরেকটু হলেই এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য সে ভুলতে বসেছিল।

ফ্র্যাংক আবার উঠে পড়ল ফুটপাতে, মহাফেজখানা পেরিয়ে ল্যাণ্ড কমিশনারের অফিসে গিয়ে ঢুকল। বিরাট কামরা, যার তিন-চতুর্থাংশ খালি। আসবাব বলতে ডেস্ক, পেতলের পিকদানি আর একরাশ ম্যাপবোঝাই একটা টেবিল। কেরানি ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে, নিবিষ্ট মনে কী যেন পড়ছিল একটা।

দোরগোড়ায় বুটের কাদা ঝাড়ল ফ্র্যাংক, মেঝে কাঁপিয়ে ডেস্কের সামনে গিয়ে বলল, 'মর্নিং, হিলরিজ।'

উঠে দাঁড়াল কেরানি, বলল, 'কেমন আছ, ফ্র্যাংক?' মাঝবয়সী লোক হিলরিজ, আজ ওর অভ্যর্থনায় উষ্ণতার অভাব আইভির নজর এড়াল না।

ফ্র্যাংক রসিকতার সুরে বলল, 'হিলরিজ, তোমার ম্যাপগুলো একটু দেখি। আমি জমির মালিক হতে যাচ্ছি।'

হিলরিজ সশব্দে হাসল। 'হঠাৎ করে খুব ভালমানুষ হয়ে উঠছ নাকি, ফ্র্যাংক? আমি জানতাম হোমস্টিড আইন তুমি একটা ফালতু ব্যাপার মনে কর।'

'করি, তবে আমার প্রয়োজনের সময়ে ছাড়া,' স্বীকার করল

আইভি।

হিলরিজ, মুচকি হেসে, টেবিলে গিয়ে ম্যাপ গোছাতে লাগল।

'গ্রেড রোডের এক মাইল পুবে রিজের কাছে আমার লাইন ক্যাম্প আছে। ওই জায়গাটা একবার দেখতে দাও।'

চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল হিলরিজ। কিছু বলতে নিয়েও পরক্ষণে মত বদলাল। ম্যাপটা মেলে ধরল সে, দাগ আর খতিয়ান নম্বরগুলো একবার দেখে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

হাতের ভরে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ল ফ্র্যাংক। রাস্তা ধরে রিজের কাছে চলে গেল ওর আঙুল, পাহাড় টপকে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামল। 'ঠিক এখানে,' বলল। 'এই সেকশনে আমি হোমস্টিড করতে চাচ্ছি।'

'সম্ভব না,' আস্তে করে বলল হিলরিজ।

চমকে উঠল ফ্র্যাংক। 'কেন?'

'দেখতেই পাচ্ছ কালো কালিতে গোল দাগ দেয়া আছে ওখানে,' হিলরিজ বলল। 'আজ সকালেই ক্লেইম ফাইল করেছে একজন।'

ধীরে ধীরে সোজা হল ফ্র্যাংক, চোখ হিলরিজের ওপর স্থির। 'কে করল?'

'সয়্যার নামে এক লোক। লেন সয়্যার।'

চকিতে আগুন জ্বলে ওঠে আইভির চোখে। 'তা কীভাবে হয়, হিলরিজ, ওটা আমার জমি।'

'ফাইল করেছিলে?'

'আমার লাইন ক্যাম্প আছে ওখানে।'

মাথা নাড়াল হিলরিজ। ধূর্ত স্বরে বলল, 'দুঃখিত, ফ্র্যাংক। ওটা সরকারি সম্পত্তি ছিল। ফাইল করে নিজের দখল প্রমাণ করলেই জমি তোমার হয়ে যেত। কিন্তু তুমি সবসময়ই ভেবেছ এসব করে শুধু বোকারা।'

'ওটা আমার জমি,' ফ্র্যাংক গোঁয়ারের মত বলে, 'কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'সে-চেষ্টা করলে আইন ভাঙার দায়ে ইউ এস মার্শালের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

আবার ম্যাপের দিকে চোখ নামাল ফ্র্যাংক, কিন্তু তখন ওটা গুটিয়ে গেছে। একঝটকায় টেবিল থেকে ম্যাপটা ফেলে দিল সে, পা বাড়াল হিলরিজকে পাশ কাটাবার জন্যে। পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল, রাগত সুরে বলল, 'দেখি, আরেকবার দেখতে দাও আমাকে।'

অসীম ধৈর্যের সাথে ম্যাপটা তুলে নিল হিলরিজ, মেলে ধরল টেবিলের ওপর। ফ্র্যাংক ঝুঁকে পড়ল। এ-যাত্রা ওর আঙুল রিজ পেরিয়ে আরো পুবে চলে গেল, ছোট টিলামত একটা জায়গায় গিয়ে থামল। 'এটা,' জায়গাটার ওপর চেপে বসল তার আঙুল, 'এখানে ফাইল করব তাহলে।' যে-জমিটা এবার বেছেছে ফ্র্যাংক সেটাই ওয়াল্ট শিপলির সার্কল সিক্সটি সিক্স। কেরানির উদ্দেশে চোখ তুলল আইভি। হিলরিজ এবারেও মাথা নাড়াল।

'হবে না,' বলল। 'এখনো চিহ্ন দিইনি, তবে আজ সকালেই ওখানেও ক্লেইম ফাইল করেছে একজন। লোকটার নাম শেল।'

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাংক, গটগট করে দরজার কাছে

গিয়ে থেমে ঘাড় ফেরাল। 'হোমস্টিড প্রমাণ করতে হলে জায়গার ওপর তোমার দখল থাকতে হবে, তাই না?'

'ঠিক,' হিলব্রিজ বলল। 'তোমাকে—'

কিন্তু আইভি ততক্ষণে চলে গেছে। ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। স্যাডলে চেপে এমন হিংস্রভাবে ঘুরিয়ে নিল ওটাকে যে পেছনের পায়ে সোজা হয়ে ওকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল গ্রে. তারপর পাহাড়ি রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে।

জানালা-লাগোয়া টেবিল থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল শীলা বার্ড। যখন নিশ্চিত হল চলে গেছে ফ্র্যাংক, ফিরে এল ঘরে, দরজা লাগিয়ে কবাটে হেলান দিল। লেন তাকে বলেনি এরকম কিছু ঘটবে। কিন্তু সে আন্দাজ করে নিয়েছে। ওর কিচেনে নাস্তা খেতে খেতে লেন আর বিল যখন বেঞ্চের ঘটনাবলী ওকে জানিয়ে বলেছে আজ সকালে ল্যাণ্ড অফিস খোলামাত্র ক্লেইম ফাইল করবে ওরা, তখনই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল শীলা।

আর ঘটলও ঠিক তাই। মন্থর পায়ে কামরার আরেক পাশে এগোল শীলা, আচমকা থমকে দাঁড়াল দরজিবাড়ির ডামিটার সামনে গিয়ে। লেনের-দেয়া নীল সিল্কটা জড়ান আছে ওটার গায়ে। ওই কাপড়খানাই সম্ভবত মনস্থির করতে সাহায্য করল ওকে। ঝটপট চুল বেঁধে নিয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল সে। ওর পরনে বাড়ির পোশাক, কিন্তু এ-মুহূর্তে সে কিছুই পরোয়া করল না।

দোকান বন্ধ করে রাস্তায় নামে শীলা, কাদা ভেঙে আড়াআড়ি অপর পারের দিকে এগোয়। জিম ক্রু-কে দেখতে পায় সে, ল্যাণ্ড

অফিস থেকে বেরিয়ে নিজের দফতরে ঢুকল।

এবার হাঁটার গতি কমায় শীলা। তার সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক পরিণামের কথা ভেবে দ্বিধা করে। তবে তা মুহূর্তের জন্যে। দোকানের ডামিতে-জড়ান সিল্কের কথা মনে পড়ে তার, বোঝে এর ঋণ তাকে শোধ করতে হবে।

শেরিফের ছোট্ট অফিস-কামরায় চামড়ার চেয়ারে জিম ক্রু হেলান দিয়ে। ঠাণ্ডা চোখে দেয়ালে-ঝোলান ফেরারি আসামিদের কয়েকটা হলুদ পোস্টার দেখছিল আনমনে, তারপর যখন শীলার দিকে নজর ফেরাল প্রথমে চিনতে পারল না তাকে। পরক্ষণে উঠে দাঁড়াল, স্বভাবসুলভ নিষ্প্রাণ হেসে বলল, 'হ্যালো, লেডি।'

ডেস্কের সামনে-রাখা চেয়ারে বসে পড়ল শীলা। 'জিম, তুমি মাত্র ল্যাণ্ড অফিস থেকে এলে?'

মাথা দোলাল ক্রু। কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছিলাম।'

ব্যেঙ্কের ঘটনা ওকে খুলে বলে শীলা। শুনতে শুনতে ছোট হয়ে আসে ক্রু-র চোখ, সোজা ঠোঁটের কোণ দুটো বেঁকে যায় দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে। যখন শেষ হল শীলার কথা, এক মুহূর্ত কিছু বলল না শেরিফ। তারপর ওকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনল শীলা।

'তুমি ভয় পাচ্ছ কাকে?' আস্তে জিজ্ঞেস করে শেরিফ।

'ফ্র্যাংক আইভিকে। তবে সেটা আমি মেয়ে বলে না।'

'জানি,' ক্রু একমত হল।

ওর পরের কথার অপেক্ষায় থাকে শীলা। কিছু বলে না শেরিফ, অগত্যা শীলাই আবার মুখ খোলে। 'লেন আর বিল শেল গরু

কিনতে রিলিফে গেছে। ওরা থাকবে না ওখানে।'

মাথা দোলায় ক্রু, বিড়বিড় করে আপনমনে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, 'প্রতিহিংসা খুব খারাপ জিনিস।'

'কথাটা কিন্তু এক্ষেত্রে খাটে না,' শীলা বলল।

'জানি। সুসানা ভুল লোক বেছেছিল। এখন সেই ভুলটা শুধরে নিতে চাইছে—খোদা ওর সহায়ক হোক।' উঠে দাঁড়াল শেরিফ, অলস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্র্যাংক্ কী করবে বলে তোমার ধারণা?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে একটা জিনিস জানি। ফ্র্যাংক এর মধ্যে কোন মার্শালকে জড়াতে চাইবে না, লেনের এ-ধারণা ভুল। আমার মনে হয়, রক্ত ঝরিয়ে হলেও ওই লাইন ক্যাম্পের দখল আবার সে নেবে।'

এবার কিন্তু সত্যি সত্যি হাসল ক্রু। বেদনা-মাখা স্নেহের হাসি। 'পুরুষরা নিজেদের যতটা চেনে, তারচেয়ে অনেক বেশি তুমি তাদের চেন।'

'আমার সাতটা ভাই আছে না?' শীলার কণ্ঠে কপট তিরস্কার।

দেয়ালের হুক থেকে টুপি তুলে নিল ক্রু। 'তুমি বহু কিছু জান, শীলা। আমাকে বলতে পারবে লেন সয়্যার সম্পর্কে কতটা জান?'

'তোমার উপকারে আসে এরকম কিছু বলতে পারব না।'

'ওর হাত কি পরিষ্কার?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে জিম।

'হ্যাঁ। এই একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি,' আস্তে জবাব দিল শীলা, তারপর অনুসন্ধিৎসু চোখে ক্রু-র পানে তাকিয়ে

জিজ্ঞেস করল, 'কেন, জিম?'

ক্রু ওর নরম স্টেটসনটা হাতের ফাঁকে ঘোরাল। 'বিল শেল মানেই,' অলসভাবে বলল সে, 'ঝামেলা। ওকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু সবসময়ই সে একটা না একটা ঝামেলা বাধায়। কালি ফ্যানস্টক বেঁচেই আছে ফ্র্যাংক আইভির ওপর প্রতিশোধ নিতে। বেইলি আধা-ইণ্ডিয়ান। জ্যান্ত দূরে থাক, মরা ইণ্ডিয়ানের সাথেও লাগতে চাই না আমি। আর কে আছে ওর দলে?'

'টম পিবলস।'

'একটা জিনিস বটে,' অস্ফুটে বলল জিম। 'গত চার বছরে যত মাংস খেয়েছে তার সবই বৈল ...কের গরুর। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, শীলা,' ইতি টানে শেরিফ, 'সব কঠিন লোক ভাড়া করেছে লেন। সুযোগ পেলে এদের যে-কেউ আইভির পিঠে গুলি করতে পিছপা হবে না।'

'লেন তা করতে দেবে না ওদের।'

'না দিলেই ভাল,' ক্রু বলল। 'ঠিক এটাই চাই আমি।'

শীলা উঠে পড়ল, জিম ক্রু ওকে লক্ষ করছে এখনো, তার ধূসর চোখে কৌতূহল।

'তুমি ওকে পছন্দ কর, শীলা,' প্রশ্ন নয়, রায় ঘোষণা করল জিম।

মাথা ঝাঁকায় শীলা। 'তুমিও কর।'

'করি,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ক্রু, চোখ আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এখন। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যাদেরই ভাল লেগেছে আমার তাদের বেশির ভাগ কবরবাসী হয়েছে!'

শীলা বুঝতে পারে ওর কথার অর্থ কিন্তু কোন জবাব দেয় না। বাইরে এসে অপেক্ষা করে সে, পরে জিমের সাথে লিভারি স্ট্যাবল অবধি যায়। স্টল থেকে ঘোড়া বার করে আনে জিম। দেখে বার্চ নেলিস অ্যাপ্রন গায়ে স্পেশলের দরজায় দাঁড়িয়ে, চোখ ওদের দিকে।

'কিছুই বার্চের নজর এড়ায় না, না?' মন্তব্য করে জিম ক্রু।

'কিস্যু যায় আসে না আমার,' শীলা আন্তরিক জবাব দেয়।

সাত

দুপুরের আগেই কালি ফ্যানস্টকের সাহায্যে মালপত্র সরিয়ে চালাঘরটা সাফ করে ফেলল সুসানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কামরাটা জরিপ করে সে, কাঠের মেঝেয় বড় বড় ফাট চোখে পড়ে। ছোট্ট এক-জানালার এ-ঘরেই থাকবে সে, এবং সম্ভবত হোসেকাও। ডি বারে নিজের কামরার কথা ভেবে ক্ষীণ একচিলতে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তবে তা ক্ষণিকের জন্যে। কালির উদ্দেশে ফিরল সে। রোদে দাঁড়িয়ে আধময়লা একটা ব্যাণ্ডানা দিয়ে টাকের ঘাম মুছছে পাঞ্চার।

'কালি, দেখ তো গিয়ে পানি গরম হয়েছে কিনা।'

'ঘর ধুতে চাচ্ছ?' সংশয়ের সুরে জানতে চাইল কালি।

'হ্যাঁ,' ক্লান্তভাবে জবাব দিল সুসানা। 'অন্তত দু-চারটে মাকড়সা তাড়ান যাবে।'

বাংকহাউসের দিকে যেতে যেতে, ফেডারেলসের ছায়ায়-শোয়া রৌদ্রালোকিত প্রান্তরের দিকে তাকাল কালি। হঠাৎ থেমে গেল সে, চোখ কুঁচকে রইল এক সেকেণ্ড, তার পর কাঁধের ওপর দিয়ে

চেঁচিয়ে বলল, 'মেহমান, ম্যাম।'

ঘুরে সামনে তাকাল সুসানা। বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের অবয়ব চোখে পড়ল। দলবেঁধে ওদের দিকেই আসছে।

কালি ঘরের দিকে পা বাড়াল। কর্তৃত্বের সুরে সুসানা বলল, 'না, কালি। গোলাগুলিতে ফল ভাল হবে না।'

'তাই বলে এমনি এমনি ছিনিয়ে নিতে দেবে?'

'পারবে না,' সুসানা বলল। 'এতক্ষণে-নিশ্চয় ক্লেইম ফাইল হয়ে গেছে। তুমি নিজের কাজে যাও।'

নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল কালি, অনড় দাঁড়িয়ে রইল যেখানে ছিল সেখানেই। জামার হাতা নামাল সুসানা, নিজের অজান্তেই স্কার্টের ভাঁজ ঝেড়ে ঠিক করে নিল। তারপর যখন টের পেল অসচেতনভাবে নিজেকে ফ্র্যাংক আইভির কাছে শোভনীয় করে তুলে ধরতে চাইছে তখন সে নিজের ওপরেই রেগে গেল। সুসানা নিশ্চিত ফ্র্যাংকই আসছে। সামান্য একটু দ্বিধা বোধ করে সে। বেইলি আর টম গিবলস এখন নেই এখানে। লেন সয়্যারের বিচক্ষণতার ওপর আস্থা রেখে সার্কল সিক্সটি সিক্সের ঘোড়া জড় করতে গেছে। কালিকে নিয়ে বাড়িতে সে এখন একা। লেন বলেছিল, এবং সুসানা আর বিল দুজনেই একমত হয়েছিল তার সঙ্গে, একবার ক্লেইম ফাইল হয়ে গেলে বেআইনি কিছু করতে ফ্র্যাংক আইভি সাহস পাবে না। কেননা জিম ক্রু সেক্ষেত্রে ওদের সাথে হাত মেলাবে।

ঘোড়সওয়াররা কাছাকাছি হতে, সুসানা কেবিনের সামনে চলে এল। আর কালি সামান্য পেছনে সরে গিয়ে কোণের খুঁটিতে

হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সুসানার অনুমান ঠিক। ফ্র্যাংকই এসেছে, চারজন কর্মচারিসহ। দলের সামনে আছে সে, স্যাডলে টানটান বসে। সুসানার থেকে গজ কয়েক তফাতে ঘোড়া থামাল ওরা, মনিবকে অনুসরণ করে নেমে পড়ল। চারপাশে নজর বোলাল ফ্র্যাংক, সবশেষে সুসানার দিকে ফিরে আঙুল ছোঁয়াল টুপির কানায়।

'লেন সয়্যার কোথায়, সুসানা?' জানতে চাইল।

'বাইরে গেছে। আমার নতুন বাসা তোমার কেমন লাগছে?' সুসানা পাল্টা জিজ্ঞেস করল। স্পষ্ট বিদ্বেষ ওর কণ্ঠে, কিন্তু ফ্র্যাংক তা গায়ে মাখল না।

'আমার জানা ছিল না আমি এটা দান করে দিয়েছি,' বলল সে।

'বদলাবদলিটা জুতসই হয়নি বটে,' বলল সুসানা, 'তবে কাজ চলবে আপাতত।'

বাড়ির পেছন দিকে রিজের মাথায় শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সুসানা। তিনজন ঘোড়সওয়ার, বেল হ্যাণ্ড, পিছল ঢালের ওপর সাবধানে অবস্থান নিচ্ছে। আবার ফ্র্যাংকের উদ্দেশে ফিরল সুসানা। 'ওদের ডেকে নাও। বাসায় কালি আর আমি একা।'

'পরের জায়গা জবরদখল করে রাখার ভাল কায়দা বার করেছ মনে হচ্ছে?' ফ্র্যাংক বিদ্রূপ করল।

'জবরদখল করে রাখিনি। যা করার আইনই করছে, আমাদের হয়ে।'

'সেরকমই শুনেছি অবশ্য।'

চমকে উঠতে নিয়েও সামলে নিল সুসানা। একথা শোনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বরং ভেবেছিল খবরটা শোনার পর ফ্র্যাংকের কাতর অবস্থা দেখে মজা পাবে।

'তাহলে ওদের সরিয়ে নাও,' তীক্ষ্ণ সুরে বলল সুসানা। 'এবং তুমিও চলে যাও।'

বাড়ির কোনা ঘুরে কালির পাশে এসে থামল এক রাইডার। ফ্র্যাংক গলা চড়িয়ে বলল, 'কালিকে এখানে নিয়ে এস, ভার্গ। ওকে পেলেও চলবে।'

'তোমার নিকুচি করি,' মৃদু গলায় বলল কালি।

রেকাব থেকে ডনে পা ছাড়িয়ে নিল ঘোড়সওয়ার, ঘোড়াটাকে একটু পেছনে সরিয়ে কালির পিঠে লাথি মারল। দড়াম করে কাদার ভেতর আছড়ে পড়ল কালি, পরমুহূর্তে উঠেই ঘুরে দাঁড়াল লাটিমের মত। দেখল ভার্গ লি-র বিরাট পিস্তলের নল ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখের পলকে এবং প্রায় নিঃশব্দে ঘটে গেল পুরো ব্যাপারটা।

আস্তে আস্তে সুসানার দিকে ঘাড় ফেরাল কালি, ফাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে বলল, 'ম্যাম, তুমি চাও আমি নিজের কাজে যাই?'

ফ্র্যাংক দেখল অপর দুই রাইডার বাংকহাউসের সামনে এসে নামল ঘোড়া থেকে এবং ভেতরে অদৃশ্য হল।

হঠাৎ আতঙ্কিত বোধ করল সুসানা। সরোষে ফ্র্যাংককে বলল, 'ওদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাও, ফ্র্যাংক। নইলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমি ওয়ারেন্ট জারি করাব।'

'জানি,' আস্তে বলে, গলা চড়িয়ে ফ্র্যাংক যোগ করল, 'ওকে

এখানে নিয়ে এস।'

এবার নিজেই এগিয়ে এল কালি। গোমড়া মুখে সুসানার পাশাপাশি হল। বাংকরুম থেকে বেরিয়ে এল দুই রাইডার, মাথা নাড়াল এপাশ-ওপাশ, কালির পেছনে অবস্থান নিল।

ফ্র্যাংকের উদ্ধত বেহায়া চোখ দুটো একটুক্ষণ জরিপ করল সুসানাকে। তারপর সে বলল, 'তুমি খুব চালাক মেয়ে, সুসানা। হোমস্টিডের বুদ্ধিটা ভালই বার করেছ। তোমাকে আমরা তাড়াতে পারব না।'

'অবশ্যই পারবে না।'

'তার কোন প্রয়োজনও পড়বে না, আমার বিশ্বাস,' ভরাট গলায় বলল র্যাঞ্চার। 'কর্মচারি ছাড়া তো আর কাজ চালাতে পারবে না তুমি, নাকি?'

'কর্মচারি আছে আমার।'

'থাকবে না,' বিড়বিড় করল ফ্র্যাংক। গরম চোখে কালির দিকে তাকাল। 'কালি, এখান থেকে তুমি ভাগছ। আর কক্ষনো আসবে না।' হোঁৎকা ভার্গ-লি-র উদ্দেশে ফিরল বেল মালিক, বলল, 'কাজ শুরু করে দাও, বাছারা।'

পেছন থেকে কালির হাত জাপটে ধরল দুজন, আর ভার্গ লি ওর মুখে ঘুসি মারল। খিস্তি করে উঠল কালি, মরিয়া চেষ্টা পেল নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। ভার্গ আবার মারল, দুবার, যত জোরে পারে।

সুসানা, ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত, লাফ দিল ভার্গের উদ্দেশে, ফ্র্যাংক চট করে ধরে ফেলল ওর হাত, হ্যাঁচকা টানে

পেছনে সরিয়ে আনল।

এখন পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছে ভার্গ। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, কালির মুখে বুকে আর পেটে দমাদম ঘুসি মারছে। কালি, হাত পেছনে বন্দি, আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুক্তি পাবার, ঘুসি এড়াতে ডানে-বাঁয়ে পাগলের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ওর সারা মুখ রক্তে একাকার, প্রতিটি নতুন আঘাতের সাথে সাথে সে গুঙিয়ে উঠছে।

কিন্তু ভার্গ লি সনিষ্ঠ নৃশংসতায় চালিয়ে গেল নিজের কাজ। যতক্ষণ না বুকের কাছে নেতিয়ে পড়ল কালির মাথা, ওর পেটে অবিরাম আঘাত হেনে চলল সে, তারপর প্রচণ্ড গতিতে মুখে একটা আপারকাট ঝাড়ল। ঝাড়া আধমিনিট স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল কালি, তারপর ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল। যে-লোক দুটো ধরে রেখেছিল তারা অবশ্যি পড়তে দিল না ওকে। ভার্গ আবার এগিয়ে এল।

সুসানা, আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত, মিনতি করল ফ্র্যাংককে। 'ওদের থামাও। প্লিজ, ওদের থামাও।'

ফ্র্যাংক হাসল শুধু। সুসানা হাতের তালুতে মুখ ঢাকল। দেয়ালঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দের মত নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় কালির রক্তাক্ত মুখে থ্যাচ-থ্যাচ করে হাতুড়ির বাড়ি পড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। এবং সেই সাথে ভার্গের পৈশাচিক উল্লাসের শব্দ।

নাগাড়ে এরকম চলল কিছুক্ষণ। সুসানা দুহাতে কান চাপা দিয়েছে, চোখ বন্ধ। তারপর হঠাৎ একটা ভূকম্পন টের পেল সে, সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কালিকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। চিত

হয়ে পড়ে ও, মুখ একতাল থকথকে মাংসপিণ্ড, শার্ট ছেঁড়া এবং রক্তে ভেজা। এখন ভার্গ লি দাঁড়িয়ে কালির পাশে, মুখে একের পর এক লাথি মারছে। ওর জামায়ও কালির রক্তের ছিটে লেগেছে। নগ্ন হিংস্রতায় পশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল লি।

পালা করে কালি এবং অন্য লোকগুলোকে দেখল সুসানা। কেউ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। এখন যেহেতু কাজ শেষ, অস্বস্তিভরে সরে গেছে ওরা, আড়চোখে লক্ষ করছে ফ্র্যাংককে, সবার মুখেই স্পষ্ট লজ্জা।

কালির উদ্দেশে পা বাড়াল সুসানা। একঝটকায় ফ্র্যাংক ওকে নিজের দিকে ফেরাল। তার মুখ ক্রোধে শীতল, হিংস্র। থরথরে গলায় সে বলল, 'তোমার জন্যে যে কাজ করবে, সুসানা, তারই ওই অবস্থা হবে। কথাটা লেন সয়্যারকে জানিয়ে দিয়ো।'

'শয়তান! পশু!' হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মত চেঁচাল সুসানা।

'যে কাজ করবে তোমার জন্যে,' আবার বলল ফ্র্যাংক।

এরপর ওকে ছেড়ে দিল সে, ঘোড়ার দিকে ফিরল। দলের অন্যরা, এখনো নীরব, ছড়িয়ে পড়ে যার যার ঘোড়ার উদ্দেশে এগোল। এখনো কেউ তাকাচ্ছে না সুসানার দিকে।

অবসন্ন পায়ে কালির কাছে এল সুসানা, হাঁটু গেড়ে বসল পাশে। অসুস্থ বোধ করে ও, তালগোল-পাকান মুখের দিকে তাকাতে পারে না কিছুক্ষণ। রেল কর্মচারিরা চলে যাচ্ছে, নীরব সবাই। একজন লোক, সুসানা দেখল, ঘাড় ফিরিয়ে একবার

তাকাল ওদের দিকে।

নিজেকে সংযত করল সুসানা। হাত রাখল কালির কবজিতে, টের পেল নাড়ি চলছে এখনো। ও ভেবে পায় না এত মার হজম করে কেউ বেঁচে থাকে কীভাবে। বাসা থেকে কাপড় নিয়ে এল সে, কালির মুখ ঢেকে দিল, তারপর বাংকহাউসের দিকে ওকে টেনে নিয়ে চলল। কাজটা সারতে মিনিট কয়েক লেগে গেল, পথে বিশ্রাম নিতে হল বার কয়েক, আর এ-সময়ে ক্রোধই শক্তি জোগাল তাকে।

বাংকহাউসে পৌঁছে কালিকে টেনেহিঁচড়ে বিছানায় তুলল সুসানা, ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে বসল। এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। মুখ কেটে থকথকে হয়ে গেছে। কালির নাক খুঁজে পেল না সে। চোখ ঢাকা পড়েছে মাংসপিণ্ডের আড়ালে। একটা ভুরু নেই। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বলে গরম পানি আর পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুখটা সাফ করল ও। এরপর কালির জামা খুলে নিয়ে সবে কাঁধ আর বুকের জখমে হাত লাগিয়েছে এমন সময়ে বাইরে ঘোড়া থামার আওয়াজ পেল।

দৌড়ে দরজায় গেল সুসানা। জিম ক্রু, নামছে স্যাডল থেকে।

টুপি নামাবার জন্যে হাত উঠিয়েছিল জিম। সুসানার জামার দিকে চোখ পড়ায় মাঝপথে থেমে গেল।

'সুসানা, কী—' কথা থামিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল জিম। ঘরের ভেতর পিছিয়ে গেল সুসানা, কালি যেখানে শুয়ে সেই বাংকের কাছে শেরিফকে নিয়ে গেল।

চোখ কুঁচকে কালির জখমগুলো দেখল জিম ক্রু, আড়ষ্ট হয়ে

গেল মুখ। সুসানার দিকে ফিরে সে বলল, 'ফ্র্যাংক?'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা, ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চে। আবার উঠল সে, এতটুকু ক্লান্ত নয়, বুনো আক্রোশ ছাড়া অন্য কিছুই বোধ করছে না এখন, তাকাল জিম ক্রু-র পানে।

'দুজন ধরে রেখেছিল ওকে। ভার্গ লি মেরেছে, আর অন্যরা তামাশা দেখেছে।'

দুর্বল কণ্ঠে ক্রু বলল, 'শুধু ভার্গের নামেই ওয়ারেন্ট ইস্যু করা যাবে, সুসানা।'

সুসানা যেন শুনতে পায়নি ওর কথা। এখন দরজায় দাঁড়িয়ে সে, বোবা দৃষ্টিতে সামনের এবড়োখেবড়ো প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। না, সামান্য ওয়ারেন্টের বলে ফ্র্যাংক আইভির বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব হবে না। জিম ক্রু-র কৈফিয়তের সুর তা বলে দিচ্ছে। লি-কে জেল-জরিমানা করা যাবে, কিন্তু জেলেই ওর বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করে ফ্র্যাংক নিজে পার পেয়ে যাবে। যার কথা লেন বলেছে, ফ্র্যাংক আইভি-র এটা সে-ধরনের অপরাধ নয় যে জিম ক্রু গোটা বেল র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এখন সহসা সুসানা উপলব্ধি করে, ফ্র্যাংক আইভিও জানে এটা। ফ্র্যাংক আইভি ভয় পায় ক্রু-কে। এমন কিছু করবে না সে যার কারণে প্রবল ন্যায়পরায়ণ জিম ক্রু তার বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাই বলে এই নৃশংসতাকে কোনরকম প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই রেহাই পেতে দেয়া চলে না। আর ঠিক এখানে এসে লেনকে মনে পড়ে সুসানার। ও ঠিক বুঝবে কীভাবে করবে কাজটা। ইতিমধ্যেই সে আইভিকে পরাস্ত করার রাস্তা দেখতে পেয়েছে।

ঘুরে, জিমের কাছে ফিরে এল সুসানা। 'না, জিম, আমি নিজের মত করে এর বিহিত করব।'

ক্রু বোঝাতে চেষ্টা করে ওকে, 'মাথা গরম কর না, সুসানা।'

'জিম, আমাকে একটা ঘোড়া সাজিয়ে দেবে? তোমার সময় হবে অপেক্ষা করার, বেইলি আর টম ফিরে না-আসা পর্যন্ত? আমি একটু কাজে বেরোচ্ছি।'

আট

বেলা দুশটা নাগাদ রিলিফে গরুবাছুর আসা শুরু হল। সার্কল সিক্সটি সিক্স কিনছে, বিল শেলের এ-খবর যথাসময়ে পৌছে গেছে জায়গামত। শেষ টালের নিচে রিজার্ভেশনের সীমানাবর্তী ছোট ছোট র‍্যাঞ্চারদের কাছে। দশ-বারটা গরুর একেকটা পাল। এনেই ওগুলোকে সোজা কোরালে তুলে রাখল মালিকেরা। ফলে দুপুরের দিকে লেন আর বিল যখন পৌছল এসে, একসাথে বেশকিছু গরুর দেখা পেল।

দরদাম করে কেবল সস্তাগুলো কিনল লেন। জাত বিচারের মধ্যে গেল না। সুসানার দেয়া-টাকায় যত বেশি সম্ভব গরু কেনাই ওর লক্ষ্য। এর পেছনে অবশ্যি একটি বিশেষ কারণ আছে। লেন চাইছে সবাই মনে করুক বিরাট এক তৃণভূমির দখল নিতে যাচ্ছে ওরা।

উপরন্তু, পরে এসব নিয়ে যাতে আইনগত ঝ্যাকড়া না-বাধে সেদিকেও সে লক্ষ রাখছে। তাই কেনার পরপরই বিল শেলকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরবর্তী কাজে। অপেক্ষাকৃত ছোট একটা

কোরালে গরু নিয়ে যাচ্ছে দফায় দফায়, পায়ে দড়ি বেঁধে পেড়ে ফেলছে মাটিতে, আগের মার্কা বাতিল করে প্রত্যেকটার বাঁ-নিতম্বে সার্কল সিক্সটি সিক্সের মার্কা লাগিয়ে দিচ্ছে। আইভি আর জর্জ বুশ যদি গরুগুলো বেঞ্চে পৌঁছামাত্র হানা দেয়ার মতলব করে থাকে, এই সাবধানতায় সুফল মিলবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। এখনো কাজ চলছে ওদের। ছোট ছোট যেসব র‍্যাঞ্চার গরু আনছে তারাও সাহায্য করছে। আগুন-ঢালা সূর্যের নিচে কোরালের ভেতর এভাবেই চলতে লাগল ব্র্যাণ্ডিং; আর জখমি গরুর আর্তনাদে চারপাশে কানপাতা দায় হয়ে উঠল।

একবার বিশ্রামের সময় ঘোড়ায় চেপে রাস্তা পেরোল বিল শেল, হোটেলের কোনা ঘুরে পেছনের কুয়ায় গেল পানি খেতে। এই ফাঁকে কোরালের ভেতরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিরিয়ে নিল লেন, একটা সিগারেট বানাতে বানাতে গল্প জুড়ল এক ইণ্ডিয়ান পুলিসের সাথে। কোন চোরাই গরু আছে কিনা ওদের পালে এটা দেখতেই রিজার্ভেশন থেকে এসেছে লোকটা। লেনের রঙজ্বলা শার্ট ঘামে ভিজে সেঁটে গেছে পিঠের সাথে, টুপি মাথার পেছনে ঠেলে দেয়ায় ঘাম-চটচটে কালো চুল বেরিয়ে পড়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল বিল শেল। লেন তখন শার্টের পকেট হাতড়াচ্ছিল। শেলকে দেখে বলল, 'ম্যাচ আছে, বিল?'

'তার চেয়েও বেশি কিছু আছে,' একটা ম্যাচের কাঠি বাড়িয়ে দিয়ে অস্ফুটে বলল বিল। হোটেলের দিকে ইশারা করল। 'এড বার্মা।'

লেন ঝট করে তাকাল রাস্তার ওপাশে। হোটেল পোর্চে এড বার্মা বসে, সকৌতূহলে দেখছে ওদের কার্যকলাপ।

অলস সুরে বিড়বিড় করল বিল, 'ব্যাটা এখন আবার পিস্তল ঝুলিয়েছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে জানতে, কাল রাতের ব্যাপারে ওর কোন আপত্তি আছে কিনা।'

'জানতে চেয়ো না।'

চকিতে লেনের পানে তাকাল বিল, দৃষ্টিতে চাপা শয়তানি। 'কেন চাইব না? প্রশ্নটা খারাপ কিছু নয়।'

'কী লাভ হবে?' লেন বলল নিচু গলায়। 'ও আইভি না, বিল।'

'ব্যাটার ওই গোয়েন্দাগিরি আমার সহ্য হচ্ছে না,' বিলের কণ্ঠে বিরক্তি। 'এমনিতেও ওকে আমি পছন্দ করি না।'

'বাদ দাও,' লেন স্পষ্ট বলল।

লেন দেখল চোখে একরাশ অসন্তোষ নিয়ে বিল তাকিয়ে আছে, তারপর সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'নাহ্, তুমি দেখছি মানুষকে একটু মজা করতেও দেবে না,' প্রতিবাদ করল বিল, আবার তাকাল বার্মার দিকে।

নতুন আরেক পাল গরুবাছুর বেরিয়ে এল গাছপালার বাইরে, ছড়িয়ে পড়ল। স্যাডলে চাপল বিল, ধরে আনতে গেল। পেছন থেকে লেন দেখে ওকে, ভেতরে ভেতরে চাপা অস্বস্তি বোধ করে। আগে বা পরে, বোঝে সে, বিলের সাথে তার গোলমাল বাধবে। বিল এই ঝামেলায় মাথা দিয়েছে স্রেফ বেল আউটফিটকে একহাত দেখে নিতে। ফাঁসি এড়িয়ে যদি সম্ভব হয়, ফ্র্যাংক আইভিকে সে খুন করবে। ওর অস্থিরতা আর এই বেপরোয়া

মনোভাব সামনাসামনি লড়াইয়ে কার্যকর। কিন্তু ওরা এখন অপেক্ষার যে-খেলায় নেমেছে তাতে এর ফল হিতে বিপরীত হয়। বিল ধৈর্য জিনিসটার গুরুত্ব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। লেন উপলব্ধি করে ওদের মধ্যে একটা এসপার-ওসপার অনিবার্য।

বার্মার দিকে তাকায় সে। টের পায় ওর উপস্থিতিতে সে নিজেও ক্ষুব্ধ। আইভির পাহারাদার কুকুর যে-রকম বেহায়ার মত অন্যের কাজকর্মের ওপর নজর রাখছে তা আর কোন আউটফিটের লোকই সাহস পাবে না। তবে এসব লেন ভাবল খুব অল্প সময় এবং শিগগিরই লোকটার কথা ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে।

বিরাট কোরালটা ক্রমশ ভরে উঠছে গরুবাছুরে। বেল ফোরম্যানকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন আর পাচ্ছে না লেন কিংবা বিল। পালা করে র‍্যাঞ্চাররা হাত লাগাচ্ছে ওদের সাথে আবার গলা ভেজাতে বারে ফিরে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে-আসা পালের শেষ গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে, গা বাঁচাতে লেন যখন স্যাডলে উঠে একপাশে সরে দাঁড়াল, বিকেল বিদায় নেবার আয়োজন করছে। হাট হয়ে খুলে গেল কোরালের গেট, গরুটাকে দাবড়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সে, তারপর রেকাব থেকে পা মুক্ত করে অবসন্ন দেহে স্যাডলেই বসে রইল, নজর বোলাল আশপাশে।

জঙ্গলের উত্তর কিনারে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। সুসানা বুশ ঘোড়ায় চেপে এদিকেই আসছে।

'বিল,' বলে মাথা ইশারায় সুসানাকে দেখাল লেন, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। হোটেলের সামনে মিলিত হল ওরা, স্যাডল

থেকে নেমে সুসানার ঘোড়ার লাগামটা লেন হাত বাড়িয়ে ধরল। সুসানার জামাকাপড়ে লেগে-থাকা শুকনো রক্ত দেখেই অনুমান করে নিল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। শীতল ক্রোধে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটার সবুজ চোখ। বিল শেল ওকে সাহায্য করল নামতে।

'এখানে তোমার কামরা আছে, লেন?'

লেন বুঝল এত লোকের মাঝে ও কথা বলতে চায় না। বিশেষ করে এড বার্মার উপস্থিতিতে। আগে আগে লবিতে ঢুকল সে, ডেস্কের পেছনের বোর্ড থেকে চাবি তুলে নিল একটা, তারপর তিনজনই সিঁড়ির দিকে এগোল।

করিডরের প্রথম কামরাটাই লেনের। দরজা খুলে ও সরে গেল একপাশে, সুসানার পেছন পেছন বিল ঢুকল ভেতরে। দরজা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লেন, জিজ্ঞাসার সুরে বলল, 'তোমার কাপড়ে রক্ত লেগে আছে, সুসানা।'

'কালি ফ্যানস্টকের রক্ত,' জবাব দেয় সুসানা। 'দুজন ধরে রেখেছে আর তৃতীয়জন পিটিয়ে লাশ বানিয়েছে ওকে।'

এরপর হড়হড় করে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল পুরো কাহিনী। শুনতে শুনতে লেনের চেহারা শক্ত হয়ে গেল। কিছুই বাদ দিল না সুসানা। যখন শেষ হল বলা, ঘরে উপস্থিত অপর দুজনের কেউই বলল না কিছু। শুধু বিল শেল তাকাল লেনের পানে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন প্রতিহিংসা এবং প্রত্যাশা।

সুসানা বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল, সেও লক্ষ করছে লেনকে। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'আমি চাই ফ্র্যাংকের ওপর তুমি এর বদলা নাও, লেন। কীভাবে নেবে তা তোমার ব্যাপার।' সীমাহীন ক্রোধ

ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠে। এক মুহূর্ত কোন কথা বলে না লেন, অপলকে চেয়ে থাকে সুসানার হাতের দিকে। উত্তেজনা দমন করতে মেয়েটা বিছানার চাদর খামচে ধরেছে।

তারপর সে বলে, 'একটু ভাবলেই, এটা তোমারও ব্যাপার হবে।' ঘুরে ধীর পায়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় লেন, দুটো হাতই মুঠি পাকিয়ে প্যান্টের পেছনের পকেটে ঢোকান। শূন্য দৃষ্টিতে নিচের কোরালের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। তার নিজের রাগ এখন বশে এসেছে। তবে যতক্ষণ না বদলা নিচ্ছে, এর আগুন নিভবে না। কালিকে এভাবে মারার পেছনে আইভির উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। আইভি বেপরোয়া হয়নি। যে-জমি ইতিমধ্যে আইনের প্যাঁচে পড়ে বেহাত হয়ে গেছে সেখান থেকে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করাটা যে ভুল হবে সে জানে। তাই প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। মারধোর কর, ভয় দেখাও, যাতে সে-লোক একা চলাফেরা করার সাহস না পায়। তারপর ফ্র্যাংক আইভির ভয় যখন একদিন গেঁথে যাবে তার মনে, আপসেই সে পাততাড়ি গোটাবে। তাছাড়া আইভি এমন আশাও করছে, কালির মারের বদলা নিতে গিয়ে সিক্সটি সিক্স এরকম কোন ভুল করবে যার দরুন জিম ক্রু-র সমর্থন হারাবে তারা। ধিকিধিকি ক্রোধের আগুন জ্বলে ওর মনে। জোরে জোরে চোয়ালে সে-হাত ঘষে। ব্যথায় ভেতরের জ্বালাটা যেন কমে খানিকটা। সুসানার দিকে ঘাড় ফেরায় লেন। ওকে লক্ষ করছে মেয়েটা, তার চোখের আগুন এখনো নেভেনি।

এবার অত্যন্ত নিচু স্বরে, 'এড বার্মা,' এই দুটো শব্দ উচ্চারণ

করেই বিল গেল দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল।

লেন বলল, একই রকম নিচু গলায়, 'তুমি ওই দরজার বাইরে যাবে, বিল, আমি আর থাকব না এর মধ্যে। সুসানা, তুমি কী বল?'

'দাঁড়াও, বিল,' সুসানা ডাকল।

'ব্যাটা এখানেই আছে!' রাগে চিরে গেল বিলের গলা। 'খোদার কসম লাগে, চল হারামিটাকে বস্তায় ভরে পাঠিয়ে দিই আইভির কাছে!'

লেনের দিকে তাকাল সুসানা, বলল, 'কালিকে ওরা রেয়াত করেনি। তো বাধা কোথায়?'

আস্তে জিজ্ঞেস করল লেন, 'তোমার লড়াইটা কার সাথে, সুসানা? বার্মা না আইভি?'

'আইভি।'

'তাহলে ওর সঙ্গেই লড়। বার্মা না। বার্মা কী দোষ করেছে? তোমার ওই ছোট্ট মোটা মাথাটায় একটু শান দাও।'

চমকে উঠল সুসানা, মুখ লাল। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে লেন, চেহারা নির্লিপ্ত।

জেদ আর রাগ ঝরল সুসানার কণ্ঠে। 'তুমি তোমার নিজের লোকদের রক্ষা করবে না?'

'আলবত করব—তবে আমার নিয়মে,' চাঁচাছোলা জবাব দেয় লেন। 'তোমার আপত্তি থাকলে বল, আমি চলে যাচ্ছি।'

একে অন্যের দিকে ঠায় চেয়ে রইল ওরা, তারপর সুসানা চোখ নামিয়ে ফেলল। আন্তরিক বলল, 'আমি দুঃখিত, লেন। ভুল হয়ে

গেছে।'

এবার বিলের দিকে ফিরল লেন, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, 'ফের যদি এরকম কর, বিল, আমি পাখি পড়াবার ধার ধারব না। হয় তুমি আমার হুকুমে চলবে, নচেৎ এক্ষুনি বিদায় হবে।'

প্রতিবাদ ঝলসে উঠল বিল শেলের মুখে, চাপা গলায় সে বলল, 'সাবধান, লেন।'

'হয় আমার হুকুমে চলবে, নয়ত বিদায় হবে,' আবার বলল লেন। 'কোনটা করবে এখনই ফয়সালা করে নাও।'

একটা হিংস্রতা খেলা করে বিলের চোখে, আর লেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে ওর জবাবের অপেক্ষায় থাকে।

মিহি সুরে বিল বলে, 'তুমি খুব কঠিন লোক, দোস্ত।'

'যতটা কঠিন হওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটা।'

স্থির একটা মুহূর্ত লেনকে জরিপ করে বিল শেল, তারপর স্বভাব-সুলভ চওড়া হাসিতে ভরে ওঠে তার মুখ। 'ঠিক আছে, বুড়ো খোকা। তোমার কথাই এখানে আইন।'

এবার সুসানার উদ্দেশে ফিরল লেন। 'কালির আঘাত কতটা খারাপ?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় বেশ খারাপ।'

বিছানা থেকে টুপি তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল লেন। কবাট খোলার আগে একটু থামল সে, বিল শেলকে বলল, 'আমি আমার লোকদের রক্ষা করি, বিল। তবে সেটা করি আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে। এড বার্মাকে একা থাকতে দাও। কালির বদলা আমি ঠিকই নেব।'

বিল বলল না কিছু। লেন বেরিয়ে গেল। বন্ধ দরজার দিকে বিল আর সুসানা উভয়ই তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর নিস্তেজ সুরে সুসানা বলল, 'ও কোথায় যাচ্ছে, বিল?'

'আমি শুধু ওর হুকুম তামিলই করি,' তিক্ত সুরে বিল জানাল, 'মনের হদিস রাখি না।'

এরপর সেও বেরিয়ে গেল। সুসানা বিছানা ছেড়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল ঘোড়ায় চেপে লেন উত্তরে সিগন্যালের পথে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ওর উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করল সে, শেষমেষ হতাশ হয়ে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল আবার।

সুসানা আবিষ্কার করে লেনের কথার ঝাঁজে এখনো তার গা জ্বালা করছে। যুগপৎ কৃতজ্ঞতা আর বিরক্তি বোধ করে সে। উপলব্ধি করে দ্বিতীয় আরেকটা ভুল সে করেছে। প্রথমে লেনকে ডেকে নিয়ে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে বাথানটা। আর এবার জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করেছে ওকে।

প্রথমবার ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে লেন। কিন্তু পরের বার পাল্টা আঘাত হেনেছে, এবং তাতে ওর লাগছে। সুসানা এখন বুঝতে পারে, এড বার্মাকে হত্যা করার ব্যাপারে বিলের প্রস্তাবে সায় দেয়াটা তার উচিত হয়নি। লেনের কথাই ঠিক। বার্মা দোষ করেনি। সুতরাং তাকে শাস্তি দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আবার এটাও ঠিক, আইভির ঔদ্ধত্য বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়াটাও ভুল হবে। লেন যা-ই বলুক, একথা কে না-জানে, কারো কর্মচারির গায়ে হাত তোলা তার মালিকের গায়ে হাত তোলারই শামিল।

বুকভরে নিশ্বাস নেয় সে, নজর বোলায় ঘরের ভেতর। আবার তার ভাবনায় ফিরে আসে লেন এবং ওর তখনকার কথাগুলো। অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছে লোকটা আর সে মুখবুজে হজম করেছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে সুসানা এখন অবাক হয়। ফ্র্যাংক আইভি না-হলেও হাজার বার এমন ব্যবহার করেছে তার সাথে। আর এজন্যে সে ক্রমশ লোকটার ওপর বিষিয়ে উঠেছে। অথচ লেনের কথা এভাবে মেনে নিয়েছে যেন সে এখনো স্কুলে পড়ে। সুসানা বহু ভেবেও তার এই বিষম আচরণের রহস্য ভেদ করতে পারে না।

ওদিকে নিচের কোরালে তখন নতুন করে আরেক দল গরুর গায়ে মার্কা লাগানর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিল শেল। অচঞ্চল একটা রাগ কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। আর তা ভুলে থাকার চেষ্টায় সে নীরবে কাজ করে চলেছে। লেনের তিরস্কারে এখনো ঝাঁ-ঝাঁ করছে তার কান। কিন্তু কালির কথা যখনই ভাবছে মনে মনে গাল বকছে সে। লেনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রশ্নাতীত। কিন্তু লেন এখানে নতুন, তাই জানে না কালিও তার কতটা প্রিয়। কালি বরাবর তার বন্ধু, এমনকি যখন বেল র‍্যাঞ্চে কাজ করত তখনো ছিল। একসাথে ঘুরে বেড়ায় তারা, মাতাল হয় একসঙ্গে, আবার ঠিক তেমনিভাবে ফ্র্যাংক আইভিকে ঘৃণাও করে একই সাথে। আর এখন সেই বিলকে কিনা অসহায়ভাবে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে হচ্ছে! অথচ সে এরকম ধাতুতে গড়া মানুষ না। লেন সয়্যারকে যখন কোন দাসখত লিখে দেয়নি, কাজে সে ইস্তফা দিতে পারে। কিন্তু বিল এও জানে এটা তার সমস্যার জবাব নয়। আর

তা জানে বলেই তার মানসিক যাতনা আরো বেড়ে যায়। লেন সয়্যারকে এ-পর্যন্ত যতটুকু চিনেছে তাতে সে নিশ্চিত কালির রক্ত বিফলে যাবে না, বরং দ্বিগুণ উসুল করা হবে। বিল আরো জানে, লেন সয়্যারের সাথে থাকলে একদিন সে ঠিক ফ্র্যাংক আইভির শোচনীয় পরাজয় দেখতে পাবে। বলতে কি, শুধু এই একটি প্রত্যাশায় লেনের সাথে সে হাত মিলিয়েছে, এবং এখনো নিজের মেজাজে লাগাম পরিয়ে রেখেছে। তবু, কালির কষ্টের কথা বিল ভুলতে পারে না। তাই মনের দুঃখ মনে রেখে ব্র্যাণ্ডিং করে চলে নাগাড়ে।

সন্ধে নাগাদ সারা হল কাজ। কোরালে ঠাসাঠাসি-করে-রাখা গরুবাছুরগুলোকে শেষ একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল বিল, ঘোড়াটাকে বার্ন-লাগোয়া স্ট্যাবলে তুলে রাখল। এখন গলা ভেজান প্রয়োজন। এতে হয়ত কালিকে ভুলে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু তার আগে টাকার হিসেবে-নিকেশটা লিখে রাখতে হবে টালি খাতায়। বারে অনেক বন্ধুবান্ধব রয়েছে, ওখানে কাজ করা যাবে না। তাই লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে ফিডবক্সের ওপর বসল সে, টালি খাতাটা বার করল।

লেন সয়্যারের অধীনে যখন চাকরি করছেই, তাকে সে দেখিয়ে দেবে বিল কাজের লোক। ক্ষুব্ধ হলেও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না। অঙ্কে সে কখনই পাকা ছিল না। বব যখন ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়াতে এল, বিল মাথা ঠিক রাখতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে।

ববের কাছ থেকে সিগার চেয়ে নিয়ে ধরাল সে, ক্যের হিসেবে

ডুবে গেল। বব ফর্কের সাহায্যে ঘোড়াগুলোকে খড় দিতে লাগল। খানিক বাদে ঘুরতে ঘুরতে দো-আঁশলা এক ইণ্ডিয়ান এসে হাজির হল সেখানে, নিচু গলায় আলাপ জুড়ে দিল ববের সাথে।

কাজের ব্যাঘাত ঘটায় খেঁকিয়ে উঠল বিল, 'আহ্, বব, চুপ কর।'

বব হাসল একগাল। 'পোকি আমাকে ফুসলে মদ কিনতে চাইছে।'

পোকি আধা-ইণ্ডিয়ান। আর ইণ্ডিয়ানদের কাছে ববের মদ বিক্রি মানা। বিল বলল, 'তোমার মর্জি হলে বিক্রি কর, তবু কথা বল না এখানে।'

থেমে গেল কথা। আবার হিসেব নিয়ে বসল বিল। কিছুক্ষণ পর নতুন আরেকটা শব্দ ফের ব্যাঘাত ঘটাল তার মনঃসংযোগে। কেউ একজন বার্নে এসেছে। বিল প্রথমে গা করল না। কিন্তু শেষমেষ বিরক্তির সাথে পেছন ফিরল কে তার ওপর নজর রাখছে এটা দেখার জন্যে।

এড বার্মা। স্টলের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে বিষদৃষ্টিতে বিলকে জরিপ করছে। বেল আউটফিট সম্পর্কে বিলের মনে যে-ঘৃণা রয়েছে এডকে দেখে নিমেষে ধক করে জ্বলে উঠল তার আগুন। উপরন্তু কালির মারের বদলা নেয়ার ইচ্ছেটা এখন যেন বেড়ে গেল আরো। এখানে বার্মার উপস্থিতি ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ বলে মনে হল।

বেল ফোরম্যান বলল, 'গতরাতের কথা আমি ভুলিনি, বিল।'

'ভুলবার কথাও না,' টেনে টেনে বলল বিল। 'তা কী করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই না, আপাতত।'

ক্রূর হাসল বিল, বলল, 'অথবা কথনই, বন্ধু।'

সোজা হল বার্মা, কাছে এসে শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'কত গরু কিনছ তোমরা ?'

'কেন ?' বিল প্রশ্ন করল।

বার্মা সূক্ষ্ম হাসল, বিলের গলার ঝাঁঝ সে লক্ষ করেনি। 'না; সিক্সটি সিক্স যখন লাটে উঠবে, আমাদেরকেই আবার ওগুলো কিনে নিতে হবে কিনা তাই জেনে নিচ্ছি।'

কথা তো নয়, হুল ফুটল বিল শেলের স্নায়ুতে। ক্রোধে সাদা হয়ে গেল ওর তামাটে মুখ। আঙুলের ফাঁকে সিগার ঘোরাতে ঘোরাতে বিল বলল থরথরে গলায়, 'তোমার নাকটা যদি আরেক ইঞ্চি বড় হত, এড, আমি ওটা তোমার বেল্টের সাথে বেঁধে দিতাম।'

পলকে এড বার্মার চেহারা বদলে গেল। বেল ফোরম্যান হিসেবে কড়া কথা শুনে সে অভ্যস্ত, কিন্তু সার্কল সিক্সটি সিক্স কর্মচারির খোঁচার মাত্রাটা একটু বেশি মাত্রায় তেতো। চোখ কুঁচকে তাকাল সে, বিলের মারমূর্তি দেখে বিস্মিত হল।

নরম সুরে বার্মা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এমন করছ কেন, বিল ?'

'তোমার গায়ের দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছি না বলে,' খেঁকিয়ে উঠল বিল, এখন সে পুরোপুরি বেপরোয়া। 'এক্ষুনি তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।'

বার্মের পেছনে একটা আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল বার্মা। বব আর পোকি এসে দাঁড়িয়েছে। বব সাধারণত পিস্তল ঝোলায় না, কিন্তু বার্মা দেখল এখন সে পোকির পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়েছে।

এডের বুঝতে দেরি হল না সংঘর্ষ আসন্ন। চকিতে মনস্থির করে ফেলল সে। 'ঠিক আছে, আমি নাহয় চলেই যাচ্ছি,' বলল আপসের সুরে, দরজার দিকে পা বাড়াল।

ঝট করে ওর সামনে চলে এল বিল, কঠিন সুরে বলল, 'এড, তোমার সাথে এখন লোক নেই যে তার সাহায্য দিয়ে আমাকে পিটিয়ে লাশ বানাবে। যেমনটা কালিকে বানিয়েছ তোমরা। একা লাগতে সাহস পাচ্ছ না বুঝি?'

এড তাকাল স্থির চোখে, চেহারায় রাগের আভাস। বিলের কথা সে বুঝতে পারছে না, তবে অপমানটা ঠিকই গায়ে বাধবে। শান্ত গলায় বেল ফোরম্যান বলল, 'আমি লড়াই করতে চাইলে, বিল, কারো সাহায্যের দরকার পড়বে না।'

'তোমাকে লড়াইতে নামাতে হলে কী করতে হবে?' বিল ভেংচি কেটে জিজ্ঞেস করল।

এড বার্মা সাবধান হয়ে গেল। এই গায়ে-পড়া ঝগড়ার কারণ সে জানে না। কিন্তু বিলের উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পারল এবং ঠাণ্ডা মাথায় ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। এটা বড়াই করার সময় না। মৃদু গলায় বার্মা বলল, 'অনেক কিছু।'

ওর গালে চড় মারল বিল। আঘাতটা বার্মার ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। লণ্ঠনটা যে-ফিডবক্সের ওপর রয়েছে সেটা ধরে কোনমতে পতন রোধ করল সে। বাক্সের ওপর হাত রেখেই, পালা করে বিল আর ববকে দেখল বার্মা, তারপর আবার বিলের দিকে ফিরল।

দুটো হাতই সে ধীরেসুস্থে ফিডবক্সের ওপর রাখল যাতে তার এই নড়াচড়ার ভুল অর্থ কেউ করতে না-পারে। বার্মা বলল,

'বিল, তোমার সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই। দয়া করে এসব থামাবে?'

কাছে এল বিল, মুখ আড়ষ্ট। 'আমি তোমার মুখে লাথি মারতে যাচ্ছি, এড,' বলল সে। 'আমাকে সাহায্য কর।'

বার থেকে হাত দুটো সরাল না এড, জানে এখন ওগুলো তুললেই সে মরবে। 'অন্য সময়ে, বিল,' মৃদু গলায় বলল বার্মা।

এবার বাঁ-হাতে-জ্বলন্ত সিগারটা বিল ঠেসে ধরল ওর হাতে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে একঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিল এড এবং তক্ষুনি বুঝতে পারল তার সময় শেষ। বিদ্যুৎগতিতে দূরে সরে গেল সে, পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল চোখের পলকে। এরকম কিছুর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না বিল। ফিডবক্সের পেছনে বসে পড়ল সে। বিলকে সামনে না-পাওয়ায়, পিস্তল হাতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল এড, স্যালুন মালিকের উদ্দেশে গুলি ছুড়ল। ওপাশ থেকে পালটা ছুটে এল একটা বুলেট, বার্মার পায়ের কাছে ধুলো ওড়াল।

এবার উঠে দাঁড়াল বিল। ওকে দেখতে পেয়ে পিস্তল তাক করা চেষ্টা করল এড, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিল গুলি করল।

স্টলের দেয়ালের গায়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল এড, টলতে টলতে পিছিয়ে এল কয়েক কদম, দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। কাছে এল বিল, বুটের ডগা দিয়ে কাত করল ওকে, মুখটা দেখে নিয়ে ফের উপুড় করে দিল।

এবার পোকি আর ববের মুখোমুখি হল বিল। স্থির একটা মুহূর্ত পরস্পরকে দেখল ওরা, তারপর বিল আস্তে বলল, 'পোকি, তোমার পিস্তল নিয়ে কেটে পড়। বব তোমাকে একটা বোতল দিয়ে দেবে।'

গম্ভীর মুখে পিস্তলটা ফেরত নিল দো-আঁশলা, বার্নের পেছন দরজার দিকে এগোল। ইতিমধ্যে হইচই শুরু হয়ে গেছে বাইরে। স্যালুন থেকে লোকজন ছুটে আসছে।

'পোকি,' বিল ডাকল।

থমকে দাঁড়াল ইণ্ডিয়ান।

'তুমি কিছুই দেখনি। এমনকি কাছেপিঠেও ছিলে না। মনে থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল দো-আঁশলা, বার্নের খিড়কি পথে উধাও হল। আবার ববের পানে তাকাল বিল। এসব ব্যাপারে কিছু বলে দিতে হবে না ওকে। আর পোকি মুখ বন্ধ রাখবে বোতলের লোভে।

স্যালুনের প্রথম দলটা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল ওরা দুজনেই তখন বার্মার পাশে দাঁড়িয়ে।

বিল দেখল ওদের, বলল না কিছু। দুজন লোক পা বাড়াল বার্মার দিকে। বব শুকনো গলায় বলল, 'মুখে গুলি খেয়েছে।' থেমে গেল লোক দুটো, বীভৎস দৃশ্য দেখতে চায় না বলে।

আরো কিছু লোকের সাথে সুসানা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল, তখনো আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বার্মার লাশটা দেখতে পেল সুসানা, চাপা একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। পরক্ষণে বিলের দিকে তাকাল সে, চেহারায়

হতাশা।

'ববকে জিজ্ঞেস কর,' শান্ত কণ্ঠে বলল বিল। ববের দিকে তাকাল। 'ওকে বল। সব।'

একেএকে উপস্থিত সবার ওপর নজর বোলাল স্যালুন মালিক, সুসানার কাছে এসে থামল তার চোখ।

'বিলকে আক্রমণ করেছিল ও। আগে গুলি ছুঁড়েছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

নয়

ঝুপ করে রাত নামল জঙ্গলে। আর সাথে সাথে যেন জেগে উঠল সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ। ট্রেইল যেখানে ফুটহিলে নেমে গেছে তার কাছেই এক জায়গায় লেনকে দেখে ভড়কে গেল একজোড়া হরিণ। থেমে ওদের পালাবার শব্দ শুনল লেন। স্তব্ধ পাইন বনে মৃদু কম্পন তুলে আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল সে-আওয়াজ। ছুটো প্যাঁচা ডাকল। দূর-পাহাড়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে কয়োট। এগিয়ে চলল লেন, ফুটহিলে নেমে এল, পাথর যেখানে দিনের গরম এখনো ধরে রেখেছে কিছুটা।

সুসানার-দেয়া খবরটা এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাববার ফুরসত পায় সে, বোঝে তার সিদ্ধান্তই ঠিক। কার্লির মারের বদলা নেয়ার জন্যে সিক্সটি সিক্স অন্ধের মত কিছু একটা করে বসুক এটাই চাইছে আইভি। কারণ লড়াইটা তখন আর গোপনে হবে না। লোকবল বেশি হওয়ায় বেলেরই জেতার সম্ভাবনা থাকবে। উপরন্তু ক্রু-র সমর্থনও পাশে পাবে সে। এরপর জিম ক্রু-র কথা ভাবে লেন, বুঝতে চেষ্টা করে মানুষটাকে। ক্রু, ওর বিশ্বাস, আইভিকে

পছন্দ করে না। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ কখনই তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবে না। ক্রু-র বয়স হয়েছে। ক্লান্ত মানুষ, আবেগ মরে গেছে। ঝামেলামুক্ত থাকতে চায়। একান্ত দায়ে পড়েই আইন প্রয়োগ করবে সে, কারো উস্কানিতে নয়। কিন্তু একটা সময় আসতে বাধ্য যখন আর নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না ক্রু, কোন এক পক্ষকে শাস্তি দিতেই হবে। আর একবার নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলে সে হয়ে উঠবে নেকড়ের মত নির্দয়।

একটা হোমস্টিডার ঝুপড়ির বাতি ধীরে ধীরে লেনের পেছনে পড়ল। প্রান্তরে নেমে কয়েকটা র‍্যাঞ্চ ডগের চিৎকার শুনতে পেল সে। আবার ভাবল কার্লির এই দুরবস্থা ক্রু-কে ওদের দিকে টেনে আনবে কিনা। নিশ্চিত হতে পারল না। তবে এটা ঠিক, এড বার্মাকে রেহাই দিয়ে সুসানার হাত যথাসম্ভব পরিষ্কার রেখেছে সে। বার্মার কথা মনে পড়ায় এখন সুসানার কথা ভাবল লেন। প্রয়োজন ছিল বলেই মেয়েটার সাথে সে দুর্ব্যবহার করেছে। আইভির বদলা তার ফোরম্যানের ওপর নেয়াটা ব্যক্তিগতভাবে ওর রুচির বিরোধী। তবে সুসানা বা ঝিলের মনোভাবকে সে দোষের মনে করে না। বরং ওদের ভেতরকার এই সাহসটাকেই ও পছন্দ করে। সুসানার অভিমানী স্বভাবের সাথে এই বন্যতা সুন্দর মানিয়ে গেছে। ও, লেন ভাবে, এমন এক অদ্ভুত জেদি মেয়ে যাকে সে মোটামুটি বুঝতে পারে।

মাঝ-সন্ধ্যায় সিগন্যালে পৌঁছল লেন। যেমন হয় রোজ, সন্ধের পর ঝিমোচ্ছে শহরটা। বনডুর্যান্টের দোকান খোলা আছে

এখনো। স্পেশলের সামনে কয়েকটা স্যাডল হর্স দাঁড়িয়ে। জিম ক্রু-র অফিস অন্ধকার। শীলার বাসার দিকে এগোল লেন, বাড়ির পেছনে গিয়ে থামল। ঘোড়া থেকে নেমে টোকা দিল দরজায়। খুলল শীলা।

ম্লান অভ্যর্থনা জানাল ও। তারপর যখন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল, ডাইনিং টেবিলে জিম ক্রু-কে দেখতে পেল লেন। আরেক চেয়ারে মাঝবয়সী এক লোক বসে, পাশে কালো একটা ব্যাগ রাখা। লেন অনুমান করল ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ডাক্তার। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শীলার দিকে তাকাল।

'কালিকে আমরা নিয়ে এসেছি এখানে,' আস্তে বলল ও, লেনের টুপিটা নিল হাত বাড়িয়ে। 'উনি ডাক্তার পারকিনসন,' পরিচয় করিয়ে দিল। 'আর এ লেন সয়্যার।'

গোলগাল সৌম্য চেহারা ডাক্তারের। হাসিখুশি মুখ। লেনের সাথে হাত মেলাবার সময়ে সত্যি সত্যি হাসলেন তিনি।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জিম ক্রু। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল লেনের পানে।

'কালি তোমার লোক?' জানতে চাইলেন ডাক্তার। তারপর লেন যখন মাথা ঝাঁকাল, পারকিনসনের মুখে অন্ধকার ঘনাল।

'আজ রাতে আর কিছু করার সাহস পাচ্ছি না। ওর নাকটা কাল ঠিক করে দেব।'

'ওর অবস্থা কতটা খারাপ, ডাক্তার?' লেন জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার পারকিনসন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'যদি বাঁচেও আর কোনদিন দেখতে পাবে মনে হয় না।' ইতস্তত করলেন তিনি। 'আচ্ছা,

ওকে কি ঘোড়া টেনে নিয়ে গেছিল ?'

'না,' বলে শীলার ঘরে গিয়ে ঢুকল লেন। কালির শরীর চাদরে ঢাকা। ওর মুখ দেখে শিউরে উঠল লেন। টের পায় ও, ডাক্তার আর জিম ক্রু চলে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শোনে, তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, স্থির দৃষ্টিতে কালির মুখখানা দেখতে দেখতে ভাবে : আমি মানুষ খুন করতে যাচ্ছি।

শীলা ভেতরে এসে জানালার পর্দা টেনে দিল। লেন ফিরে গেল কিচেনে। বেরিয়ে এল শীলা, দুঘরের মাঝের পর্দাটা টেনে দিয়ে চুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর ফোঁপানির শব্দ পেল লেন।

কাছে গেল ও, কিন্তু শীলা সরে যেতে যেতে বলল, 'আমি ঠিক আছি, লেন। কাউকে তো ওর জন্যে কাঁদতেই হবে।'

টেবিলে ফিরে গিয়ে চেয়ারের গভীরে ডুবে গেল লেন। ফাঁকা চোখে ল্যাম্পের শিখার দিকে চেয়ে রইল। 'এই ভার্গ লি লোকটা কে ?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল যখন শীলার কান্না থামল।

'জানি না,' শীলা বলল। ওর পাশাপাশি হল সে, জিজ্ঞেস করল, 'কফি খাবে ?'

'দাও,' আনমনে বলল লেন।

মিনিট খানেকের ভেতর ধূমায়িত কফির পেয়ালা হাজির করল শীলা। নিজেও এক কাপ নিয়ে লেনের মুখোমুখি চেয়ারে বসল। লেন তাকাল ওর দিকে। মুখে বিষাদের ছায়া, কিন্তু এর আড়ালে চাপা ক্রোধের আভাস রয়েছে।

'ওরা সবাই তোমার কাছে আসে, না ?' অস্ফুটে বলল লেন।

চঞ্চল হাসল শীলা, কিছু বলল না। উঠে পড়ল লেন, ঘুরে শীলার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আলতো হাত রাখল ওর কাঁধে, মৃদু গলায় বলল, 'আমি এর বদলা নেব, শীলা। কালির যে-অবস্থা করেছে ওরও তা-ই করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু তা করব না। আমি স্রেফ খুন করব ওকে।'

কেবল একবার ঘাড় কাত করল শীলা, খুব আস্তে। এবার রান্নাঘরের ভেতর অস্থির পায়চারি শুরু করল লেন। একবার থামল চুলোর পাড়ে, অলস দৃষ্টিতে কফি পটের ভেতর উঁকি মারল, তারপর ফিরে এল টেবিলে, এমন জায়গায় দাঁড়াল যেখান থেকে শীলার মুখ দেখতে পাবে।

'জর্জ বুশ কী ধরনের মানুষ, শীলা ?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দেবার আগে একটু ভাবল শীলা। 'মাথায় বুদ্ধি কম, লেন। এরচেয়ে খারাপ কিছু বলা যাবে না।' এক মুহূর্ত ওকে লক্ষ করল সে, অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'শুধু এখন শহরে।'

পলকে পলক তুলল লেন, কী যেন ভাবল এক মুহূর্ত, তারপর টুপিটা স্ট্যাণ্ড থেকে তুলে নিয়ে বাইরের অন্ধকারে পা রাখল।

সোজা স্যালুনের দিকে এগোল সে, ডিম্বাকৃতি জানালার নিচের অংশ দিয়ে দেখল, পেছনের একটা টেবিলে রেড কেটসের সাথে জর্জ বুশ বসে। বারে দুজন হোমস্টিডার গল্প করছে বার্চ নেলিসের সঙ্গে। ভেতরে ঢুকল লেন।

বার্চের উদ্দেশে আলতো নড করল সে, জর্জ বুশের টেবিলের দিকে এগোল। রেড কেটসের নাকে, লক্ষ করে লেন, পুরু সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। লেনকে দেখে হাত টেবিলের ওপর রাখল সে,

চোখে নগ্ন বিদ্বেষ ফুটল। মদ্যপান করেছেন জর্জ বুশ। গালে লালের ছোপ লেগেছে। কিন্তু চোখ অচঞ্চল। কেবল লেনের উপস্থিতিতে সেগুলো এখন সামান্য কুঁচকে উঠল মাত্র।

কাছে গিয়ে মাথা ঝাঁকাল লেন, বলল, 'খুব ব্যস্ত, জর্জ?'

'মোটেই না,' নিচু গলায় জবাব দিলেন জর্জ।

'তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই,' লেন বলল। 'এস আমার সাথে।'

'আমি দেখতে চাই না,' ধীর গলায় বললেন জর্জ।

'কেন, ভয় পাচ্ছ?' লেন বলল বিড়বিড় করে। 'সুসানা কিন্তু পায়নি।'

ও দেখে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বুশের চোয়াল সামনের দিকে ঠেলে বেরোল একটু। অপেক্ষা করে লেন, নড়ে না। কেটসের দিকে তাকালেন বুশ। দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ফোরম্যান। আরো এক মুহূর্ত দ্বিধা করে গোমড়া মুখে উঠে পড়লেন জর্জ বুশ।

কেটসও দাঁড়াল। কিন্তু লেন ঠাণ্ডা সুরে 'তুমি না,' বলে একপাশে সরে গিয়ে জর্জকে পথ ছেড়ে দিল। কেটসের দিকে আর একবারও তাকাল না সে। জর্জও আর তার ফোরম্যানের উপস্থিতির জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন না।

গটগট করে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলেন বুশ। ফুটপাতে লেন তাঁর পাশাপাশি হল। বোঝা গেল জর্জ জানেন কী দেখতে যাচ্ছেন, কারণ কোনরকম নির্দেশ ছাড়াই তিনি সোজা শীলার খিড়কি দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

এবার আর নক করল না লেন, নিজেই ঠেলা দিয়ে খুলল

দরজাটা। রান্না করছিল শীলা, বুশকে দেখে সম্ভাষণ জানাল। জবাবে জর্জ স্বভাবসুলভ ভরাট গলায় বললেন, 'ইভনিং, শীলা।' কৌতূহলভরে চারপাশে নজর বোলালেন, তারপর তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লেনের ওপর নিবদ্ধ হল।

'ওখানে।' মাথা ইশারায় শীলার ঘরটা দেখাল লেন।

জর্জ একাই গেলেন ভেতরে। কবরের নিস্তব্ধতা নামল ঘরে। অনেকক্ষণ পর যখন বেরিয়ে এলেন তিনি, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। শীলার দিকে তাকালেন বুশ, যেন জানতে চাইছেন লোকটা বেঁচে আছে কিনা।

শীলা নীরবে লক্ষ করে তাঁকে। এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে লেনও। এবার সয়্যারের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন জর্জ। সিগার বার করলেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে, চোখের সামনে ধরে এভাবে জরিপ করলেন যেন ওটার আকৃতি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই।

একটু বাদে সিগারটা রেখে দিলেন তিনি, ক্লান্ত অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'সুসানা তাহলে দেখেছে ব্যাপারটা?'

'ও-ই ঘরে নিয়ে গেছে ওকে, শুশ্রূষা করেছে।'

'কোথায়—' শুরু করতে নিয়েও মাঝপথে থেমে গেলেন বুশ, কেশে গলা সাফ করলেন। 'ওর চোখ কোথায় গেল?'

'ডাক্তার পারকিনসন বলছেন,' জানাল শীলা, 'শেষ পর্যন্ত যদি বাঁচেও, কার্ল্টি আর কোনদিন দেখতে পাবে না।'

লেন বিড়বিড় করে বলল, 'লাথি মারা হয়েছিল ওকে।' কথাটা শুনে শিউরে উঠলেন জর্জ।

খানিক বাদে ক্লান্ত সুরে প্রশ্ন করলেন, 'সয়্যার, আমার কাছে

তুমি কী চাও?'

'কিছুই না। তুমি এখন ফ্র্যাংকের কাছে ফিরে যেতে পার।'

মুখ বিকৃত করলেন জর্জ, প্রতিবাদের ছাপ তাঁর ক্লান্ত চেহারায়। সোফায় বসে পড়লেন তিনি, সামনে ঝুঁকলেন, চোখ মেঝের মলিন কার্পেটের দিকে।

'ফ্র্যাংক ওকে গুলি করল না কেন?' যেন নিজেকে প্রশ্ন করছেন এভাবে অবসন্ন গলায় বললেন ডি বার মালিক।

'গোলাগুলির দায়িত্বটা মনে হয় সে ডি বারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে, বিশেষ করে গুলিটা যদি কোন মহিলাকে করতে হয়,' ব্যঙ্গ ঝরল লেনের কণ্ঠে।

চমকে উঠলেন জর্জ। 'মহিলা?'

'তোমার লোকদের সাথে যখন আমাদের গুলি বিনিময় হচ্ছিল, সুসানা ছিল সেখানে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বুশের চেহারা, কাঁপা গলায় বললেন, 'কথাটা কেউ আমাকে জানায়নি।'

'নিশ্চয়ই ভেবেছে এ নিয়ে তোমার কোন মাথাব্যথা নেই,' আস্তে বলল লেন। 'তুমি যখন ফ্র্যাংক আইভির লেজ ধরেছ।'

ধীরে ধীরে, কাউচের পিঠে হেলান দিলেন জর্জ, চিবুক ঝুলে পরেছে বুকের কাছে। শীলা আর লেন উভয়কেই এখন লক্ষ করছেন তিনি, ঘোর-লাগা চোখে।

শেষমেষ শীলাই মুখ খুলল। 'আমি জানি তোমার শরীরে মায়াদয়া আছে, জর্জ। লোক তুমি খারাপ নও।'

মৃদু গলায় বুশ বললেন, 'থ্যাংক য়ু, মাই ডিয়ার।' লেনের উদ্দেশে

দৃষ্টি ফেরালেন। 'সুসানা এমন করছে কেন ? তুমি জান কিছু ?'

'তুমি ওর অহংকারে ঘা দিয়েছ,' সংক্ষেপে বলল লেন। 'তার সামনেই তার প্রেমিককে ধ্বংস করেছ।'

'তাই ও এখন আমাকে শেষ করতে চাইছে ?'

শীলা বলল, 'আমি হলেও তাই করতাম।' বুশের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'মেয়েদের মন কেমন হয় তুমি জান না, জর্জ। জানলে ফ্র্যাংককে কক্ষনো এ-কাজ করতে দিতে না।'

'শিপলি ফালতু লোক ছিল,' বুশ যুক্তি দেখালেন।

'আর ফ্র্যাংক আইভি কী ?'

বুশের প্রতিবাদ কণ্ঠেই মরে গেল। শীলা শান্ত স্বরে বলে চলল, 'লোকটা ফালতু হোক আর যা-ই হোক, জর্জ, সেটা আবিষ্কার করার অধিকার ছিল শুধু সুসানার একার।'

আবার হেঁট হয়ে গেল জর্জের মাথা, আনমনে সোফার গদিতে তাল ঠুকতে লাগলেন তিনি। লেন বোঝে, সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হচ্ছে তাঁর পক্ষে। যেকোন আত্মাভিমানী বিশ্বস্ত লোক মাত্রেই এমনটা হবে। কিন্তু কালি ক্যানস্টকের ঘড়ঘড়ে নিশ্বাসের আওয়াজ এখন গুটিপায়ে এ-ঘরেও ঢুকে পড়েছে, যেন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে জর্জকে সহায়তা করতেই।

কিছুক্ষণ পর উঠে পড়লেন বুশ, টুপি তুলে নিতে নিতে বললেন, 'সিক্সটি সিক্স থেকে আমার লোক আমি সরিয়ে নিচ্ছি। সুসানাকে আমার কাছে একটু পাঠিয়ে দিয়ো, আচ্ছা ?' কথা শেষ করে গটগট করে এগোলেন দরজার দিকে। লেন বুঝল বুশকে সে ফ্র্যাংকের মোহমুক্ত করতে পেরেছে।

দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালেন জর্জ, ঘুরে লেনের মুখোমুখি হলেন। 'সুসানার মনোভাবটা বুঝলাম। তোমারটা পারছি না,' ধীর গলায় বললেন। 'তুমি সুসানাকে বিয়ে করতে চাইছ?'

দেয়াল থেকে সরে এল লেন, বলল, 'জর্জ, প্লিজ তুমি যাও এখান থেকে।' বিহ্বল একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর বুশ বেরিয়ে গেলেন।

এবার শীলার পানে তাকিয়ে লেন বলল, 'লড়াইটা এখন শুধু ফ্র্যাংকের সাথে হবে।' অন্য তরফের সাড়া না-পাওয়ায় চোখ ছোট করল সে। শীলার মুখে দ্বিধা জেগে উঠেছে, যেন জর্জ বুশের প্রশ্নটা তাকে এমন এক না-বলা কথার ইঙ্গিত দিয়েছে যা সে আগে ভাবেনি। মুহূর্ত পরেই মিলিয়ে যায় দ্বিধা, এবং লেন ওকে বলতে শোনে, 'হ্যাঁ, শুধু ফ্র্যাংকের সাথে।' এবার হঠাৎ খেয়াল হল লেনের, সিগন্যালে শেষ পর্যন্ত তার রয়ে যাবার কারণ সে শীলাকে বলেনি। আসলে কথাটা সে নিজেও ভেবে দেখেনি। শীলাকে কালির ঘরে যেতে দেখে লেন। তামাক আর কাগজ বার করে সে, সিগারেট বানাতে বানাতে নিজেকেই করে প্রশ্নটা।

একটু বাদে শীলা বেরিয়ে দেখে লেন সোফায় বসে। চুলোর পাড়ে গিয়ে কেবিনেট খুলল সে, পরিষ্কার কাপড়, ময়দা আর কাপ-পিরিচ বার করে টেবিলে রাখল সকালের নাস্তার আয়োজন করার জন্যে। লেন একদৃষ্টিতে লক্ষ করে গৃহস্থালি কাজে শীলা কত অনায়াস। ওর মসৃণ পেলব হাতের দ্রুত অথচ সাবলীল নড়াচড়া দেখে সে। শীলা যখন বাতি আর লেনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, ল্যাম্পের আলোয় মুহূর্তের জন্যে ঝিকিয়ে উঠল ওর

ঘন সোনালি চুল।

শান্ত গলায় শীলা বলল, 'জামাটা আমি শিগগিরই বানিয়ে ফেলব।' তারপর লেন যখন কোন জবাব দিল না, থমকে ওর দিকে তাকাল সে। লেন ঠায় দেখছে ওকে, দৃষ্টি ফাঁকা।

হাত তুলল শীলা, সজোরে আঙুল মটকাল। সচকিত হয়ে স্মিত হাসল লেন, সিগারেটটা টেবিলের অ্যাশট্রেতে নিক্ষেপ করল।

'জর্জের কথাটা নিয়ে ভাবছিলাম,' অস্ফুটে বলল সে।

হঠাৎ করেই, ময়দা ছানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শীলা, অনুচ্চ স্বরে বলল, 'তাই?'

'হোটেলের সামনে ফ্র্যাংক আইভি যখন ওয়াল্ট শিপলিকে ভেঙে ফেলল, নিজেকে আমি বলেছিলাম: "আমাকে সে কখনো ও-রকম করতে পারবে না।" '

'এবং তারপর ঠিক সে-চেষ্টাটাই সে করল,' বলে লেনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল শীলা। 'এ জন্যেই তুমি এখনো রয়ে গেছ?'

'এ জন্যেই,' লেন বলল। শেষের ওই প্রশ্নটা করার সময়ে শীলার গলা যে কেঁপে গেছে, প্রচ্ছন্ন খুশির স্বর ধরা পড়েছে তাতে, খেয়াল করেনি লেন। উঠে পড়ে সে, টুপি তুলে নিয়ে বলে, 'জিমের সাথে আমাকে দেখা করতে হবে।'

দরজা অবধি ওকে এগিয়ে দেয় শীলা। শুভরাত্রি জানিয়ে লেন পথে নামে। অন্ধকারে ওর দীর্ঘ অবয়ব মিলিয়ে যেতে দেখে শীলা, আনমনে হাত নাড়ে।

এরপর দরজা বন্ধ করে সে, নবে হাত রেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে

থাকে। মিষ্টি এক টুকরো হাসি খেলা করছে তার ঠোঁটে, সে গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে। লেন তাহলে সুসানার জন্যে থাকছে না এখানে। নিজের ভেতর অদ্ভুত এক সুখ আবিষ্কার করে শীলা।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে শেরিফের অফিসে গেল লেন। ভেতরটা অন্ধকার, তবে দরজা খোলা রয়েছে। স্যাডলে বসে এক মুহূর্ত দোনোমনো করল লেন। ঘোড়া থেকে নেমে ফুটপাত পার হল সে, ভেতরে ঢুকল। ডেস্কের ওপাশে একটা ছায়া নড়ে উঠল, তারপর জিম ক্রু-র গলা শোনা গেল, 'আমি ভাবছিলাম তুমি হয়ত আর এলে না।'

ম্যাচের কাঠি ঘষল ক্রু, দেয়ালে-ঝোলান ল্যাম্প জেলে দিল। হাত ইশারায় ডেস্ক-লাগোয়া চেয়ারটা দেখাল। কোট খুলে ফেলেছে সে, জামার আস্তিনের নিচে হাতগুলো ভীষণ রোগা আর পলকা লাগছে। জিমের ছুড়ে-দেয়া থলে থেকে তামাক আর কাগজ নিয়ে থলেটা আবার টেবিলের ওপাশে ঠেলে দিল লেন। ইতিমধ্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে ক্রু, খোলা দরজার দিকে চোখ।

'এখন কী করবে ভাবছ?' প্রশ্ন করল জিম।

'ঠিক একথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

তেতো সুরে ক্রু বলল, 'ভার্গ লি-কে আমি জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। কিন্তু এটুকুতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?'

'না।'

'জর্জকে আমি সিক্সটি সিক্স থেকে হটিয়ে দেব।'

'সে এমনিতেই সরে গেছে।'

ক্রু তার রোগা হাত দুটো থপ করে রাখল হাঁটুর ওপর। 'তুমি

আসলে আমার সাথে পরামর্শ চাও না।'

নিভে-আসা সিগারেটের গোড়াটা জরিপ করল লেন। 'খুব শিগগিরই ভার্গ লি-র লাশ তোমার কাছে নিয়ে আসবে ওরা।'

'স্বাভাবিক,' বিরস গলায় বলল জিম।

'তখন তুমি কী করবে?'

'কিছুই না।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওরা একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল একে অপরের দিকে, তারপর জিম ক্রু বিড়বিড় করে বলল, 'তবে এরপর ওরা যা করবে, সে-ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠব।'

'কতটা কৌতূহলী?'

'যতটা হওয়া উচিত,' টেনে টেনে বলল সে। 'আমি আমার বেতন হালাল করব।'

'বুঝেছি,' লেন বলল গাঢ় স্বরে। উঠে প্রায় দরজা অবধি গেল সে, সিগারেটটা বাইরে নিক্ষেপ করে অলস গলায় যোগ করল, 'আমার একজন লোক কমে গেছে, জিম।'

ম্লান হাসল ক্রু, বলল, 'আমার যা বয়েস, কথাটাকে আমি প্রশংসা হিসেবেই নিচ্ছি।'

লেনও হাসল। 'আমি ঘোড়া কিনছি না যে তোমার দাঁত দেখব।'

এবার সশব্দে হাসল ক্রু, মাথা নাড়াল আস্তে আস্তে। 'এখনই না, বাছা।' দীর্ঘ একটা সেকেণ্ড নীরব রইল সে, পরে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'লেন, তোমার লোকদের আমার মোটেই পছন্দ না।'

'আমারও না।'

'তুমি ওদের জানিয়ে দিয়ো,' ক্রু বলল, 'আইনের এতটুকু নড়চড়

আমি বরদাশত করব না। ওরা যেন কথাটা মনে রাখে।'

ঘাড় কাত করল লেন। বাইরে দুটো ঘোড়া এগিয়ে আসার শব্দে লেন আর ক্রু কান খাড়া করল, উভয়েই কৌতূহলী। দরজার বাইরে থামল ঘোড়া দুটো। দেয়ালের ধারে সরে গেল লেন, আর ক্রু উঠে বাইরে গেল। একটু বাদে লেন বেরিয়ে এল। ফুটপাতের ওপর থমকে দাঁড়াল ওরা, লেনের ঘোড়ার পাশে স্যাডলে-বসা লোকটার দিকে তাকাল চোখ ছোট করে।

'আমাকে কেউ একটু সাহায্য কর,' বিল শেল বলল।

লেনের নজর দ্বিতীয় ঘোড়াটার দিকে গেল এবার। ওটার পিঠে আড়াআড়িভাবে রাখা ক্যানভাসে-জড়ান পুটলিটা দেখতে পেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাহতের মত সে জায়গায় জমে গেল।

বস্তাটার দিকে এগোল ক্রু। 'ওটা কে?'

'বার্মা,' শান্ত গলায় জানাল বিল।

শীতল ক্রোধ জেগে উঠল লেনের ভেতরে। শেল ঘাড় ফেরাল ওর দিকে। চাঁদের আলোয় তার মুখখানা বেপরোয়া লাগছে।

বিল বলল, 'ও-ই গুলি করেছিল আগে।'

'তাই যেন হয়,' লেন বলল নিচু গলায়।

'দুটো গুলি ছুড়েছিল। তারপর আমি ওকে নিকেশ করেছি।'

কেউ সাড়া দিল না একথার। ক্রু-র উদ্দেশে ফিরল বিল।

'ঠিক,' ক্রু বলল নরম গলায়। 'আমি একটু খোঁজখবর নিলে তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না, বিল?'

'সবাই ছিল ওখানে। ওদের জিজ্ঞেস কর। ববকে জিজ্ঞেস কর।'

'করবে,' কথা দিল লেন।

দশ

অনেক বেলা অবধি ঘুমাল সুসানা। জাগল তখন জর্জের ইণ্ডিয়ান হাউসকিপার যখন জামাকাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকল। ধোয়া ইস্ত্রি-করা কাপড়, রক্তের দাগ নেই। সলজ্জ হেসে কাপড়গুলো বিছানার ধারে নামিয়ে রাখল মহিলা, তারপর পাশেই চিরুনি আর ব্রাশ রেখে চলে গেল।

ছাত পানে চেয়ে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে সুসানা। গতরাতের কথা ভেবে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে। বিছানায় উঠে বসে সুসানা, জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে: একজন লোককে মার খেতে এবং আরেকজনকে মরতে দেখেছি; কিন্তু এরপরও আমি বদলেছি বলে মনে হয় না। তবে, মনে মনে, সে জানে তার এ-ধারণা ঠিক নয়।

ধোপদুরস্ত কাপড়গুলো পরে নেয় সে, ওঅশস্ট্যাণ্ডে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখার চেষ্টা করে। পারে না, আয়নাটা গড়পরতা লম্বা পুরুষের অনুপাতে বসান। ওটা নামাল সে, জানালার সাথে কাত করে রাখল। একটুক্ষণ ওখানে থেমে, রাস্তার

অপর পারে কোরালের দিকে তাকাল সুসানা। গরুবাছুরগুলো খড় চিবোচ্ছে। মুহূর্তে গর্বে ফুলে উঠল ওর বুক; এগুলো তার গরু, স্যার্কল সিক্সটি সিক্সের সূচনা।

জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিল সে, বসে আয়নাটাকে এভাবে রাখল যেন নিজেকে দেখতে পায়। এরপর চুল আঁচড়ানয় মন দেয় ও। আর সেই সাথে গতরাতের ঘটনাটা নিয়ে আরেক দফা চিন্তাভাবনা করে। বিল শেল আত্মরক্ষার খাতিরে এড বার্মাকে খুন করে থাকলে, আইন তার পক্ষে থাকবে। ফ্র্যাংক আইভি আর ওর বাবাকে মেনে নিতে হবে এটা, নচেৎ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা আইনের সমর্থন হারাবে। কিন্তু সুসানার সমস্যা, বিল আত্মরক্ষার খাতিরেই হত্যা করেছে এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

আগের দিন বিকেলে কালির অবস্থা শুনে বিল শেলের মুখ কেমন হয়েছিল মনে করল সে। তখন লেনের কঠোর হুঁশিয়ারিই কেবল নিরস্ত করেছিল তাকে। বিল শেলের বেপরোয়া জীবন আর বদমেজাজের বহু কাহিনীই এখন মনে পড়ে সুসানার। ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যা করলে তারা জিম ক্রু-র সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে, এড বার্মাকে হত্যা করে বিল ঠিক সেই কাজটিই করে বসেনি তো? লেন তাহলে বিলকে ক্ষমা করবে না কক্ষনো—সুসানাকেও না।

চুল পরিপাটি করে নিয়ে আয়নাটা যথাস্থানে তুলে রাখল সুসানা, নিচে নামল। আজ সকালে মনেই হচ্ছে না গেল রাতে কেউ খুন হয়েছে এখানে। রাস্তাঘাট, লবি, ডাইনিং রুম সব ফাঁকা।

ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকল সুসানা, একাই নাস্তা খেতে বসে পড়ল।

খেতে খেতে, সে ঠিক করে নিল দিনের বাকি সময়ে কী করবে। লেন সম্ভবত জনাছয়ই লোকসহ গরু নিতে আসবে। রিজ ক্যাম্পে ফেরার পথে ভি বার থেকে হোসেফাকে সে তুলে নিতে পারে।

পোর্চে মন্থর একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেয়ে পলক তোলে সুসানা। জিম ক্রু লবিতে ঢুকছে। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্ক গ্রাস করে তাকে, তারপর সে ভাবে জিম ক্রু এখানে এড বার্মার মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছে। আসুক না, ক্ষতি কী? অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এটা। আগে বা পরে এর মোকাবেলা তো তাকে করতেই হবে।

খাবার-ঘরে এল জিম, রোগা পলকা হাতে টুপির কিনারা ছুঁয়ে সুসানাকে বলল, 'হ্যালো, সুসানা। বব আছে?'

'মাত্র উঠলাম। জানি না।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ওকে পাশ কাটাল জিম, রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়ে ফিরে এল।

'ওকে খুঁজছ—এড বার্মার ব্যাপারে?' সুসানা প্রশ্ন করল।

মাথা ঝাঁকাল ক্রু। 'নাস্তা শেষ?' সুসানা যখন বলল হ্যাঁ, জিম যোগ করল, 'তাহলে এস, ববকে খুঁজে বার করি।'

বেশ ভদ্রভাবে বলেছে কথাটা, কিন্তু সুসানা বুঝল এটা আদেশ। উঠে ক্রু-র সাথে এগোয় সে।

লবি অতিক্রম করার সময়ে সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'কালি কেমন আছে?'

'শীলা বার্ড দেখাশোনা করছে। অবস্থার উন্নতি হয়নি।' তেরছা দৃষ্টিতে সুসানার দিকে তাকাল জিম। 'কাল রাতে তোমার বাবা

ওকে দেখতে গিয়েছিলেন।'

'নিশ্চয় মজা পেয়েছেন খুব?' তিক্ত স্বরে বলল সুসানা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল ক্রু। 'না। বলতে কি, সিক্সটি সিক্স থেকে তিনি সরে আসছেন। অবশ্যি এমনিতেও সরতে তাঁকে হতই। তোমাকে দেখতে চান উনি—বলেছেন।'

সুসানা বলল না কিছু। জিম বারের দিকে এগোল। দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে দেখতে পেল, বব বারের পেছনে হিসেবে মগ্ন।

ওরা ঢুকতে, চোখ তুলে তাকাল সে, বিস্ময়ের লেশমাত্র নেই ভোঁতা চেহারায়। বব বলল, 'মর্নিং।'

বারে এসে ক্রু বলল, 'বেশ ভালই রোজগার হচ্ছে, বব?'

'তেমন আর কই, জিম,' বলে মাপা হাসল বার মালিক, হিসেবের খাতাটা সরিয়ে রাখল। সতর্ক দৃষ্টিতে পরস্পরকে জরিপ করছে ওরা, খেয়াল করে সুসানা, তবে ববের চেহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত।

ঘুরে দাঁড়াল ক্রু, যেন সুসানা আর বব উভয়কেই দেখতে পায়, তারপর হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে এখানে কী ঘটেছিল, বব?'

'কেন, বিল শেল তোমাকে কী বলেছে?'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' ক্রু-র কণ্ঠস্বর কাঠখোট্টা।

'কী নিয়ে গোলমালের শুরু ঠিক জানি না আমি,' শান্ত গলায় বলল বব। 'বার্নে ঘটেছে ব্যাপারটা। আমি কোরালে গরুদের খাবার দিচ্ছিলাম। বিল ফিডবক্সের ওপর বসে টালি খাতা হিসেব মেলাচ্ছিল, লণ্ঠনের আলোয়। বার্মা এসে কথা বলল ওর সাথে। হঠাৎ খেপে উঠল বিল, কড়া কথা শোনাল। বার্মা সরে গেল

ফিডবক্সের সামনে থেকে, পিস্তল বার করল।'

'আগে ?'

'প্রথম গুলির শব্দে আমি যাই ওখানে। তখন পিস্তল ছিল এডের হাতে, বিলের-টা খাপে। এবার তুমিই আন্দাজ করে নাও।'

'তাহলে এড প্রথমেই ওকে খুন করেনি কেন ?'

'জানি না,' বব বলল। 'বিল বসে পড়ল ফিডবক্সের আড়ালে, এড গুলি করল আবার, মেঝেতে। তারপর বিল উঠে এডকে গুলি করল।'

ববের ওপর নজর রেখেছিল সুসানা। বুঝল, স্যালুন মালিক মিথ্যা বলছে। কীভাবে বুঝতে পারল তা সে জানে না, তবে বুঝল ঠিকই। খুব গুছিয়ে মিছে কথা বলছে লোকটা।

জিম ক্রু-র ঠাণ্ডা নীল চোখ মুহূর্তের জন্যে ববের মুখ থেকে সরেনি। আর ববও চেয়ে আছে সতেজে। 'তারমানে একেবারে সোজা কেস,' আপনমনে বিড়বিড় করল ক্রু। 'খুব বেশি ভাল, মনে হচ্ছে।'

চিকন হাসল বব। 'ভালটা কার জন্যে ?'

'বিল শেলের। কাউকে সে দুবার গুলি করার সুযোগ দিয়েছে এটা বিশ্বাস হতে চায় না।'

বারের শেষ মাথায় গেল বব, এড বার্মার পিস্তলটা বার করে ঠেলে দিল জিমের দিকে। 'এখানকার সবাই তিনটে গুলির শব্দ শুনেছে। দুটো এড ছুড়েছে, অন্যটা বিল।'

পিস্তলটা নেয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না ক্রু-র আচরণে। জিজ্ঞেস করল সে, 'তুমি ছাড়া আর কে দেখেছে ঘটনাটা ?'

'কেউ না।' ববের চোখে শয়তানি, কিন্তু মুখ নিষ্পাপ। 'আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা কর না, জিম। আমি পিস্তল ঝুলাই না কখনো, ওই জিনিস আমার নেইও।'

একটুক্ষণ নীরব রইল ক্রু, ভাবছে। তারপর প্রশ্ন করল, 'আর কারা তখন ছিল এখানে?'

বারের পেছনের শেলফ থেকে ছোট্ট মলিন একটা নোটবুক তুলে নিল বব, শেরিফের উদ্দেশে ছুড়ে দিল। 'এই লোকগুলোর কাছ থেকে সয়্যার গরু কিনেছে। এদের প্রায় সবাই ছিল।'

নোটবুকটা পকেটে পুরে বার থেকে সরে এল ক্রু, তারপর আচমকা থমকে দাঁড়াল। 'বার্মার ডান হাতে পোড়া দাগ দেখলাম একটা। ওটা কোত্থেকে এল?'

বব বলল আনমনে, 'পোড়া দাগ?' ভুরু কোঁচকাল, তারপর যোগ করল, 'জানি না।'

'অনুমান কর,' মৃদু গলায় পরামর্শ দিল ক্রু, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

বব, অবশ্যি, গায়ে মাখল না বিদ্রূপ; তার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন। 'ম্, গোলমাল যখন শুরু হয় বিল সিগার টানছিল। হয়ত ফিডবক্সের কিনারে ছিল ওটা, এডের হাত পড়েছিল।'

'দাগটা তালুতে না, পিঠে।'

'চিত হয়ে পড়েছিল সে। তখন হয়ত ওর হাতের নিচে ছিল সিগারটা।'

এবার নিশ্চিত হয়ে যায় সুসানা, স্যালুন মালিক মিথ্যা বলছে। সে যখন ঘটনাস্থলে যায় এড বার্মা উপুড় অবস্থায় পড়ে ছিল। গুলির আওয়াজের মিনিট খানেকের মধ্যে সে পৌঁছয় বার্নে।

তখন আরো জনাকয়েক লোক ছিল সেখানে। কেউ বার্মাকে ছোঁয়নি। মুখ গুঁজে পড়ে ছিল সে, কাঁধের নিচে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি হয়েছিল রক্তের।

'ঠিক আছে,' এভাবে জিম ক্রু বলল যেন সে নিজেও বিশ্বাস করে না কথাটা, তারপর সুসানার উদ্দেশে আলতো মাথা ঝাঁকিয়ে যোগ করল, 'আমি আরো খোঁজখবর নেব, বব।'

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল বব, দেখল স্যাডলে চেপে দক্ষিণে রওনা হয়েছে ক্রু। আবার বারে ফিরে এল স্যালুন মালিক, তার কৌতূহলী দৃষ্টি সুসানার দিকে। 'মিস বুশ, তোমার ঘোড়া তৈরি করব?' ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি যখন দেখেছি এড বার্মা চিত অবস্থায় ছিল না,' ধীরে ধীরে বলল সুসানা।

'আমি উপুড় করে দিয়েছিলাম।'

'পোড়া দাগটা কিসের? ওটার এত গুরুত্বই-বা কেন?'

বব অভিজ্ঞ চোখে জরিপ করল সুসানাকে। 'সত্যিই জানতে চাও তুমি?'

সামান্য দ্বিধা করল সুসানা, তারপর তড়িঘড়ি বলল, 'না।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না।' বারের দিকে চোখ নামাল বব, অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আশ্চর্য। আমি আরো ভেবেছিলাম বেলকে ধ্বংস করতে চায় সিক্সটি সিক্স।'

তিরস্কার রঙ ধরায় সুসানার গালে। অস্ফুটে সে বলে, 'আলবত চায়।'

চকিতে ওর দিকে তাকাল বব। 'তাহলে আমাকে একা থাকতে দাও। আমি যা জানি বলেছি।' সে হাসল সবজান্তার ভঙ্গিতে।

আস্তে ঘাড় কাত করল সুসানা, স্যালুন মালিকের হেঁয়ালিভরা কথার কিছুই সে বোঝেনি, লোকটা তার এবং সিক্সটি সিক্সের ভালর জন্যেই মিথ্যা বলছে শুধু এটুকু ছাড়া। তার হাত পরিষ্কার। সে কোনরকম ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়নি। আর ঠিক এ-মনোভাবই তাকে বজায় রাখতে হবে সর্বদা।

সুসানা চলে আসছিল, বব পিছু ডাকল, 'এক মিনিট, মিস বুশ।' কাউন্টারের নিচ থেকে একটা সিগার বক্স বার করল সে। 'র‍্যাঞ্চারদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি আমি। আরো একশ নিরানব্বই ডলার আছে। আইন,' রাস্তার দিকে মাথা ইশারা করে যোগ করল, 'ওই টালি খাতায়ই সমস্ত হিসেব পাবে। তবু আরেকবার জানতে চাইবে ওরা।'

সুসানা পালা করে বাক্স আর ববের দিকে তাকাল। 'রেখে দাও,' বলল। 'সিক্সটি সিক্স বন্ধুত্বের কদর করতে জানে।'

স্থির এক মুহূর্ত ওর পানে চেয়ে রইল বব, তারপর লোক-দেখান বিনয়ের সাথে বলল, 'ধন্যবাদ।'

সুসানার ঘোড়া আনা হল। স্যাডলে চেপে দক্ষিণ দিকে, ক্রু যে-পথে গেছে সেটাই ধরল সে। কিছুদূর গিয়ে দুভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। বাঁয়ে মোড় নিল সুসানা, যেটা ঢালু হয়ে বেঞ্চের দিকে চলে গেছে। খানিক বাদে, আরেকটা শাখা ট্রেইল ধরল সে, গাছপালার ভেতর দিয়ে আরো দক্ষিণে এগোল। বেল, সিক্সটি সিক্স, আর ডি বার এ-ট্রেইলই ব্যবহার করে।

বড় বড় পাইনের গাঢ় ছায়ায় পথ চলছে সুসানা, উপভোগ করছে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ। আজ নিজের মধ্যে অব্যাখ্যাত এক আত্মবিশ্বাস আর শক্তি অনুভব করছে সে। তার মনে হয় সে এক মহাবিপদ পাড়ি দিয়ে এসেছে, এবং ব্যাপারটা আর তাকে বিচলিত করতে পারবে না। বিল শেলের অপরাধ কোনদিন আবিষ্কার করতে পারবে না কেউ। সে কি দেখেনি বব কীভাবে তার নির্দোষিতার সাফাই গেয়েছে? ব্যাপারটা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে তা নিয়ে মোটেও ভাবিত হল না ও, এবং খুব সামান্যই আমল দিল এটাকে। আইভির কাজ করত বার্মা, ঝুঁকি বুঝে তার আরো সতর্ক থাকা উচিত ছিল। এটা যুদ্ধ, আর ফ্র্যাংক আইভি যেহেতু কোন ছাড় দিচ্ছে না, সে-ও দেবে না। এরপর লেনের কথা ভাবল সুসানা, বুঝল তাকেও সে পারবে ফাঁকি দিতে। বিল আদপে কী করেছে তা জানার প্রয়োজন নেই ওর। বিলের নির্দোষিতার প্রমাণ যখন তার আর ক্রু-র সুসম্পর্ক নষ্ট করছে না, তখন তথ্যটা লেনের না-জানলেও চলবে। তারপর সুসানা উপলব্ধি করল, আসল কথা জানা থাকায় সে এখন বিশেষ এক ক্ষমতার অধিকারী, বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করতে পারলে চূড়ান্ত বিজয়ে সেও পারবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে।

গাছপালা পাতলা হয়ে এল। সামনেই একফালি ঘেসো জমি, তারপর ভাঙাচোরা তরাই। ঘেসো জমি পার হল সুসানা, হর্সো ক্যানিয়নে যাবার ট্রেইলে উঠল। একটা পাহাড়-প্রাচীরের কাঁধের পাশ দিয়ে বাঁয়ে বাঁক খেয়ে নেমে গেছে পথ, অপর প্রান্তের স্ক্রাব ওক ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। এক মাইল পর, ক্যানিয়নের

মেঝে স্পর্শ করল ট্রেইল। ওটা ধরে তরাইয়ে উপস্থিত হল সুসানা, তারপর প্রান্তর পেরিয়ে আবার দক্ষিণে ডি বার অভিমুখে মোড় নিল।

ডি বার ব্রিজে উঠলে জোর শব্দ হয়। সুসানা বুঝতে পারে না আজ তাকে কর্মচারিরা কীভাবে গ্রহণ করবে। ব্রিজে ওর ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে দুজন লোক বাংকহাউসের বাইরে এল, তারপর ওকে দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল আবার। শুধু লিংক টমস, যা করে বরাবর, কুকশ্যাকের কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল সুসানা। বলল, 'হ্যালো, লিংক।' তরুণ কাউহ্যাণ্ড সলজ্জ হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল সুসানাকে নামতে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু সুসানা হাতটা গ্রহণ করল না। 'আমি নামছি না, লিংক। হোসেফাকে সঙ্গে করে আমার মালগুলো নিয়ে আসতে পারবে না, তুমি?'

'ঠিক আগের বারের মত,' ধীরে ধীরে বিচলিত গলায় বলল লিংক। তারপর জানতে চাইল, 'তুমি নিশ্চয় চলে যাচ্ছ না, সুসানা?'

'এবার সত্যিই যাচ্ছি।'

বাড়ির দরজা খোলার আওয়াজ পেল সুসানা, তাকাল সেদিকে। জর্জ বুশ, মুখে যথারীতি সিগার ঝুলছে। ডাকলেন তিনি, 'এদিকে এস, সুসানা।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে কটনউড ঝাড়ের দিকে এগোল সুসানা। দুকদম এগিয়ে এসে ওর সাথে মিলিত হলেন জর্জ।

'কেমন আছ, বাবা?'

'আর ভেতরে এসে বসবি,' আমন্ত্রণ জানালেন জর্জ।

'না, বাবা। তাড়া আছে। হোসেফাকে নিয়েই চলে যাব।'

'অত তাড়া তোমার নেই,' ছদ্মগাম্ভীর্যের সাথে বললেন বুশ। 'ভেতরে চল।'

'দুঃখিত,' বলল সুসানা, কণ্ঠ দৃঢ় এবং ভাবলেশহীন।

সিগারটা মুখ থেকে নামালেন জর্জ, মিনতির সুরে বললেন, 'আমি তোর সাথে আলাপ করতে চাই, সুসানা। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে।'

'সে আমাদের আগেই হয়েছে, নাকি?'

'না, হয়নি,' বুশ বলসেন আস্তে। 'আমি বোধহয় সেদিন একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি।'

'মানে যেদিন সিক্সটি সিক্স দখল করলে তুমি?' সুসানা জিজ্ঞেস করল চাঁচাছোলা গলায়। 'হ্যাঁ, করেছ। তবে আমারও শিক্ষা হয়েছে এতে।'

'আমি ওদের সরিয়ে নিয়েছি, সুসান,' জর্জ বললেন আন্তরিক কণ্ঠে।

'আলবত নিয়েছ,' জবাব দিল সুসানা, রুক্ষ হাসল। 'তুমি এখনো এতটা বড় হওনি যে সরকারের পেছনে লাগবে।'

'সেজন্যে নয়,' জর্জ বলে চলেন। 'কাল রাতে সয়্যারের সাথে কথা হয়েছে আমার। ও—'

'তোমরা তাহলে ওকে তাড়াতে পারনি এখনো?'

'আহ্, সুসানা, ভদ্রভাবে কথা বল।' বিস্ফোরিত হলেন জর্জ। ক্ষীণ হেসে সুসানা চুপ করে গেল। জর্জ, অপ্রতিভ, খেই ধরলেন, 'কাল রাতে সয়্যারের সাথে কথা হয়েছে আমার। কালিকে

আমি দেখেছি।'

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছে ওরা,' সুসানা বিড়বিড় করে বলল। 'বুদ্ধিটা কার, তোমার না ফ্র্যাংকের?'

জর্জ প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'অভদ্র হয়ো না, বাছা। তুমি ভাল করেই জান আমি কখনো এ-কাজ করব না।'

'ফ্র্যাংক তোমার পার্টনার। সুতরাং ব্যাপারটা সেই একই হল।'

'ঠিক এই কথাটাই আমি তোকে বলার চেষ্টা করছি তখন থেকে,' জর্জ অসহিষ্ণু। 'আমি এটা বরদাশত করব না।'

বৃশকে জরিপ করে সুসানা, চোখে ধূর্ততা। 'তাহলে কী করবে, বাবা?'

বাতাসে হাত খেলালেন জর্জ। 'সাফ বলে দেব ওকে, আর চলবে না এসব!'

'হয়ত,' সুসানা বলল কাঠখোট্টা গলায়, 'ফ্র্যাংক ভাববে এখন আর তোমার কথা শোনার মানে হয় না।'

'কেন তা ভাববে?'

'কাল রাতে এড বার্মাকে হত্যা করেছে বিল শেল। ফেয়ার ফাইটে।'

জর্জের চোয়াল ঝুলে পড়ল, ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড ফাঁকা দৃষ্টিতে সুসানার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে নত হল তাঁর দৃষ্টি, এবং মৃদু গলায় তিনি বললেন, 'ওহ।' সুসানা কিছু বলল না। জর্জ মাথা নাড়ালেন। 'সুসান,' অস্ফুটে বললেন, 'তুই ঘরে ফিরে আয়, মা।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাবা।'

'কিন্তু এসব তোর জন্যে না,' মিনতি ঝরল জর্জের কণ্ঠে। 'তুই মেয়ে, সুসানা।'

'সবসময়ই তাই ছিলাম।'

'তাই বলে এখনকার মত কখনো ছিলি না। তুই এখন খুব শক্ত হয়ে গেছিস, সুসানা।'

'কেন হয়েছি তা শুনবে না?' পাল্টা ফুঁসে উঠল সুসানা। 'আমাকে হতে হয়েছে। নইলে তোমরা যে আমাকে ভেঙে ফেলবে। কঠিন জিনিস সহজে ভাঙে না, বাবা।'

'কিন্তু সে-পাঠ এখন চুকে গেছে,' জর্জ বললেন, দুর্বল গলায়। 'তুই কি ভেবেছিস আমি এখনো জোর করব, ফ্র্যাংক আইভিকে তুই বিয়ে কর?'

'কেন, অসুবিধে কোথায়, সেই আগের মানুষই আছে সে।'

মাথা নাড়ালেন জর্জ, মেয়েকে যেন চিনতে পারছেন না। 'তোর কাছে বোধহয় ভুলের ক্ষমা নেই, সুসানা?'

'আছে—তবে আমার নিজস্ব নিয়মে,' অর্থপূর্ণ গলায় বলল সুসানা। 'সেটা তোমার কাছে ফিরে এসে সম্ভব নয়। আমি আমার কথা রাখব, বাবা। সিক্সটি সিক্সকে আমি ডি বার আর বেলের সমান করে তুলব। একবার আমি তোমার সাহায্য, সহানুভূতি চেয়েছিলাম। এখন আর তার দরকার নেই।'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর টোকায় সিগারটা দূরে নিক্ষেপ করলেন জর্জ, ভেঙে-পড়া গলায় বললেন, 'বেশ।'

'খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, যদি ফিরে আসি তুমি কী দেবে, আমি তাও জানতে চাইনি। আসলে আমি আর পরোয়া করি না।'

'করেছি খেয়াল,' বুশ, এখন শান্ত, বললেন।

ভীষণ বুড়ো আর অসহায় মনে হচ্ছে তাঁকে, দাঁড়িয়ে আছেন মেয়ের সামনে, আর সুসানা স্যাডলে বসে, নিষ্ঠুরতার বর্মে নিজেকে আড়াল করেছে। 'আমি আমার সব জিনিস নিয়ে যেতে চাই, বাবা—জামাকাপড়, বই, স্যাডল, ঘোড়া সবকিছু। আমি লোক পাঠিয়ে দেব ওগুলোর জন্যে।'

কিছু বললেন না জর্জ। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এল সুসানা। ডি বার আর ওর বাবার সাথে শেষ বাঁধনটাও আজ সে ছিন্ন করেছে, এবং, আশ্চর্য, কোন দুঃখ হচ্ছে না তার।

এগারো

সন্ধের বেশ কিছু পরে সিক্সটি সিক্সে পৌঁছল লেন। বাতি জ্বলছে ঘরে ঘরে। সাপারের সময় আগেই পেরিয়ে গেছে। কোরালে ঘোড়া তুলে রাখল লেন, ট্রাফের পাইপে মুখ লাগিয়ে পানি খেল অনেকটা। সিগারেট বানিয়ে ধরাল। খিদেয় পেট ব্যথা করছে, তবু বাসায় ঢুকতে তার সংকোচ হচ্ছে।

বার্নের কোনায় একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল তার চোখে, কাছে গিয়ে দেখল টম পিবলস অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। তিরস্কারের সুরে লেন বলল, 'এরকম ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' টম জবাব দিল না কোন। এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় লেন জানতে চাইল, 'কী দেখলে বেল র‍্যাঞ্চে?'

'বিশেষ কিছু না,' টম জানাল। 'ক্রু বেশিক্ষণ থাকেনি। খানিক বাদে দুজন লোককে শহরে পাঠিয়েছে ফ্র্যাংক। ব্যস, এটুকুই।'

'সুসানা ফিরেছে?'

'ঘরে আছে। রাঁধুনিকে নিয়ে এসেছে।'

টমের কথাগুলো এক মুহূর্ত বিচার করল লেন, এ থেকে ফ্র্যাংক

আইভির মনোভাব বুঝতে পারল না। জিম ক্রু হয়ত ফ্র্যাংককে সাবধান করে দিয়ে থাকবে, এডের হত্যা রহস্য কিনারা না-হওয়া পর্যন্ত সে যেন শান্তি বজায় রাখে। ও বলল, 'কাল তুমি আর বেইলি রিলিফে গিয়ে গরু নিয়ে আসবে।' তারপর টমকে ওখানেই রেখে কিচেনের দিকে এগোল। সারা বেলা এখানে-সেখানে ঘুরে, আমেরিকান ক্রীকের এইপাশে বেল র‍্যাঞ্চের যত গরু রয়েছে সেগুলো গুনে মেজাজ ঠাণ্ডা করেছে সে। এখন সে ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, ফলে শান্ত মনে বিল শেলের ব্যাপারটা আরো একবার ভাবতে পারছে। ফ্র্যাংক আইভি যদি এখনো সিক্সটি সিক্সের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে, এর অর্থ বিল নিরপরাধ। ক্ষীণ আশার সাথে কথাটা একবার ভাবল লেন, পরক্ষণে সংশয় তাকে গ্রাস করল। না, বিল কাউকে আগে গুলি করতে দেয়ার বান্দা নয়—তাও দুবার। ক্রু যদি প্রমাণ পায় এডকে লড়তে বাধ্য করেছিল বিল, যাতে তাকে খুন করতে পারে, লেন জানে তার কী দায়িত্ব হবে তখন। বিলকে তুলে দেবে ক্রু-র হাতে, আইনকে নিজের পথে চলতে দেয়ার জন্যে। সারাদিন শুধু একথাই ভেবেছে সে, এবং ব্যাপারটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু এও বুঝেছে, শেষ পর্যন্ত এটাই তাকে করতে হবে।

কিচেনে কাউকে পেল না লেন। বাতি জ্বালাতে গিয়ে দেখল চিমনি এখনো গরম। মেঝেতে শুকনো কাদা চোখে পড়ল ওর, যখন পা বাড়াল বুটের নিচে মচ করে কাচ ভাঙল। দখল অবস্থায় ঘরদোরের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেনি ডি বার।

তল্লাশি চালিয়ে গোটা কয়েক টাটকা বিস্কিট আর এক প্লেট

ঠাণ্ডা স্টিক পেল সে। খাবার আর এক কাপ পানি নিয়ে টেবিলে ফিরে এল, গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল।

হতাশায় ওর শ্যামলা মুখাবয়ব গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে। ডাইনিং রুমে পায়ের আওয়াজ পেয়ে, একমুখ খাবারসহ, ঘাড় ফেরাল সে। সুসানা এসেছে।

'কফির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি,' দ্রুত বলল সুসানা।

মাথা নাড়াল লেন। মুখের খাবারটুকু গিলে নিয়ে বলল, 'এতেই চলবে, সুসানা।' পানি খেল এক চুমুক, বিস্কিটে কামড় বসাল আবার। এখন সুসানাকে দেখছে লেন। কেন-যেন ওর উপস্থিতি তার ভাল লাগছে।

সুসানা হেসে বলল, 'মানুষের খাওয়া দেখতে আমি পছন্দ করি।' ব্রেড বক্স খুলে অর্ধেকটা কেক বার করল। লেন, তখনো একটি বিস্কিট রয়েছে হাতে, কাছে গিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখল কেকটা।

'মাত্র এইটুকু,' কপট রসিকতার সুরে বলল।

সুসানা হাসল এবার। আর লেন স্মিত মুখে এমনভাবে তাকাল যে ভাঁজ পড়ল সুসানার কপালে। 'কী ব্যাপার?'

'না, একটা জিনিস মনে করার চেষ্টা করছিলাম,' লেন বলল। 'শেষ তোমাকে কবে হাসতে দেখেছি।'

মাথা ঝাঁকাল সুসানা। 'সবসময় ভূত দেখছি, হয়ত।'

'তুমি ওদের ভয় পাও না, সুসানা।'

'ভূত তো আর একটা নয়,' সুসানা বলল, 'অনেক। বোধহয় পাই ভয়। ওয়াল্ট আছে। ওর কথা আমি ভাবতে চাই না। বাবা

আছেন, ফ্র্যাংক আইভি আছে—সব চেনা মানুষ, অথচ এখন কত দূরের।'

টেবিলের কানায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল লেন, হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল সাবধানে। 'পছন্দটা তো তোমার, সুসানা, নাকি?'

'জানি,' একমত হল সুসানা। 'তবু, কত সুখ ছিল একটা সময়ে। মানুষের ছোটবেলাটা যেমন খুব সুখের হয়, তবে সেখানে আর ফেরা যায় না এই যা।'

'তুমি কিছুটা ফিরতে পার, সুসানা। তোমার বাবার কাছে।'

'ফ্র্যাংক আইভির পার্টনারের কাছে?' সুসানা প্রশ্ন করল ঘৃণার সুরে।

'এখন আর না,' লেন বলল। 'আইভির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তিনি।'

শান্তভাবে সুসানা বলল, 'তুমি বলছ তাঁর সাথে আমার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা উচিত?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বুঝিয়ে বল, কেন উচিত?'

কাপ হাতে সিংকে গেল লেন, পানি ভরে নিয়ে খেল। আবার ফিরে এল টেবিলে। 'কখনো কি ভেবেছ, সুসানা, তোমার এই যে জেদ, এটা তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছ?'

'ভেবেছি এবং ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি।'

'তাহলে জেদটা আর বজায় রেখ না,' লেন পরামর্শ দেয়। 'তিনি ভাল মানুষ, সুসানা। নিঃসঙ্গ বুড়ো মানুষ। জীবনে একটা ভুল করে পস্তাচ্ছেন। তাঁকে সুযোগ দাও ভুল শুধরে নেয়ার।'

রক্তিম আভা জাগল সুসানার মুখে। চুপ করে রইল সে। লেন বুঝল রাগ এখনো পড়েনি। ক্ষতটা অনেক গভীরে, ভাবে ও, আর এই লড়াই শেষ হবার আগেই জর্জ বুশকে তার মাশুল গুনতে হবে। তবে এক ধরনের মিষ্টতা আর মায়া আছে সুসানার মাঝে, যেটা ঠিক হয়ে যাবে সময়ে, যখন তিক্ততার এই স্মৃতি আর ততটা তাজা থাকবে না।

ডাইনিং রুমে ভারি একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেল সে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিল শেল দরজায় দাঁড়িয়ে। গোমড়া, সতর্ক চেহারায় ক্ষোভের ভাব স্পষ্ট। ওকে দেখামাত্র লেনের ভেতরটা বিষিয়ে গেল।

বিল বলল, 'শুনলাম কাল টম আর বেইলি গরু আনতে যাচ্ছে! আমি কী করব?'

'এখানেই থাকবে,' লেন বলল স্পষ্ট গলায়।

সন্দেহ ঘনাল বিলের চোখে। 'তুমি আমার সাথে ক্রু-র খেলা খেলছ, লেন?'

'ধরে নাও খেলছি। কী হয়েছে তাতে?'

'ভাবছ ক্রু আমার বক্তব্য যাচাই না-করা পর্যন্ত সিন্ধুটি সিজে আটকে রাখবে আমাকে?'

'হয়ত সেরকমই কিছু একটা,' স্বীকার করল লেন।

ঘরের ভেতরে এল বিল, দুটো হাতই টেবিলের ওপর রেখে সতর্ক সুরে বলল, 'আমার সাথে এরকম কর না, লেন।'

'ভয় পাচ্ছ, বিল?' লেন হল কোটাল।

'পোসি লাগিয়েও এই এলাকায় আমাকে খুঁজে বার করতে

পারবে না তুমি,' বিল বলল। 'সেজন্যেই ঘাবড়াচ্ছ ?'

'এটাও একটা কারণ বটে।'

সোজা হল বিল, বেসুরো গলায় বলল, 'তোমরা কী জানলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না, লেন। শুধু একটাই অনুরোধ: আমাকে এভাবে বাচ্চা ছেলের মত ঘরের মধ্যে আটকে রেখ না।'

'ঠিক আছে।'

'আমার যেখানে খুশি আমি যাব।'

'এবং ফিরে আসবে।'

'আসব,' কথা দিল বিল। দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল। ঘাড়টা এমনভাবে গুঁজে রেখেছে কাঁধের ভেতর, বোঝা যায় ভীষণ রেগে আছে।

ডাইনিং রুমের দরজা অবধি ওকে অনুসরণ করল লেন, পোর্চ পেরিয়ে অন্ধকার বাংকরুমে তার অদৃশ্য হওয়া দেখল। ঈষৎ সংশয়ের দোলায় ভুগল লেন, ধাঁধায় পড়ল। কিছু একটা গোলমাল আছে বিলের, ও জানে, তবে সে পালাবে না।

পেছনে সুসানার উপস্থিতি টের পেল লেন। ঘুরে মুখোমুখি হল। 'তুমি সত্যিই জিম ক্রু-র জন্যে বিলকে আটকে রাখতে চাইছ এখানে ?'

লেন মাথা ঝাঁকাল।

'ভুল করে থাকলেও, বিল না তোমার বন্ধু,' সুসানা বলল ধীর গলায়। 'তবু এমন করছ কেন ?'

প্রশ্নটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল লেন, অনুচ্চ স্বরে বলল, 'বিল একটা রফা করেছে, সুসানা। আমার ইচ্ছের কথা আমি তাকে

জানিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে যখন কাজে নিই, তখনো সে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। তার কথা যদি সে ভাঙে, মাশুল তাকে গুনতেই হবে, সবাইকেই যেমন গুনতে হয়।'

'তুমি কঠোর হতে জান,' সুসানা বলল গাঢ় স্বরে।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল লেন। 'অবশ্যই, সুসানা, যখন তার প্রয়োজন হয়।'

সুসানা জানতে চাইল, 'আমি যদি কথা না শুনি, তাহলেও এমনি কঠোর হবে?'

'কাজ ছেড়ে চলে যাব,' লেন জবাব দিল শান্তভাবে। সুসানা বলল না কিছু। ওর দিকে চেয়ে অস্পষ্ট হাসল লেন। 'তবে সে-রকম কিছু তুমি করবে না।'

উঠনে একটা আওয়াজ মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। অন্ধকারের ভেতর তাকাল সে, কান পাতল। একটা ঘোড়া এগিয়ে আসছে। চট করে ঘরে ফিরে এল লেন, ফুঁ দিয়ে ব্র্যাকেট ল্যাম্পটা নিভিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়াল আবার। এখন সুসানা ওর পেছনে, নীরব, কান খাড়া।

পোর্চের গাঢ় অন্ধকার ছায়ায় মিশে গেল লেন। ঘোড়াটা কাছে এলে হাঁকল, 'নাম বল।'

'আমি শীলা, লেন।'

বিস্ময় একটুক্ষণ নিশ্চল করে রাখল ওকে, তারপর সুসানাসহ পোর্চ থেকে নেমে সে এগিয়ে গেল শীলার দিকে।

ঘোড়ার লাগামটা হাতে নিল লেন, বলল, 'কালি?'

'বিকেলে মারা গেছে,' শীলা জানাল।

কথা বলল না লেন, অনুভূতিশূন্য হল মুহূর্তের জন্যে। তারপর নিশ্চিত একটা পরিকল্পনা কঠিন রূপ নিল তার মধ্যে, এবং সে বলল, 'ভেতরে এস, শীলা।'

'হ্যাঁ,' তড়িঘড়ি এভাবে বলল সুসানা, যেন সে আরো আগেই আমন্ত্রণ জানায়নি বলে লজ্জিত।

ওদের আগে আগে লিভিং রুমে এসে ঢুকল লেন, টেবিলের মাথার ওপরের ঝাড়বাতিটা জ্বেলে দিল।

শীলার পরনে কোমর-ঝুল ওভারঅল। পুরুষের রঙজ্বলা নীল শার্ট, বহু-ব্যবহারে নরম বাকস্কিন ভেস্ট আর স্টেটসন। শেষের দুটি জিনিসের রঙ প্রায় এক। টুপি খুলতেই কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়ল এলো চুল, শ্যামলা ত্বকের পটভূমিতে গমের দানার মত হলুদ। অগোছাল কামরার ভেতর একবার নজর বোলাল সে, তারপর সুসানার দিকে ফিরে স্মিত হাসল।

'নোংরা হয়ে আছে,' কুণ্ঠিত সুরে বলল সুসানা। 'আমরা আজ বিকেলেই এসেছি কিনা।'

'নিশ্চয় খুব ভাল লাগছে ফিরে আসতে পেরে,' শীলার গলায় নিখাদ আন্তরিকতা ফুটল। ওদের দুজনকে সকৌতূহলে জরিপ করে লেন, উভয়ের আকাশ-পাতাল তফাত তাকে বিস্মিত করে। অতিথি হয়েও শীলাই বরং অনেক স্বচ্ছন্দ, সুসানা জড়সড়। অবশ্যি এর কারণও অনুমান করতে পারে সে। এ-তল্লাটে এতদিন সুসানাই ছিল রানী, শীলার মত একটা খেটে-খাওয়া মেয়েকে সে পাত্তা দেয়নি কখনো। কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে, সুসানা আর রানী নয়, স্রেফ ছোট একটি আউটফিটের মালিক, তাও শত্রু

পরিবেষ্টিত। ফলে সহজ হতে পারছে না।

লেন মুখ খুলল এবার, 'শীলার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে না হোসেফা?'

'আমি নিজেই করছি,' বলল সুসানা, অতিথির প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে ডাইনিং রুমের ভেতরে অদৃশ্য হল।

এবার চাপা গলায় শীলাকে জিজ্ঞেস করল লেন, 'কালির কথা আর কে জানে?'

'ডাক্তার পারকিনসন কথা দিয়েছেন, খবরটা ফাঁস করার আগে আমাকে তিনি দুঘণ্টা সময় দেবেন।'

'গুড।'

হঠাৎ লেনের খেয়াল হল শীলা এখনো দাঁড়িয়ে। মালপত্র সরিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল তাড়াতাড়ি কিন্তু ও বসল না। গ্লাভ দুটো টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি যাও, লেন।' তারপর কৌতূহলী চোখে তাকাল।

লেন আস্তে বলল, 'তুমি পুরুষের অনেক কিছু জান, শীলা, তাই না?'

'জিম ক্রু শহরে নেই। ফলে সে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না। সুতরাং বুঝতে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয় না, হয় কি?'

'না,' একমত হল লেন, বেরিয়ে গেল। বার্নে গিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে কোরাল পোলের গায়ে ঝুলিয়ে দিল সেটা। প্রভুর উপস্থিতি টের পেয়ে খড় থেকে মুখ তুলল রোয়ান, কাছে এল। ওর পিঠে সাজ পরাল লেন, তারপর লণ্ঠন নিভিয়ে রোয়ানকে বাইরে এনে বেঁধে রাখল শীলার ঘোড়ার পাশে।

শীলা আর সুসানা কিচেনে। ওদের কণ্ঠস্বর শুনে ডাইনিং রুমে ঢুকেই থমকে গেল সে। কথা বোঝা যায় না, কিন্তু নারীকণ্ঠের সুরেলা আওয়াজ ওর কানে মধু বর্ষণ করে, ভেতরকার নিঃসঙ্গতাকে জাগিয়ে তোলে। একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে, তারপর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। শীলার খাওয়া শেষ হয়েছে। সুসানা ওর মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে।

লেনের সাথে চোখাচোখি হল শীলার। ঝটপট উঠে পড়ে সে বলল, 'আমাকে ফিরতে হবে, সুসানা।'

সুসানা টেবিল ছাড়ল এবার, দেখল লেন দরজায় দাঁড়িয়ে, হাতে টুপি। সুসানার চোখে প্রশ্ন ফুটল। লেন বলল, 'আমি শীলাকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে যাচ্ছি সুসানা।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল সে। শীলা আর সুসানা বেরিয়ে এল। সুসানা হাত বাড়িয়ে দিল, শীলা গ্রহণ করল।

'এসেছ বলে ধন্যবাদ, শীলা। তুমি সত্যিই খুব ভাল বন্ধু।'

শীলা ধীর গলায় বলল, 'জান, কার্লির মৃত্যুতে আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না। বেঁচে থাকলেই বরং বেশি কষ্ট পেতে হত বেচারাকে।'

পোর্চের আরেক প্রান্তে ছায়া নড়ে উঠল একটা। অন্ধকার ফুঁড়ে বিল শেল এগিয়ে এল খালি পায়ে। 'কার্লির খবর কী, শীলা?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি তোমার কথা শুনেছি।'

'মারা গেছে।'

লেনের উদ্দেশে ফিরল বিল। 'আমি আসব, লেন?'

'না।'

ঠায় একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল বিল শেল, তারপর যেভাবে

এসেছিল তেমনিভাবে ফিরে গেল নিজের ঘরে। তবে ক্ষুব্ধ স্বরে শুধু বলল একবার, 'আমি বুঝলাম না তুমি লোক রেখেছ কেন?'

লেন জবাব দিল না।

সুসানা হতবিহ্বল গলায় বলল, 'ও এত রেগেছে কেন?' এবং লেন এবারও নিরুত্তর রইল।

শীলা বলল, 'বিলের ওটা কথার কথা, সুসানা। চলি, গুডনাইট।' পোর্চ থেকে নেমে পড়ল ও।

শীলাকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল লেন, তারপর নিজেও চাপল ঘোড়ায়। দেখল, সুসানা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'রাতটা আমি রিজ ক্যাম্পে থাকব, সুসানা। আসি।'

উঠন ত্যাগ করল ও আর শীলা, অল্পক্ষণের ভেতর প্রান্তরে এসে পড়ল, উভয়েই নীরব। বিল শেলের কথা ভাবছে লেন, আঁচ করতে চাইছে এভাবে আর কতক্ষণ টিকবে সে। বিল লাগামছাড়া মানুষ, সংযমে থাকা তার জন্যে বাস্তবিক কঠিন। ফলে ক্রমশ খিটখিটে হয়ে উঠছে, এবং আজ রাতের ঘটনাটা আরো ক্ষিপ্ত করে তুলেছে তাকে।

আচমকা কথা বলে উঠল শীলা, 'তুমি ওকে জানাতে ভয় পাও, লেন?'

'ওকে জানাতে?' লেন হতভম্ব।

'সুসানাকে। তুমি কোথায় যাচ্ছ সে-কথা বলতে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল লেন, তারপর প্রায় ফিসফিসে স্বরে বলল, 'হয়ত পাই।'

'এটা কিন্তু ঠিক না,' শীলা বলল। 'ওর জানার অধিকার আছে।

ও তোমার বস্।'

'তোমার কথাটা একটু শক্ত হয়ে গেল,' লেন আস্তে বলল।

'গোটা ব্যাপারটাই যে শক্ত, লেন। সুসানাকে জানতে তো হবেই শিগগিরই।'

একটুক্ষণ ভাবল লেন, তারপর ক্লান্ত সুরে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, শীলা। তবে এখন আর আমি ফিরছি না।'

বারো

ক্যানিয়নের মুখে দুই পাহারাদারকে পাশ কাটিয়ে রেড কেটস যখন বেল র‍্যাঞ্চে ঢুকল তখন রাত। বাংকহাউস অন্ধকারে ঢাকা। বিরাট বাড়িতে শুধু ফ্র্যাংকের অফিস-কামরায় বাতি জ্বলছে।

টাই রেইলের সামনে গিয়ে থামল রেড। ফ্র্যাংক দরজায় বেরিয়ে এল। হাই তুলতে তুলতে ভোঁতা আঙুল দিয়ে মাথা চুলকাল। 'জেস?' হাঁকল সে।

'আমি—রেড,' কেটস জবাব দিল।

বিদঘুটে একটা শব্দ করল ফ্র্যাংক, তারপর 'ভেতরে এস,' বলে ফিরে গেল অফিসে। রেড পিছু নিল, অন্ধকার থেকে আলোয় এসে চোখ কোঁচকাল।

'জর্জ আসেনি তাহলে,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল ফ্র্যাংক, চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুরে মুখোমুখি হল রেডের। অস্পষ্ট হাসল সে, রেডের নাকে ব্যাণ্ডেজ দেখে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল। 'আচ্ছা, ডাক্তার তোমার পুরো মাথাটাই বেঁধে দেয়নি কেন?'

'খুলে ফেললে আরো খারাপ লাগবে,' ঝাঁঝাল সুরে বলল রেড,

র-হাইডের চেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে। শার্টের পকেট থেকে সিগার বার করল ফ্র্যাংক, দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল গোড়াটা। পরক্ষণে হঠাৎ মেহমানের কথা মনে পড়ল তার। তাকেও একটা দিল সে, দেয়ালে চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে বসল আরাম করে।

সখেদে সিগারটা একবার দেখল রেড, পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'পরে খাব। নাকে ধোঁয়া সহ্য হয় না।'

'জর্জ কোথায়?' প্রশ্ন করল ফ্র্যাংক, সিগারের সামনে ম্যাচের কাঠি ধরল।

'তোমার সাথে সে আর নেই, ফ্র্যাংক।'

সিগার টানা বন্ধ করল ফ্র্যাংক আইভি, ম্যাচের শিখার ওপর দিয়ে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রেডের দিকে, তারপর সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

রেড বলে চলেছে, 'সুসানা আজ র‍্যাঞ্চে এসেছিল। এডের মৃত্যুর খবর দিয়েছে। আর তাতেই সরে দাঁড়িয়েছে ও।'

'দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে,' মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল ফ্র্যাংক, দেখল কেটসের হাসি কান ছুঁয়েছে। 'তোমাকে না-পাঠিয়ে, সে নিজেই আমাকে বলল না কেন?'

'তাকেই জিজ্ঞেস কর গিয়ে,' পরামর্শ দিল রেড।

মাথা নাড়াল ফ্র্যাংক, ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'জাহান্নামে যাক। আমি জানতাম এরকমই হবে একদিন।'

রেড কথা বলল না। ফ্র্যাংক, বিমনা, দূরের দেয়ালের পানে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, মুখ থমথমে, 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, রেড। জর্জ যেন আমার পথের কাঁটা হয়ে

না দাঁড়ায়।'

'দাঁড়াবে না।'

'তাহলে কিন্তু আমি তাকেও ভেঙে ফেলব।'

'আহ্, আমাকে গালমন্দ কর না,' রেড বলল ক্লান্ত সুরে।

'তুমি একটা বুড়ো হাবড়ার গোলামি কর,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ফ্র্যাংক।

রেডের সবুজ চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। 'আমার পেছনে লাগতে এস না, ফ্র্যাংক,' সতেজে বলল সে। 'জর্জের চাকরি করি, কিন্তু তাকে আমি পছন্দ করি না।'

সিগারটা ঠোঁটের কোণে ঝোলায় ফ্র্যাংক, হাত দুটো মাথার পেছনে নিয়ে বাঁধে। এখন সে সতর্ক চোখে জরিপ করছে রেডকে। আইভি জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে কেন?'

'তাহলে কী কেন?'

'বলছি তাহলে ওর চাকরি করছ কেন?'

বিরক্তি প্রকাশ করল রেড। 'নইলে খাব কী?'

'গাধার মত কথা বল না, রেড। আমি তোমাকে একটা চাকরি দিতেই চাইছি।'

এবার নিপট বিস্ময় ফোটে রেডের চেহারায়, ফ্র্যাংককে জরিপ করে সে। একবার মুখ খুলতে নিয়ে থেমে গেল, শেষমেষ বলল, 'ফোরম্যান?'

মাথা ঝাঁকাল ফ্র্যাংক। 'এডের পদ। এডের বেতন।'

চিন্তাচ্ছন্ন হল রেডের মুখ, তারপর একগাল হাসল সে। 'কেন নয়?'

'পাঞ্চারদের খবরদারি ছাড়াও আরো অনেক কাজ করতে হবে।'

রেড ঘাড় কাত করল। 'না পারলে, ইস্তফা দেব।'

উঠে হাত মেলাল ওরা, 'ভদ্রলোকের চুক্তি' সম্পাদন করে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। ফ্র্যাংক তার সিগারটা সাবধানে নামিয়ে রাখল ডেস্কের কিনারে, বলল, 'জু দিন দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসবে। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ওদের লড়াইটা দেখেছে এরকম কারো সাথে কথা বলা দরকার।'

ফ্র্যাংক বাঁকা হাসল। 'তার দরকার হবে না। বিল শেলকে আমি জানি।'

'বিল শেলকে,' খাদে নেমে গেল রেডের গলা, 'মরতে হচ্ছে। ও জানে না এখনো, তবে মরবে।'

'না,' তিরস্কার করল ফ্র্যাংক। 'মরছে লেন সয়্যার। সুসানা, বার্মা এদের শোধ আমি সয়্যারের ওপর তুলব।'

রেড চোখ কুঁচকে দেখে ফ্র্যাংককে। বেল মালিক তখন বলছে, 'জু ঠিকই জানতে পারবে সুযোগ না-দিয়ে এডকে খুন করেছে বিল। আমি চাইছি জু এসে খবরটা বলুক আমাকে। কারণ বিল শেল তখন পালাবে। আর ওর বদলে আমি সয়্যারকে খতম করব। জু পছন্দ করবে না ব্যাপারটা, কিন্তু কিছু করতেও পারবে না। খুনোখুনিটা সুসানাই শুরু করেছে, ফলে আমাকে কিছু বলতে হলে সুসানাকেও আটকাতে হবে ওর। আর এজন্যেই জু ভাববে, যা হবার, সমানে সমানে হয়ে গেছে।'

রেড মাথা ঝাঁকাল। 'পশ্চিমের আইন অনুযায়ী এতে দোষের কিছু নেই। এবং জু সেটা জানে।'

'আর ওই সয়্যারটাই,' ফ্র্যাংক বলল ধীরে ধীরে, 'যত নষ্টের গোড়া। ওকে শেষ করতে পারলেই সুসানার বিষদাঁত ভেঙে যাবে। ওকে আমি সুকৌশলে সরিয়ে দেব যাতে ক্রু আমাকে ছুঁতে না পারে। সুসানা—কী হল?'

দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়েছে রেড, বলল, 'কে যেন এল।'

দরজায় গিয়ে ফ্র্যাংক হাঁকল, 'কে, জেস?'

অন্ধকার থেকে একটা গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বার্চ নেলিস, ফ্র্যাংক।'

অন্ধকারের ভেতর পা রাখল ফ্র্যাংক, চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে, জেস।' নেলিসের অবয়ব স্পষ্ট হওয়া অবধি অপেক্ষা করল বেল মালিক, তারপর স্বাগত জানাল, 'হ্যালো, বার্চ। অনেক দূরে চলে এসেছ দেখছি।'

ঘোড়া থেকে নেমে হাতে-পায়ের খিল ছাড়াল বার্চ নেলিস, ফ্র্যাংকের কাছে এল। 'আমার যা পেট, তাতে পথটা একটু বেশিই,' টিপ্পনি কাটল সে, মাথা নাড়াল।

ফ্র্যাংক ভেতরে নিয়ে এল ওকে। রেড ইয়ার্কির সুরে বলল, 'বার্চ, তুমি আবার নিশাচর হলে কবে?'

'আজ রাতেই শুরু, আজই শেষ,' বার্চ জানাল।

থলথলে ভারি দেহখানা ফ্র্যাংকের চেয়ারে এলিয়ে দিল সে, ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল।

ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বিষই একটু চাখবে নাকি, বার্চ?'

'তোমার দয়া,' বলল বার্চ।

ডেস্কের নিচের ড্রয়ার খুলে উ্যইস্কির বোতল আর গ্লাস বার

করল ফ্র্যাংক। সবার জন্যে সুরা ঢালল। আর রেড দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে সকৌতূহলে তাকিয়ে রইল বার্চের দিকে। বার্চ বছরে একবারও স্পেশল ছেড়ে কোথাও নড়ে না। পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল ওরা। নিজের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ফ্র্যাংক। সেও এখন লক্ষ করছে বার্চকে। আর স্যালুন মালিক, গল্প বলায় যার সুনাম আছে, তার এই নতুন গুরুত্ব উপভোগ করে। টুপি খুলে কোটের আস্তিনে টাকের ঘাম মুছল সে, তারপর টুপিখানা আবার যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে ফ্র্যাংককে বলল, 'জানি না এতে তোমার কোন অসুবিধা হবে কিনা—তবে কালি ফ্যানস্টক আজ সন্ধ্যায় মারা গেছে।'

ফ্র্যাংকের ঘন ভুরুজোড়া উঁচু হল, অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে সে বলল, 'হবে। ভার্গ লি-র।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলে চেয়ারে হেলান দিল বার্চ, সুরার আমেজ উপভোগ করছে। 'আশ্চর্য। শীলা বার্ডকে দেখলাম সন্ধের বেলায় লিভারি স্ট্যাবলের ঘোড়ায় চেপে বাইরে যাচ্ছে। মনে হল, সময়টা বেড়াবার উপযোগী না। ঠিক কিনা?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ফ্র্যাংক। আড়চোখে রেডের দিকে তাকিয়ে বার্চ বোঝার চেষ্টা করল তার গল্প কদর পাচ্ছে কিনা। রেডও মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'তাই ডাক্তার পারকিনসন না-বেরোন অবধি অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম শীলার বাড়িতে।'

'ঢুকে পড়লে?' প্রতিধ্বনি করল রেড।

ধূর্ত হাসল বার্চ। 'বেশির ভাগ লোকেরই একটা চাবি থাকে

দরজার। আমি অনুমান করে নিলাম, শীলা নিশ্চয় তার-টা নিয়ে গেছে। সুতরাং খিড়কি খোলা রেখেই বেরোতে হবে ডাক্তারকে।' বাতাসে হাত খেলাল স্যালুন মালিক। 'তো গিয়ে দেখি, কার্লি মরে পড়ে আছে।'

ফ্র্যাংক বলল, 'ক্রু নিশ্চয় ফেরেনি এখনো?'

'ফেরেনি,' বার্চ জানাল।

ফ্র্যাংক একটা চক্কর মারল ঘরের ভেতর, বার্চের চেয়ারের সামনে এসে থামল। 'কিছু খেয়েছ, বার্চ?'

'না, ধন্যবাদ। লাগবে না। তবে তোমার ওই বিষ আরেকবার চাখব।'

'স্বচ্ছন্দে,' ফ্র্যাংক দিলদরিয়া। 'রাতটা বরং এখানেই থেকে যাও।'

রাজি হল না বার্চ, একচুমুকে সাবাড় করল অনেকটা উইস্কি, উঠে পড়ল।

অন্ধকারে ওকে মিলিয়ে যেতে দেখল ওরা। খানিক বাদে ফ্র্যাংক বলল, 'যাই, ভার্গকে খবরটা দিতে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল না রেড। তবে যখন খুলল, তার কথা প্রথমে প্রাসঙ্গিক মনে হল না। 'শীলা' কাকে খবর দিতে গেছে, ফ্র্যাংক?'

প্রশ্নটা বুঝতে একটু সময় নিল ফ্র্যাংক আইভি, বলল, 'বোধহয় সুসানাকে।'

'সয়্যারকে হবার সম্ভাবনা আরো বেশি,' ভিন্নমত পোষণ করল রেড।

সম্ভাবনাটা বিবেচনা করল ফ্র্যাংক, স্বগত সুরে বলল, 'তাহলে ভার্গকে এখনই পালাতে বলতে হয়।' পা বাড়াল বাংকহাউসের দিকে।

'দাঁড়াও, ফ্র্যাংক।' পিছু ডাকল রেড, নতুন মনিবের পাশাপাশি হল। জানালার আধো-আলোয় রেডের মুখখানা দেখতে পায় ফ্র্যাংক, চকচক করছে।

'লেন সয়্যারকে তুমি সত্যিই খুন করতে চাও?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে।

'আলবত,' সংক্ষেপে বলল ফ্র্যাংক।

'মনে কর ওকে পেয়ে গেছ মুঠোয়,' রেড বলল, তারপর ফ্র্যাংকের জবাব না-পেয়ে ব্যাখ্যা করল, 'আমরা যদি কালির কথা ভার্গকে জানাই এখন, লেন সয়্যারের নাগাল ফসকে পালাতে পারবে সে, ঠিক কিনা?' ফ্র্যাংক মাথা ঝাঁকাল, রেড বলে চলল, 'ধর সকালের আগে ভার্গকে কিছু বললাম না আমরা, তাহলে?'

'ট্র্যাক করে সয়্যার ধরে ফেলবে ওকে, এবং খুন করবে।'

'আর আমরা যদি ভার্গকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে আমাদের লোক আছে, অনায়াসে সয়্যারকে খতম করতে পারব আমরা।'

নিকষ অন্ধকারেও ফ্র্যাংকের দাঁত দেখা যায়। রেড নীরবতা বজায় রাখে। ফ্র্যাংকই বলল শেষমেষ, সবাই জানবে, 'গান ফাইটে মরেছে ওরা, ঠিক?'

'ঠিক,' রেড ঘোষণা করল। 'ও আমার, ফ্র্যাংক।'

'বেশ।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

ওয়েস্টার্ন

ক্রোধ ২

রওশন জামিল

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৬২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KRODH (Part Two)
By : Raoshan Jamil

ক্রোধ

(দ্বিতীয় পর্ব)

রওশন জামিল

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

শীলা আর লেন বিদায় নেবার পর রান্নাঘরে ফিরে গেল সুসানা, থালাবাসন ধুয়ে গুছিয়ে রাখতে রাখতে পোর্চের ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে লাগল। ক্রমশ মন্থর হয়ে এল তার কাজের গতি, থেমে গেল একসময়। সিংকের দিকে ঠায় চেয়ে থাকল সে। ভাবনাগুলো হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ কৌতূহলী এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। লিভারির কাউকে পাঠালে যেখানে চলত সেখানে কার্লির মৃত্যুর খবর দিতে শীলা বার্ডের সরাসরি চলে আসা একটু দৃষ্টিকটু বৈকি। তখন পোর্চে লেন বিল আর শীলার মধ্যে গোপন কোন ভাব বিনিময় হয়েছে যা সে বুঝতে পারেনি। আর এখন তার কথা ভাবতে গিয়ে কার্লিকে শীলার বাসায় নিয়ে তোলাটাও ওর কাছে গোলমেলে মনে হয়। প্রথমে সে ভেবেছিল এটা জিম ক্রু-র বুদ্ধি। আসলেও হয়ত ব্যাপারটা তা-ই, কিন্তু এর বাইরেও নিশ্চয় কিছু আছে। লেন শীলার খুব ঘনিষ্ঠ, সে জানত না একথা, আর এখন তা আবিষ্কার করে তার মনটা কেমন-যেন দমে গেল।

হাতের কাজ সেরে রান্নাঘরের বাতি নেভাল সুসানা, পোর্চে

বেরিয়ে ঝটপট অন্ধকার বাংকরুমের দিকে এগোল।

দরজায় পৌঁছে থামল সে, নরম গলায় ডাকল, 'বিল।'

তক্ষুনি সাড়া দিল বিল। 'আসছি।'

অল্পক্ষণের ভেতর হাজির হল সে, সুসানার পেছন পেছন পোর্চে চলে এল যাতে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। সুসানা ঘুরে মুখোমুখি হল ওর, জিজ্ঞেস করল, 'লেন কোথায় যাচ্ছে, বিল?'

দ্বিধা করল বিল, তারপর জবাব এড়াবার চেষ্টায় বলল, 'তোমাকে বলেনি ও?'

'না।'

'ভার্গ লি-কে শেষ করতে।'

খুব স্বাভাবিকভাবে কথাটাকে গ্রহণ করল সুসানা। আগেই বলেছিল লেন নিজস্ব উপায়ে এর বদলা সে নেবে। এতক্ষণে সেই উপায়ের স্বরূপ স্পষ্ট হল তার কাছে। কালির মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করেছে সে। যাতে তার এই কাজের পেছনে ন্যায়ের একটা ভিত্তি থাকে। তাই কি?

'জিম ক্রু কী করবে এক্ষেত্রে?' জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'কিচ্ছু না।'

'জানি এরকম সাজাই লি-র প্রাপ্য, কিন্তু এও তো ঠিক যে আমরা তাকে খুন করছি।'

'না,' আস্তে বলল বিল। 'এক্ষেত্রে ওই আইন খাটবে না, সুসানা। লি না-হয়ে কালির ওই অবস্থা অন্য কেউ করলে তাকেও মরতে হত। ক্রু এতে বাধা দেবে না। ক্রু শেরিফ, নচেৎ সে নিজেই গুলি করত ভার্গকে। পারলে আমিই করি।'

'বুঝেছি,' সুসানা বলল। 'ঠিক আছে। চলি, গুড নাইট, বিল।'

পোর্চ ছেড়ে অন্ধকারের মধ্যে আনমনে কোরালের দিকে এগোয় সে, নিজের ভেতরে চাপা অসন্তোষ অনুভব করে। লি-কে হত্যা করবে, লেন নিশ্চয় একথা শীলাকে জানিয়েছিল। তাই ও বাড়ি বয়ে কালির মৃত্যুর খবরটা দিয়ে গেছে। অথচ লেন তাকে, অর্থাৎ ওর মনিবকে এটা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কথাটা ভেবে সুসানার আঁতে ঘা লাগল। আর কোন মেয়ের সাথে লেনের মাখামাখি আছে কিনা এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, নিজেকে বলল সে। তাকে শুধু একটা ভাবনাই পীড়া দিচ্ছে: সিক্সটি সিক্সের ব্যাপারে লেনের পরিকল্পনার কথা তার চাইতে বাইরের এক মেয়ে বেশি জানে।

অবজ্ঞার সাথে সে ভাবল, পুরুষ সত্যি এক অদ্ভুত জীব। প্রায়শ তাদের আচরণে সঙ্গতি থাকে না। এখানেও তা লক্ষ করা যায়। এড বার্মাকে অন্যায়ভাবে খুন করেছে এ-সন্দেহে বিল শেলকে নজরে রাখছে লেন, যাতে জিম ক্রু প্রমাণসহ হাজির হলে তার হাতে ওকে সে তুলে দিতে পারে। আবার অন্যদিকে নিজেই রওনা হয়েছে ভার্গ লি-কে হত্যা করতে।

এক নিয়মে মানুষ খুন করা অন্যায়। আরেক নিয়মে শুধু বৈধই নয়, তাতে শেরিফের মৌন সম্মতিও আছে। জঘন্য ব্যাপার, সুসানা সক্ষোভে ভাবল।

হর্স ট্রাফের ওপর ঝুঁকল সে, ঠাণ্ডা পানিতে অলসভাবে আঙুল ডোবাল। ওর ভাবনা বারবার জিম ক্রু-র কাছে ফিরে আসছে। ওদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য, নিদারুণ বিরক্তির সাথে সুসানা

ভাবল, একটাই : বিপক্ষকে এমন কোন ভুলের ফাঁদে জড়ান যার ফলে তারা জিম ক্রু-র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। লেন, আইভি উভয়ের চিন্তা যখন এক তখন এ-ধারণার মধ্যে নিশ্চয় কোন ভিত্তি আছে। এবার ক্রু-কে অবজ্ঞা করতে সচেষ্ট হল সে। বুড়ো-হাবড়া লোক। একলা থাকে। বন্ধু বলতে কেউ নেই। বসে বসে বেতন নেয়। তারপর বাবার মুখে শোনা ক্রু-র বীরত্বের কাহিনীগুলো ওর মনে পড়ল। আরো মনে পড়ল সবাই ওকে কী রকম সমীহ করে। এবং সে বুঝল এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ না-থেকেই পারে না।

ক্র্যাংক আইভিকে তাহলে গাড্ডায় ফেলবার পথ খুঁজে বার করতে হয়। যাতে ক্রু-র সমর্থন সিক্সটি সিক্সের দিকে চলে আসে। একটা কোন পথ নিশ্চয় আছে, আর তা আবিষ্কার করতে হবে ওকে, কারণ সেই পথেই জয় তার দখলে আসবে।

এরপর, ধীরে ধীরে, বুদ্ধিটা খেলল তার মাথায়। শুরুতে ভাসা-ভাসা চিন্তার আকারে। তারপর ক্রমশ তা দানা বাঁধল। পানিতে সুসানার হাত স্থির হয়ে গেল। ফন্দিটার তাৎপর্য বুঝতে একটু সময় নিল সে, খুঁত বার করতে চেষ্টা করল। পেল না। দারুণ ঝুঁকি আছে এতে। তবে সফল হলে, সিক্সটি সিক্সের জয় অবধারিত। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা তার নিজের বুদ্ধি। লেন, শীলা বার্ড বা বাইরের অন্য কেউ এর কৃতিত্ব দাবি করতে পারবে না।

প্রায় মিনিট দশেক হর্স ট্রাফের সামনে পায়চারি করল সে। শেষমেষ বাড়ির দিকে তাকাল। বিল শেলের সিগারেটের আগুন

চোখে পড়ল তার, এগিয়ে গেল সেদিকে।

পোর্চের কাছাকাছি এসে নিচু গলায় সুসানা ডাকল, 'বিল, একটু শুনে যাও।'

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে সিগারেটটা হারিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। বিল নীরবে পিছু নিল ওর। ওয়াগন শেডের কাছাকাছি এসে থামল ওরা। স্প্রিং ওয়্যাগনটা বাইরেই পড়ে আছে এখনো। ওটার জিভে বসল সুসানা, একটু সময় দিল বিলকে সুস্থির হবার। ওকে এখন তার আপন মনে হয়, ওর উপস্থিতিতে সে আশ্বস্ত বোধ করে।

'বিল,' একসময় বলে সে, 'টম আর বেইলিকে কতটা বিশ্বাস করা যায়?'

'বেশি না। ওরা এখানে এসেছে স্রেফ আইভিকে ঘায়েল করার আশায়।'

'সে-সুযোগ ওরা পাবে—কিন্তু লেনকে এ-ব্যাপারে কিছু জানান চলবে না।'

'সেটা আলাদা কথা। অসুবিধে হবে না।'

'আগে আমাকে জানতে হবে লেন নয়, ওরা আমার বাধ্য।'

'ফ্র্যাংক আইভিকে আঘাত হানার পথ দেখাও, ওদের দিয়ে তুমি যা খুশি করিয়ে নিতে পারবে,' গম্ভীর গলায় বিল ঘোষণা করল।

আর সুসানা, কথাটা বিশ্বাস করে, নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল ওকে।

দুই

দিনের প্রথম আলো ফোটামাত্র ঘোড়া নিয়ে ফুটহিলসের আরো গভীর বনানীতে ঢুকে পড়ল লেন। রাতে ঠাণ্ডায় স্লিকার চাপিয়েছিল গায়ে, এখন খুলে ফেলল তা। জিন খসিয়ে রোয়ানকে পিকেট করল ভোরের পাণ্ডুর আলোয়, হাঁটু গেড়ে বসে স্লিকারটা স্যাডলের গায়ে জড়িয়ে বাঁধল। এরপর দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে গরম করে নিল শরীর, ঘুম-ভাঙা পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে সিগারেট বানাল।

কড়া তামাকের ধোঁয়া সুখদ এক ধাক্কা মারল ওর ফুসফুসে। ম্যাচের কাঠি নেভাল সে, আঙুলে ডলে পোড়া অংশটা ছাই করে ফেলল। তারপর ডানে এগোল, রিজের কাঁধ বরাবর।

একটা গাছের পেছনে উঠে এল সে। সাবধানে কোনা ঘুরে বসে পড়ল গোড়ালির ভরে, নিচের গাছপালায়-ছাওয়া খাড়া ঢাল আর তার ওপাশের প্রান্তরের দিকে তাকাল। সামনের সবকিছু এখন সমতল। ক্যানিয়নের শেষ প্রান্তে বেল র‍্যাঞ্চে ঢোকার পথটা দেখতে পাচ্ছে সে। ইংরেজি ভি হরফের আকৃতি নিয়ে

ছুটো ওয়্যাগন রোড যেখানে প্রবেশমুখের সাথে মিশেছে সেটাও চোখে পড়ছে।

এখন আর কোন তাড়াহুড়ো নেই তার। কিন্তু কৌতূহল আছে। শীলাকে ডাক্তার পারকিনসন মাত্র ছুঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন এগিয়ে থাকার। ওর ধারণা এর মধ্যে ফ্র্যাংক আইভির বন্ধুস্থানীয় সিগন্যালের কেউ একজন কালির মৃত্যুর খবরটা পৌঁছে দেবে এখানে। ফ্র্যাংক আইভি বোকা নয়। ভার্গ লি-কে সে পালাতে বলবে। আর যদি নেহাত মূর্খ না-হয়, লি পরিষ্কার বুঝতে পারবে তার পরিণাম। জিম ক্রু ধরে নিয়ে যাবে তাকে এবং আইভি সাহায্য করার সামান্যতম চেষ্টাও করবে না। ফলে এ-অবস্থায়, সময় থাকতে থাকতে, কেটে পড়াটাই সে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করবে। তবে রাতে সে এ-পথে যায়নি।

লেন জানে বেল হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোবার পথ শুধু এই ক্যানিয়ন। ইতিমধ্যে বেলা বেড়েছে। গাছে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট শেষ করেছে সে। সধৈর্যে তরাইয়ের ওপর নজর রাখছে।

বর্ণহীন রোদ হামা দিয়ে দ্রুত রওনা হল ঢালের নিচে, লেনকে ছুঁয়ে প্রান্তরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবার ক্যানিয়নের মুখে দুজন রাইডারকে দেখল সে। প্যাক হর্স রয়েছে ওদের সাথে। লোক দুটোর একজন লি। আরেকটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল লেন। ওটা শেষ হতে হতে, দুই ঘোড়সওয়ার পুবের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে হারিয়ে গেল। লি তাহলে পুবের রাস্তায় বেঞ্চ থেকে সিগন্যাল ব্রেকের দিকে যাচ্ছে। ফেডারেলস হয়ে সে বেরোতে

চাইছে না জিম ক্রু-র সামনে পড়ার ভয়ে। দ্বিতীয় লোকটার উপস্থিতি লেনকে ধাঁধায় ফেলে দিল। ও নিশ্চয় পার্টনার বা বন্ধু নয়। কালিকে যেভাবে মেরেছে এরপর আর লি-র বন্ধু হবে না কেউ। তাছাড়া, এখন কোন লোক ওর পক্ষ নেবার সাহস পাবে না। এতে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। বরং এমন হওয়াই স্বাভাবিক, লি-র কাজের প্রতিদান হিসেবে ফ্র্যাংক আইভি একজন পাহারাদার দিয়েছে, যাতে ব্রেক অবধি সে নিরাপদে যেতে পারে। ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল লেন, সাজ পরাল। পরিস্থিতি বিচার করল। দ্বিতীয় লোকটা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে তাকে। এক মুহূর্তের জন্যেও ওর কথা ভুলে গেলে চলবে না।

স্যাডলে চেপে ফুটহিলস ধরে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল সে। বেল ক্যানিয়ন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে, প্রান্তর মাড়িয়ে পুবে এগোল। রিজের মাথায় উঠল এক ঘণ্টা বাদে, বহুদূরে কালো কালো বিন্দুর মত তিনটে অবয়ব দেখতে পেল, লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে এখনো পুবে যাচ্ছে। লেন এগিয়ে চলল আবার।

তবে এখন মোটামুটি দক্ষিণ ঘেঁষে এগোচ্ছে। লক্ষ্য, ব্রেকের পুব সীমানার সবচেয়ে কাছের গাছপালা। সে জানে লি এবং তার সঙ্গী ব্যাক ট্রেইল জরিপ করতে জঙ্গলের কিনারে থামবে, তাই নিজে আগেভাগে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে চাইছে।

ঘণ্টা দুয়েক পর উপস্থিত হল সেখানে, ঝটপট একটা ক্যাটল ট্রেইল খুঁজে নিয়ে উত্তর-পুবে এগোল। নাগাড়ে এগিয়ে চলে সে। গম্ভীর ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে, এই উটকো

ঝামেলায় মজা পাচ্ছে না। কিন্তু কাজটা জরুরি, এবং রীতি অনুযায়ী এ-দায়িত্ব তার কাঁধে চেপেছে। রীতিটাই এখানে আসল। ফলে সে যেমন ক্রু-কে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলতে পেরেছে, তেমনি লি-কে সাবধান করে দিয়ে আইভিও সচেষ্ট হয়েছে নিজের হাত পরিষ্কার রাখতে।

মাঝ-বিকেলের কোন এক সময়ে পুবমুখী একটা ট্রেইলের দেখা মিলল। এখানে ঘোড়া থামিয়ে নামল লেন, ট্রেইল জরিপ করল। তিন ধরনের ট্র্যাক রয়েছে। প্রত্যেকটার ছবি মাথায় গেঁথে নিল। বিশেষ করে প্যাক হর্সের নালের ছাপগুলো।

এরপর পুবে এগোল লেন সয়্যার। ট্রেইল পার হচ্ছে না, তবে মাঝে-মধ্যে সাবধানে ফিরে আসছে রাস্তায়। খানিক বাদে আচমকা ভেঙে গেল প্রান্তর। বনানীও পাতলা হয়ে এল। সামনে আর নিচের ছড়ান-ছিটান গাছপালার ফাঁক দিয়ে লেন দেখল এখান থেকে শুরু হয়েছে ব্রেক। কালচে অনুর্বর জমি, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত মাটির ঢিবি আর তালগোল-পাকান পাথরের স্তূপ।

ঘোড়া থামিয়ে ধীরেসুস্থে সামনের এলাকাটা জরিপ করল সে। ব্রেক তার অপরিচিত। তবে অভিজ্ঞ মানুষ ঠিক বুঝতে পারবে লি কীভাবে পালাতে চাইছে। ক্রমশ দুর্গম হয়ে দক্ষিণে চলে গেছে এই অঞ্চল। ওদিকেই মরমন সিংকসের ঊষর এলাকা। উত্তরের বসতিগুলো এড়িয়ে চলবে লি এবং সিগন্যালের সাথে যথেষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্যে দক্ষিণের জনবিরল এলাকার দিকে যাবে। লেনও সেইভাবে তার পথ বাছাই করল।

লি'র ট্রেইল অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠে না। একেবারে ফাঁকা

এলাকা এটা। ট্রেইলগুলো বিপজ্জনক, অ্যামবুশের উপযোগী। তাছাড়া নরম মাটিতে ওর ঘোড়ার ট্র্যাক রয়ে যাবে। লি ব্যাক ট্রেইল করলে সেগুলো তার চোখে পড়বেই।

ঘুরপথে রওনা হল লেন। মাইল খানেক ভাটিতে রিম থেকে নামার রাস্তা পেয়ে ঝটপট তরাইতে নেমে গেল। বিকেলের শুরুতে মরা একটা ঝরনার পাথুরে তলদেশ ধরে পুবে এগোল সরাসরি, আবার দেখা পেল ট্রেইলের। পরিষ্কার ট্র্যাক রয়েছে এখানে। সোজা দক্ষিণে এগিয়েছে। ঝরনার পাথুরে বুক ঘোড়ার পায়ের ছাপ লুকিয়ে রাখবে এ-আশায় এবার ট্রেইলের ওপাশে গেল সে, ফের দক্ষিণে মোড় নিল।

বেলা এখন পড়ে এসেছে। আকাশে আসন্ন গোধূলির সাজ, নিচে গিরিখাত আর ক্যানিয়নে তার বিচিত্র ছায়া। দিনের গরম কিঞ্চিৎ দূর হওয়ায়, পাখিরা উড়তে আরম্ভ করেছে আবার। আর লেন এখন ওদের দেখছে। দূরে পশ্চিম আকাশ থেকে শোঁ করে নিচে নেমে এল একটা বাজপাখি, কী যেন দেখে নিয়ে ফের উড়াল দিল। ছায়ারা যখন দীর্ঘ হল লেন লক্ষ করল পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে। পানি আছে ওদিকে কোথাও, অনুমান করল সে, ঘোড়া ছোটাল। ছোট ছোট জীবজন্তুও এখন পাখিদের অনুসরণ করছে।

ট্রেইলে আরেকবার নজর বোলাবার উদ্দেশ্যে একটু বাদে সোজা পশ্চিমে এগোল লেন। যখন দেখা পেল ওটার, জরিপ করল মাটিতে নেমে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল একজন রাইডার অনুপস্থিত। চোখা হয়ে ওঠে ওর কৌতূহল। দ্বিতীয় রাইডার

ফিরে গিয়ে থাকতে পারে। কিংবা হয়ত ব্যাক ট্রেইল জরিপ করতে গেছে। আবার, প্রথম লোকটাকে রক্ষা করার জন্যে অন্য পথেও পানির দিকে রওনা হয়ে থাকতে পারে।

দ্রুত মনস্থির করে ফেলল লেন। ফিরতি পথ ধরল ট্রেইলে উঠে, দৃষ্টি সজাগ। অবশেষে সেই জায়গায় পৌঁছল যেখানে দ্বিতীয় লোকটা বিদায় নিয়েছে। কিছুদূর অনুসরণ করে যখন বুঝল বাড়ির দিকে যাচ্ছে সে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে লেন আবার দক্ষিণে এগোল। এখন সে জানে, সামনে পানির কাছে রয়েছে লি। একা।

সন্ধে ঘনাচ্ছে। এবার নরম মাটির ওপর দিয়ে খানিকদূর এগোল লেন। তারপর সহজাত সতর্কতাবশত স্যাডল থেকে নেমে পিকেট করল ঘোড়াটাকে, পায়ে হেঁটে রওনা হল।

সামনে প্রান্তর ভাঙা। ডানে মোড় নিল সে, সন্তর্পণে এগোল। মিনিট কয়েক পর খাড়া একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠল। ওখান থেকে ওপাশের কয়েকশ গজ এলাকা দেখা যায়। ছোট ছোট মাটির ঢিবি চোখে পড়ল তার। তবে ওইসব ঢিবি আর ওর মাঝখানে রয়েছে পেয়ালামত একটা জায়গা। ওটাই, সে ধারণা করল, ওঅটর হোল।

ডান দিক ঘেঁষে এবার আরো সাবধানে এগোল লেন। যখন সামনের শেষ ছোট্ট রিজটা দেখতে পেল তখন বুকে হেঁটে উঠে গেল চড়াইয়ের কিনারে, টুপি খুলে ফেলল। নড়াচড়া করে না সে, কেবল শোনে। অল্পক্ষণের ভেতর একটা আওয়াজ ধরা পড়ল তার কানে, বুঝল মাটিতে পা ঠুকে ঘোড়া মাছি তাড়াচ্ছে।

আরেকটু ওপরে উঠল সে, ওপাশে তাকাল। বড়সড় অবতল

একখণ্ড জমি। ঠিক মাঝখানে ডিম্বাকৃতির জলাশয়, তার পানিতে উজ্জ্বল নীলাকাশের প্রতিফলন। ডানে, পানির দিকে পেছন করে, পাশাপাশি দুটো ঘোড়া দাঁড়ান। আর এর সামান্য তফাতে একটা বেডরোল আর দুটো স্যাডল মাটিতে পড়ে।

পানির কিনারে হাঁটু গেড়ে বসে এক লোক। পাশেই তার টুপি রাখা। লোকটা পরনের শার্ট খুলতে ব্যস্ত। খালি গা হতেই আধো-অন্ধকারে তার চওড়া সাদা পিঠ ঝলঝল করে উঠল। ওই লোক ভার্গ লি।

হোলস্টারের ফিতে সরাল লেন। রিজ টপকে মন্থর গতিতে নেমে গেল জলাশয়ের দিকে। একটা ঘোড়া ঘাড় ফেরাল ওকে দেখবে বলে। লেন তার উপস্থিতি গোপন করবার কোন চেষ্টাই করল না।

ও দেখে শার্টটা নামিয়ে রাখার জন্যে নড়ে উঠল লি-র হাত। তারপর হঠাৎ থেমে গেল মাঝপথে এবং লি মাথা তুলে কান খাড়া করল।

থামল লেন, বলল, 'উঠে দাঁড়াও, ভার্গ,' অন্ধকারে ওর গলা অস্বাভাবিক রকমের জোরাল শোনায়।

এবার চকিতে কাঁধ ফেরাল লি, এবং চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা। শার্টটা ছেড়ে দিল লি-র হাত, নিঃশব্দে ওটা পড়ে গেল।

লেন ধৈর্য ধরে, লি-কে সাহস সঞ্চয় করার সময় দেয়। উভয়েই জানে বাঁচার তাগিদে এখানে মরিয়া একটা চেষ্টা ভার্গকে করতেই হবে। লি-র লম্বাটে মুখে যুগপৎ ভয় আর হতাশার ছায়া। আগের

মতই সে হাঁটু গেড়ে বসে, সতর্ক কিন্তু নড়াচড়া করছে না।

লেন বলে, 'আমি কিন্তু আর বলব না। উঠে দাঁড়াও তুমি।'

লি-র ডান কাঁধের পেশিগুলো ঝাঁকি খেল আচমকা। লেন পিস্তলের দিকে হাত নামাল। লি ঝাঁপ দিল একপাশে, উপুড় হয়ে পড়ল নুড়িপাথরের ওপর, ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল। কাত হল সে। ঝটপট পিস্তল বার করে গুলি ছুড়ল। লেনের বুলেট বাতাস কাটল ওর মাথার ওপর দিয়ে। লি গুলি ছুড়ল আবার। এটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। এবার পিস্তলের মাছিতে ভার্গের পা দেখতে পেল লেন, তারপর ওর প্রশস্ত পিঠ। নিশানা আরেকটু ওপরে ওঠাল সে, ট্রিগারে চাপ দিল।

নিজের পিস্তলের আওয়াজই কেবল শুনতে পেল লেন। দেখল থরথরিয়ে কাঁপছে লি-র শরীর। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। ওর গলা আর কাঁধ যেখানে মিলেছে সেই জায়গায় বালুতে ধীরে ধীরে লাল একটা পুকুর সৃষ্টি হচ্ছে।

অস্বস্তিভরে নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া। তারপর কবরের নিস্তব্ধতা নামল। লি-র প্রাণহীন দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়াল লেন। এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে নিজের বুকের ধুকপুক। বুঝতে পারছে তার সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে আছে।

হঠাৎ নতুন একটা আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ওটা। রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ। কোনদিকে না-তাকিয়ে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে লাফিয়ে আগে বাড়ল সে। দুকদমও যায়নি এমন সময় কড়াৎ করে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ভয়ে চিঁহি স্বরে গলা ফাটাল কাছের ঘোড়াটা, সামনের দুই পা

তুলে দিল আকাশ পানে। তারপর টাল সামলাতে না-পেরে পেছনে উল্টে পড়ল। ঘোড়াটাকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করল লেন। পারল না। ছিটকে পড়ল মাটিতে, ধাক্কার চোটে ওর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল।

গড়ান দিয়ে হাঁটুর ভরে বসল সে। শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে। গুলিতে আহত ঘোড়ার ছটফটানি শুনতে পাচ্ছে। এবার আড়াল নেবার জন্যে দ্বিতীয় ঘোড়াটার দিকে ডাইভ দিল সে। ওটা ইতিমধ্যে লাফঝাঁপ শুরু করেছে ভয়ে, পিকেটের দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে।

আরেকটা বুলেট ছুটে এল। হিসেব করে মারা। এ-ঘোড়াটাও কাত হয়ে পড়ে গেল লেনের গায়ের ওপর। আবার ভারসাম্য হারাল সে; তবে-ঘোড়ার শরীর মাটি স্পর্শ করবার আগেই সরে গেল ওটার নিচ থেকে। পরক্ষণে ঝাঁপ দিল ঘোড়ার পেছনে আশ্রয় নেবার জন্যে। মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ওর শরীর, মনে হল হাড়গোড় বুঝি গুঁড়িয়ে গেছে।

কাত হয়ে পড়ে আছে ঘোড়াটা। পাশেই লেন সটান শুয়ে। মুখ ধুলোয়, নিশ্বাস নেবার সময়ে নাকের ভেতর বালু ঢুকে যাচ্ছে। পরের গুলিটা যখন বিঁধল ঘোড়ার গায়ে তখনো ওটা সমানে পা ছুড়ছিল। ঘোড়ার কেশর ধরে আরেকটু কাছে সরে গেল লেন। ধুলোয় শরীর মিশিয়ে দিয়ে প্রাণপণ প্রয়াস পেল নিজেকে শান্ত করবার। পিস্তলের বাঁটের ওপর চেপে বসেছে ওর হাত, ব্যথা লাগছে। নিশ্বাসের সাথে ঘোড়ার গায়ের বোঁটকা গন্ধে পেট গুলিয়ে উঠছে।

পরবর্তী গুলিটা যখন হল ঘোড়ার দাপাদাপি থেমে গেছে। বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল লেন, ঘোড়ার আরো কাছে সরে গেল। এখন তার মাথায় একমাত্র চিন্তা, রাইফেলধারী আর নিজের মাঝখানে মরা ঘোড়ার আড়ালটা বজায় রাখা। তারপর যখন একটু ধাতস্থ হল সে, বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করল।

ধীরে ধীরে কাত হল সে। আবার ছুটে এল গুলি, একরাশ কাঁকড় ওড়াল। লেন আবার সেঁটে গেল ঘোড়ার গায়ে। সাবধানে নজর বোলাল আশপাশে। দেখল পেছনের চড়াইটা এতই খাড়া, গুলি এড়িয়ে টপকান যাবে না।

সে জানে এখান থেকে তাকে পালাতে হবে। রাইফেলধারী যদি আর কিছুক্ষণ এভাবে আটকে রাখতে পারে তাকে, ঘুরে তার পেছনে চলে আসার সুযোগ পেয়ে যাবে সে। ঠাণ্ডা মাথায় ঝুঁকির পরিমাণ বিচার করল লেন। বুঝল এটাই তার একমাত্র পথ। পরবর্তী গুলির অপেক্ষায় রইল সে। একবার গুলি করার পর আবার বোল্ট টানতে একটু সময় লাগবে অদৃশ্য আততায়ীর। আর ওই সময়টুকুরই সদ্ব্যবহার সে করবে। এবারের বুলেটটা ঘোড়ার ঘাড়ের নিচে এসে বিঁধল। পরক্ষণে হাঁটুর ভরে উঠে বসল লেন, গজ কয়েক তফাতে জলাশয়ের কিনারে পড়ে-থাকা অপর ঘোড়াটার উদ্দেশে ডাইভ দিল। মাটিতে পড়ার সময়ে মুহূর্তের জন্যে রাইফেলধারীর টুপির কিনারা দেখতে পেল সে, রিজের মাথার ওপরে জেগে রয়েছে। ফের গর্জে উঠল রাইফেল, তবে দেরিতে। এখনকার জায়গাটা ভেজা। লেন টের পায় ঘোড়ার উষ্ণ রক্ত শার্ট চুঁইয়ে তার গা স্পর্শ করছে।

লেন জানে সে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। রাইফেলধারী রাত নামার অপেক্ষায় থাকবে না। আইভি ফাঁদ পেতেছে, আর সে অন্ধের মত পা দিয়েছে তাতে। বাস্তবতাকে মেনে নেয়ায় মাথা খাটান এবার অনেক সহজ হয় ওর পক্ষে। ঘোড়ার পিঠে পাঁজর ঠেকিয়ে পড়ে থাকে সে, দুপাশেই নজর রাখে। ধীর লয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সময় আর সেই সাথে গাঢ়তর হচ্ছে অন্ধকার। লেন বুঝতে পারছে এভাবে শুয়ে থাকলে বিপদ বরং বাড়বে। তার এখন নড়াচড়া করা দরকার।

এখন আর কোনরকম রাগ বোধ করছে না সে। পিস্তলে দুটো গুলি ঢোকাল যাতে সবগুলো চেম্বারই ভরা থাকে। লেন দেখতে পায় অন্ধকার জমাট বেঁধেছে আগের চেয়ে। ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে পা জাগাল সে, কোন বুলেট ছুটে এল না। আততায়ী হয়ত আরো সময় নিতে চাইছে। অথবা রিমের এপাশে সরে আসছে।

লেন আর দেরি করল না। উঠে দাঁড়াল তড়াক করে, ঘোড়াটাকে টপকাল। বাঁ দিকে রিমের মাথায় একটা লোককে চোখে পড়ল। অন্ধকারে ভূতের মত লাগছে। সোজা ওর পানেই সে ছুটল। গুলি করল দুবার। দেখল কাঁধের কাছে রাইফেল তুলছে লোকটা, মাজলের মাথায় একঝলক আগুন জ্বলে উঠল, পরক্ষণে কী যেন সজোরে আঘাত করল ওর গায়ে। সে মাটিতে পড়ে গেল। দ্রুত উঠে পড়ল লেন, আবার ছুটতে শুরু করল। দেখতে পেল ফের গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু তার আগেই সে পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল। রিমের পেছনে অদৃশ্য হল আততায়ী। লেন এখন চড়াইয়ে উঠে পড়েছে, জানে তার গুলিতে

ইতিমধ্যে না-মারা গিয়ে থাকলে, লোকটা তৈরি হয়ে বসে থাকবে রিমের ওপাশে। তবু থামল না সে, শুধু কুঁজো হল সামান্য। রিমের কিনারে পৌঁছে ঝাঁপ দিল, পিস্তল সামনে রেখে।

রাইফেলটা যেন প্রায় ওর মুখের ওপরেই গর্জে উঠল। ওটার আগুনের ঝলকে অন্ধ হয়ে গেল সে, বুলেটের ঘায়ে একরাশ পাথরকুচি এসে লাগল মুখে। থপ করে উপুড় হয়ে মাটি স্পর্শ করল লেন, তারপর অন্ধ আক্রোশে গুলি ছুড়তে লাগল সমানে, চেম্বার খালি করে ফেলল। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কোন সাড়া আসে না। এক সেকেণ্ড নিশ্চল পড়ে রইল লেন, তারপর বার কয়েক চোখ পিটপিট করে তাকাল ঝাপসা দৃষ্টিতে। মাত্র ছফুট দূরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক লোক।

হাঁটুর ভরে উঠতে চাইল লেন। পারল না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ব্যাপারটা রাগিয়ে তুলল ওকে। আবার চেষ্টা করল, কিন্তু এবার উঁচুও হতে পারল না। বোকা বনে গেল সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সামনের ওই লাশটার দিকে। লোকটা রেড কেটস।

একটু বাদে হাতের ভরে ওঠার প্রয়াস পেল লেন। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সে হাত নাড়াতে পারছে না। পিস্তল-ধরা হাতটা ঠিক আছে; কিন্তু বাঁ বাহুতে জোর নেই, অসাড় হয়ে গেছে। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল সে, টের পেল বুক আর পেটে গরম আঠার মত কী যেন চটচট করছে। শার্টের ভেতর হাত ঢোকাল লেন। কাঁধ স্পর্শ করতেই ব্যথা অনুভব করল। রক্ত বেরোচ্ছে দরদর করে, গোটা কাঁধে-প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে, পা ফাঁক করে টাল সামলাল। রক্তের ধারা নেমেছে শরীরের একপাশ দিয়ে, পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ লেন দারুণ পিপাসা বোধ করল। রেডের কাছে গেল, লোকটাকে দেখল একমুহূর্ত, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল বেয়ে রওনা হল নিচের জলাশয়ের উদ্দেশে। আশ্চর্য, প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু সোজা রাখতে তার কষ্ট হচ্ছে। যখন পৌঁছল পুকুরের কিনারে, উবু হয়ে বসল সে। সামনে ঝুঁকে পান করার সময় টের পেল এখন তার গলা বেয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে পানিতে।

পুকুরপাড়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে। হাত রাখল কাঁধে। নিমেষে যেন আগুন ধরে গেল গায়ে। ব্যথায় লেন চোখ বুজল। তারপরই এ-ব্যথাই বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে। নাগাড়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে। শার্ট ছেঁড়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সামান্য নড়াচড়াতে ব্যথা এত বেড়ে গেল, বাধ্য হয়ে হার মানল। ভাবতে লাগল আর কীভাবে রক্তপাত বন্ধ করা যায়।

একসময় উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। লি-র বেডরোল পড়ে আছে যেখানে এলোমেলো পায়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল সে। যা আশা করেছিল, ভেতরে খাবারের থলে আছে। আর সেই থলের মধ্যে ছোট্ট আরেকটা থলেতে সামান্য ময়দা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো ময়দা বার করে আনল সে, কলার-বোনের ঠিক নিচেই ক্ষতের মুখে লেপে দিল।

এরপর ব্যাণ্ডেজের আশায় আশপাশে তাকাল, হঠাৎ করেই মনে পড়ল রেডের নাকে পরিষ্কার একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। ময়দার থলেটা তুলে নিয়ে রেডের কাছে ফিরে চলল সে, প্রচণ্ড

অবসাদে পথে থামল দুবার। যখন উপস্থিত হল গন্তব্যে, টেনে চিত করল রেডকে, ওর নাক থেকে ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে নিল। এবার ক্ষতস্থানে ময়দার প্রলেপ লাগাল পুরু করে। বেশিটাই আটকে রইল রক্তের সাথে এবং ক্ষরণ রোধ করল। প্লাস্টার কাজ করছে এ-ব্যাপারে যখন নিশ্চিত হল, ব্যাণ্ডেজটা সে জড়িয়ে নিল ক্ষতের ওপর। তারপর রেডের শার্টের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে ওই ব্যাণ্ডেজের ওপর রাখল, সবশেষে জামার বোতাম লাগাল।

এবার একটু আরাম করে বসল লেন সয়্যার। ভাল হাতটা হাঁটুর ওপর রেখে মাথা রাখল তার ওপর, চোখ বুজতেই হাজার হাজার লাল-নীল তারাবাতি নেচে উঠল পাপড়ির পেছনে। এখন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তার কাঁধ। দাঁতে দাঁত চাপল সে।

ওই ব্যথার ঘোরেই লেন ভাববার প্রয়াস পেল। প্রথম কাজ ঘোড়ার কাছে পৌঁছান। দ্বিতীয়, স্যাডলে ওঠা যা এখন তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে। তৃতীয় কাজ, এই জখমের চিকিৎসা করান। আর এখানেই, নিজের অজ্ঞাতসারে, শীলা বার্ডের কথা ভাবল সে।

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়াল লেন, এবং সেই শক্তি তাকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তার ঘোড়ার কাছে। জায়গামত পৌঁছে কখন পড়ে গেল সে বলতেও পারবে না, চেতন হল পায়ে রোয়ানের নাকের ঘষা খেয়ে। নড়াচড়া করতেই যেন লক্ষকোটি সুচ ফুটল গায়ে, চোয়ালে চোয়াল ঘষে সে একঝটকায় উঠে বসল। বহু কসরতের পর ঘোড়াকে ফেরাল নিজের দিকে, এক হাতে রেকাব ধরে পা সোজা করল আস্তে আস্তে, স্যাডলের ওপর শরীর ছেড়ে দিল।

বিশ্রাম নিয়েও যখন আরাম হল না এতটুকু, আবার সে ঘোড়ায় চড়বার প্রয়াস পেল। সহজেই ধরতে পারল হর্ন, রেকাবে পা রাখতেও অসুবিধে হল না। কিন্তু পা ওর ভর নিতে চাইল না। একবার চেষ্টা করল, পড়ে যাবার দশা হল। দ্বিতীয়বারে যখন ব্যর্থ হল, অনেক ভেবেও লেন কূলকিনারা করতে পারল না চেষ্টাটা সে কল্পনায় করেছে না শারীরিকভাবে। এখন খানিক আগের কথাও মনে করতে তার কষ্ট হচ্ছে। ঘোড়াটা অস্থির হয়ে উঠেছে, এভাবে ঘুরতে শুরু করেছে যেন প্রভুকে ফেলে দেবে।

শেষমেষ, হর্ন থেকে যখন পিছলে আসতে লাগল হাত, লেন বুঝল এক্ষুনি যা হয় একটা কিছু করতে হবে তাকে। আর নয়ত এখানেই পড়ে থাকতে হবে সাহায্যের আশায় এবং তা আদৌ আসবে না। মরিয়া একটা চেষ্টায় নিজেকে উঁচু করল সে, পেটের ভরে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ল স্যাডলের ওপর। হর্নের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল বাহু, ব্যথায় লেন আর্তনাদ করে উঠল।

আর এ-ব্যথাই এমন এক উন্মত্ত অবস্থায় পৌঁছে দিল তাকে, যার শক্তিতে পা ওপাশে নিয়ে গেল সে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে স্যাডলের ওপর নেতিয়ে পড়ল। তবে জ্ঞান হারাল না, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রেইল ধরল।

তিন

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করল লিংক টমস, ব্রাশ কোরালে গিয়ে দেখে এল ঘোড়া ছয়টা আছে কিনা। এরপর গতরাতের মরা আগুনের পাশে বসে ঠাণ্ডা রুটি আর কুসুম-গরম কফি খেল। ভোরের ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে এই হর্স ক্যাম্পে। গায়ে কম্বল জড়িয়ে নিল লিংক। নাস্তা সেরে দিনের প্রথম সিগারেট ধরাল, টানতে লাগল আয়েস করে। এবারের এই স্কাউটিংয়ে আশাতীত ভাল ফল পেয়েছে সে। সুসানার সাতটা ঘোড়ার মধ্যে ছয়টা জড় করতে পেরেছে। ওগুলোই এখন আছে ব্রাশ কোরালে। সাত নম্বরি-সম্ভবত ফুট হিলসের ওপরে সল্ট মিডৌতে চরছে। ওটা একটা গোল্ডেন বে, সুসানার নেহাত অপছন্দের ঘোড়া। লিংক জানে ওই ঘোড়া ধরা সহজ হবে না। অবশ্যি সেই অর্থে কোনটিই সহজ হয়নি। ভাগ্যিস পেছনের সপ্তাহগুলোয় সে সজাগ ছিল, নইলে রাউণ্ড-আপ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। দুটো বাদে, সুসানার আর ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল ফেডারেলসের তৃণভূমিতে। সেখানেই এতদিন মহানন্দে চরছিল ওরা।

মুখটান দিয়ে সিগারেটটা মাটিতে ঘষে নিভিয়ে ফেলল লিংক, ছাইয়ের গাদায় নিক্ষেপ করল। বেডরোলের ভেতর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ঢুকিয়ে একটা গাছের গোড়ায় লুকিয়ে রাখল সেটা, তারপর ওর পিকেট-করা ঘোড়ার কাছে গেল।

আধো-আলোয় ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল সে। শীতে কাঁপছে অল্পবিস্তর। নিঃসঙ্গতা দূর করতে শিস বাজাচ্ছে আপনমনে। ডি বারের গড়পড়তা কর্মচারিদের তুলনায় লিংক টমসের বয়স অনেক কম। এখনো নিজেকে ওদের সমান ভাবে না। শিক্ষানবিসি করছে সে, আর এই কাজকর্ম তার বেশ পছন্দের। ফলে সারা বেলা কেটে যায় কাজে-কাজে, বেঞ্চের ঘটনাবলি তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। সব তরুণের যেমন থাকে, লিংকেরও স্বপ্ন আছে। কোন-একদিন, স্বপ্ন দেখে সে, নিজের বাথান গড়ে তোলার জন্যে ছুটি নেবে রেড কেটস। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন বুশ, কিছু করার আগে সুসানার পরামর্শ নেবেন। তখন কোন-এক সকালে সুসানা কর্মচারিদের ডেকে বলবে, 'শোন, আজ থেকে এই লিংক তোমাদের ফোরম্যান। এখন থেকে ও-ই তোমাদের কাজকর্মের নির্দেশ দেবে।'

এটা নিছক স্বপ্ন। কখনো কখনো সুসানার কথাগুলো বদলে দেয় লিংক। অথবা স্থানকাল ভিন্নভাবে সাজিয়ে নেয়; তবে সুসানা সর্বদাই উপস্থিত থাকে স্বপ্নে এবং সে-ই হয় তার মনিব। কিন্তু আজ সকালে স্বপ্নটা নিখুঁত হল না। বলতে কি, গত কিছুদিন ধরেই হচ্ছে না। যেদিন বিকেলে সুসানার মালপত্রসহ ওই মেক্সিক্যান আয়াকে সে রেখে এল সিঙ্কটি সিক্সে সেদিন থেকে তার

স্বপ্নের এই অপূর্ব রাজ্যটি কেমন-যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বাংকহাউসের আড্ডা, যা এরই মধ্যে অবিশ্বাস করতে শিখেছে সে, বলছে সুসানা আর জর্জ বুশের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। কোনকিছু আর আগের মত নেই, লিংক জানে, কিন্তু এরকম একটা দুঃখজনক পরিণতির কথা সে ভাবতে পারে না। তাই স্বপ্নে সুরাহা করে নিল এর : বাবার সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিল সুসানা কিন্তু বুশের অসুখের খবর পেয়ে পাকাপোক্তভাবে ফিরে এসেছে আবার, এবং সিক্সটি সিক্সকে লাইন ক্যাম্পে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুসানা আর ডি বারকে আলাদা করে ভাবতে পারে না লিংক। উভয়কে সে ভালবাসে—বিশেষ করে সুসানাকে।

পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগোল সে, হয়তো ক্যানিয়নের ট্রেইল ধরে। ক্যানিয়নের ভেতরে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়েছে ট্রেইল, ওপরে উঠে গেছে। লিংকের ঘোড়া জিরিয়ে নিতে চাইছিল। কিন্তু লিংক স্পার দাবিয়ে চালু রাখল ওকে। বেশ কিছুটা ওপরে উঠে ডানে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল, রিম-রকের কোনা ঘুরে ওপাশে চলে গেছে। অন্ধকার, খাড়া-দেয়াল ক্যানিয়নের ভেতরে তাকাল লিংক। দূরের ঢালে ধূসর একটা খরগোশকে দেখতে পেল আবছাভাবে, ঝোপঝাড় ভেঙে লাফাতে লাফাতে ছুটছে। চারদিক এখন ফর্সা হচ্ছে আস্তে আস্তে। সূর্যে রঙ আছে কিনা দেখতে পেছনে তাকাল লিংক। নেই।

ওপরে ট্রেইল যেখানে সমান হয়ে গেছে সেখানে পৌঁছে অন্যদিকে এগোল সে, অল্পক্ষণের ভেতর গাছপালার অরণ্যে প্রবেশ করল। পথঘাট চেনা থাকায় এগিয়ে চলল স্বচ্ছন্দে, মাঝ-সকাল

নাগাদ সল্ট মিডৌতে বেরিয়ে এল। একধরনের লোনা ঘাস জন্মায় এখানে। এই ঘাস জন্তু-জানোয়ার, বিশেষ করে গরু-ঘোড়াদের খুব প্রিয়। সামনে এগোল লিংক টমস, ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজল। গুটিকতক হরিণ আর গরুর ট্র্যাক চোখে পড়ল। ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল মোটে একটা। নালবিহীন ঘোড়া। বে-র পায়ে নাল আছে। লিংক বুঝল এক্ষেত্রে তার অনুমান ঠিক হয়নি। বে আরো ওপরে সরে গেছে।

নিদারুণ বিরক্তির সাথে একটা নালার ধারে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডলে বসে রইল সে। বুঝতে পারছে এখন তাকে কী করতে হবে। কাছেপিঠে পানির বড্ড অভাব, এই অবস্থায় ঘোড়াগুলোকে আরেকটা রাত ব্রাশ কোরালে রাখা চলবে না। আপাতত ওগুলোকে নিয়েই চলে যাবে সে। এবং বে-র জন্যে পরে ফিরে আসবে।

একবার যখন ইতিকর্তব্য স্থির হয়ে গেল, ফিরতি পথ ধরল লিংক। অযথা মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হওয়ায় তার এখন রাগ হচ্ছে। তবে বনের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অল্পক্ষণের মধ্যে ওর মেজাজ পানি হয়ে গেল।

বিকেলের শুরুতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে এই সময়ে সে গরুবাছুরের হাঁকডাক শুনতে পেল। থামল লিংক, কান পাতল। শব্দ অনুসরণ করে বুঝল বেশ বড়সড় গরুর পাল ওটা এবং ওদের তাড়িয়ে আনা হচ্ছে। বেল ও ডি বার উভয়ের গরুবাছুর এখন আছে এ-পাহাড়ে। কিন্তু তারা আরো অন্তত একমাস এখানেই থাকবে, তুষারপাত শুরু হবার আগে পর্যন্ত।

কার পাল হতে পারে ওটা ভাবতে ভাবতে সিগারেট বানিয়ে ধরাল লিংক। ওদের চিৎকার এখন ঢালের ভাটিতে শোনা যাচ্ছে, তার বাঁয়ে। তারপর হঠাৎ মেঘগর্জনের মত গুরুগুরু আওয়াজ ভেসে এল। ছুটতে শুরু করেছে ওগুলো। সিগারেট টানতে ভুলে গেল লিংক, নিশ্চল বসে থাকল। অবাক হয়েছে সে। ট্রেইল ড্রাইভে বেরিয়ে কেউ গরু দাবড়ে নিয়ে যায় না। কেননা জানোয়ারগুলো এতে কাহিল হয়ে পড়ে এবং বাজারে ওদের দাম থাকে না।

গাছপালা আছে তাই দৃষ্টির আড়ালে, তবে শব্দটা এখন প্রায় ওর সামনে হচ্ছে। একই সঙ্গে কৌতূহল আর অস্বস্তি বোধ করে সে। থমকে থাকল অনিশ্চিত একটি মুহূর্ত, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে জঙ্গলের প্রান্ত অভিমুখে এগোল। ছুটন্ত গরুবাছুরের পায়ের আওয়াজ ইতিমধ্যে একেবারে সামনে চলে এসেছে। ভেতরে একটা তাগাদা অনুভব করল লিংক, স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

অল্প পরে পাতলা হয়ে এল বনানী। স্যাডলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাছপালার বাইরে উঁকি দিল সে। রিম-রক হয়ে হগো ক্যানিয়নের ট্রেইল বরাবর ছুটছে পাল, পেছনে পাঞ্চারদের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লিংক, কাছের একটা চড়াইয়ে উঠে ট্রেইলের মাথায় তাকাল। প্রচণ্ড এক অস্বস্তিবোধ কুরে খাচ্ছে তাকে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে লোকগুলো।

এরপর গরুর পাল দেখতে পেল সে। বাধভাঙা স্রোতের মত ঢালে নেমে, দুজন পাঞ্চারের তাড়া খেয়ে সোজা ছুটছে ট্রেইলের দিকে। ওদের একপাশে আছে রিম-রকের কাঁধ, অপর দিকে

ক্যানিয়নের কিনারা। রেকাবের ওপর টানটান দাঁড়িয়ে পড়ল লিংক, চেহারায় প্রতিবাদ। ট্রেইলটা মাথার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, আর গরুগুলো ক্যানিয়নে নামবার ওই সংকীর্ণ মুখ লক্ষ্য করেই ছুটে যাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ড, তারপর লিংক স্বচক্ষে ঘটতে দেখল ব্যাপারটা। পালের এক দিককার গরুবাছুর জায়গার অভাবে টপাটপ পড়ে যেতে শুরু করল ক্যানিয়নের ভেতরে, দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল। অবশিষ্ট গরুবাছুর তবু ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে চলল ট্রেইল ধরে, আর যত সামনে এগোচ্ছে ওরা ততই একধার থেকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দুশ ফুট নিচে। এখন পূর্ণগতিতে ট্রেইলে ছুটছে ওরা। সর্দার গোছের কয়েকটা গরু বাধা দেয়ার প্রয়াস পেল, কিন্তু ওদেরকে সাথে নিয়ে পেছনের-গুলো হারিয়ে গেল ক্যানিয়নে অতল গহ্বরে।

যেভাবে শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা শেষ হয়ে গেল সব। কেবল পেছনের কয়েকটা গরু থমকে দাঁড়াল তাদের হতভাগ্য সঙ্গীসাথীর অন্তিম চিৎকার শুনে, তারপর ভয়ে পিছু হটল। দুই পাঞ্চারকে এখন দেখা গেল দৃষ্টিপথে। ক্যানিয়নের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা, ভয়চকিত ঘোড়াগুলোকে বশে রেখে নিচটা জরিপ করছে ভালমত।

ভয়ে লিংক টমসের মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। সাধারণ বুদ্ধি থেকে সে বুঝতে পারছে এমন কিছু তার চোখে পড়েছে যা কারো দেখবার কথা ছিল না। নিষ্ঠুর এ-ঘটনা তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সিদ্ধান্ত নিল ওই দুই পাঞ্চার আর হতভাগ্য গরুগুলোর

পরিচয় সে জানবে। বনের ভেতর পিছিয়ে গেল লিংক, ঘোড়া পিকেট করে ঘুরপথে দৌড়ে এগোল সামনে। ক্যানিয়নের গভীর থেকে উঠে-আসা আহত গরুবাছুরের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ইতিমধ্যে ভারি হয়ে উঠেছে।

অবশেষে প্রান্তর আর বনানীর সীমানায় শেষ যে-কটি গাছপালা রয়েছে সেখানে এসে পড়ল লিংক। এবার মাটিতে শুয়ে পড়ল সে, বুকে হেঁটে একটা গাছের পেছনে গিয়ে বাইরে তাকাল। অদূরে হাতে-গোনা কয়েকটা গরুবাছুর দাঁড়িয়ে, ক্যানিয়নের দিকে কান খাড়া করে স্বগোত্রীয়দের বিলাপ শুনছে। গরুগুলোর কারণে দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় জায়গা বদল করল লিংক, এবং পরিষ্কার দেখতে পেল দুই ঘোড়সওয়ারকে।

লিংক দেখল, ওদের একজন টম পিবলস। অপরজন বেইলি। আর যে-কটা গরু রক্ষা পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের গায়ে রয়েছে সার্কল সিক্সটি সিক্সের মার্কা।

ক্যানিয়নের ভেতরটা জরিপ করতে করতে সিগারেট বানাল পিবলস, ধরাবার সময় পলক তুলল আধা-ইণ্ডিয়ান বেইলির দিকে। শ্রান্ত দৃষ্টি তার চোখে। অবশ্যি এটাই স্বাভাবিক। শয্যারের অনুপস্থিতিতে কাজ সেরে ফেলার এত তাড়া ছিল বিল শেলের, মাঝরাতে সে রিলিফে পাঠিয়েছে ওদের এবং সেই সাত-সকালে গরুর পাল নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

আহত গরুর আর্তচিৎকার শুনে পিবলসের হাত কেঁপে উঠল। ম্যাচের কাঠিটা দূরে নিক্ষেপ করল সে, অশ্রাব্য একটা খিস্তি করে বলল, 'থামে না কেন শালার হারামিগুলো!'

বেইলি বলল অন্যদিকে তাকিয়ে, 'কাজটা কিন্তু ঠিক হল না, টম।' এই নৃশংসতায় বেইলির ইণ্ডিয়ান সত্তা ক্ষুব্ধ হয়েছে। সে জানে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা পাপ। অন্ধকার চোখে আবার সে তাকাল ক্যানিয়নের গভীরে।

'কিন্তু গরুগুলো তো সুসানার, নাকি?' পিবলস যুক্তি দেখাল।

বেইলি নীরব, মাথা ঝাঁকাল।

'তাহলে নিশ্চয় ওদের নিয়ে যা খুশি করার অধিকার আছে তার?'

বেইলি আবার মাথা দোলায়, কিন্তু পিবলসের কথায় তাদের অপরাধের মাত্রা লাঘব হয় না। কাউকে সোজা মেরে ফেলায় কোন দোষ নেই। দোষ তাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করায়। ওরা দুজনেই জানে, নিচের ওই গরুগুলোর বেশির ভাগ বেঁচে আছে এখনো এবং ওদের ঘাড় পিঠ নয়ত পা ভেঙে গেছে।

হঠাৎ তড়িঘড়ি বলল পিবলস, 'চল, কেটে পড়ি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রেইল ধরে এগোল সে। বেইলি বিনা বাক্যে অনুসরণ করল। ট্রেইলের মাথায় পৌঁছে স্যাডল থেকে নামতে হল ওদের। অতিকষ্টে অস্থির ঘোড়া দুটোকে শান্ত রাখল ওরা, সাবধানে পথ করে এগোল আহত গরুগুলোকে পাশ কাটিয়ে। একবার একটা মরা ষাঁড়কে পথের ওপর থেকে টেনে সরাতে হল পিবলসকে। কাজ সেরে যখন ফিরে এল ঘোড়ার কাছে, সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সমানে খিস্তি করছে পিবলস। শেষ গরুটাকেও পাশ কাটাল ওরা, তারপর ফের ঘোড়ায় চড়ে নেমে গেল ক্যানিয়নের নিচে। তাগড়া ও ভাগ্যবান কয়েকটা ষাঁড় অলৌকিকভাবে একদম

অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিল। তারা দুই রাইডারকে দেখামাত্র লেজ তুলে ছুটে পালাল। ক্যানিয়নের মেঝেয় পৌঁছে থামল পিবলস, বেইলির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'কী বলতে হবে মনে আছে তো?' বেইলি যখন নেমে এল নিচে পিবলস জিজ্ঞেস করল। নীরবে মাথা ঝাঁকাল আধা-ইণ্ডিয়ান।

'আমরা ক্রু-র কাছেই আগে যাব, যদি সে থাকে। সুসানাও থাকবে শহরে, বলেছে। যা বলবার আমি বলব।'

বেইলি গম্ভীর, মাথা দোলাল। তার সমগ্র অবয়বে ভাষাহীন অথচ বাঙময় প্রতিবাদ।

চার

শহরের বাইরে শেষ-বিকেলে আগাছায়-ছাওয়া গোরস্থানে কালিকে সমাধিস্থ করল ওরা। স্যালুনের জনাকয়েক লোক দূর থেকে লক্ষ করছিল ওদের। শীলা ভাবে কী অদ্ভুত ব্যাপার, যে-পুরুষরা মরণকে ভয় পায় না সেই তারাই এখন এর উপস্থিতিতে সরে থাকছে। সুসানা রয়েছে গোরস্থানে, নিষ্প্রভ কালো পোশাক পরনে ঋজু ও গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। আছে বিল শেল, সুরার প্রভাবে তার চোখ ভয়ংকর রকমের উজ্জ্বল। এবং, আশ্চর্য, জর্জ বুশও এসেছেন। ডাক্তার পারকিনসন হাজির হয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। স্বাস্থ্যবতী হাসিখুশি মহিলা তিনি। এ-তল্লাটের সবার বন্ধু। তাঁর চিরাচরিত কালো পোশাকটি আজকের দিনের ভাবগম্ভীর পরিবেশের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে। বেলের কেউ আসেনি অন্ত্যেষ্টিতে। যদিও ওই র‍্যাঞ্চেই কালি ফ্যানস্টক তার জীবনের সেরা বছরগুলো কাটিয়েছিল।

বাইবেল পাঠের পর স্যালুনের দুজন লোক এগিয়ে এল কবর ভরাট করতে। অন্যরা ফটকের দিকে ফিরে চলল।

শীলার পাশাপাশি হলেন মিসেস পারকিনসন, ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, ফ্র্যাংক আইভির কি একজন লোককে অন্তত পাঠান উচিত ছিল না? কালিকে দশ বছর খাটিয়েছে সে, আবার খুনও করেছে। একটা ঘোড়ার জন্যেও তো মানুষ চোখের জল ফেলে থাকে।'

'ফ্র্যাংক আইভিকে চিনলে আপনি একথা বলতেন না,' শীলা বলল ধীর গলায়।

মিসেস পারকিনসন মাথা ঝাঁকালেন গম্ভীরভাবে। 'ও যদি কখনো অসুস্থ হয়, হার্ভেকে দিয়ে আমি ওকে বিষ খাওয়াব,' বলে সুসানার কাছে গেলেন তিনি।

সুসানা, খেয়াল করে শীলা, ওর বাবার সাথে একটি কথাও বলেনি, কিন্তু শীলার কাছ থেকে ঠিকই বিদায় নিয়েছে।

শীলার পাশে চলে এলেন জর্জ বুশ, 'বললেন, তোমার জামাটা খুব সুন্দর, শীলা। সুসানার নিশ্চয় হিংসে হচ্ছে।'

'আচ্ছা, কারো অন্ত্যেষ্টিতে নতুন কাপড় পরা কি কুরুচির পরিচয়?' শীলা জানতে চায়। 'অবশ্যি হলেও আমি পরোয়া করি না।' এই পোশাক লেনের-দেয়া সেই নীল সিল্কটা দিয়ে বানান; কালিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় আজ সে এটা পরেছে। লেন ছাড়া তার এই মনোভাব কেউ বুঝবে না। কিন্তু সে এখন উপস্থিত নেই যে দেখবে।

ওর প্রশ্নের জবাবে বুশ মৃদু হাসলেন শুধু। মাটি থেকে বিকেলের ভাপ উঠছে। শীলা ভাবে এই গোরস্থানের চেয়ে বিষণ্ণ জায়গা আর কিছুই হতে পারে না।

হঠাৎ জর্জ বললেন, 'শীলা, এর খরচ আমি বহন করতে চাই। মানে, কালির অন্ত্যেষ্টির খরচ। তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?' মিনতিভরা চোখে শীলার দিকে তাকালেন তিনি।

'কালি সিক্সটি সিক্সের কর্মচারি ছিল,' শীলা বলল। 'আপনি সুসানার সাথে আলাপ করে দেখতে পারেন।'

জর্জ উত্তর দিলেন না। সামনেই ফটক, তিনি বললেন, 'তোমাকে শহরে পৌছে দিতে পারি?' ইশারায় কটনউডের নিচে অপেক্ষমাণ বাকবোর্ডটা দেখালেন।

'ধন্যবাদ,' শীলা বলল।

ওকে উঠতে সাহায্য করে বুশ নিজেও উঠে বসলেন সিটে, লাগাম তুলে নিলেন হাতে। কিন্তু শহরে যাবার সোজা পথ না-ধরে গোরস্থানের পাশ দিয়ে এগোলেন তিনি, বললেন, 'এটা দক্ষিণের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে না?'

মাথা ঝাঁকায় শীলা, বোঝে জর্জ বিচলিত বোধ করছেন। বুশ অলসভাবে তাকিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে, হাতের লাগামে ঢিল পড়েছে। একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, অস্ফুটে বললেন, 'বেচারা কালি ফ্যানস্টক,' তারপর অপেক্ষাকৃত জোরাল গলায় যোগ করলেন, 'আমি নিজে ফাঁসিতে ঝোলাব লি-কে।'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল শীলা।

এক মুহূর্ত ঠায় ওকে দেখলেন বুশ এবং বললেন, 'সয়্যার?' তারপর শীলা যখন মাথা দোলাল গম্ভীরভাবে হাসলেন। 'লোকটা বেশ কাজের, নিজেই সামলাতে পারবে সব।'

'আগে আপনার ধারণা কিন্তু অন্যরকম ছিল,' শীলা মন্তব্য করে।

বেদনায় বুশের মুখ ভেঙেচুরে গেল। 'আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি, ইয়ং লেডি। সবাই বলে বয়স বাড়লে মানুষের ভুল কমে আসে। আমি বলি, একদম বাজে কথা।'

'ওরা হয়ত সেইসব ভুলের কথা বলে যেগুলো শোধরান যায় না,' মৃদু স্বরে বলল শীলা। 'আমার মনে হয় না আপনি তেমন কোন ভুল করেছেন।'

'করেছি,' জর্জ বুশ বিষণ্ণ, বললেন। 'আমি আমার মেয়েকে হারিয়েছি।'

'সেটাও না-শোধরাবার মত কিছু না। আপনি বরং ওর সাথে কথা বলেন।'

'বলেছি,' জর্জের গলা খাদে নেমে যায়। 'ও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এবার দাঁত বসানর পালা ওর। এবং আমার সাহায্য তার লাগবে না। ডি বারে ওর যা কিছু আছে—বলেছে—সব সে নিয়ে যাবে।'

'আপনি ওর সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছেন।'

'আমি তা স্বীকারও করেছি।'

'সুসানার কাছে?'

'হ্যাঁ।' সিটে গা এলিয়ে বসেছেন বুশ, নিরানন্দ চোখে জরিপ করছেন সামনের রাস্তা।

করুণার দৃষ্টিতে শীলা তাঁকে লক্ষ করে, সুসানার কথা ভেবে সে অবাক হয়। কালিকে নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করায় জর্জ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন সুসানাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এরপরও কেন সুসানার এই নির্লিপ্তি

সে বুঝতে পারে না। লেন যদি সুসানাকে জর্জের সাথে দেখা করতে নাও বলে থাকে, সে এমনিতেই দেখা করেছে এবং আঘাত দিয়েছে তাঁকে। এই হৃদয়হীনতার অর্থ শীলার বোধগম্য হয় না। সে ভাবনার রাজ্যে ডুব দেয়।

বাড়ির দোরগোড়ায় ওকে নামিয়ে দিলেন বুশ। সুসানা ধন্যবাদ জানাল তাঁকে। অস্ফুটে জবাব দিলেন তিনি এবং তার পর বিব্রত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, শীলা, তোমার দেখা হয় সুসানার সাথে?'

'মাঝেসাঝে।'

'সম্ভব হলে ওকে একবার এই বুড়োর কথা বোল। আমি ওর শত্রু হতে চাই না। আমি চাই বন্ধু হতে।'

'নিশ্চয়ই বলব, জর্জ,' শীলা কথা দিল। নীরবে বুশের যাওয়া দেখে সে, নিজের ভেতরে সুসানার প্রতি রাগ অনুভব করে।

অন্ত্যেষ্টির পর বাগিতে করে সুসানাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিল বিল শেল। সুসানা বলল, 'বিল, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি আসছি।'

হনহন করে রাস্তার ভেতরে এগিয়ে গেল সে, সাইড স্ট্রিট পার হয়ে বনভুর‍্যান্টের দোকানে গেল। সিঁড়িতে উঠে যখন নিশ্চিত হল বিল শেল দেখতে পাচ্ছে না, থমকে দাঁড়াল সে। দ্বিধা করতে লাগল। পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একধরনের হ্যাংলামি আছে। খানিকটা অপমানকরও বটে। এখনো ইচ্ছে করলে ভুলে যাওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে অন্য যে-কোন জিনিসের খোঁজ করতে পারে

সে। তাহলে কেউ কোনদিন জানতেও পাবে না শুরুতে তার মনে কী ছিল। অথবা আরো ভাল হয়, জিনিসটা বাইরে থেকে আনিয়ে নিলে। তারপর অহমিকা আচ্ছন্ন করল তাকে, এবং ভেতরে গিয়ে কাপড়চোপড় যে-অংশে রয়েছে সেদিকে সে এগিয়ে গেল।

মার্টিন বনড়ুর‍্যান্ট কাছে এসে স্বাগত জানাল ওকে। সুসানা বিনা ভণিতায় বলল, 'আমার কিছু কাপড় দরকার আমার, মিস্টার বনড়ুর‍্যান্ট।'

চেয়ার টেনে কাউন্টারের পাশে সুসানাকে বসাল বনড়ুর‍্যান্ট। নিজের প্রতি আবার ঘেন্না অনুভব করল সুসানা যখন কাউন্টারের পেছনে থরেথরে-সাজান কাপড়ের থানগুলোর দিকে তাকাল।

একসাথে দশ-বারটা থান নামাল বনড়ুর‍্যান্ট। প্রচ্ছন্ন শিহরন আর আনন্দের সাথে সুসানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল ওগুলো। বনড়ুর‍্যান্ট ওর কাছে নির্দিষ্ট কোন কাপড় বিক্রির চেষ্টা করছে না। সে ঝানু ব্যবসায়ী, একের পর এক থান সামনে ধরে মেয়েলি স্বভাবকে নিজের পথে চলার সুযোগ দিচ্ছে।

শেষমেষ নীল উৎকৃষ্ট সিল্কের একটা কাপড় হাতে তুলে নিল সুসানা, আর ঠিক তখুনি শীলা বার্ডকে তার মনে পড়ল। বিকেলে ঠিক এই কাপড়ের স্কার্টই শীলার পরনে ছিল এবং এক অর্থে, এখানে তার আসবার কারণও এটাই।

অস্ফুটে সুসানা বলল, 'চমৎকার জিনিস।' ঘাড় ফিরিয়ে থানটা দেখল বনড়ুর‍্যান্ট, হেসে সায় দিল, 'ঠিক'।' তারপর কাউন্টারে হাত রেখে স্মিত মুখে যোগ করল, 'জান, সেদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, সুসানা। গম্ভীর চেহারার এক পাদ্রী এল দোকানে,

ওই থানের বেশিটাই কিনে নিয়ে গেল।'

নীল সিল্কটা আবার দেখে সুসানা, চেষ্টাকৃত হালকাস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ আউটফিটের লোক?'

'শিপলির, মনে হয়,' জানাল দোকানি, তারপর চুপ করে গেল। হুঁশিয়ার লোক সে, সুসানাকে বিব্রত করতে চায় না।

কাপড়ের ওপর অলসভাবে পড়ে থাকে সুসানার হাত। সে ভাবে, ওই পাঞ্চার নিশ্চয় লেন। শীলাকে তাহলে ও-ই দিয়েছে কাপড়টা। আশ্চর্য, সুসানা এখন স্বস্তি বোধ করে, আর সেই সাথে অসূয়া। বহু প্রশ্নের উত্তর সে এখন পেয়ে গেছে। পুরুষদের সাথে শীলা বরাবর একটু খোলামেলা। কালিকে নিজের বাসায় রাখা এবং ক্রু আর লেনের সাথে তার ঘনিষ্ঠতাই এর প্রমাণ। পুরুষরা ওকে পছন্দ করে কারণ সে তাদের আনন্দ দেয়। কীভাবে দেয়, তা জানতে চায় না সুসানা। কিন্তু এটা ঠিক, কোন মেয়েকে একজন পুরুষ যখন এ-ধরনের উপহার দেয় তখন বুঝতে হবে সেই পুরুষ ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। আর যে-মেয়ে সেই উপহার গ্রহণ করে সে, আর যা-ই হোক, কারো ঘরনী হবার যোগ্যতা রাখে না। এই উপহার আসলে দেয়া হয়েছে কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধার বিনিময়ে। এ-বয়সে সুসানা পুরুষমানুষ কিছু কম দেখেনি। জানে, পছন্দ না-হলেও, ওদের স্বভাবের এই দিকটা তাকে মেনে নিতে হবে। একজীবনে ওরা করে এসব, কিন্তু বিয়ের পর ছেড়ে দেয়। শীলাকে দিয়ে তার ভয়ের কিছু নেই।

ধূসর-সবুজ একটা সিল্ক পছন্দ করল সুসানা। তারপর কাপড়টা প্যাকেট হতে-হতে মনস্থির করে ফেলল। নিজেকে এখন তার

আত্মবিশ্বাসী মনে হয়। কাপড়ের প্যাকেটখানা হাতে নিয়ে সে বিল শেলের কাছে ফিরে এল।

'বিল, তুমি রাতের খাওয়াটা সেরে নাও,' ও বলল। 'আমার দেরি হবে।'

আবার রাস্তা পার হল সে, এবার জুতিতে এগোল। স্পোশলের সামনে আধো-অন্ধকারে-দাঁড়ান দুজন লোক ওকে দেখে তাদের টুপির কারনিসে হাত ছোঁয়াল।

শীলার বাসায় ঘণ্টা বাজাল সে। শীলাই খুলল দরজা, হাসি মুখে স্বাগত জানাল।

'শীলা, তুমি ব্যস্ত? আমি বোধহয় একটু অসময়ে এসে পড়েছি,' সুসানা বলল।

'এখন কোন কাজ পেলে আমার ভালই লাগবে করতে,' শীলা বলল। ওর হাতের ওই মোড়ক তার পরিচিত, জানে কী আছে ওতে। 'বাইরে কেন, ভেতরে এস, সুসানা।'

ল্যাম্প জ্বেলে জানালার পর্দাগুলো টেনে দিল শীলা, গল্প করতে করতে সুসানার জামার কাপড় কাটতে লাগল। সুসানাও উদারভাবে সঙ্গ দেয়। যখন লেনের প্রসঙ্গ উঠল ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিল না গতরাতে কোথায় গেছে সে তা ওর অজানা নেই। খানিক আগে যা জেনেছে তার আলোকে সে এখন দেখে শীলার আচার-আচরণে একধরনের পেশাদার ভাব রয়েছে। যেভাবে ও কাপড় আর সুসানার অবয়বের তারিফ করল, কোন্ ফ্যাশনের জামা হবে সে-ব্যাপারে একমত হল সুসানার সাথে, পাশাপাশি কায়দা করে পরামর্শও দিল কিছু—তার সবই যেন সুসানার

ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করে তুলল। খানিক বাদে চায়ের পানি চড়াল শীলা। অন্য আর সবকিছুর মত এ-কাজটাও সে এত অনায়াসে সারল, যে, এতেও সুসানা আন্তরিকতার অভাব খুঁজে পেল। তবে ও জানে, শীলার আরেকটি রূপ আছে—তরল শিকারি এবং মোহনীয়—যা পুরুষদের স্থূল অনুভূতিকে আকর্ষণ করে।

মুখে সুচ-সুতো নিয়ে নিবিষ্ট মনে স্কার্ট সেলাই করছে শীলা। আর সুসানা ভাবছে এদিকটায় সে আগে খেয়াল দেয়নি কেন। এর কারণ হয়ত-বা সে মেয়ে মহলের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখত না এবং তাদের আড্ডাকে ঘৃণা করত। এখন তার কাছে এমনকি শীলার সৌন্দর্যকেও অত্যন্ত পেলব আর সুরভিত মনে হয়।

সন্ধের অল্প পরে, চা আর কেক নিয়ে এল শীলা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে খেতে খেতে গল্প জুড়ল। একসময় ও বলল, 'বিকেলে তোমার বাবা আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন।'

'আমি দেখেছি তাঁকে,' সুসানা জানাল।

'তাঁকে আমার ভীষণ অসুখী মনে হল, সুসানা।'

'আমিও চাই তিনি অসুখী হন।'

শীলা পলক তোলে। 'কেন?'

'তিনি সুখী হলে সেটা হবে অন্যায়,' চাঁচাছোলা বলল সুসানা। 'সুখ তাঁর জন্যে নয়।'

'কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, তিনি বুড়ো হয়েছেন।'

'আর আমি এখন যুবতী। এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'নিজের ভুলের জন্যে তিনি হয়ত এখন অনুতপ্ত,' যুক্তি দেখায় শীলা।

'হতে দাও,' সুসানার কণ্ঠ শীতল। 'কেউ অনুতপ্ত হলেই তাঁকে ক্ষমা করতে হবে এর কী মানে আছে? আমি এসব বুঝি না, বিশ্বাসও করি না। ভুল করলে তার মাশুল তোমাকে গুনতে হবে। শাস্তির ব্যবস্থাই যদি না-থাকল, ভুল করার মধ্যেও কোন অপরাধ নেই তাহলে, নাকি?'

'মানুষ নিজেই নিজেকে শাস্তি দিতে পারে, সুসানা। আর যখন তা দেয়, সেটাই হয় সত্যিকারের শাস্তি।'

'হতে পারে,' জেদি গলায় বলল সুসানা কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করল না। আর শীলা তা বুঝতে পেরে কাজে মন দিল আবার।

জামার একটি অংশের সেলাই শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে, আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'একটু জিরিয়ে নেবে?'

'এগুলো আমি ধুয়ে রাখছি,' চায়ের সরঞ্জামগুলো দেখিয়ে সুসানা বলল। ট্রে-তে কাপ-পিরিচ তুলছে এমন সময় ডোরবেল এত জোরে বাজল যে সে চমকে উঠল। সুসানার হাতে একটা র‍্যাপার দিয়ে দরজায় গেল শীলা, হুড়কো নামিয়ে কবাট সামান্য ফাঁক করল।

অন্ধকারে একটা পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মিস বুশ আছেন?'

'আছেন।'

'শেরিফ তাঁকে অফিসে ডাকছেন।'

'আমি তাঁকে বলব।' দরজা লাগিয়ে শীলা ঘুরে সুসানার মুখোমুখি হল। দেখল লোকটার কথা সে শুনতে পেয়েছে।

'ওর নাম বেইলি,' সুসানা বলল, কণ্ঠে উদ্বেগ।

'বিল চলে গেছে?' শীলা জিজ্ঞেস করল।

'না, শহরেই আছে।' ঠায় ওকে লক্ষ করে সুসানা। 'তোমার ধারণা শেরিফ বিলকে খুঁজবে?'

'তা যদি খোঁজে, তাকে সে ধরবেও,' নিরাবেগ কণ্ঠে শীলা জবাব দিল।

কাপড় পরল সুসানা, দরজায় যাবার আগে আয়নায় নিজেকে শেষবারের মত দেখে নিল।

'সুসানা, প্লিজ, জিমের সাথে তর্ক কোর না,' শীলা ভদ্রভাবে বলল। 'ও কিন্তু নিরপেক্ষ।'

অস্পষ্ট হাসে সুসানা। অত্যন্ত শান্ত, ধীরস্থির মনে হচ্ছে তাকে। 'না, করব না তর্ক,' সে বলে। 'এও এক ধরনের দাবা খেলা, তাই না? সুবিধা আদায়ের জন্যে সময়ে নিজের লোককেও বিসর্জন দিতে হয়।'

শীলা মাথা দোলাল নীরবে। সুসানা বেরিয়ে গেল। দরজা লাগিয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর ফিরে এল শীলা, মেঝে থেকে অসমাপ্ত জামাটা তুলে নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার: সে জানে দোষী হয়ে থাকলে বিল শেলকে শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেতেই হবে। লেন তাই আগেভাগে ওকে সাবধান করে দিয়েছিল। এতে অন্যায় কিছু নেই, শর্তসাপেক্ষে সে নিয়েছিল চাকরিটা। শীলার খারাপ লাগছে কারণ বিল শেলকে সে পছন্দ করে। ভাল লাগে ওর সদা-হাশিখুশি ভাব। এই একটা অপরাধ ছাড়া ওর অন্য সমস্ত অস্থিরতা আর মেজাজকে সে ক্ষমাও করতে পারে। ক্রু-র বিচার লেন আর সুসানার মেনে নেয়া উচিত। তবে

এ-ব্যাপারে ওদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। লেনের বক্তব্য, বিল প্রথমাবধি জানে সে কঠিন কাজে হাত দিয়েছে। এখানে ভাবালুতা বা ভালবাসার কোন স্থান নেই। হুকুম মেনে চল, অথবা প্রতিফল ভোগ কর—এই খেলায় এটাই শেষ কথা। কিন্তু সুসানার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। 'সুবিধা আদায়ের জন্যে সময়ে নিজের লোককেও বিসর্জন দিতে হয়'—ওর এই একটি কথায় তা ব্যক্ত হয়েছে নিখুঁতভাবে। সুসানার মনোভঙ্গি নিরাবেগ হিসেবি নির্দয়, জর্জের সাথে ওর ব্যবহারে যার প্রমাণ মেলে। নীতিগত প্রশ্নে সুসানার এই কাঠিন্য প্রশংসা করা যায়, কিন্তু ওর প্রয়োগের ক্ষেত্রটি মারাত্মক রকমের ভুল।

হাতের জামাটা একপাশে সরিয়ে রাখল শীলা। আপনমনে তিক্ত হাসল। হয়ত তার এ-উদ্বেগ অহেতুক; কু হয়ত সুসানাকে ডেকে পাঠিয়েছে একথা বলতে যে বিল নির্দোষ।

চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল সে। শীলা সিংকে কাপ-পিরিচ ধুচ্ছে যখন পেছনের উঠনে একটা ঘোড়া থামবার শব্দ হল। এক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে, ঘোড়ার পায়ের প্রতিটি আওয়াজ আলাদাভাবে চিনবার প্রয়াস পেল।

অল্প পরে ডাইনিং টেবিলের ল্যাম্পটা তুলে নিল সে, পেছনের দরজা খুলে বাইরে গেল। ওর দিকে ঘাড় ফেরাল একটা ঘোড়া, ওটার চোখে সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

বাতি উঁচু করল সে, দেখল স্যাডলে একজন লোক। তারপর আরেকটু এগোতে ওর সারা শরীরে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে গেল।

লোকটা লেন। ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রক্তাক্ত

আঙুলে ওটার কেশর খামচে ধরে আছে।

শীলা বাতিটা নামিয়ে রাখে তাড়াতাড়ি। 'লেন, লেন,' বলতে বলতে ছুটে যায় ওর কাছে।

ওর কণ্ঠস্বর শুনে সামান্য উঁচু হল লেন, শব্দ অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল কিন্তু মাথা তুলল না।

দুর্বল গলায় ও বলল, 'আমাকে নামতে সাহায্য কর, শীলা।'

ওর বেল্ট ধরল শীলা। সাবধানে নিজের দিকে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, 'ছেড়ে দাও, লেন। ছেড়ে দাও।'

কিন্তু এবার মনে হয় সত্যি সত্যি জ্ঞান হারাল লেন। এতক্ষণ বোধহয় শুধু ওর কাছে পৌঁছবার জন্যেই ঠিক ছিল, স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়ল সে। ধরে ফেলল শীলা তবে লেনের ভার সইতে না-পেরে মাটিতে পড়ে গেল। হাঁটুর ভরে উঠে বসল শীলা, দেখল রক্ত শুকিয়ে লেনের জামাকাপড় চটচট করছে। কাঁধের কাছে উঁচুমত একটা জায়গা ভিজে উঠেছে নতুন করে।

শীলা টেনে বসিয়ে দিল ওকে। তার পর শান্ত গলায় বলল, 'লেন, তুমিও একটু চেষ্টা কর।' এবার উঁচু হল লেন, আর শীলা ওর বাহুর নিচে কাঁধ দিয়ে ওকে ঠেলে তুলল। দেহের সমস্ত ভার লেন ছেড়ে দিয়েছে। আবার যেন পড়ে না-যায় তাই দেয়াল ধরে ধরে ওকে নিয়ে এগোল শীলা।

কিচেন হয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এল সে, আস্তে করে বিছানায় বসিয়ে দিল। লেন পড়ে গেল ধপ করে, ঘরের পার্টিশনের সাথে ওর মাথা বাড়ি খেল।

একছুটে রান্নাঘর থেকে বাতি নিয়ে ফিরে এল শীলা, বেডসাইড

টেবিলে রাখল ওটা। লেনের দিকে তাকাল। পাণ্ডুর চেহারা, ধুলোভর্তি দাড়ির জঙ্গলে মুখখানা আরো কাহিল আর অচেনা লাগছে।

ওর পরনের শার্ট ছিঁড়ে ফেলল সে, কিন্তু কাঁধের কাছে এসে দেখল রক্ত শুকিয়ে মাংস আর কাপড় এক হয়ে গেছে। অগত্যা গরম পানি আনল সে, ধীরে ধীরে ভিজিয়ে চামড়া থেকে ছাড়িয়ে নিল কাপড়টা। শীলা দেখল কলার-বোনের ঠিক নিচে গুলি খেয়েছে লেন, ক্ষতের মুখ খোলা, কালশিটে পড়ে গেছে। অসীম হতাশার সাথে ও লক্ষ করে রক্তপাত পুরোপুরি বন্ধ হয়নি এখনো।

পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে জায়গাটা ঢেকে দিল সে, তারপর লেনের বুটজোড়া খুলে নিল। ওদিকে লেন তখনো মড়ার মত পড়ে। কেবল ধীর লয়ে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কষ্টেসৃষ্টে ওকে লম্বালম্বি করার চেষ্টা করল শীলা। কিন্তু সামান্য নড়াচড়াতেই খিঁচুনি খেল ওর শরীর, গুঙিয়ে উঠল সে, চোখ মেলল। উজ্জ্বল অস্বাভাবিক সে-চোখের দৃষ্টি। ভাষাহীন। শীলা বলল, 'একটু ঘুরে শোও, লেন, তোমার পা দুটো বিছানায় তুলব।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে লেন। শীলা আবার ধাক্কা দেয় ওকে, টের পায় ব্যথায় ওর পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছে। এরপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, চোখ বুজল। শীলা ওর গায়ে চাদর টেনে দিল।

এবার হাঁটু গেড়ে ওর রক্তাক্ত শার্টখানা কুড়িয়ে নিল সে। ওটার কাঁধ থেকে কিছু একটা খসে পড়ল মেঝেয়। সামনে ঝুঁকে জিনিসটা তুলতে গিয়ে শীলা থমকে গেল। পেছনের সপ্তাহে এই

রক্তমাখা কাপড় দেখে দেখে তার চোখ পচে গেছে, তাই জানে ওটা ব্যাণ্ডেজ। তামাকের ছোপ-পড়া, ডাক্তার পারকিনসনের এই ব্যাণ্ডেজ লেন পেল কোথায়?

পরক্ষণে চকিতে মনে পড়ে গেল তার। এরকম ব্যাণ্ডেজই না রেড কেটসের নাকে বাঁধা ছিল।

গামলা ব্যাণ্ডেজ আর রক্তমাখা জামা রান্নাঘরে নিয়ে রাখল সে, খিড়কি দরজা খুলে বাইরে বেরোল। শীলা জানে না কেন এ-কাজ করছে কিন্তু তার মনে হয় লেনের ঘোড়াটা এক্ষুনি লুকিয়ে ফেলা দরকার। ওটাকে উডশেডে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে, সামনের পোড়ো জমিটা পেরিয়ে জিম ক্রু-র অফিসের দিকে ছুটল। পরমুহূর্তে গতি কমিয়ে হাঁটতে লাগল। কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে, তাকে জানতে দেয়া চলবে না লেন ওর বাসায়।

বাইরে এসে বেইলির খোঁজ করে সুসানা। কিন্তু সে আগেই চলে গেছে। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, ও ভাবে, এর ফলে সবকিছু বরং স্বাভাবিক দেখাবে।

ক্রু-র অফিস বরাবর কোনাকুনি রাস্তা পার হল সে, কোনা ঘুরে ভেতরে পা রাখল।

মেঝেয় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল ক্রু, সুসানাকে দেখে থামল। ওর জামাকাপড় মলিন, অপরিপাটি। মুখে তিনদিনের না-কামান দাড়ি। দেখে মনে হয় এরই মধ্যে তার বয়স কয়েক বছর বেড়ে গেছে। সেল ব্লকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বিল শেল। আরেক পাশে টম পিবলস আর বেইলি। সবাই নীরব।

'তোমার জন্যে খারাপ খবর আছে, সুসানা,' জিমই নীরবতা ভাঙল আগে।

'বিল তাহলে মিথ্যা কথা বলেছিল আমাদের,' নিখুঁত অভিনয় করল সুসানা, তিরস্কারের দৃষ্টি হানল বিল শেলের দিকে।

'ওর বিরুদ্ধে আমি এখনো কিছু পাইনি। ওটা না।' ইশারায় টম আর বেইলিকে দেখাল ক্রু। 'ওরা দাবি করছে আইভি তোমার পাল স্ট্যামপিড করেছে, রিম-রক থেকে ফেলে দিয়েছে হগো ক্যানিয়নের নিচে।'

টম আর বেইলির দিকে আস্তে আস্তে মাথা ঘোরাল সুসানা, কপট বিস্ময়ে তার ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। 'স-ব?'

'দশ-পনেরটা বেঁচে গেছে,' দুর্বল গলায় বলল পিবলস।

'কীভাবে—কী করেছিল ওরা?'

দেহের ভর বদল করল পিবলস, কিন্তু কথা বলার সময়ে স্থির চেয়ে রইল সুসানার চোখে। 'দুপুর নাগাদ ট্রেইলের মাথায় পৌঁছই আমরা, আরেকটু এগোলেই প্রান্তরে পড়ব। ঠিক এই সময়ে আইভি আর তার লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে ছিল ওরা, গুলি ছুড়তে ছুড়তে বেরিয়ে এল। দুটো দলে ছড়িয়ে পড়ল ওরা; একদল গরুবাছুর তাড়িয়ে নিল, অন্য দলটা ধাওয়া করল আমাদের। ওরা দলে অনেক ভারি ছিল, তাই আমরা জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেলাম। পরে ঘুরপথে ফিরে এসে দেখি, ওপর থেকে গরুগুলোকে নিচে ফেলে দিয়েছে। জানই তো, ট্রেইলের শেষ মাথায় ক্যানিয়নের মুখ খুব সরু, একবারে একটার বেশি গরু পার করা মুশকিল; অবস্থা দেখে যতটুকু বুঝেছি

জানোয়ারগুলোকে দাবড়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা, যাতে ধাক্কাধাক্কি করে নিচে নামতে গিয়ে ক্যানিয়নের ভেতর পড়ে যায়।'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সুসানা, হাত বুকের কাছে ভাঁজ করা, চোখ মেঝেয়।

'কে-কে ছিল ওদের দলে ?' প্রশ্ন করল ক্রু।

'আগেই বলেছি, শুধু ফ্র্যাংক আইভির কথাই মনে আছে আমার। এটাও হয়ত থাকত না যদি না চিৎকার করে বারবার সে বলত "তাড়িয়ে নিয়ে যাও ওদের, তাড়িয়ে নিয়ে যাও। একটাও যেন বাঁচতে না পারে।" খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা, ফলে সবাইকে দেখবার সুযোগ পাইনি।'

'অন্তত দু-একজনকে তো দেখেছ, নাকি ?' বিল শেল জেরা করল।

পিবলস জেদি, মাথা নাড়াল। 'হয়ত দেখেছি, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। শুধু সন্দেহের ওপর কাউকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাতে পারব না।'

একথায় বিল শেলের চোখ কৌতুকে ঝলমল করে উঠল। পিবলস এমন ভান করছে যেন নিজে ঘা খেতে রাজি তবু সে অন্যায় করবে না। বিল জিজ্ঞেস করল, 'তা, বেইলি, তোমার কী বক্তব্য ?'

'আব্রাহামের ওই কালো ঘোড়াটা দেখেছি আমি, তবে ওটার পিঠে অন্য কেউ ছিল।'

ক্রু বলল, 'কিন্তু ফ্র্যাংককে তুমি দেখেছ ?'

'দেখেছি এবং ওর গলাও শুনেছি।'

একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল ক্রু, তারপর সুসানার কাছে এল।

'ফ্র্যাংক এবার সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে, সুসানা। ওকে আর সুযোগ দেয়া যায় না।'

মাথা দোলাল সুসানা, পলক তুলল। পরক্ষণে বাইরের বোর্ডওয়াকে একজোড়া পায়ের আওয়াজ পেল ওরা এবং তার পর শীলা ভেতরে এসে ঢুকল।

'লেন আমার বাসায়,' একনিশ্বাসে বলল সে, 'মারাত্মক চোট পেয়েছে।' পিবলসের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল ও। 'টম, তুমি চটপট ডাক্তার পারকিনসনকে খবর দাও একটা। তবে সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।'

সুসানার মনে হল তার হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেছে, তারপর হনহন করে সে দরজার দিকে এগোল।

'আস্তে, সুসানা,' শীলা তিরস্কার করল। 'ও যদি লুকাতে চায়, আমাদের উচিত হবে না ধরিয়ে দেয়া।'

কয়েক মিনিট পর, ডাক্তার পারকিনসন যখন এলেন ওরা সবাই তখন শীলার বাসায়। সুসানাকে ডাক্তারের কাছে রেখে শীলা আর জিম ক্রু শোবার ঘর থেকে চলে এল। দেয়ালের গায়ে রান্নাঘরের একটা চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে বিল শেল বসে। তার মুখ গম্ভীর সতর্ক, একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে জিম ক্রু-কে।

ঘরের মাঝখানে থামল ক্রু, সোজা বিলের দিকে তাকাল। 'লেন কোথায় গিয়েছিল, বিল?'

'ভার্গ লি-র পিছু নিয়েছিল ও।'

টেবিলের ওপর পড়ে ছিল লেনের শার্ট। শীলা এগিয়ে গিয়ে ওটার পাশ থেকে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজখানা তুলে নিয়ে বলল, 'জিম, দেখ তো চিনতে পার কিনা ? লেনের কাঁধে আটকান ছিল এটা।'

তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল বিল। ও আর ক্রু একই সাথে ভাল করে দেখল ব্যাণ্ডেজটা। তারপর দুজনেই শীলার উদ্দেশে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল।

'রেড কেটসের ভাঙা নাকে এটা বাঁধা ছিল,' শীলা বলল।

এবার চকিতে বিল শেলের পানে তাকাল ক্রু, আর বিল মৃদু গলায় বলল, 'তারমানে,' একটুক্ষণ চুপ থাকল সে, তারপর স্বগতোক্তির মত করে শেষ করল কথাটা, 'রেড ওকে দান করেনি ওটা, কেড়ে নিতে হয়েছে—আর তা নেবার একটি উপায়ই ছিল।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড ওর দিকে চেয়ে থাকল ক্রু, তারপর মন্তব্য করল, 'ফ্র্যাংক আর রেড তাহলে এক মতলবেই ছিল।'

ডাক্তার পারকিনসন দরজায় এসে বললেন, 'শীলা, তোমাকেও আমার লাগবে।'

শীলা ভেতরে গেল। ক্রু আধপাক হেঁটে রান্নাঘরের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গালে জোরে জোরে হাত ঘষল সে, অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝে ওর খোঁচা-খোঁচা দাড়ির খরখরে আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল।

'তাহলে এবার ?' বেপরোয়া সুরে জানতে চাইল বিল।

ক্রু দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আমি ফ্র্যাংককে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি।' বিলের উদ্দেশে তাকাল সে, ধূসর চোখে নিপট বিস্ময়। 'ও উন্মাদ হয়ে গেছে, বিল।'

'বরাবরই তা-ই ছিল,' বিল বলল রাগত সুরে। 'আমরা তোমাকে আগেও বলেছি একথা।'

ক্লান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল ক্রু এবং বলল, 'টম আর বেইলিকে দিয়ে সুসান'কে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। বলবে সে যেন ওখানেই থাকে। আর ফ্র্যাংককে নিয়ে আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে। লেনকে একা ফেলে কোথাও যেয়ো না। আমি আইভিকে ধরার আগেই আইভি ওর খোঁজে আসতে পারে।'

'কথাগুলো কাকে বলছ?' বিল জিজ্ঞেস করল।

ক্রু-র চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তারপর 'কাউকে না,' বলে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

বাড়তে বাড়তে তার অস্থিরতা এখন অসহনীয় পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। ফলে আজ ভোর থেকে শিকারি বাজের মত ঘুপিয়ে আছে সে। তিনদিন হয়ে গেল, রেড ফিরে আসেনি। ওদিকে ক্রু এখনো বাইরে। এ-দুটি ঘটনা ধৈর্যের পলকা সুতোটাকে ছিঁড়ে ফ্র্যাংক আইভিকে তাড়িয়ে স্যাডলে নিয়ে তুলেছে। জ্যাক বেন্টারকে গতকাল রেডের ট্রেইলে পাঠাবার পর অন্তত শ-বার তার ইচ্ছে হয়েছে ঘোড়ায় চেপে নিজেই চলে যায় ব্রেকের সেই ওঅটর হোলে। উপরন্তু সেবারের যাত্রায় লি-র সঙ্গে যে গিয়েছিল, সেই জেস মুরকেও সে না-হলেও পঞ্চাশবার জেরা করেছে। ফ্র্যাংক নিশ্চিত কিছু একটা ঘটেছে রেডের। মারাত্মক কোন গোলমাল হয়ে গেছে তার পরিকল্পনায়।

কাক-ভোরে সিল্লটি সিজে এল ফ্র্যাংক, দূর থেকে বাড়িটাকে লক্ষ করল। এত দূরের জিনিস দেখা সম্ভব নয় তবু সে কাছে যাবার ঝুঁকি নিল না। লেন সয়্যারকে যদি একটু দেখতে পেত তাহলেও সে অনুমান করে নিতে পারত ব্রেকে কী ঘটেছে। সরে

এল সে, উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলল কিছুক্ষণ, তারপর ডি বারের রাস্তা ধরল। হয়ত জর্জের কাছে রিপোর্ট করেছে রেড। যদিও তা হবার সম্ভাবনা কম। তবে এখন সবে সকাল, তার গিয়ে খোঁজ নিতে বাধা নেই।

যেমন চিন্তা, জোরকদমে ঘোড়া ছোটাল সে, পরক্ষণে ধৈর্যের গুরুত্ব মনে পড়ে যাওয়ায় রাশ টেনে হাঁটার গতিতে এগোল। স্যাডলে সে ঋজু ভঙ্গিতে বসে, নির্দয় ব্যবহার করছে ঘোড়ার সাথে।

আমেরিকান ক্রীক পার হবার সময়ে সুসানার বড়াইয়ের কথা মনে পড়ল তার। আজ সকালে যেসব জায়গায় সে গেছে সেগুলোর মালিকানাই দাবি করেছিল সুসানা। তবে এখন ওগুলো আর তার পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ ক্রু যখন বিল শেলের দোষের নিশ্চিত প্রমাণসহ হাজির হবে, সে আর এক মুহূর্ত সময় দেবে না সুসানাকে। কেবল এই একটি অজুহাতের আশায় সে এখনো ধৈর্য বজায় রেখেছে। এরপর পয়লা চোটে খতম করবে সয়্যারকে এবং তারপর সুসানাকে বেঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ভাবনাটা পুলকিত করে তাকে, কিন্তু এর পাশাপাশি একধরনের শঙ্কাও সে বোধ করে। বলতে কি, ইদানীং সুসানার কথা ভাবলেই এই শঙ্কা তার মনে উঁকি দিয়ে যায়। সিক্সটি সিক্সকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার পর সুসানার দেমাগ আর জেদ কি হার মানবে? নাকি সে বশ্যতা স্বীকার না-করা অবধি বারবার তাকে এভাবে সবকিছু জয় করে নিতে হবে? কেন-যেন ফ্র্যাংকের বিশ্বাস হয় শেষ পর্যন্ত এরকমই কিছু একটা ঘটবে। তবে এই একটি ক্ষেত্রে সে

অধৈর্য হবে না : সুসানাকে তার চা-ই।

উইলো-ঘেরা ক্রীক আর এর পাড় ছেড়ে সামনে এগোল ফ্র্যাংক। দূরে একদল ঘোড়া দেখতে পেল সে, রাস্তা ধরে তার দিকেই আসছে। কাছে এসে ঘেসো জমিতে নেমে গেল ঘোড়াগুলো, আর ফ্র্যাংক দেখল লিংক টমস ওদের পাহারায় আছে। রাশ টানল সে।

পাশাপাশি হল লিংক, গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যালো, ফ্র্যাংক।' দায়সারা ভঙ্গিতে নড করল আইভি।

'রেড তোমাদের ওখানে, লিংক?' জানতে চাইল সে।

'রাতে তো ছিল না,' লিংক বলল। 'অবশ্যি আমি অনেক আগে বেরিয়েছি। ভোরে এসেছে কিনা বলতে পারব না।'

এ-খবরে ফ্র্যাংক অবাক হল না। অলসভাবে ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল সে, দেখল ওগুলো সুসানার। ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল, 'ওদের আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, লিংক?'

'সিক্সটি সিক্সে।'

অস্পষ্ট হাসল ফ্র্যাংক, বলল, 'অযথা সময় নষ্ট।' তারপর অবজ্ঞাভরে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সামনে এগোল। জর্জ বুশের সাথে কথা বলার মত রুচি তার এখন নেই। জর্জ কী ভাবছে বা বলছে তাতে ওর এখন কিস্যু যায় আসে না। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ফ্র্যাংক, প্রান্তরের ওপর দিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল।

দুপুর নাগাদ বেল ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে পৌঁছল সে। পাহারাদার তাকে দেখতে পেয়ে ফুটহিলস থেকে নেমে এল দ্রুত।

ফ্র্যাংক এগিয়ে গেল লোকটার দিকে, রাস্তার আরেক পাশে

মিলিত হল ওরা। পাহারাদার বলল, 'ক্রু খানিক আগে ভেতরে গেছে।'

'আহ,' তৃপ্তির সুরে বলল ফ্র্যাংক। 'ঠিক আছে।' এবার ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল সে, অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল র‍্যাঞ্চে। দেখল ক্রু-র ঘোড়াটা কটনউড ঝাড়ের নিচে বাঁধা আছে।

দূরে থাকতেই ফ্র্যাংকের চোখে পড়ল তার অফিস-কামরার দোরগোড়ায় চেয়ার পেতে বসে ছিল ক্রু, এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে সন্তোষ বোধ করল সে। নিশ্চয় সুখবর আছে, নইলে রিলিফ থেকে ফেরার পথে শেরিফ এখানে থামত না।

স্যাডল থেকে নামতে নামতে আন্তরিক গলায় ফ্র্যাংক বলল, 'জিম, তোমাকে ভীষণ পিপাসার্ত দেখাচ্ছে।' ক্রু বলল না কিছু, দেয়ালে হেলান দিয়ে ঠাণ্ডা চোখে ফ্র্যাংককে জরিপ করতে লাগল। ঘোড়া বাঁধছিল আইভি, উত্তর না-পেয়ে ঘাড় ফেরাল, শেরিফের দৃষ্টিতে ঝড়ের আভাস পেল।

ধীর পায়ে ওর কাছে এসে থামল ফ্র্যাংক। ক্রু পথ ছাড়ল না। 'কী ব্যাপার, জিম?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাংক।

'আজ সকালে আমি হুগো ক্যানিয়নে গিয়েছিলাম,' ক্রু বলল।

শূন্য দৃষ্টিতে ওকে কিছুক্ষণ দেখল ফ্র্যাংক, তারপর যখন বুঝল ক্রু জবাব প্রত্যাশা করছে তখন বলল, 'ওখানে আবার কী?'

হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ক্রু, বলল, 'আমার সাথে তুমি আসছ, ফ্র্যাংক?'

'ঠিক আছে,' ফ্র্যাংক বলল কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সুরে। শেরিফের কথাবার্তার অর্থ সে বুঝতে পারছে না। 'কই, বিল শেলের ব্যাপারে

তো তুমি কিছু বললে না?' কৌতূহল প্রকাশ করল বেল মালিক।

'ওর হাত পরিষ্কার,' বলে বারান্দা থেকে নেমে ঘোড়ার দিকে এগোল ক্রু। টাই রেইলের সামনে গিয়ে থামল, পেছন ফিরে তাকাল ফ্র্যাংকের উদ্দেশে। 'কই, তুমি আসছ?'

'দাঁড়াও,' ফ্র্যাংক বলল চাঁচাছোলা কণ্ঠে। 'আমাকে জানতে হবে ঠিক কী করেছ তুমি।'

ক্রু বলল সংক্ষেপে, 'বিলের বিরুদ্ধে আমি কিছু পাইনি। তুমি আসছ কিনা তাই বল, ফ্র্যাংক?'

ক্রু-র প্রশ্নের আড়ালে থমথমে একটা ভাব রয়েছে। রাগ চুঁইয়ে এতক্ষণে ফ্র্যাংকের মাথায় এটা ঢুকল। চোখ কুঁচকে দীর্ঘ এক সেকেণ্ড শেরিফকে জরিপ করল সে, তারপর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'কোথায় আসব?' জানতে চাইল নরম গলায়।

'হাজতে।'

ফ্র্যাংক নিষ্পলক চেয়ে রইল ওর পানে। ক্রু মিহি সুরে বলল, 'চোখ রাঙিয়ে তুমি আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না, ফ্র্যাংক।'

'কেন, হাজতে যাব কেন আমি?' ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল।

ক্রু-র ধৈর্য সীমাহীন। সে বলল, 'তুমি যখন কারো গরুবাছুর রিম রকের মাথা থেকে দুশ ফুট নিচে ফেলে দাও, ফ্র্যাংক, তখন তোমাকে হাজতেই যেতে হয়।'

'না, হয় না,' অবিচল কণ্ঠে বলল ফ্র্যাংক, পরক্ষণে ক্রোধে সে যেন পাগল হয়ে গেল। ক্রু-র মুখের কাছে মুখ এনে কেটে কেটে বলল, 'তুমি আমাকে কী বলতে চাইছ, জিম? যা বলার স্পষ্ট করে বল!'

'কাল পিবলস আর বেইলি যখন সুসানার গরু নিয়ে আসছিল, তুমি হামলা চালিয়ে ওগুলোকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছ।' একটু থেমে শেরিফ যোগ করল, 'আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করছি, ফ্র্যাংক।'

শান্ত গলায় ফ্র্যাংক বলল, 'তুমি একটা মিথ্যুক, ক্রু।'

শীতের শুকনো মাটির মত শক্ত হয়ে গেল জিম ক্রু-র চোয়াল। 'ফ্র্যাংক, তুমি যদি ভেবে থাক, গ্রেফতার করার কথাটা আমি মিথ্যে করে বলেছি, তাহলে ভুল বুঝেছ।'

'কাল আমি বাড়ির বাইরেই যাইনি,' ফ্র্যাংক বলল দৃঢ় স্বরে।

'আমি নিজের চোখে ওই হতভাগ্য গরুগুলোকে দেখে এসেছি।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ফ্র্যাংক, ক্রু-কে পাশ কাটাতে কাটাতে বলল, 'তুমি এস আমার সঙ্গে।' গটগট করে বাংকহাউসে গেল সে। দুপুরের খাওয়া সেরে জনাচার-পাঁচেক কর্মচারি তখন বাংকহাউসের দাওয়ায় বসে আড্ডা মারছিল।

ফ্র্যাংক আর ক্রু-কে আসতে দেখে চুপ মেরে গেল ওরা এবং ফ্র্যাংকের ক্রুদ্ধ চেহারা লক্ষ করে দুজন উঠে দাঁড়াল দাওয়া থেকে।

ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল ওদের, 'কাল আমি কোথায় ছিলাম, বাছারা?'

কয়েক মুহূর্ত নিরুত্তর থাকল সবাই, তারপর জেস মুর বলল, 'কেন, এখানেই।'

আর একজন বলল, 'কাল বিকালেও তোমাকে আমি বাসায় দেখেছি, ফ্র্যাংক।' কিন্তু ফ্র্যাংক ততক্ষণে ঘুরে ক্রু-র মুখোমুখি হয়েছে। সে বলল আবার, 'আমি বাড়ির বাইরে যাইনি।'

'সেটা তুমি আদালতে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে, ফ্র্যাংক,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে ক্রু বলল। 'এখন তুমি আমার সঙ্গে চল।'

'না,' ফ্র্যাংক আপন সিদ্ধান্তে অটল।

ক্রু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। ফ্র্যাংক রূঢ়ভাবে বলল, 'তুমি এক্ষুনি আমার সামনে থেকে দূর হও, ক্রু।'

ক্রু নীরবে নজর বোলাল বেল কর্মচারিদের ওপর। ইতিমধ্যে তিন পাশ থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। একজন মৃদু গলায় বলে উঠল, 'ফ্র্যাংক, আদেশ তুমি দেবে,' এবং তার একথায় জিম ক্রু-র প্রতি বেল র্যাঞ্চের ভয় প্রকাশ পেল।

ক্রু-র দৃষ্টি ফিরে আসে ফ্র্যাংকের কাছে। সে বলে, 'আমি তোমাকে আর একবার বলব। এস আমার সাথে।' কথাটা এভাবে বলল জিম যেন ভয়-ভীতি সবকিছুর ঊর্ধ্বে সে।

ফ্র্যাংক জবাব দিল না। জিমের হাত নড়ে উঠল। ফ্র্যাংক চড়া গলায় একবার বলল, 'জিম, সাবধান।'

এক সেকেণ্ডেরও কম সময় ইতস্তত করল ক্রু-র হাত, তারপর কোমরে ঝোলান পিস্তলের দিকে ধেয়ে গেল। গুলি করল বেল কর্মচারিদের কেউ একজন, ক্রু-র হাড্ডিসার শরীর, বুলেটের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল একধাপ। এবার ফ্র্যাংকের পিস্তল বেরিয়ে এল ঝাঁকায়, পরপর দুটো গুলি করল সে। ক্রু-র হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছিল দ্বিতীয় বুলেটটা যখন আঘাত করল তাকে। লাট্টুর মত এক পাক ঘুরে গেল সে, মুখ থুবড়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। প্রাণপণে ওঠার চেষ্টা পেল সে, পিস্তল বার করল। ফ্র্যাংক এগিয়ে এসে

সবুট পা তুলে দিল ওর কবজির ওপর। একবার ঝটকা মারল ক্রু, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা। আর ঠিক তখুনি ও প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

এবার পলক তুলল আইভি, অদ্ভুত দৃষ্টিতে জরিপ করল প্রতিটি লোককে। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'তৈরি হও সবাই। আমরা এখন এই ঝামেলা একেবারে মিটিয়ে ফেলব।'

সুসানা বড় কামরার জানালায় পর্দা টাঙাচ্ছিল যখন সে লিংক টমসকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখল। বেইলি আর টমস ওকে সাহায্য করল ঘোড়া কোরালে তুলে রাখতে। জানালা থেকে আনমনে ওগুলোকে লক্ষ করে সুসানা, অবাঞ্ছিত কিছু স্মৃতি তার চেতনায় ঝড় তোলে। বাবার কাছে রোপিংয়ের পাঠ নেবার সময়ে ছোট্ট ওই গ্রুলা মেয়ারটা সে উপহার পেয়েছিল। বছর দুই আগে ফ্র্যাংক যে-সোরেলটা দিয়েছিল, জেদবশত যেটায় সে আজো চড়েনি, সেটাও আছে। পেছনে হোসেফার মেঝে ঘষার শব্দ পায় সুসানা। নীরবে আবার সে কাজে ফিরে গেল। এই ঘরদোর সাফ করার মাঝে কী এক নেশা-ধরান আনন্দ আছে, কষ্ট ভুলে থাকা যায়। ভয় এখন সুসানার বুক খামচে ধরেছে। কাজ থামিয়ে কোনকিছু ভাবতে নিলে সেই ভয়টা এমন কুৎসিত আর জঘন্য রূপ নিচ্ছে যে সে লড়াই করবার সাহস হারিয়ে ফেলছে। জীবনে এই প্রথম কারো জন্যে শঙ্কিত বোধ করছে ও। এখন লেনের ছবি, আহত পাণ্ডুর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে শীলার বিছানায়, কোন্ চোরাপথে যেন ঢুকে পড়ল তার মনে এবং ভয় তাকে কুঁকড়ে দিল।

গতরাতে লেনকে দেখবার পর নিজের সঙ্গে আর সে প্রতারণা করতে পারছে না। প্রতিশোধ, নিজের জন্যে আউটফিট আর ক্ষমতা এগুলোর চাইতেও সে এখন বেশি করে কামনা করছে লেন সয়্যারের সুস্থতা। যা কিছু ঘটেছে তার মধ্যে যেন অদৃষ্টের পরিহাস রয়েছে। আজ সকালে সুসানা আরো গভীরভাবে এটা উপলব্ধি করে। তার পরিকল্পনায় জিম ক্রু-র সমর্থন সিদ্ধি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে এবং এর মাধ্যমে অনিবার্য হয়ে উঠেছে ফ্র্যাংক আইভির পরাজয়। ফ্র্যাংক সীমা লঙ্ঘন করেছে এটা বোঝার পর ক্রু আর চুপ করে বসে থাকেনি। ফ্র্যাংককে গ্রেফতার করতে গেছে। কিন্তু সুসানার কাছে এখন এসব মূল্যহীন মনে হয়।

হোসেফা ওর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। 'আরেকবার ঘষলে কিন্তু খুব ভালভাবে পরিষ্কার হত,' নিজের মতামত ব্যক্ত করল সে।

'তুমি যা ভাল বোঝ কর, হোসেফা,' সুসানা আনমনে বিড়বিড় করে বলল।

পর্দা টানান সোজা হয়েছে কিনা দেখার জন্যে জানালা থেকে সরে দাঁড়াল ও, লক্ষ করল লিংক টমস ঘোড়ায় চেপে বাড়ির দিকে আসছে। পোর্চে বেরিয়ে হাত নাড়াল সে, বলল, 'হ্যালো, লিংক।'

স্যাডল থেকে নেমে সলজ্জ হাসল তরুণ র‍্যাংগলার, সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে টুপি খুলে মাথা ঝোঁকাল। 'মন্টিকে ধরতে পারিনি, সুসানা,' বলল, 'ওকে আমি পরে নিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে, লিংক। কফি খাবে?'

'না, ধন্যবাদ,' লিংক বলল। ইতস্তত করল সে, আড়ে তাকাল

কোরালের দিকে, যেখানে বেইলি আর টম রয়েছে, তারপর নিচু গলায় বলল, 'তোমার সাথে একটু গোপনে কথা বলা যাবে?'

লিংক টমসের বলার ভঙ্গিতে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ করে সুসানা আমোদ পেল। ও বলল, 'অবশ্যই।'

ডাইনিং-রুম হয়ে কিচেনে এল সে। লিংক অনুসরণ করল। টেবিলের কিনারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুসানা, বলল, 'কী কথা, লিংক?'

হাতের ফাঁকে হ্যাট নাচায় লিংক, কিন্তু তার চোখে বয়ঃসন্ধিক্ষণের উদ্বেগ। 'হগো ক্যানিয়নে কী ঘটেছে তুমি জান?' সে প্রশ্ন করল।

সুসানা সতর্ক, বলল, 'জানি, লিংক। কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে?'

'ঘটনাটা আমি দেখেছি,' লিংক জবাব দিল।

সুসানার মনে হয় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, অনুচ্চ স্বরে লিংকের কথারই পুনরাবৃত্তি করে সে। 'তুমি দেখেছ?'

'টম পিবলস আর বেইলি রিমের ওপর থেকে গরুগুলো ফেলে দিয়েছে!' একনিশ্বাসে বলে গেল লিংক। 'কাজটা ইচ্ছে করে করেছে ওরা, আমি দেখেছি ওদের করতে—তোমার গরুবাছুর!'

'ত...তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, লিংক।'

'না, ম্যাম,' তরুণ র‍্যাংগলার বলল দৃঢ় স্বরে। 'তোমার লোকদের কাজ এটা, গরুগুলোকে ওরা হত্যা করেছে!'

টেবিল থেকে সরে পেছন ফিরল সুসানা। তার নিখুঁত পরিকল্পনার দফা এখানেই শেষ, ভেস্তে গেছে লাজুক অপরিণত বয়সের এক ছেলের উপস্থিতিতে যে এখনো তার সেই দেখার

গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কিত বোধ করে সুসানা, বোঝে যেভাবেই হোক লিংকের মুখ তার বন্ধ করতে হবে। ভয় দেখাবে ওকে, নয়ত দেশছাড়া করবে, ঘুষ দেবে, আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেবে মনের মধ্যে—ওর মুখ বন্ধ করার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সব করবে সে। কাজটা করিয়ে নেবার মত লোক তার আছে, যারা এ-মুহূর্তে ওর জন্যে সবকিছু করবে। পরক্ষণে সে উপলব্ধি করে এর কোনটিতেই ফল হবে না। স্বেচ্ছায় রাজি না-হলে খুন করা ছাড়া অন্য কোনভাবে বন্ধ রাখা যাবে না লিংক টমসের মুখ। কিন্তু ওই একটি কাজ সে করবে না। ধীর পায়ে টেবিলের কোনা ঘুরে ওপাশে গেল সুসানা, দেখল মুগ্ধ স্তাবকের দৃষ্টিতে লিংক ওকে লক্ষ করছে।

সুসানা থমকে গেল। হ্যাঁ, আছে একটা পথ। লিংককে লক্ষ করতে করতে আবছা হাসল সে। তার সমস্যার জবাব পাওয়া গেছে। লিংক বরাবর তার অনুরক্ত, মনে এবং প্রাণে। মাতাল জন্মদাতার নির্যাতন থেকে বাঁচতে তের বছর বয়সে এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়েছিল সে। বাবাকে বলে সুসানাই ওকে ডি বারে চাকরিটা নিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে ওর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস লিংকের, তাকে সে ভক্তি করে। সেও ভাল ব্যবহার করে এসেছে এতদিন। কাজেই এখন প্রতিদান চাইবার সময় হয়েছে।

'বস, লিংক,' সুসানা বলল শান্ত গলায়।

চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল ও, টুপিটা টেবিলে ওপর রেখে অপলকে চেয়ে রইল তার স্বপ্নের দেবীর দিকে।

সুসানা টেবিলের কিনারে বসল, চোখ নামিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে

তাকাল লিংক টমসের উদ্দেশে। 'লিংক, আমি জানি না এখানকার সব ঘটনা তুমি কতটুকু জান। ঘটনা মানে এই আমার আর ওয়াল্ট শিপলির সাথে বাবা আর ফ্র্যাংক আইভির দ্বন্দ্ব আর কি। তবে মনে হয় কিছু কিছু নিশ্চয় জান। তাই না?'

'সামান্য,' লিংক বলল অপ্রতিভ গলায়।

'তুমি জান আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাবা আমাকে জোর করছেন ফ্র্যাংক আইভিকে বিয়ে করতে? জান শুধু এই একটি কারণেই ওয়াল্ট শিপলিকে দেশছাড়া করেছে ফ্র্যাংক?'

'না, ম্যাম,' লিংক বলল আস্তে। কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় সে প্রভাবিত হয়েছে।

'আমি বাড়ি ছেড়েছি, লিংক, কারণ এই জোর-জুলুম আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। ফ্র্যাংক আইভিকে আমি বিয়ে করতে চাই না; বাবার সাহায্যও চাই না। আমি চাই নিজের মত করে একটা জীবন। কেন চাই তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়, পারছ না?'

'পারছি, ম্যাম,' লিংক বলে। তাকে এরকম আন্তরিক এক স্বীকারোক্তির শরিক করায় ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করে সে। আবার গর্বও অনুভব করে। কনকনে শীতে মনিবের লেপের নিচে আশ্রয় পেলে বাড়ির কুকুরের যা হয়, ওর অবস্থা এখন সেই রকম: কুণ্ঠিত আনন্দিত এবং দারুণভাবে কৃতজ্ঞ।

সুসানাও জানে এটা। মিষ্টি করে হাসল সে, দুঃখী গলায় বলতে লাগল, 'যতভাবে পারে বাবা আর ফ্র্যাংক আমার সাথে লড়েছে, লিংক। তারপর ফ্র্যাংকের লোকেরা কালি ফ্যানস্টককে মেরে ফেলায় বাবা এখন সরে দাঁড়িয়েছেন।'

লিংক মাথা দোলায় কেবল, ভেতরের ফুঁসে-ওঠা রাগ ওর বাক রোধ করছে। বাংকহাউসের আড্ডায় যা শুনেছে সে তাতে প্রচুর ফাঁক ছিল। সুসানা এখন সেগুলোই ভরাট করছে, দুঃখ-কষ্ট বেদনা আর সাহসের মিশেলে তাকে জীবন্ত করে তুলে।

মাটিতে নেমে পড়ে সুসানা, শ্লথ পায়ে টেবিলের ওপাশে যায়। লিংকের মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে। ওর পাশে এসে থামল সুসানা, টেবিলের ওপর দুহাত রেখে বলল, 'ফ্র্যাংক আইভিকে আমার ধ্বংস করতে হবে, লিংক, নইলে সে আমাকে ধ্বংস করবে। আর সেজন্যে যদি বাঁকা পথ ধরতে হয়, আমি তাও ধরব।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল লিংক, আর সুসানা টেবিল থেকে হাত উঠিয়ে সহজ-সরল নিরীহ ভঙ্গিতে বাতাসে মেলে দিল সেগুলো। 'ঠিক সেই অবস্থাতেই তুমি আমাকে ধরে ফেলেছ, লিংক। আমি বাঁকা পথে লড়ছিলাম।'

লিংক রুদ্ধশ্বাসে সমনোযোগে ঠায় চেয়ে থাকে ওর পানে, আর সুসানা লজ্জাহীন কণ্ঠে বলে চলে, 'আমার হুকুমেই টম আর বেইলি ওইসব গরুবাছুর হত্যা করেছে। তারপর শেরিফ ক্রু-র কাছে গিয়ে বলেছে কাজটা বেল র‍্যাঞ্চের। ক্রু এখন ফ্র্যাংককে হাজতে ভরবে এবং আর কোনদিন সে আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না।'

বিনা বাক্যে কথাটা হজম করল লিংক, মনের ভেতর সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

সুসানা নরম স্বরে বলল, 'ক্রু-র কাছে আমি মিথ্যা বলেছি কেননা এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। ফ্র্যাংক একটা খুনী,

ওকে যে আমার পথ থেকে সরাতেই হবে।' সামান্য দ্বিধা করল সে এবং তারপর শান্তভাবে জানতে চাইল, 'লিংক, আমি কি অন্যায় করেছি?'

'না,' লিংক বলল ধীর গলায়। 'না, সুসানা, অন্যায় তুমি করনি। এটাই ফ্র্যাংকের উচিতসাজা হবে।'

'তুমি খুব ভাল বন্ধু,' সুসানা বলল প্রশ্রয়ের সুরে। 'এমন কিছু তুমি জেনে ফেলেছ, লিংক, যা অন্য কারো জানা চলবে না। কোনও দিন না। বুঝতে পারছ নিশ্চয়,' যোগ করে ও, ম্লান হেসে, 'আমার সুখ-শান্তি সব এখন তোমার হাতেই, লিংক।'

লজ্জারক্ত হল লিংক, উঠে দাঁড়াল। ঠিক এ-মুহূর্তে সুসানার জন্যে সে হাসিমুখে মরতে পারে। তার নিরানন্দ সাদামাঠা জীবনে কখনো এত সুখের সময় আসেনি। তাই লিংক টমস বুঝে উঠতে পারে না কী ভাষায় সে তার কৃতজ্ঞতা তার বিশ্বাস আর তার মর্যাদার কথা প্রকাশ করবে। সে বলল, 'নিশ্চয়ই, সুসানা। তুমি আমার বন্ধু।' লিংক জানে তার একথায় যথেষ্ট বলা হল না, তবু সে আশা করল বাকিটুকু সুসানা বুঝে নেবে।

সুসানা বুঝতে পারে ওর মনোভাব, নিজের হাতের মধ্যে সে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো চাপ দেয়। 'ধন্যবাদ, লিংক। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। সবসময়ই করব।'

ঘর থেকে অন্ধের মত বেরিয়ে গেল লিংক। তার পিছু নেবার কোন চেষ্টাই সুসানা করল না। অস্পষ্ট একটা লজ্জা মুহূর্তের জন্যে তাকে নাড়া দিয়েই থিতিয়ে গেল আবার। সে জানে এখন সে নিরাপদ। শত চেষ্টাতেও কেউ আর তার গোপন কথা বার করতে

পারবে না লিংকের কাছ থেকে। তরুণ র‍্যাংগলারের জন্যে এখন ও করুণা বোধ করে। ঘটনার সাথে যে-তিনজন সরাসরি জড়িত তারা কোনদিন মুখ খুলবে না। আর অপরজন, লিংক, তার একান্ত অনুগত। সুসানা কল্পনা করে সবকিছু শান্ত হয়ে যাবার পর যখন সে কোন-একদিন লেনকে বলবে ঘটনাটা, লেন এ নিয়ে হাসাহাসি করবে অনেক এবং তারপর বলবে সে খুব ধূর্ত। তবে এই সঙ্গে ওর প্রশংসাও সে করবে, সুসানা নিশ্চিত।

ছয়

গাঢ় ঘুমে ডুবে ছিল শীলা। বিল শেলের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসল।

'ও জেগেছে,' বিল বলল, 'ক্ষুধার্ত।' হাসল সে, আর সেই হাসি শীলাকে আশান্বিত করে তুলল। এটাই বিলের মেজাজের ব্যারোমিটার।

সোফা থেকে উঠে মৃদু স্বরে ও জিজ্ঞেস করল, 'ক্রু ফিরেছে বেল থেকে?'

'না।'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। উভয়ই জানে অপরজন কী ভাবছে। ক্রু বাইরে থাকার অর্থ আইভি মুক্ত রয়েছে, এবং লেন বিপদের মধ্যে।

চুলোর পাড়ে গেল শীলা। বিল আগেই আগুন ধরিয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল শীলা। সূর্য মাথার ওপরে, গাছপালার নিচে খাড়া ছায়া। মুখহাত ধুল সে, ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে তার সারারাতের ক্লান্তি-জড়ান অবসাদ দূর

হয়ে গেল। চিরুনি তুলে নিল ও, পরক্ষণে পরিপাটি হবার চেষ্টা আপাতত বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি শোবার-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিলের ওপর থেকে ওর দিকে চোখ ফেরাল লেন, শ্রান্ত অনিশ্চিতির হাসি হাসল। ভীষণ পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওর চেহারা, এত যে শীলা কান্না সংবরণ করতে পারল না।

মার্টিন বনভুর্‌যান্টের কয়েকটা শার্ট বানিয়েছে শীলা। গতরাতে তারই একটা লেনকে সে পরিয়ে দিয়েছে। এখন সেই ধবধবে শাদা শার্টের পটভূমিতে ওর দাড়ি-ভর্তি শ্রান্ত মুখাবয়বকে নিরেট কালো মনে হচ্ছে।

'শীলা, সিক্সটি সিক্স তোমার এই ঘরের ভাড়া দেবে,' লেন বলল।

শীলা হাসল। 'এখন ওসব কথা থাক। আগে বল কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

'সিগারেট।'

তামাক আর কাগজ নিয়ে দ্রুত হাতে একটা সিগারেট বানাল বিল। আর লেন চিন্তিত চোখে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত চেয়ে থাকল শীলার পানে। 'আমার চোট কতটা মারাত্মক? ভীষণ লাগছে কিন্তু।'

'একটা বুলেট কাঁধ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে,' শীলা বলল। 'খারাপ চোট তো বটেই।'

বিল জানতে চাইল, 'কে গুলি করেছিল?'

'রেভ কেটস। ভার্গের ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।'

'ওর ব্যাণ্ডেজ আমরা পেয়েছি। নিশ্চয় সে দান করেনি ওটা?'

'না, তা করেনি,' লেন বলল। 'ভার্গও দেয়নি।' বিলের কাছ থেকে ধরান-সিগারেটটা নিল, ধোঁয়ায় ভরে ফেলল ফুসফুস। শীলার দিকে আবার তাকাল সে। মেয়েটি তাকে লক্ষ করছে এখন, দৃষ্টিতে সহানুভূতি গলে গলে পড়ছে।

'ঘটনার পর কেউ কি পিছু নিয়েছিল তোমার?' শীলা জিজ্ঞেস করল।

'মনে হয় না,' লেন বলল, তারপর সিগারেটটা আবার ঠোঁটে রাখার আগে শীলার উদ্দেশে সকৌতুকে হাসল। 'রেড নিশ্চয় বেল থেকে এসেছিল,' বলল স্বগতোক্তির সুরে। 'যাই হোক, ফ্র্যাংক আইভির কাছ থেকে জবাবটা জেনে নেব আমি।'

'আর সেটা তুমি খুব শিগগিরই জেনে নিতে পারবে,' শীলা মন্তব্য করল।

লেন অবাক চোখে তাকাল। শীলা বলল, 'কাল রিম-রকের ওপর থেকে সুসানার গরুবাছুর নিচে ফেলে দিয়েছে ফ্র্যাংক। জিম ক্রু ওকে অ্যারেস্ট করতে গেছে।'

নীরবে অনেকক্ষণ ছাত পানে চেয়ে রইল লেন। তারপর একসময় শীলার দিকে ফিরে অর্থপূর্ণ হাসল। শীলা জানে এই খবরের গভীর এক তাৎপর্য রয়েছে ওর কাছে। সিক্সটি সিক্সের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রথম ধাপ এটা। লেন কতখানি একরোখা সেটাও অজানা নেই শীলার। অথচ সেই মানুষই কী অপরিসীম যত্ন আর চাতুরীর সাথে এ-খেলা চালিয়ে গেছে। তার সমস্ত অস্তিত্ব যখন বিদ্রোহের কথা বলেছে সে তখন সাবধানে পা ফেলেছে। কঠোর হয়েছে ভুলের সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে; আবার তেমনি ধৈর্যও ধরেছে।

অন্য কেউ যেখানে রেগে উঠত সেখানে সে শান্ত থেকেছে। এ যেন স্বল্প পুঁজি নিয়ে জুয়াখেলার মত, চরম আঘাত হানবার আগে প্রতি পদে সমঝে চলা। শীলা জানে লেন এখন তার হিসেবি পরিকল্পনার সুফল পাচ্ছে: সীমা লঙ্ঘন করেছে ফ্র্যাংক, আর তার এই ভুল ক্রু-র সমর্থন সিপ্লটি সিপ্রের পক্ষে এনে দিয়েছে।

লেন এবার বিলের দিকে তাকাল। 'আমি তাহলে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, বিল।'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল। 'যেতে দাও,' বলল হালকা সুরে। 'যদিও তুমি আমাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলে।'

একে অপরের উদ্দেশে হাসল ওরা। শীলা লেনের নাস্তা বানাতে গেল। যে-দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কালকের রাতটা সে পার করেছে তা কেটে গেলেও শীলা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না। লেন অসুস্থ, আহত। চোটের ধকলে কাহিল হয়ে পড়েছে। গতরাতে পেছনের উঠনে লেনকে দেখার পরপরই যা হয়েছে, ওর মনের গহিনে ফ্র্যাংক আইভির চিন্তা কাজ করে চলেছে এখনো। লেন আহত একথা জেনে গিয়ে থাকলে জিম ক্রু-র কাছে ধরা দেবার জন্যে আইভি বেল র‍্যাঞ্চে বসে থাকবে না—শিকারের আশায় লেনকে খুঁজে ফিরবে। নিজের পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে জিম ক্রু-ও জানে এটা। তাই সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পালটা ব্যবস্থা নেবার। ক্রু যদি আইভিকে ধরতে না-পারে, কোন জায়গাই আর নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু লেনের যা অবস্থা, অন্য কোথাও তাকে সরিয়ে নেয়াও সম্ভব নয়।

ট্রেতে পরিজ ডিম বিস্কিট আর কফি সাজিয়ে নিয়ে লেনের

সামনে ধরল শীলা। বিল সাহায্য করতে চাইল, কিন্তু ও নিজেই উঠে বসল। এই সামান্য পরিশ্রমে আরো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা, শীলা খেয়াল করল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। নাস্তার শুরুতে খানিকটা অংশ গোগ্রাসে খেল সে, তারপর যেন রুচি হারিয়ে ফেলল। লেন কফি পান করার সময়ে শীলা দেখল জ্বরের ঘোরে ওর চোখ অস্বাভাবিক রকমের রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যখন সারা হল নাস্তার পর্ব, কাঁধের ড্রেসিংটা বদলাতে বসল শীলা এবং ওর কাজ শেষ হতে হতে প্রচণ্ড ক্লান্তি আর অবসাদে লেন ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

রান্নাঘরে ফিরে গেল শীলা, দেখল বিল জানালায়। লিভারি আর তার ওপাশের রাস্তার ওপর নজর রাখছে। বেসুরো গলায় শিস বাজাচ্ছে ও। শীলা টের পায় বিল চাপা উত্তেজনায় ভুগছে। হঠাৎ ওর দিকে ফিরল সে, চিন্তিত গলায় বলল, 'আচ্ছা, ক্রু এখনো ফিরছে না কেন, শীলা?'

একথার জবাব দিতে পারে না শীলা। অস্থির পায়চারি শুরু করে বিল, মাঝে মাঝে জানালার সামনে গিয়ে থামে। লেনের গভীর নিশ্বাসের শব্দ এখন শুনতে পাচ্ছে ওরা। বিল একবার দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে, চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ায়।

ঘোড়াগুলো কেমন আছে জানতে বাইরের উডশেডে গেল শীলা। ওরাও খিদেয় ছটফট করছে। শীলা বোঝে কারো সন্দেহ না-জাগিয়ে আজ রাতে যেভাবেই হোক ওদের জন্যে কিছু খাবারের জোগাড় তাকে করতে হবে।

বাসায় ফিরে এল সে। বিলকে টেবিলে গোমড়া মুখে বাসি

খবরকাগজ পাঠরত অবস্থায় পেল। পরিবেশ হালকা করতে ওর কাঁধে আলতো চাপড় মারল শীলা, সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুসানার জামাটা শেষ করতে হবে। কাপড় ধার করে কাজে মন দিল সে, আর সেই সাথে সুসানার কথা ভাবতে লাগল। কাল রাতে, শেরিফের অফিসে, লেনের আহত হবার খবর শোনার পর সুসানার প্রতিক্রিয়া তাকে অবাক করেছিল। ওরকম প্রতিক্রিয়া, শীলা জানে, তখন হয় যখন একটি মেয়ে কোন পুরুষের প্রেমে পড়ে। নিজের অজান্তে এমন আচরণ করেছে সুসানা যা শীলার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে। আরো একটি জিনিসের ব্যাখ্যা মেলে এতে : হঠাৎ করে নতুন এই পোশাক তৈরির আগ্রহের কারণ। শীলা আপনমনে দুষ্টু করে হাসে। মেয়েরা সবাই, আসলে, এক। তার নতুন নীল জামাটা পরে লেনের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াবে তখন সে নিজেও কি নারীসুলভ গর্ব বোধ করার কথা ভাবছে না? সেও কি পরিকল্পনা করেনি কপট সৌজন্য প্রকাশের যা দেখে লেন হেসে ফেলবে এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাবে তার দিকে? করেছে পরিকল্পনা। সন্দেহ নেই, সুসানাও ঠিক এমন ইচ্ছাই পোষণ করছে।

কথাটা মনে হতে শীলা এখন নিশ্চল বসে থাকে, ভবিষ্যৎ দেখবার প্রয়াস পায়। লেনকে সে ভালবাসে, ও উপহার নিয়ে এল যে-সময়ে তখন থেকেই। একসময় তাকে ওর মনে হয়েছিল নীরব নিঃসঙ্গতা-প্রিয় একজন লোক যে নিজের জীবনের ভয়াবহ কিছু স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। তারপর ওর ওই উপহার দেবার সহজ-সরল ভঙ্গি দেখে মানুষটা সম্পর্কে তার ধারণা আমূল বদলে গেল। শীলা এর বাইরে কিছু জানে না। সে কেবল এটুকু

বোঝে লেনকে বিয়ে করলে তার জীবনে সুখ ও পূর্ণতা আসবে। সুসানাও দেখতে পেয়েছে এটা, তবে শীলা জানে ওদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। লেনের ভেতর সুসানা সেই শক্তির সন্ধান পেয়েছে যার সহায়তায় নিজের উচ্চাভিলাষকে সে চরিতার্থ করতে পারবে। ও বুঝেছে লেনের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার স্বাধীনতা যেমন ক্ষুণ্ণ হবে না তেমনি ফ্র্যাংক আইভিকে শায়েস্তা করা যাবে। শীলা এখন উপলব্ধি করে সুসানা বাস্তবিক তার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। সাহসের সঙ্গে বাবা আর ফ্র্যাংক আইভির নিপীড়ন মোকাবেলা করছে সে, এবং তার এই সাহস পুরুষ মাত্রেই প্রশংসা করতে বাধ্য। তবে এই ঝোড়ো পথে চলতে গিয়ে কখন-যেন সে শীতল আর পাষাণ হয়ে গেছে, যাকে ঘৃণা করে ঠিক সেই লোকটির মত। আর এটাই, শীলা জানে, ওর সবথেকে বড় দুর্বলতা। পুরুষের চোখে হয়ত অনেক দেরিতে ধরা পড়বে, তবু, ও ভাবে, নিজের চেষ্টায় এটা জানবার অধিকার লেনের আছে।

ভাবনাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলল শীলা, কাজে ডুবে গেল। হঠাৎ বিল শেলের পায়ের আওয়াজে ব্যাঘাত ঘটল ওর একাগ্রতায়। ও পলক তুলল। বিল দরজায় দাঁড়িয়ে।

'আইভি এইমাত্র এল,' বিল ঘোষণা করল।

উঠে পড়ল শীলা, দ্রুত পায়ে জানালায় চলে এল। স্পেশলের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার নামছে। লোকগুলোকে সে বেল রাইডার কর্মচারি বলে চিনতে পারল। ঘামে চকচক করছে ওদের ঘোড়াগুলো।

'ক্রু ছিল ওদের সাথে ?'

'না।'

বিলের সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল শীলা, তারপর আবার ঘুরল বেল হ্যাণ্ডদের দেখার জন্যে। এবার ও মোড়ে অবস্থিত শেরিফের অফিসের দিকে চকিতে নজর বোলাল একবার। প্রাণের কোন আভাস নেই সেখানে; বেল কর্মচারিদের কেউ জায়গাটাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

গাঢ় স্বরে বিল বলল, 'কিছু একটা ঘটেছে, শীলা।

'কী ঘটতে পারে ?'

'আমি জানি না,' বিল স্বীকার করল ধীরে ধীরে। 'আইভি ওদের সাথেই আছে। এমনকি অন্ধ হলেও জিম ওদের পিছু নিতে পারত। যথেষ্ট সময় সে পেয়েছিল।'

বেল কর্মচারিরা সবাই স্পেশলে গিয়ে ঢুকল। শীলা নিজের কাছে ফিরে গেল। বিল জানালায় রয়েছে এখনো, ইণ্ডিয়ানদের মত সতর্ক সধৈর্য পাহারায়। শীলা মাঝে মাঝে আড়ে দেখছে ওকে, বেল কর্মচারিদের তৎপরতা বোঝার আশায়। প্রাণপণে এখন সে গতরাতের ঘটনাগুলো মনে করবার প্রয়াস পেল। লেনের ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে সে। শেরিফের অফিসেও গিয়েছিল সবার অলক্ষে। তারপর সদলে এভাবে বেরিয়েছে ক্রু-র অফিস থেকে, ও নিশ্চিত, কারো মনে কৌতূহল দেখা দেয়নি। পিবলস শপথ করে বলেছে ডাক্তার পারকিনসনের চেম্বারে যাবার সময় কেউ তাকে লক্ষ করেনি। তারপর ডাক্তারও এখানে এসেছিলেন সংগোপনে। শীলা সিক্সটি সিক্স এবং কালি ক্যানস্টকের বন্ধু,

এই একটি স্মৃতি ছাড়া ফ্র্যাংক আইভি এমন কিছু মনে করতে পারবে না যা তাকে এ-বাড়ির প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারে। তবে এটা ঠিক যে সামান্য আগে বা পরে তার নাম ফ্র্যাংক আইভির স্মরণে আসবে। আর এর অর্থ লেনকে ওর সরিয়ে ফেলতে হবে এখান থেকে, এমন কোথাও যেখানে ফ্র্যাংক আইভি তাকে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত হত্যা করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল একসময়। বেল কর্মচারিরা এখনো স্পেশলেই রয়েছে। তবে কোথাও কোন একটা গোলমালের আভাস মিলছে। লোকজন ছুটোছুটি করছে রাস্তায় এবং তাদের সবার লক্ষ্য স্পেশল। একবার একটি ছেলে, চিৎকার করতে করতে, লিভারি বার্নে এসে ঢুকল। পরক্ষণে জো লিলিকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে স্যালুনের দিকে যেতে।

বিলের ডাকে শীলার চমক ভাঙল। 'মিসেস পারকিনসন আসছেন,' বলল সে।

জানালায় সরে গেল শীলা, ডাক্তারের স্ত্রীর আসা লক্ষ করল। মাথায় বেটপ টুপি আর তাঁর চিরাচরিত কালো পোশাক পরনে মিসেস পারকিনসন স্পেশলের সামনে দাঁড়ান লোকগুলোর সাথে কথা বললেন। সিগন্যালের সবাই তাঁকে পছন্দ করে, ওদের প্রয়োজনে নিজের বাসস্থানকে তিনি হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করতে দেন। অলসভাবে হেঁটে আসছেন ভদ্রমহিলা, পোড়ো জমিটার সামনে থেমে একটি বাচ্চাছেলের সাথে কথা বললেন। তারপর ছেলেটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে লাগলেন আবার, এবং ওদের দৃষ্টিসীমার আড়াল হলেন। শীলা আর বিল দুজনেই

উন্মুখ, তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে, কান খাড়া। তাঁর দাঁড়িয়ে পড়ার শব্দ পেল ওরা, তারপর এভাবে ঝনঝন করে উঠল ডোরবেল যে শীলা চমকে উঠল।

তড়িঘড়ি এগোল সে, দরজা খুলে দিল। মিসেস পারকিনসন ভেতরে পা রাখলেন। ওদের উদ্দেশে গম্ভীরভাবে মাথা দোলালেন তিনি এবং নিজেই বন্ধ করলেন দরজাটা।

'ফ্র্যাংক আইভি আজ সকালে জিম ক্রু-কে হত্যা করেছে,' ঘোষণা করলেন মহিলা।

ঝট করে বিলের দিকে তাকাল শীলা, দেখল ওর চোখ বি[illegible] 'হত্যা করেছে?' ফিসফিস করে প্রতিধ্বনি করল বিল। জিম ক্রু-কে ওরা সবাই, কেন-যেন, অমর ভেবেছিল।

'ক্রু ওকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেছিল, আইভি ধরা দেয়নি। তারপর জিম যখন ড্র করতে গেছে, আইভি বলছে, সে তাকে গুলি করেছে।'

বিলের মুখে চকিতে বেদনার একটা ছায়াপাত ঘটেই মিলিয়ে গেল। নিজের অজান্তে প্রতিবাদ করে উঠতে গেল সে, তারপর সামলে নিল।

মিসেস পারকিনসন জরুরি গলায় বললেন, 'হার্ভে নিজে আসতে সাহস পায়নি তাই আমাকে পাঠিয়েছে। আইভি জানে না লেন সয়্যার চোট পেয়েছে; কিন্তু আইভি বলছে ওর খোঁজে সে গোটা মুল্লুক চষে ফেলবে।' একটু জিরিয়ে নিলেন মহিলা। 'হার্ভে বলেছে লেনকে তোমার সরিয়ে ফেলতে হবে, বিল। এই জায়গার কথা আইভির মনে আসার আগেই।'

'একেবারে আমাদের নাকের ডগায় এরকম পাহারার মধ্যে,' বিল বলল হতাশ কণ্ঠে।

'রাতে সরাবে।'

'সে-পর্যন্ত ও অপেক্ষা করলে হয়,' তিক্ত স্বরে মন্তব্য করল বিল, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

শীলা আর মিসেস পারকিনসন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন একে অন্যের দিকে। মিসেস পারকিনসন নিচু অথচ উত্তেজিত গলায় বললেন, 'ফ্র্যাংক আইভি একটা কুকুরেরও অধম। জিম জু-র জুতোয় চুমু খাওয়ার যোগ্যতাও ওর নেই।'

শীলা বলল, 'ঘটনাটা লেনকে আমার জানাতে হয়।' শোবার ঘরে গেল সে।

জেগে ছিল লেন, জ্বরে চোখ এখনো ভীষণ রকমের উজ্জ্বল, শীলার পানে তাকাল। 'আমি শুনেছি,' বলল সে। 'আমার পিস্তলটা দাও।'

দেয়ালে-ঝোলান বেল্ট থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে ওর হাতে দিল শীলা। লেন গাঢ় স্বরে বলল, 'ওরা যদি এখানে আসেই, শীলা, আমাকে তোমার একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা ?'

'তুমি সরে যাবে।'

'এই ওয়াদা আমি করব না,' সংক্ষেপে বলে রান্নাঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল শীলা।

আর ঠিক তক্ষুনি বিল শেলের গলা শোনা গেল। 'ওহ-হো। আসছেন সাহেব।'

ঝটপট করিডরে বেরোল শীলা, দেখল বিল শেলের মাথা ওর দিকে ফেরান, মুখ কঠিন। জানালার বাইরে তাকিয়ে শীলা দেখতে পেল ফ্র্যাংক আইভি আর তার বিশাল অবয়বের তুলনায় বামনাকৃতির জেস মুর পাশাপাশি লিভারি অতিক্রম করছে।

'শীলা, তুমি পালাও। এক্ষুনি,' বিল বলল।

'থাম,' শীলা বাউ জবাব দিল। 'আরেকটা উপায় আছে। স্রেফ একটা সম্ভাবনা।' মিসেস পারকিনসনের দিকে ফিরল সে। 'আপনি সাহায্য করবেন?'

'অবশ্যই করব, মেয়ে,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন ডাক্তারের স্ত্রী।

'তাহলে শিগগির লেনের ঘরে গিয়ে আপনার জামা খুলে ফেলুন। কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেবেন না ভেতরে···বিল, তুমিও যাও। এক্ষুনি।'

মিসেস পারকিনসন উঠে শোবার ঘরে গেলেন। বিলকে জানালা থেকে সরিয়ে আনল শীলা। আপত্তি করছিল বিল, শীলা অধৈর্যভাবে ওকে ধাক্কা দিল। 'তাড়াতাড়ি, বিল। লেনকে আমাদের বাঁচাতে হবে।'

পিস্তল হাতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল বিল, পার্টিশনের পর্দাটা টেনে দিল পেছনে।

ছোট্ট ওই কামরায় ছেলের বয়সী দুই পুরুষের দিকে একবার তাকালেন মিসেস পারকিনসন, মাতৃময়ী হাসি হেসে বললেন, 'তোমাদের সামনে আমার লজ্জার কিছু নেই।' তারপর একটানে কালো জামাটা বার করে নিলেন মাথা গলিয়ে, শুধু পেটিকোট পরনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

বিল শেল হেসে বলল, 'সত্যিই আপনার সাহস আছে, ম্যাম।'

অপর কামরায় শীলা চারপাশে পাগলের মত তাকিয়ে দেখল বিলের উপস্থিতির কোন চিহ্ন পড়ে আছে কিনা। জানালার ওপর আধপোড়া একটা সিগারেট চোখে পড়ল। চট করে ওটা তুলে নিল সে। তারপর ওকে চমকে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে ডোরবেল বেজে উঠতেই, কোন দিশা না-পেয়ে সিগারেটটা স্কার্টের পকেটে রেখে দিল। কয়েকটা পিন মুখে রাখল ও, দরজি বাড়ির কাঁচিখানা হাতে করে গিয়ে দরজা খুলল।

ফ্র্যাংক আইভি আর জেস মুর টুপি হাতে দাঁড়িয়ে। আলতো মাথা দোলাল ওরা। বিস্মিত হবার ভান করল শীলা, মুখ থেকে পিনগুলো নামিয়ে বলল, 'হ্যালো, ফ্র্যাংক। হ্যালো, জেস।'

'শীলা, তুমি একা?' ফ্র্যাংক জিজ্ঞেস করল।

'কেন, না,' শীলা বলল, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিস্ময় মিশিয়ে। 'মিসেস পারকিনসনের জামা সেলাই করে দিচ্ছি।' ফ্র্যাংক এভাবে তাকিয়ে রইল যে শীলা বুঝল তার আরো কিছু বলা দরকার। 'হঠাৎ একথা, ফ্র্যাংক? কী হয়েছে?'

'আমি লেন সয়্যারের খোঁজ করছি,' ফ্র্যাংক কঠিন স্বরে জানাল। ওর গলা ভয়ংকর রকমের শান্ত। শীলার বুক দুরদুর করে উঠল।

কণ্ঠে বিষ ঢেলে ও বলল, 'আমি দেখিনি ওকে। আর দেখলেও নিশ্চয় তোমাকে বলতাম না।'

'আমি নিজেই একটু ঘুরে দেখব, শীলা,' ফ্র্যাংক বলল গম্ভীরভাবে। 'তুমি সরে যাও।'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত অনড় থাকল শীলা, তারপর

একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তিক্ত গলায় বলল, 'আমি তোমাকে আটকাতে পারব না।'

ভেতরে ঢুকল ফ্র্যাংক আর জেস মুর। সামনের ঘরে নজর বোলাল ওরা। ফ্র্যাংক বলল, 'ওপাশে কী?'

'শোবার ঘর, একটা আলমারি, আর আমার রান্নাঘর।'

পিস্তল বার করল ফ্র্যাংক। 'এস, জেস,' বলে পা বাড়াল করিডরের দিকে।

ঠিক তখুনি পেটিকোট পরনে মিসেস পারকিনসন শোবার ঘর থেকে বার হতে নিলেন। করিডরের মাথায় জলজ্যান্ত দুই ষণ্ডা পুরুষকে দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি, একলাফে ফিরে গেলেন ঘরের ভেতর।

'তুমি একটা মানুষ বটে, ফ্র্যাংক,' ঝাঁঝাল গলায় বলল শীলা।

ফ্র্যাংক নাছোড়বান্দা, করিডরে ঢুকে পড়ল। মিসেস পারকিনসন গলার কাছে শক্ত হাতে পর্দাটা টেনে ধরে মুখ বার করলেন বাইরে।

'ফ্র্যাংক আইভি, তোমার কী চাই এখানে?' রাগতভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'দুঃখিত, ম্যাম, গম্ভীর গলায় বলে গটগট করে রান্নাঘরে গেল ফ্র্যাংক। জেস মুর, চোখ মেঝেয়, অনুসরণ করল মনিবকে। শীলা মুরের পেছনে থাকল।

রান্নাঘরের চারপাশ আতিপাতি করল ফ্র্যাংক। সাংসারিক জিনিসপত্র ছাড়া অন্য কিছুই পেল না।

'আচ্ছা, তুমি এরকম ঝামেলা করছ কেন?' শীলা বিরক্তির

স্বরে জানতে চাইল।

'বললাম তো লেন সয়্যারকে খুঁজছি আমি।' ওকে পাশ কাটিয়ে করিডরে এসে থামল ফ্র্যাংক। মিসেস পারকিনসন আগুন-ঝরা চোখে ওর দিকে তাকালেন।

'ওখানে কী?' পিস্তল নাচিয়ে শোবার ঘরটা দেখাল ফ্র্যাংক।

'আমি, হাঁদারাম,' সরোষে বললেন মিসেস পারকিনসন। 'গায়ে কাপড় নেই।'

'আমি দেখতে চাই,' ফ্র্যাংক বলল বিরক্ত গলায়।

রাগে মিসেস পারকিনসনের গলা কাঁপতে লাগল। 'তুমি এসেই দেখ ভেতরে, হার্ভেকে দিয়ে তোমার পিঠের চামড়া আমি তুলে নেব। সবখানে তোমার জোর চলবে না, ফ্র্যাংক আইভি। এবার তুমি যাও এখান থেকে।'

ঝাড়া এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল ফ্র্যাংক, তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝটকা মেরে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল। বেশ বড়সড় আলমারি ওটা, শীলার কাপড়চোপড় থাকে।

'এরপর নিশ্চয় তুমি আমার পরনের জামাকাপড়ও ঝেড়ে দেখতে চাইবে,' পাশ থেকে টিপ্পনী কাটল শীলা।

সামনে এগোল ফ্র্যাংক, আলমারির কয়েকটা কাপড় সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে, তারপর আবার করিডরে বেরিয়ে এল।

'ঠিক আছে, জেস। চলে এস।'

সামনের কামরায় ফিরে এল সে, থামল আবার, যেন লেন সয়্যারের উপস্থিতির প্রমাণ না-নিয়ে যেতে চায় না। সুসানার অসমাপ্ত স্কার্টটা পড়ে ছিল টেবিলের ওপর। পিস্তলের মাথায়

আটকে ওটা চোখের সামনে তুলল সে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল একবার, তারপর হুমহুম করে মেঝে কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। জেস মুর পিছু নিল।

সাত

স্পেশলে ফিরে ব্যাজার মুখে বারে গিয়ে দাঁড়াল ফ্র্যাংক। টেকো বার্চ নীরবে বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিল। কনুইয়ের ভরে সামনে ঝুঁকল স্যালুন মালিক, বলল, 'শেরিফের অফিসে খুঁজে দেখতে পার। ব্যাটা হয়ত ওখানে লুকিয়ে আছে।'

'গাধার মত কথা বোল না,' ধমকের সুরে বলল ফ্র্যাংক। গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে সাবাড় করল একচুমুকে, রাগত চোখে একটুক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য গ্লাসের ভেতরে। তারপর ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্মচারিদের ওপর নজর বোলাল। কেউ কেউ তাস খেলছে, অন্যরা দেখছে খেলা।

'জেস, ক্রু-র অফিসটা একবার দেখে এস গিয়ে,' আদেশ করল ফ্র্যাংক।

বার্চের থলথলে মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়ল। তার মতামতের মূল্য দেয়া হয়েছে। সবজান্তা ভঙ্গিতে সে বলল, 'ও ঠিকই আসবে। এ-ধরনের লোকেরা পালায় না।'

একজন সঙ্গীসহ জেস মুর শেরিফের অফিসে তল্লাশি চালাতে

বেরিয়ে গেল।

তাসের আড্ডা থেকে গলা চড়িয়ে স্যালুন মালিককে ডাকল একজন। 'ঘরে বাতি দাও, বার্চ। অন্ধকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।' বার্চ তার অনুরোধ রক্ষার্থে এগিয়ে গেল।

চুপিসারে কখন-যেন সাঁঝ ঢুকে পড়েছে স্যালুনে। রাত নামতে বিশেষ দেরি নেই। অথচ এখনো সে অলস বসে আছে, ফ্র্যাংক ভাবে হিংস্রভাবে। সিক্সটি সিক্সের ওপর নজর রাখছে তার এক লোক। রিজ ক্যাম্পে পাহারায় আছে একজন, এবং আরেকজন গেছে রিলিফে। আর সে নিজে অপেক্ষা করছে বেণ্ডার ক্রেক থেকে কী খবর আনে তা শোনার জন্যে। এমন তো হতে পারে, সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, রেড তার দায়িত্ব পালন করেছে। ক্রোধের তীব্র এক ঢেউ এখন ঝাপটা মারল ফ্র্যাংক আইভিকে। এখন সে জানে সুসানার ওপর নিরঙ্কুশ বিজয় আর ওর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র লোক—তার নাম লেন সয়্যার। যতদিন লাগুক, ওই লোককে খুঁজে বার করে হত্যা করবে সে। ঘাসের দখল নেবার লক্ষ্যে সয়্যারের দুঃসাহসী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সিক্সটি সিক্সের পক্ষে জিম ক্রু-র সমর্থন আদায়ের উপায় হিসেবে সুসানার গরুবাছুর বিসর্জন দিয়েছে সে। ফ্র্যাংকের মনে কোন সংশয় নেই, ওই স্ট্যামপিডের হোতা লেন সয়্যার। এবং ওর কারণেই জিম ক্রু এখন মরে পড়ে আছে বেল ওয়াগন শেডে।

কৃতজ্ঞতার সাথে কথাটা ভাবে ফ্র্যাংক। ক্রু, এখন সে নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে, তার পথের কাঁটা ছিল। ক্রু-কে ভয় পেত না সে, পিস্তলে লোকটার দক্ষতার সুনাম নিয়েও মাথা

ঘামায়নি কখনো, কিন্তু সুসানার মত সেও ক্রু-র সমর্থন লাভের আশায় বহু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। এখন মনে হয় নেহাত বোকামি হয়েছিল কাজটা, আর এই ধারণা ফ্র্যাংকের অসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে তোলে। যেমন হয়ে থাকে, এ-ধরনের সেকেলে নীতিবাগীশ মানুষগুলো, অকুতোভয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ক্রু। কিন্তু জানতেও পেল না ভুল একটি বিশ্বাসের ওপর সে আত্মাহুতি দিল। আর একথা মনে হলেই ফ্র্যাংক আইভি নষ্ট একটা আনন্দ পাচ্ছে। ক্রু ভুল পথে ছিল এই আত্মবিশ্বাস তাকে অধিকার দিয়েছে স্পেশলে এসে ক্রু-কে হত্যা করার কথা অকপটে খুলে বলার। মূলত এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে বলতে পেরেছে যে-কেউ তদন্ত করে দেখতে পারে সুসানার গরুবাছুর হত্যা করার পেছনে তার কোন হাত ছিল কিনা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, এটা তাকে অধিকার দিয়েছে সুসানাকে পিষে ফেলবার। আর যখন তা ফেলবে জীবিত কোন মানুষ তাকে দোষ দিতে পারবে না। শুধু লেন সয়্যার আর, ঘটনাচক্রে, বিল শেলকে নিকেশ করা এখনো বাকি রয়ে গেছে। এ-দুটো কাজও যখন সারা হয়ে যাবে, সে-ই হবে বেঞ্চের রাজা। সুসানা শেষ, জর্জ বুশের ক্ষমতা অস্তাচলে। তার, ফ্র্যাংক আইভির, কথাই হবে বেঞ্চের আইন।

আরেক দফা ড্রিংক নিয়ে গলায় ঢালল সে, বাইরে তাকাল। অন্ধকার নেমেছে। বিরক্তির সাথে বোতলটা দূরে ঠেলে দিল ফ্র্যাংক। সুরা তাকে আমেজ দিতে পারছে না। একটা সিগার ধরাল সে, বারের আয়নায় দেখল মার্টিন বনডুর‍্যান্ট স্যালুনে ঢুকছে।

বারে এসে দাঁড়াল দোকানি। কাছে গিয়ে বার্চ ওর ফরমাস নিল। ভদ্রলোক মাত্রেই যা করে, বনড়ুর‍্যান্টের কর্তব্য ছিল আশেপাশে তাকিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশে সম্ভাষণ জানান। কিন্তু তা করল না সে। বারে কনুই ঠেকিয়ে নীরবে নিজের হস্তরেখা বিচার করতে লাগল। সহসা আইভি অনুধাবন করল বনডুর‍্যাণ্ট তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। ব্যাপারটা ক্রুদ্ধ করে তুলল ওকে।

'ইভনিং, মার্টিন,' বলল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে শীতল ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বনডুর‍্যাণ্ট, চোখ সরিয়ে নিল। ফ্র্যাংক ওর কাছে সরে গেল।

'আমাকে চিনতে পারছ না, মার্টিন?' ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি ফ্র্যাংক আইভি।'

বনডুর‍্যাণ্ট ঘাড় ফেরাল, দৃষ্টি এখনো শীতল, বলল, 'হ্যাঁ, চিনেছি। তুমি আর কক্ষনো আমার দোকানে আসবে না, ফ্র্যাংক।'

ফ্র্যাংক চেয়ে থাকল ওর দিকে, চোখে একই সঙ্গে বিস্ময় আর ক্রোধের উচ্ছ্বাস। ড্রিংক ঢেলে নিয়ে গলা ভেজাল বনডুর‍্যাণ্ট, তারপর আইভির উদ্দেশে ফিরে শান্ত গলায় বলল, 'ওভাবে চলে যাওয়া জিমের প্রাপ্য ছিল না, ফ্র্যাংক। আমরা অনেকেই এটা মনে করি।'

ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে গেল সে। ফ্র্যাংক ফাঁকা দৃষ্টিতে বার্চের পানে তাকাল। 'শুনলে কথা?'

বার্চ নরম হাসল। 'ধাক্কাটা সামলে নেবার জন্যে ওদের একটু সময় দাও। দেখবে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ফ্র্যাংক আবার বোতলের শরণ নিল, কিন্তু এখন নতুন এক রাগ

অনবরত খুঁচিয়ে চলে তাকে। এবং সেই সঙ্গে এক চরম বিস্ময়বোধ। ক্রু-র মৃত্যু সম্পর্কে ওর কথা ওরা তাহলে বিশ্বাস করেনি? তারমানে ওদের ধারণা সত্যি সত্যি সে সুসানার গরুবাছুর হত্যা করেছে এবং তারপর ক্রু যখন তাকে গ্রেফতার করতে গেছে তাকেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে? ধীরে ধীরে সীমাহীন এক ক্রোধ আচ্ছন্ন করল আইভিকে, তারপর একসময় ঘোর কেটে গিয়ে আক্রোশের রূপ নিল সেটা। ওদের যা খুশি ভাবতে পারে। সে ঠিক পথে আছে। তার বিবেক পরিষ্কার। ওদের সে ঘৃণা করে, গোটা শহরটাকেই, বরাবর তা-ই করে আসছে।

একটা জুয়ার টেবিলে গেল ফ্র্যাংক, বলল, 'আমি খেতে যাচ্ছি।' তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

বেশি লোকের জায়গা হয় না হোটেলের ডাইনিং রুমে। ফ্র্যাংক ওর নির্ধারিত টেবিলের দিকে যেতে যেতে লক্ষ করল খদ্দেররা সবাই কথা বলায় অথবা খাওয়ায় ব্যস্ত। এলিস নামের যে-মেয়েটি সাধারণত তাকে খাবার এনে দেয় আজ রাতে সে এল না। অন্য একটি মেয়ে পরিবেশন করল এবং ফ্র্যাংক অন্ধকার মুখে আহারে মনোনিবেশ করল।

যখন সারা হল খাওয়া, আচমকা আইভি খেয়াল করল ঘরে সে একা। কেউ নেই, এমনকি একজন ওয়েট্রেসও না। একটা সিগার বার করল সে, নিবিষ্ট মনে জরিপ করতে লাগল সেটা। তার অহংকার তাকে তাড়াহুড়ো করতে দেয় না। কিন্তু ওর অন্তস্তলে ফ্র্যাংক জানে সে এখানে অবাঞ্ছিত। আর এই অনুভূতি তাকে খেপিয়ে তোলে। মানুষের কাছে ভালবাসা প্রত্যাশা করে না সে,

কিন্তু সম্মান দাবি করে। স্বাধীন যে-কোন মানুষই যা করবে, নিজের অধিকারকে সে সুরক্ষা করেছে। তবু কেউ তাকে বিশ্বাস করছে না। লেন সয়্যার, সবিদ্বেষে ও ভাবে, কড়ায়-গণ্ডায় এর মাশুল গুনবে। আজ রাতের এই ঘটনার পর গোটা পশ্চিমও সয়্যারকে লুকাবার পক্ষে যথেষ্ট বড় জায়গা হবে না।

খাবারের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এল সে, বারান্দার কোণে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। অন্ধকার ওর স্থৈর্য ফিরিয়ে আনল খানিকটা। আধাআধি শেষ হয়েছে তার সিগার এই সময়ে শীলা বার্ড, বগলে বড়সড় একটা প্যাকেট নিয়ে সাইড স্ট্রিট পেরিয়ে রাস্তার এপাশে এসে হোটেলের ধাপিতে উঠল। ফ্র্যাংকের সাথে চোখাচোখি হল তার। কেউই কথা বলল না। শীলা ভেতরে ঢুকে গেল। কেরানি বাইসের সাথে নিচু গলায় ওর কথাবার্তার আওয়াজ পেল ফ্র্যাংক এবং একটু বাদে শীলা খালি হাতে বেরিয়ে এল। এবারে ওর দিকে তাকাল না মেয়েটা, রাস্তায় নেমে সোজা বাসার পথ ধরল।

এখন উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাংক, ডেস্কে গিয়ে বুড়ো বাইসকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'কেন এসেছিল ও?'

বাইসও জানে। ওর দুর্বল কৃশ মুখে স্পষ্ট অসন্তোষ লক্ষ করে ফ্র্যাংক, এবং এতে তার রাগ আরো চড়ে গেল। বাইস যখন জবাব দিল না কোন, ডেস্কের ওপর দুটো হাতই রেখে ফ্র্যাংক থমথমে গলায় বলল, 'আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি।'

'শীলা জানতে চাইছিল আজকের স্টেজে কেউ যাচ্ছে কিনা। বলল প্যাকেটে নতুন একটা জামা আছে, এটা যেন এজেন্টে..

বউয়ের কাছে পৌছে দেয়া হয়।'

কথাটা এক মুহূর্ত বিচার করল ফ্র্যাংক, সন্দেহজনক মনে হল না। গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়াল সে, ফের বারান্দায় এসে বসল। রেড আর সয়্যারের খবরের আশায় বেণ্ডারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

সামনের দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে লেন অন্ধকার ঘরের দোরগোড়ায়-ঝোলান পর্দার দিকে তাকাল। জমাট অন্ধকারে বিল শেলের সিগারেটের আগুন গনগন করছে। লেন আবার কান খাড়া করল। জ্বরের ঘোরে তার শোনার ভুল হয়ে থাকতে পারে, তাই নিশ্চিত হতে চাইল। হঠাৎ ফাঁক হয়ে গেল পর্দা এবং শীলা ভেতরে ঢুকল। বাড়ির এ-কামরা ইচ্ছে করেই অন্ধকার রাখা হয়েছে। যাতে কৌতূহলী কোন বেল কর্মচারি হঠাৎ উঁকি দিলেও কিছু দেখতে না পায়।

'বাহ্, এই, তো দিব্বি উঠে বসেছ?' শীলার কণ্ঠে আনন্দের ছোঁয়া। 'কেমন বোধ করছ এখন?'

'ভাল,' লেন বলল। 'তারপর, জানতে পারলে কিছু?'

'এখান থেকে কেউ স্টেজ ধরছে না।' ইতস্তত করল শীলা, তারপর যখন খেই ধরল ওর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেছে। 'ফ্র্যাংক আইভি বারান্দায় বসে। আমি কিন্তু খুব ভরসা পাচ্ছি না, বিল।'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, শীলা,' বিল ম্লান কণ্ঠে বলল। 'লেন ঘোড়ায় চড়ে এক মাইলও যেতে পারবে না।'

'ফ্র্যাংক যদি তল্লাশি করে?'

'তাহলে দফা ওখানেই শেষ,' লেন বলল। ঘর অন্ধকার থাকায় মনে মনে সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়। ঘাম জমেছে তার কপালে, শরীর কাঁপছে।

'সময় হয়ে এল প্রায়,' বিল মন্তব্য করল। 'তোমার পা দুটোকে এবার একটু খাটাও, বাছা।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লেন। সামান্য নড়াচড়ায় কাঁধ আর শরীরের বাঁ-পাশে নিমেষে তীব্র তপ্ত যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল। খাট ধরে টাল সামলাল সে, ব্যথা না-কমা অবধি নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। ওর বাঁ-হাত অসাড়, কোন কাজ করছে না।

'ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই,' বলেই পরক্ষণে লেন বুঝল এ-মুহূর্তে কথা বলা তার উচিত হয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলা কেঁপে গেছে।

পেয়ালায় হিস্ করে বিলের সিগারেট নিভে যাবার শব্দ পেল ও, তারপর বিল কাছে এসে ওর বাহুর নিচে হাত রাখল। ঠাণ্ডা তিনটে ঘামের ফোঁটা নেমে গেল লেনের মেরুদণ্ড বেয়ে, কানের ভেতর টানা ঝমঝম আওয়াজ শুরু হল, এবং তারপর আচমকা এত শীত-শীত করতে লাগল যে সে কেঁপে উঠল।

ক্লান্ত পায়ে করিডরে বেরিয়ে এল লেন। শীলা ওকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে গেল। হাঁটু গেড়ে বসল সে, কেবিনেটের তলা থেকে লুকান-টুপিটা বার করে আনল। ওটা নিয়ে মাথায় দিল লেন, তাকাল শীলার দিকে। ওর মুখ ঝাপসা লাগল তার চোখে। শীলাকে কিছু একটা বলতে চাইল সে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজল। কিন্তু প্রচণ্ড জ্বরে মাথা ঠিকমত কাজ করল না। এখন

শুধু একটি চিন্তাই চলছে তার ভেতরে, অনুপল নিজেকে সে বলছে : সোজা থাক, সোজা থাক।

মুখে ও কেবল বলতে পারল, 'বিদায়, শীলা।' প্রত্যুত্তরে শীলা কিছু বলল না। এবার ঘুরে সামনের ঘরের দিকে এগোল লেন, বিল শেলের সহায়তায় দরজায় গিয়ে থামল। ওকে রেখে চট করে বাইরেটা একবার দেখে এল বিল, ডাকল, 'এস, বাছা।'

বাহুতে শীলার পেলব হাতের স্পর্শ পেল লেন, রাস্তায় নামল। সঙ্গে সঙ্গে বিল ওকে নিজের জিম্মায় নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পোড়ো জমিটার ওপাশে এগোল। রাতের শীতল বাতাসে বুকভরে নিশ্বাস নিল লেন, ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল আবার, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। কিন্তু বিলের সজাগ হাতের ইশারা সোজা রাখল তাকে, লিভারি স্ট্যাবলের দেয়ালের পাশে নিয়ে এল।

'হেলান দাও,' ফিসফিস করে বলল বিল।

তাই করল লেন, মাথা ঝুলছে বুকের ওপর, উদগত বমি রোধ করার চেষ্টায় অনবরত গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছে। যদি এখন একটু জোর পেতাম শরীরে, রাগতভাবে ভাবল লেন। প্রতিটি হার্টবিটের সাথে ওর কাঁধ আর বাম পাঁজর দবদব করছে। এখন সে মরিয়াভাবে সচেষ্ট হল হাঁটু সোজা রাখতে, ঘাড় ফেরাতে চোখে পড়ল বিল কোণে দাঁড়িয়ে। রাস্তার উজানে নজর রাখছে।

চোখ বন্ধ করে লেন। মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে এভাবে। পাপড়ির পেছনে লাল-হলুদ উজ্জ্বল সব বাতি জ্বলছে আর নিভছে। চেষ্টা করলেও কোনকিছুতে মনোযোগ স্থির থাকছে না। আশ্চর্য, একবার রুথ আর ছেলের বেদনার্ত স্মৃতি জেগে উঠল

মনে, কিন্তু সে দুঃখ বোধ করতে পারার আগেই সেসব স্মৃতি সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে নিল আইভির চিন্তা। তারপর সুসানা আর শীলার। লেনের খেয়াল পড়ে শীলাকে সে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এটাও ধরে রাখতে পারল না তার মন, ঘোরের মধ্যে সে সবেগে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল। তারপর বিলের ধাক্কায় হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল, অনুভব করল ব্যথার তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

'তো ওই কথাই রইল, বাছা। সব মনে আছে নিশ্চয়?'

'কী কথা?' বোকার মত ফিসফিস করে বলল লেন। তারপর অস্পষ্টভাবে সে বিলের খিস্তি শুনতে পেল, ভাবল ব্যাপারটা বোধহয় স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে।

'শোন,' বিল বলল ক্ষিপ্ত সুরে। 'হ্যারি গলা ভেজাতে স্পেশলে ঢুকবে। জো ঘোড়া বদলে আনতে যাবে আস্তাবলের পেছনে। এই ফাঁকে, তুমি স্টেজে উঠে পড়বে। কোন কথা বলবে না, স্রেফ বসে থাকবে চুপ করে।'

জড়ভরতের মত মাথা দোলাল লেন, সোজা হয়ে দাঁড়াল অতিকষ্টে, বিলের সাহায্যে দালানের কোনায় গেল। এখন স্টেজের আওয়াজ শুনতে পায় সে, মোড় ঘুরে লিভারি আর্চওয়ের সামনে থামছে।

জো লিলির সম্ভাষণ শুনতে পেল ও। তারপর পরিষ্কার গলায় হ্যারি বলে উঠল, 'ওই হুইল হর্সটা একবার দেখ, জো। ওটা খোঁড়াচ্ছে।'

কোণের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বিল সন্তর্পণে উঁকি দিল স্টেজের

দিকে। আর ওই অপেক্ষার মধ্যেই লেন হার্নেস চেনের ঝনঝন আর জো লিলির নরম গলার খিস্তি শুনল। তারপর কাঠের মেঝেয় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। প্রত্যেকটা শব্দই জোরাল মনে হয় তার কাছে। এর কারণ সে বুঝতে পারে না, তবু ব্যাপারটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, যেন এসব শব্দ আলাদা কোন ইঙ্গিত বহন করছে।

'এইবার,' বলে আলতো হাতে তাড়া দিল বিল। পা বাড়াল লেন, হোঁচট খেল। ধরে ফেলল বিল, নিচু কণ্ঠে খিস্তি করে উঠল। লেনকে ধরে স্টেজের পেছনের কোনা ঘুরল সে, দরজা খুলে হতাশা-মেশান গলায় বলল, 'উঠে পড়।'

সমস্ত শক্তি একত্র করল লেন, টের পেল বিল ওর পা স্টেজের রেকাবে তুলে দিয়েছে। একঝটকায় উঁচু হল সে, ভারসাম্য হারাল, দুর্বলভাবে হাত বাড়াল দরজার হাতলের দিকে। পারল না ধরতে, পড়ে গেল, খেয়াল রাখল দেহের ভর যেন ডান পাশে থাকে। দড়াম করে স্টেজের মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে, অনুভব করল ব্যথায় তার শরীরে আগুন ধরে গেছে। ওদিকে দরজাও তখন বন্ধ হয়ে গেছে পেছনে।

এভাবে কাজ হবে না, ভাবল লেন, হাতড়ে পিস্তলটা বার করে নিল কোমর থেকে। ধুলোভর্তি কাঠের মেঝেয় মুখ গুঁজে একটুক্ষণ পড়ে থাকল সে, তারপর মাথা তুলে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল সহযাত্রী আর কেউ আছে কিনা। দেখতে পেল না কাউকে। ঠায় পড়ে রইল সে, ব্যথা কমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

হার্নেসে নতুন ঘোড়া জুড়ে দেয়ার শব্দ পেল ও। এরপর হ্যারি

এসে পড়ল স্পেশল থেকে। নিচু গলায় ও আর জো লিলি শেরিফ ক্রু-র নিহত হবার ঘটনাটা আলাপ করল, তারপর হ্যারি পাদানিতে চড়তেই ক্যাঁচ করে উঠল স্টেজ, সামান্য কাত হয়ে গেল। হ্যারির বকাঝকা ছাপিয়ে ঘর্ঘর শব্দ তুলে এগোতে শুরু করল গাড়ি, খানিক দূর গিয়ে থামল আবার। লেন আঁচ-অনুমানের চেষ্টা করল হঠাৎ কেন এই যাত্রাবিরতি।

'তোমার কাছে কী আছে, বাইস?' হ্যারির গলা শোনা গেল, লেন বুঝল ওরা এখন হোটেলে।

একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'এটা মিসেস জেন্টি কে পৌঁছে দিয়ো, হ্যারি।'

এরপর আবার শোনা গেল হ্যারির গলা, এবং লেন, ব্যথা সত্ত্বেও, ওর কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে পারল। 'ওহ, হ্যালো ফ্র্যাংক।'

'আসার পথে ব্রেকে কাউকে দেখেছ, হ্যারি?'

'বুড়ো ওয়ার্টনকে। কেন বল তো?'

'না, এমনি।'

অল্প নীরবতা, তারপর সপাং করে উঠল হ্যারির চাবুক, স্টেজের চাকা গড়াতে শুরু করল।

পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছে কখন-যেন ঢাকা পড়ে গেল সব শব্দ এবং লেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে চেতন হল সে, মনে করবার প্রয়াস পেল কোথায় আছে কিন্তু অসুস্থ মাথা বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। এরপর অনেক, অনেকক্ষণ জেগে থাকল সে। ব্যথায় তার আপাদমস্তক এখন জর্জরিত। মেঝের পাটাতনে মুখ রেখে পড়ে

আছে, রাস্তার স্টেজের প্রত্যেক ঝাঁকুনিতে একেকটা ব্যথার দমক ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। লেন বোঝে বেশিক্ষণ সে এ-অবস্থা সহ্য করতে পারবে না। মরিয়া হয়ে হাঁটুর ভরে উঠে বসল ও, সিটের সন্ধানে মাতালের মত হাত বাড়াল। নাগাল পেল ওটার।

সিটের পাতলা গদির ওপর রেখে মাথাটাকে বিশ্রাম দিল। তাৎক্ষণিক ব্যথা কমে এল আস্তে আস্তে. এবং একটু আরাম বোধ হওয়ায় ও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই এত জোরে আঘাত পেল যে ককিয়ে উঠে জেগে গেল। স্টেজ আচমকা বাঁক নেয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে কোচের দেয়ালের ওপর ছিটকে পড়েছে সে। সিটে মুখ লুকাল লেন, গদি কামড়ে যন্ত্রণার ধাক্কা হজম করল। ওর কাঁধ আবার ভিজে উঠেছে। বুঝল ক্ষতের মুখ খুলে গেছে। এবার আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে। যেভাবেই হোক, সিটে উঠে তাকে শুয়ে পড়তে হবে। এই একটি কাজের মত আর কোনকিছুই যেন আগে কখনো এত জরুরি মনে হয়নি। হাঁটু গেড়ে বসল সে, ঘেমে নেয়ে উঠেছে, কাজটা সম্পন্ন করার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে। একবার চেষ্টা করল কিন্তু স্টেজের ঝাঁকুনি তাকে ফেলে দিল। পরের বার স্টেজের দোলার সাথে তাল মিলিয়ে উঁচু হল, সিটের পিঠে ঠোকর খেল ওর মাথা। তবু নাছোড় সে শরীর ঘুরিয়ে নিল, পিঠ আর অক্ষত হাতের ভরে শুয়ে পড়ল ধপ করে। অল্পক্ষণের ভেতর ঘুমে জড়িয়ে এল তার দুচোখ।

একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে গেল সে, তবে ঘুম একে বলা যাবে না। জ্বরে ওর চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে; ফলে আধো-জাগ্রত মুহূর্তগুলো কাটছে আরো অসহনীয়ভাবে। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাও

মনে করতে পারছে না—এমনকি কোথায় যাচ্ছে এবং কীভাবে এখানে এসেছে তা-ও না। কেবল একবার, স্টেজের টানা ঊর্ধ্বগতি থেকে বুঝতে পারল তারা ওপর পানে উঠছে। পরক্ষণে সিগন্যাল থেকে বহির্গামী পাহাড়ি রাস্তার ছবি বিদ্যুৎচমকের মত ওর মনে পড়ে গেল এবং শিউরে উঠল সে। এভাবে আর খানিকক্ষণ চললে তাকে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর, একটা স্বপ্নের ভেতর থেকে লেন বাস্তবে ফিরে এল মানুষের গলার আওয়াজে। ও টের পেল স্টেজ থেমে আছে।

নিশ্চল পড়ে রইল সে, একটা শব্দ থেকে বুঝল দরজা খুলে কেউ একজন ভেতরে ঢুকেছে।

'তুমি ঠিক আছ, বাছা?'

বিল শেল। বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল লেন, জিভ নেড়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল যাতে কথা বলতে পারে। বাইরে তাকাল বিল, তীক্ষ্ণ সুরে বলল, 'আমাকে একটু সাহায্য কর, হ্যারি।'

পাঁজাকোলা করে ওকে বাইরে আনল ওরা, ঢালু একটা জায়গায় শুইয়ে দিল। এরপর ম্যাচ জ্বালল বিল শেল।

আলো সইতে না-পেরে চোখ কোঁচকাল লেন এবং বিলের প্রশ্নের জবাব দিল ফিসফিস করে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছি।'

'তুমি আগে জানালে আমি আরেকটু আস্তে চালাতাম, বিল,' আন্তরিক গলায় সমবেদনা প্রকাশ করল হ্যারি।

'লিলির ব্যাপারে আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি,' বিল ব্যাখ্যা করল। 'প্রথম থেকেই আমি তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা, তারপর হ্যারি নিচু স্বরে বলল, 'ওকে তুমি বেশিদূরে নিয়ে যেতে পারবে না, বিল।'

'পারতেই হবে।' গালে বিলের চিমটি অনুভব করল লেন, চোখ মেলল। 'ঠিক আছি আমি,' আবার বলল সে।

'বাছা, এবার আমি তোমাকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দেব। পারবে উঠতে?'

জবাব দিতে পারল না লেন। হতাশায় বিল খিস্তি করে উঠল, হ্যারির সাহায্য চাইল।

লেনকে ঘোড়ার পিঠে তুলল ওরা। ব্যথায় ফের তীব্র প্রতিবাদ জানাল তার শরীর। চকিতে একটা স্মৃতি মনে পড়ল ওর। ব্রেক থেকে তার ফিরে আসার ছবি। অক্ষত হাতে কেশর আঁকড়ে ধরল লেন, আর বিল ওর পা দুটো ঘোড়ার পেটের নিচে জড় করে বেঁধে দিল।

হ্যারি বলল, 'ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'তুমি আমার বন্ধু, হ্যারি, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু না,' বিল জবাব দিল। 'আর একটা কথা।'

'কী?'

'ফ্র্যাংক আইভি যদি কখনো একথা জানতে পারে, হ্যারি, আমি তোমাকে খুন করব। কসম।'

'জানবে না,' হ্যারি প্রতিশ্রুতি দিল। 'লোকটাকে আমি পছন্দ করি না।'

'জানলে তুমি মরবে,' পুনরাবৃত্তি করল বিল।

সরে এল ওরা। লেন টের পায় ওর ঘোড়াটা হাঁটছে। জ্বরগ্রস্ত

স্বপ্নের ভেতর আবার সে হারিয়ে গেল। পরে আর কখনই এই রাতের কোনকিছু মনে করতে পারেনি ও, কেবল ঘোড়ার পিঠে এভাবে বসে থাকার স্মৃতি ছাড়া। ওর মনে আছে দুঃসহ এই পথশ্রম তখনই কেটেছিল যখন বিল ওকে নামিয়ে নিয়েছিল ঘোড়া থেকে। দিনের আলো ছিল তখন, তারপর হঠাৎ করে আবার আঁধার হয়ে গেল সব। পিঠের নিচে শক্ত মাটির স্পর্শ পেল সে।

গুহাপথের আবছা আলোয় বিল শেলের মুখের খানিকটা চোখে পড়ল ওর। ক্লান্ত গম্ভীর সে-মুখ।

'খাবে কিছু?' বিল জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়াল লেন। বিল স্বভাবসুলভ হাসি হাসল। 'ঠিক আছে, তুমি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পার, বাছা।'

নিশ্চয় তাকে খুব হতবুদ্ধি দেখিয়ে থাকবে, কারণ এর পরপরই বিল যোগ করল, 'বাছা, এটা রিলিফের কাছেই পুরান একটা খনি। এখানে তুমি নিরাপদ।'

তারও নিশ্চয় বিশ্বাস হয়ে থাকবে কথাটা, কেননা এবার সে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

আট

ওয়াগনে করে খুব সকালে সুসানার মালপত্র সিস্কটি সিক্সে এসে পৌঁছাল। দূরে থাকতেই ওয়াগনের সাথে একজন আউটরাইডারকে চোখে পড়ল তার। ওই রাইডার ওর বাবা।

উঠনে প্রবেশ করল ওয়াগন, বারান্দার সামনে রোদ্দুরের মধ্যে থামল। সুসানা পোর্চের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলল, 'মর্নিং, বাবা।'

'মর্নিং, সুসানা।' হাত ইশারায় ওয়াগনটা দেখালেন জর্জ বুশ। 'এখনো এসব চাই তোর?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

লেনের খবর না-পাওয়ায় এমনিতেই কাল সারাদিন ভয়ংকর অনিশ্চিতির মধ্যে কাটিয়েছে, তায় রাতটা গেছে নির্ঘুম। ফলে আজ সকালে সুসানার মেজাজ খিটখিটে হয়ে ছিল। তাই কথা বলার সময়ে ওর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। 'নিশ্চয়ই। এটা তো আমি আগেও বলেছি তোমাকে।'

জর্জ বললেন ওয়াগন চালককে, 'নামাও, ফ্রেড,' এরপর তাঁর বিমূঢ় দৃষ্টি সুসানার ওপর এসে স্থির হল। 'বাড়িটা নাহয় আছে এখনো। কিন্তু গরুবাছুরের কী করবি?'

'তার ব্যবস্থা জিম ক্রু-ই করবে,' সুসানা বলল...'ওগুলো বারান্দায় রাখ, ফ্রেড।'

সুসানা লক্ষ করল ওর বাবা আর ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রম দুজনেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এবার জর্জ বললেন, 'তুই শুনিসনি তাহলে? জিম ক্রু মারা গেছে।'

'না,' সুসানা বলল তড়িঘড়ি।

'জিম ফ্র্যাংককে অ্যারেস্ট করতে নিলে সে ওকে গুলি করেছে।'

দীর্ঘ একটা স্তম্ভিত মুহূর্ত সুসানা স্থির হয়ে রইল, তারপর নিদারুণ এক অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করল। ঘুরে দুহাতে মুখ ঢাকল সে, যেন এভাবে লুকাতে চাইছে। চট করে ঘোড়া থেকে নেমে বারান্দায় ওর কাছে গেলেন জর্জ। ক্ষণিকের জন্যে এমন এক গ্লানি ভরা মর্মযাতনা অনুভব করল সুসানা, যে, বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে তাঁর কোটের ল্যাপেল খামচে ধরে কাঁপতে লাগল।

'আমি ভেবেছিলাম তুই জানিস,' জর্জ বললেন মৃদু কণ্ঠে।

এবার আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল সে, আত্মগোপন করতে চাইল বাবার শরীরের মধ্যে। কারো, কোনদিন, জানা চলবে না, ভাবল সুসানা। কুৎসিত এক ভীতি এখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ওকে। সে-ই খুন করেছে জিম ক্রু-কে। কোনমতেই একথা জানা চলবে না কারো। প্রাণপণ চেষ্টা পায় ও কাঁপুনি বন্ধ করার, কিন্তু বাবার চোখের দিকে তাকায় না। সুসানার শৈশবে যেমন করেছেন, মেয়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন জর্জ। তারপর একসময় মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেল সুসানা, একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলল। এখনই হবে তার শক্তির আসল পরীক্ষা। এবারের লড়াইটা তাকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। দীর্ঘ কয়েক মিনিটের প্রযত্নে সাহস সঞ্চয় করার পর সোজা হল ও, বাবার বুক থেকে সরে এসে রুমালে চোখ মুছল। জর্জ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ফ্র্যাংক উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'এর মাশুল সে গুনবে,' সুসানা বলল ম্লান অথচ দৃঢ় স্বরে। 'গুনতে তাকে হবেই।'

'কীভাবে?' জর্জের কণ্ঠে এখন আবেদনের সুর বাজল। 'সুসানা, এখানে তুমি ওর কাছ থেকে নিরাপদ নও। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

ঘুরে লিভিং রুমে ঢুকে গেল সুসানা। জর্জ পিছু নিলেন ওর। কাছের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও, অপলকে মেঝের দিকে তাকিয়ে ইতিকর্তব্য ভাবতে লাগল। জর্জ মমতা-মাখা চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁর একমাত্র সন্তানের দিকে।

'সয়্যারের খোঁজে লোকজন নিয়ে কাল রাতে শহরে ছিল ফ্র্যাংক। ওর ধারণা—'

'ওকে ধরে ফেলেছে সে?' চকিতে জানতে চাইল সুসানা।

'না। কেউ জানে না ওর হদিস। ফ্র্যাংকের বিশ্বাস তোর গরুবাছুর সয়্যারই স্ট্যামপিড করিয়েছে, তারপর দোষটা চাপিয়ে দিয়েছে বেল র‍্যাঞ্চের ঘাড়ে। ও কোথায়?'

'আমি জানি না,' ফিসফিস করে বলল সুসানা, তারপর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল, 'ওহ, বাবা। আমাকে এখন একা থাকতে দাও। একা!'

পোর্চে বেরিয়ে এলেন বুশ। এক চরম হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে সুসানা ঘরে বসে থাকল। তারপর, ধীরে ধীরে, নিজের কষ্টগুলোকে সে আলাদা করতে তৎপর হল। লেন অসুস্থ এবং আহত। ফ্র্যাংক শহরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিল আর শীলা সযত্নে লেনকে রক্ষা করবে তার জন্যে, এই অন্ধ আশা ছাড়া ওর পক্ষে এখন আর অন্য কিছু করা সম্ভব নয়। এটা তাকে বিশ্বাস করতে হবে, নচেৎ পাগল হয়ে যাবে সে।

এরপর সেই ভীতিটা ফিরে এল আবার। ধূর্ততার সাথে এর বিরুদ্ধে লড়ল সুসানার মন। সে ভাবে ঘটনাটা জানে মাত্র চারজন। পিবলস বেইলি বিল শেল এবং লিংক টমস। প্রথম দুজন বলবে না কারণ তারা সরাসরি অপরাধের সাথে জড়িত। লিংক টমস আমার অনুরক্ত। বিল শেলের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। এবার বিল শেল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সে। বিল লেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুসানার অপরাধের মাত্রা লক্ষ করে সে কি লেনের কাছে বলে দেবে ক্রু-র মৃত্যুর জন্যে ও-ই দায়ী? বিল আবেগপ্রবণ মানুষ, তাকে বিশ্বাস করা যায় না। ও লেনকে সব বলে দিলে সুসানা শেষ হয়ে যাবে। লেনের ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না সে। এরচেয়ে মৃত্যুও বরং বহুগুণে ভাল হবে, তার জন্যে।

সুসানা শুনতে পায় ওর বাবার তদারকিতে ফ্রেড ওয়াগন থেকে মালপত্র নামাচ্ছে। বিলকে থামাবার একটা উপায় মরিয়াভাবে সন্ধান করল ও। তারপর চকিতে একটি কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উত্তেজনার বশে উঠে দাঁড়াল। ঠিক, বিলের ওপর কর্তৃত্ব তার আছে। ঠিক যে ধরনের কর্তৃত্ব বিলের আছে তার ওপর। সুসানা

নিশ্চিত যে এড বার্মার মৃত্যুর জন্যে বিল দায়ী। তার এই জ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সে বিলের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে। বিল এবং লেনকে খুঁজে বার করতে হবে। লেনের শুশ্রূষার ভার সে তুলে নেবে নিজের হাতে। আর এভাবেই তার হৃদয়ের আর্তিকে প্রকাশ করবে ওর কাছে। এবং এটা পরিণামে বিল শেলের মুখে তালা ঝুলিয়ে দেবে।

একছুটে পোর্চে বেরিয়ে এল সুসানা। দেখল ওর বাবা আর ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রম ওয়াগনের পাশে দাঁড়ান। দুজনেই কান খাড়া করে বাড়ির দূরের প্রান্তের দিকে তাকিয়ে। এরপর কয়েকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেল সে, এবং অল্পক্ষণের ভেতর তিনজন ঘোড়সওয়ার জোরকদমে বাড়ির কোনা ঘুরে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল। এবার সুসানাও এসে দাঁড়াল জর্জের পাশে। জেস মুরকে সঙ্গে করে আইভি দালানের পেছন থেকে বেরিয়ে এল ওদের দৃষ্টিপথে। জেস কোরালের দিকে চলে গেল। ফ্র্যাংক ওদের দেখে একঝটকায় ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ, বারান্দার কিনারে এসে থামল।

ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রমের উদ্দেশে সে বলল, 'তুমি একদম নড়বে না,' তারপর জর্জ আর সুসানার দিকে ফিরল।

স্টেটসনের ছায়ায় ফ্র্যাংকের ভারি চৌকো মুখাবয়ব শীতল ও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। দৃষ্টির আগুনে সুসানাকে বিদ্ধ করল সে।

জর্জ কঠিন সুরে বললেন, 'এখানে তুমি কোনরকম গোঁয়ার্তুমির চেষ্টা কোর না, ফ্র্যাংক।'

তাঁকে আমল দিল না আইভি, লিণ্ডস্ট্রমের দিকে তাকিয়ে বলল,

'মালপত্র নামানর দরকার নেই।' তারপর রেকাব থেকে একটা পা তুলে নিল সে, স্যাডল হর্নের ওপর হাত রাখল।

'তোমার লোক সয়্যার ভুল করেছে, সুসানা,' গমগম করে উঠল আইভির ভয়াট গলা। 'সে আছে এখানে?'

'না।'

'আমি দেখব খুঁজে।'

ঠিক এই সময়ে বার্ন থেকে মুর এবং অপর তিন বেল কর্মচারি টম পিবলস আর বেইলিকে তাড়িয়ে বার করে আনল। দুজনেই হাঁটছে, হাত মাথার ওপরে।

ফ্র্যাংকের কাছে এসে থামল ওরা। আইভি নির্দেশ দিল, 'তোমাদের মধ্যে দুজন গিয়ে বাড়িটা খুঁজে দেখ ভাল করে।' মুর এবং আরেকজন রাইডার সুসানা আর জর্জকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে গেল।

ফ্র্যাংক আবার তাকাল সুসানার উদ্দেশে। 'তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ, সুসানা। আমি তোমার যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'না, আমি যাব না,' সুসানা বলল সতেজে।

একথার জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না ফ্র্যাংক, ঘাড় ফিরিয়ে পিবলস আর বেইলিকে সে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। 'বেঞ্চে তোমাদের কাজ শেষ! আজই কেটে পড়।'

এবার মুখ খুলল সুসানা, সোজা পিবলসের চোখে তাকিয়ে, 'ওর কথা শোনাই মনে হয় ভাল, টম। জিম ক্রু-কে ও খুন করেছে। এখন আর আইনের আশ্রয় পাচ্ছ না তুমি।'

সন্ধানী দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল পিবলস। সুসানা জানল টম

তার ইঙ্গিত বুঝেছে। এই একটি কথায় সে ওদের জানিয়ে দিয়েছে তার যে-নির্দেশ ওরা পালন করেছিল তা শেষ পর্যন্ত জিম ক্রু-র মৃত্যু ডেকে এনেছে। ঠোঁট ভেজাল পিবলস, বলল 'এখুনি?' তারপর ফ্র্যাংকের পানে তাকাল। আইভি টাঁচাছোলা গলায় বলল, 'এক্ষুনি। সুসানার জন্যেও ঘোড়া সাজাও।'

পাহারাদার পরিবেষ্টিত হয়ে পিবলস আর বেইলি কোরালে ফিরে গেল। আইভি আবার ফিরল সুসানার দিকে।

'তোমার লোক সয়্যার কেটসকে হত্যা করেছে বটে, তবে কেটসের গুলিও তার গায়ে লেগেছে।'

'রেড কেটস?' আঁতকে উঠে জর্জ বললেন।

বুশের দিকে ফ্র্যাংক তাকায় না পর্যন্ত, কেবল সুসানাকে লক্ষ করে। 'আমি ওকে ঠিকই শেষ করব, সুসানা। ডাক্তার এবং শীলা বার্ড দুজনেই মিথ্যে কথা বলেছে ওর হয়ে। ও সিগন্যাল থেকে পালিয়েছে। খুঁজে আমি ওকে বার করবই। এমন কোন জায়গা—' কথা থামাল ফ্র্যাংক এবং সুসানার মুখ দেখে বলল, 'অ, তারমানে তুমি জানতে পেলে ওখানে।'

সুসানা জবাব দেয় না। সে বোঝে তার মুখে স্বস্তির ছাপ ফ্র্যাংকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফ্র্যাংক চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'চিন্তা হচ্ছে, না, সুসানা?' এবারও সুসানা নিরুত্তর রইল এবং ফ্র্যাংক একই ভঙ্গিতে বলল, 'আহত একটা লোক লুকিয়ে থাকবে আমার কাছ থেকে এরকম জায়গা খুব বেশি নেই। ওকে আমি ধরে ফেলব।'

হোসেফাকে সঙ্গে করে বারান্দায় পা রাখল মুর আর তার সঙ্গী। জেস বলল, 'নাহ্, এখানে নেই।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলে ফ্র্যাংক তাকাল হোসেফার দিকে। 'ওয়াগনে ওঠ তুমি,' আদেশ করল। মেক্সিক্যান গায়া নীরবে নেমে এল বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে, ওয়াগনে গিয়ে উঠল।

এবার, বেল কর্মচারিদের পাহারায়; সুসানার ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে হাজির হল পিবলস আর বেইলি।

ফ্র্যাংক আদেশ করল, 'স্যাডলে ওঠ, সুসানা।'

'না।'

'এই জায়গা আমি জ্বালিয়ে দেব।'

এতক্ষণে সুসানা উপলব্ধি করল জেদ করা বৃথা। ফ্র্যাংক সিক্সটি সিক্সকে ধ্বংস করার পণ করেছে। ওর সে-শক্তি নেই যে বাধা দেয়।

বুশ আপসের সুরে বললেন, 'ফ্র্যাংক, এর জন্যে তোমাকে একদিন পস্তাবে হবে। এ-কাজ তুমি কোর না।'

'স্যাডলে ওঠ, সুসানা,' জর্জকে উপেক্ষা করে আবারো বলল ফ্র্যাংক। 'রিজ ক্যাম্পে গিয়ে লাভ হবে না। ওটাও আমি দখল করে নিয়েছি।'

পিবলস দাঁড়িয়ে ছিল চেস্টনাটের লাগাম ধরে। সুসানা গিয়ে লাগামটা নিল ওর কাছ থেকে। বলল, 'ধন্যবাদ, টম। তোমার জায়গায় থাকলে আমি এখন যত দূরে পারি চলে যেতাম।'

অস্পষ্ট হাসল পিবলস। ওর কথা সে বুঝেছে। ও বলল, 'আমিও তা-ই করব, ম্যাম।'

এরপর বেইলির সাথে করমর্দন করল সুসানা, স্যাডলে উঠে বসল।

হোসেফাকে পাশে বসিয়ে ওয়াগন ঘুরিয়ে নিল লিগুস্ট্রম। জর্জ

তার ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। চেস্টনাটের পেটে আলতো স্পার ছুঁয়ে বাবার পাশাপাশি হল সুসানা, তারপর ওরা যখন রওনা দিল তখন ফ্র্যাংক ডাকল, 'সুসানা!'

রাশ টানল সুসানা। ঘোড়া হাঁকিয়ে আইভি ওর পাশে এসে থামল। বুশ এগিয়ে চললেন।

বুভুক্ষু চোখে তাকাল ফ্র্যাংক, মৃদু গলায় বলল, 'কী লাভ এসব করে, সুসানা? এখনো ফেরার সময় আছে।'

জবাবে কিছু বলল না সুসানা। ঘোড়া ছুটিয়ে ওর বাবাকে ধরে ফেলল। নীরবে এগিয়ে চলে ওরা, সুসানা টের পায় জর্জ ওকে লক্ষ করছেন। খানিক পর তিনি বললেন, 'যাক, আমি যা পারিনি ফ্র্যাংক তা সম্ভব করেছে। তুই এবার বাড়ি ফিরছিস।'

থমকে গেল সুসানা, তাকাল বাবার দিকে। 'তুমি ভুল বুঝেছ, বাবা। আমি বাড়ি যাচ্ছি না।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, উত্তরে ছুটে চলল। জর্জ চিৎকার করে ডাকলেন পেছন থেকে, 'সুসান! সুসান! কোথায় চললি!'

সুসানা জবাব দেয় না। এগিয়ে চলে শহরের উদ্দেশে, শীলার কাছ থেকে সে জানবে লেন আর বিল শেল কোথায় লুকিয়ে। রিজ পার হয়ে পেছন ফিরে নিচু টিলাটক্করের আড়ালে-পড়া সিক্সটি সিক্সের দিকে একবার তাকাল ও। কালচে ধোঁয়ায় অলস একটা স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে সকালের আকাশ পানে। সিক্সটি সিক্স জ্বলছে।

বনড্র্যান্টের দোকানে কেনাকাটা সেরে বাড়ির পথ ধরল শীলা, স্পেশলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নতুন করে স্বস্তি অনুভব

করল। লেন নিরাপদে পালাতে পেরেছে। এটা সে জানে কারণ ফ্র্যাংক আইভি আজ সকালে দ্বিতীয়বারের মত তল্লাশি করেছে তার বাড়ি। এ থেকে বোঝা যায় লেনকে সে ধরতে পারেনি। তবে আনন্দের পাশাপাশি উদ্বেগও আছে শীলার মধ্যে। লেন অসুস্থ এবং আহত। যদিও শীলা গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে ও সেরে উঠবে। অত্যন্ত দুর্গম এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে লেনকে। সময়ই তার শুশ্রূষা করবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কোথায় খুঁজতে হবে ওকে ফ্র্যাংক আইভি তা জানে না।

লিলির আস্তাবল পেরিয়ে পোড়ো জমির ওপর দিয়ে এগোল শীলা, ভয়ংকর ক্লান্তি অনুভব করছে, তবে এজন্যে বিশেষ চিন্তিত নয় সে। বাড়ির দিকে আধাআধি পথ গেছে এমন সময়ে শুনতে পেল কেউ ওকে নাম ধরে পেছন থেকে ডাকছে। ঘাড় ফেরাল শীলা, দেখল সুসানা বুশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। ওর পরনে বাড়ির জামার ওপর একটা অ্যাপ্রন। হাঁপাতে হাঁপাতে শীলার সামনে এসে থামল সে।

'শীলা, আমাকে তোমার বলতে হবে বিল আর লেন কোথায়,' ঈষৎ চড়া গলায় বলল সুসানা।

'বলব,' শীলা বলল নম্র সুরে। 'কেন, কোন গোলমাল?'

শীলার শান্ত জবাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সুসানার গালে রঙ ধরাল। কপালের ওপর থেকে একগোছা অবাধ্য চুল সরাল সে, নিচু স্বরে বলল, 'আমি দুঃখিত, শীলা। আসলে ওদের চিন্তায় চিন্তায় আমার পাগল হবার জোগাড় হয়েছে।'

'এস আমার সাথে,' বলে ওর একটা হাত ধরল শীলা।

সুসানা বলল, তিক্ত সুরে, 'ফ্র্যাংক আজ আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

এরপর ক্রুদ্ধ আবেগতাড়িত কণ্ঠে সিক্সটি সিক্সে সংঘটিত ঘটনাবলী শীলাকে জানাল সে। বাসায় পৌঁছে দরজা খুলে আগে সুসানাকে ভেতরে যেতে দিল শীলা, এবং পরক্ষণে সুসানার ব্যাপারে সহসা সে চরম এক অনাগ্রহ বোধ করল। সত্যি তো; সিক্সটি সিক্সের ক্ষতিতে তার কী মাথাব্যথা? বরং ওই বাথানের কারণে লেন প্রায় খুন হতে বসেছিল এবং ওটা ওদের সবার জীবনই দুর্বিষহ করে তুলেছে। সহসা শীলার খেয়াল হয় সুসানা অনেকক্ষণ আগে কথা বলা বন্ধ করেছে। পলক তুলল সে। সুসানা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, চোখে অপমানাহত দৃষ্টি।

'আমি বোধহয় একটু ক্লান্ত, সুসানা,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল শীলা। 'আমি আসলে শুনছিলাম না।'

'ওটাই সব নয়,' সুসানা উত্তর দিল। 'আসলে তোমার কিছু যায় আসে না আমার ক্ষতিতে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শীলা, অকপটে স্বীকার করল, 'তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার ব্যাপারটা তো? ঠিক, আসলেই আমার কিছু যায় আসে না।'

'কিন্তু ওটাই আমার ঘর ছিল,' সুসানা বলল নিরুত্তাপ গলায়। 'যা কিছু আমি স্বপ্ন—'

এবার যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল শীলার, ও সুসানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ওটা তোমার ঘর ছিল না, সুসানা। ওয়ান্টে শিপলি ওটা তোমাকে দান করে গেছে। আর ফ্র্যাংক আইভিকে

শায়েস্তা করার অস্ত্র হিসেবে তুমি তা খোলামকুচির মত ব্যবহার করেছ।'

শেষ করেই কথাটা বলেছে বলে অনুশোচনা হল শীলার। আবার, এক অর্থে, সে দুঃখিত হল না। সুসানার মুখে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় জেগে উঠতে দেখল সে, তারপর ক্রোধ লক্ষ করল।

'আমাকে তুমি পছন্দ কর না, শীলা, তাই না?' সুসানা সরাসরি আক্রমণ করল এবার।

গভীর করে নিশ্বাস নিল শীলা। তার মেজাজ এখন নিয়ন্ত্রণে। সুসানার সাথে তর্কে জড়াতে যাচ্ছে সে, কিন্তু তাই বলে হারও মেনে নেবে না।

'ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দেও আসলে কিছু যায় আসে না,' শীলা বলল ধীরেসুস্থে। 'আমার বিশ্বাস, এখন বাস্তবতার দিকে তাকাবার সময় আমাদের হয়েছে, সুসানা।'

'তাহলে তাই তাকান যাক।'

এক মুহূর্ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল শীলা, শেষমেষ হাল ছেড়ে দিল। সুসানাকে অনেক সাহায্য করেছে সে কিন্তু আর করবে না। শান্তভাবে ও বলে, 'বেশ, তাই হোক। আমি তোমাকে করুণা করতাম, সুসানা। জর্জ আর ফ্র্যাংক তোমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। তুমি প্রতিবাদী হয়েছ বলে কেউ তোমাকে দোষ দিতে পারবে না। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, তোমার প্রতিবাদ অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এবং আরো কেড়ে নেবে। এই-যে এতগুলো জীবন ঝরে গেল অকালে, শেষ পর্যন্ত এর কি কোন মূল্য থাকবে?'

'থাকবে না ?'

'না, থাকবে না। যদি লেনকে হত্যা করতে পারে ফ্র্যাংক।'

'এবার বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার বাস্তবতার কথা বলছ,' নগ্ন বিদ্বেষের সুরে হুল ফোটাল সুসানা।

শীলা শান্ত, মাথা ঝাঁকাল। 'কারণ লেনই আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

'ওর ব্যাপারে আমার মনোভাবও এটাই।'

'পুরোপুরি এক নয়, সুসানা। তুমি ওকে চাও প্রতিশোধ আর ক্ষমতার পাশাপাশি।'

শান্ত নিরাবেগ এই অভিযোগে সুসানার চোখ হিংস্র হয়ে উঠল। হিসহিস করে সে বলল, 'নিশ্চয় এটা তুমি বলে দিয়েছ ওকে।'

'তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিনি।'

'কেন বলনি, তুমিও যখন ওকে চাও ?'

ক্ষীণ হাসল শীলা। 'পুরুষের কাছে কোন মেয়ের বদনাম করতে নেই, সুসানা। নিজের চেষ্টাতেই তাকে সেটা জানতে দিতে হয়।'

সুসানা বলল আক্রোশের সুরে, 'পুরুষ বাগাবার অভিজ্ঞতা আমার কম, শীলা। তোমার মত এত চর্চা করিনি কিনা।'

এবার ঝাঁ করে রক্ত চড়ে গেল শীলার মাথায়, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে ও বলে, 'তাহলে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কীভাবে একজনকে নষ্ট না-করতে হয়। তোমার লোভ আর উচ্চাশার জন্যে লেনকে তুমি ধ্বংস কোর না, সুসানা।'

সুসানা ধীরে ধীরে বলল, 'হয়ত তাই করব কিংবা করব না।

যেটাই হোক না কেন, তা নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ।' রাগত চোখে শীলার দিকে তাকাল সে এবং তার পর যোগ করল, 'তুমি বোধহয় আমাকে বলবে না লেন আর বিল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই বলব,' শীলা অবসন্ন গলায় জবাব দিল। 'রিজিফের ওপরে সেন্ট লুই নামে পরিত্যক্ত একটা খনি আছে। ওরা আপাতত ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে দরজার উদ্দেশে ফিরল সুসানা।

'দাঁড়াও, সুসানা,' শীলা ডাকল।

উগ্র মূর্তিতে ওর মুখোমুখি হল সুসানা, কিন্তু শীলা শান্ত অথচ জরুরি গলায় বলল, 'তুমিই বলেছ লেনকে তুমি ভালবাস। তাহলে একটা কথা মনে রেখ। ফ্র্যাংক আইভি তোমার ওপর নজর রাখবে। লেনের কাছে পৌঁছাবার একটা উপায়ই এখন তার আছে। যে যাবে ওর কাছে তাকে অনুসরণ করা।'

'আমাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইছ?'

'লেনকে তুমি ভালবাস,' মৃদু গলায় বলল শীলা বার্ড, 'সুতরাং সব দায়-দায়িত্ব এখন তোমার।'

নীরবে একটি মুহূর্ত পরস্পরকে জরিপ করল একই পুরুষের প্রেমের দাবিদার এই দুই রমণী, তারপর সুসানা ঘুরে বেরিয়ে গেল।

নয়

সন্ধে নাগাদ লেনের জ্বর ছাড়ল। ঘুম থেকে জেগে ও দেখল গুহায় আর কেউ নেই। সুড়ঙ্গ পথের আধো-আলোয় চারপাশে নজর বোলাল সে, পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করল। সুড়ঙ্গের দেয়ালে ছেনি আর গাঁইতির চিহ্ন দেখে বুঝল ও একটা খনিতে রয়েছে। দূর-পেছনে, পাহাড়ের গর্ভে, নাগাড়ে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। এরপর ক্যান্টিনটা চোখে পড়ল তার, অতিকষ্টে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল ওটা। ছিপি খুলল দুইহাঁটুর মাঝে ক্যান্টিন আটকে রেখে, প্রাণভরে কয়েক ঢোক পানি খেল। তারপর আবার শুয়ে পড়ে হাঁপ ছাড়ল। এই সামান্য নড়াচড়াতেই কাহিল হয়ে পড়েছে। ভীষণ রকমের শ্রান্ত সে, জ্বরে দুর্বল। তবে মাথা কিছুটা হালকা বোধ হচ্ছে এখন, চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। ঘামে তার পিঠ এখনো ভেজা, পরনের জামাকাপড় আঠাল।

ক্যান্টিনের পাশেই তামাক আর কাগজের প্যাকেট পড়ে। অক্ষত হাতের সাহায্যে মিনিট কয়েকের কসরতের পর একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল ও, ভাবতে লাগল এখানে কীভাবে

এসেছে। বিল শেল তাকে এনেছে, জানে সে, কিন্তু কেমন করে এনেছে তা মনে নেই। ঠিক কোথায় এখন রয়েছে তাও সে আন্দাজ করতে পারল না।

সুড়ঙের ভেতর দিকে আচমকা একটা ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দে চমকে উঠল ও। তারপর বুঝল বিল ওদের ঘোড়াগুলো পেছনের ওই পানির ধারে লুকিয়ে রেখেছে। এবার বিলকে তার দেখতে ইচ্ছে হল।

খনিমুখের ঠাণ্ডা বাতাসে শীত-শীত করে ওর, গায়ে কম্বল টেনে নেয়। এরপর, সাবধানে, জখমি বাহুটা নাড়াতে সচেষ্ট হয়। আড়ষ্ট হয়ে আছে, নাড়ান কঠিন। তবে দবদবে ভাবটা আর নেই, নড়াচড়া করলেই কেবল ব্যথা লাগছে। সিগারেট খিদেটা উসকে দিয়েছে, কিন্তু ব্যথা বেড়ে যাবার ভয়ে খাবারের খোঁজে সে উঠল না। এখন তার মাথায় শুধু পালাবার চিন্তা চলছে।

অবশেষে রাত নামে একসময়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয়ে যায় গুহা। লেন অতীতের কথা ভাবে। শীলার বাসায় ফ্র্যাংক আইভির হানা দেয়ার ঘটনাটা স্মরণ হয় ওর। ডাক্তার ওদেরকে জিম ক্রু-র মৃত্যুর খবর দেয়ার পরপরই সে এসেছিল। জিম ক্রু-র কথা মনে পড়ায় গভীর বিষাদ আর নিঃসঙ্গতাবোধ আচ্ছন্ন করল তাকে। লেন জানে তার এই মনোভাব শীলা বুঝবে। বান্ধবহীন মানুষ ছিল জিম ক্রু, বরণও করেছে বান্ধবহীন মানুষের মৃত্যু। কিন্তু এও সত্যি, ওই নির্বিবাদী স্বল্পবাক স্বভাব সত্ত্বেও সে ছিল উদার এবং সুবিবেচক। এরপর শীলার কথা ভাবে লেন। ওর মনে পড়ে কী রকম অসমসাহসের সাথে আইভিকে মোকাবেলা করেছিল সে,

এবং শীলার প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। অনেক ভেবেও লেন নিশ্চিত হতে পারল না তাকে সাহায্য করেছে এটা জানবার পর আইভি শীলাকে কোনরকম শাস্তি দেবে কিনা। তারপর সে আঁচ-অনুমানের চেষ্টা করল ক্রু-র অবর্তমানে আইভি এখন কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে সাহসী হবে। সুসানাই, মূলত, নিগৃহীত হবে ওর হাতে। পরক্ষণে যখন ওর মনে হল সুসানা তার সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় কাছে পাচ্ছে না ওকে তখন লেন ভীষণ আফসোস বোধ করল। ভাবনাটা ওর মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তবে লেন এটাও বুঝতে পারে এই অনুভূতি বস্তুত মানুষের অহংকারেরই একটি অংশবিশেষ।

কথাটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে ও। পরে যখন সজাগ হল তখন দেখল বিল শেল তার পায়ের কাছে আগুনের পাশে বসে। লেন নড়ে উঠতে বিল তাকাল ওর দিকে। চকিতে স্বভাবসুলভ অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখ, সে কাছে সরে এল।

'তুমি সহজে মরবে না,' হাই তুলে বলল বিল। 'তারপর, বুড়ো খোকা, কেমন আছ?'

'মোটামুটি,' লেন বলল। 'তবে খুব খিদে পেয়েছে।'

হাসল বিল, বলল, 'কফির পানি চড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে নিজে আমাদের ব্যবস্থা করব।' ইশারায় দেয়ালের পাশে-রাখা চটের একটা বস্তা দেখাল সে। 'ববের ভুসির মজুদে হানা দেয়ার জন্যে এই অন্ধকার অবধি বসে থাকতে হয়েছে আমাকে।'

'আমরা এখন কোথায়?' লেন জিজ্ঞেস করল।

বিল সংক্ষেপে জানাল। সেন্ট লুই, ও বলল, শত বছর আগের পরিত্যক্ত একটা খনি। রিলিফের অনেক ওপরে গাছপালায়-ছাওয়া দুর্গম এক ক্যানিয়নে এর অবস্থান। খুব কম লোকই যার হদিস জানে। কথা শেষ করে পেছনে গেল বিল, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে এসে খাবারের আয়োজনে বসল।

সিগন্যাল থেকে পালানর ইতিহাস লেনকে খুলে বলল ও। শুনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল লেন। ওর সবচেয়ে বড় ভাগ্য, নিঃসন্দেহে, শীলা। ওর শুশ্রূষা করেছে, বাঁচিয়েছে আইভির কবল থেকে এবং সিগন্যাল থেকে পালানর সুযোগ করে দিয়েছে। লেন এখন ভেবে অবাক হল, দুটি মেয়ে, শীলা আর সুসানা, এই নির্বান্ধব পুরীতে ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর বিলকে খাবার বাড়তে দেখে ও জিজ্ঞেস করল, 'শীলা দিয়েছে?'

'এখানে যা-যা আছে সবই ওর দেয়া,' শান্ত গলায় বলে অস্পষ্ট হাসল বিল। 'একদিন শীলার প্রেমিক এসে এসব উটকো ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে ওকে। আর তখন ও সময় কাটাবার জন্যে কোন কাজ পাবে না।'

'ওর প্রেমিক আছে?' লেন কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল বিল। 'চাইলেই ও আমাকে প্রেমিক হিসেবে পেতে পারে, কিন্তু শীলা জানে আমি একটা ভাঁড়। ওকে কেউ বোকা বানাতে পারবে না।'

লেন বলতে পারবে না কেন, কিন্তু বিলের কথাগুলো তাকে অদ্ভুত এক সন্তুষ্টির আস্বাদ দিল। বিল ঠাট্টাচ্ছলে বলেছে কথাটা, কিন্তু লেন জানে ভেতরে ভেতরে সে কতখানি আন্তরিক। শীলা

ওকে গ্রহণ করবে না। আর এক্ষেত্রে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, বিল জানে শীলাই এখানে ঠিক। ওর মধ্যে ছেলেমানুষী আছে একধরনের যার কারণে কখনই তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা চলে না।

খাবার পরিবেশন করল বিল। স্টিক কফি আর বড় একখণ্ড রুটি। লেন উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। নীরবে খেতে শুরু করল। অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে, আবার কখন শোবে একথা ভেবে তার প্রাণ আনচান করে উঠল।

পরে, সুড়ঙের মুখ থেকে দুটো গাছের কাণ্ড টেনে আনল বিল, ওগুলোর মাথা গুঁজে দিল আগুনে। এরপর বসে পড়ল গোড়ালির ভরে, তামাকের থলে বার করল। ঘাম চটচটে দাড়িভর্তি ওর শ্যামলা মুখখানা কৃশ ও শ্রান্ত দেখাচ্ছে; কিন্তু লেনকে জরিপ করবার সময়ে তার দুচোখে আগের মতই নির্ভীক বন্য সাহস প্রতিভাত হল।

'আজ সকালে বেঞ্চের ওপর একবার নজর বুলিয়েছিলাম। রিজের ওপাশে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছি। মনে হল সিগ্নাল দিচ্ছে।'

'আগুন?'

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল বিল। লেন ওর সিগারেটটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। নীরবে অনেকক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল ওরা, তারপর অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসল বিল, প্রশ্ন করল, 'তো, বাছা, আমাদের অবস্থাটা এখন কী দাঁড়াল তাহলে?'

'তোমার কী মনে হয়?' লেন জিজ্ঞেস করল।

সিগারেটে সুখটান দিয়ে গোড়াটা আগুনে নিক্ষেপ করল বিল,

ধীরে ধীরে বলল, 'সুসানা শেষ। ফ্র্যাংক ওর গরুবাছুর মেরে ফেলেছে, কর্মচারিদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর, জিম ক্রু-কেও হত্যা করেছে।' একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামল বিল, তারপর নিচু স্বরে খিস্তি করে যোগ করল, 'শালা একটা আস্ত নেকড়ে।'

লেন চিন্তিত গলায় বলল, 'কিন্তু আমার প্রশ্ন ও হঠাৎ এরকম করল কেন?' এরপর বিলের চোখে জিজ্ঞাসা দেখে লেন ব্যাখ্যা করে বলল, 'মানে, এরকম খেপে উঠল কী কারণে? ফ্র্যাংকও সুকৌশলে ক্রু-র সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় ছিল, আমাদের মতই।'

'ওর মধ্যে একটা পশু আছে,' বিল যুক্তি দেখাল।

'না,' লেন জবাব দিল দৃঢ় কণ্ঠে। 'এ ঘটনাগুলো ঠিক মেলে না। হঠাৎ করে সুসানার গরুবাছুর মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। ও জানত এর ফলে ক্রু ওর বিপক্ষে চলে যাবে। ক্রু-কে হত্যা করাই যদি ফ্র্যাংকের লক্ষ্য হত, আরো অনেক সহজ রাস্তা ছিল তার।'

'কিন্তু এভাবে সে গরুবাছুর আর জিম দুটোকেই সরাতে পারছে।'

লেন অনমনীয়ভাবে আবার তার প্রথম প্রশ্নে ফিরে এল। 'কিন্তু ওর এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে মূল কারণটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকায় বিল, সতর্কভাবে লক্ষ করে লেনকে। গূঢ় চিন্তায় ওর চোখ গম্ভীর এবং তন্দ্রালু। 'ওটা কোন ব্যাপার নয়, বাছা,' মন্তব্য করল সে। 'ফ্র্যাংক কাজটা করেছে, এটাই আসল। এবং আমরা হেরে গেছি, আমি বলব।'

'না,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন লেন। 'আমরা হারিনি।'

অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়াল বিল, দেখল লেন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আগুনের ভেতর।

'সুসানা যা চায় তা অর্জন করার মোক্ষম একটা অস্ত্র আছে,' লেন ঘোষণা করে। 'আর ওই অস্ত্রই শেষ করতে পারে আইভিকে।' এবার সরাসরি বিলের পানে তাকাল সে, এভাবে কথা বলতে লাগল যেন তার ভাবনার গভীর থেকে উঠে আসছে এটা। 'আইভিকে কেউ ভালবাসে না, বিল। বরং ভয় পায়। ওকে শেষ করে দাও, কর্মচারিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। আদালতে গেলে বেশ র‍্যাঞ্চের তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে সুসানা। ওই টাকায় সে নতুন করে বাথান গড়ে তুলতে পারবে।' কথাটা আবারো বলল লেন, 'কেবল এই একটা অস্ত্রই যথেষ্ট।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল বিল। 'আমি অন্তত সেই অস্ত্র নই, বাছা। আইভির কাজ আমি দেখেছি।' এখন রাগে শক্ত হয়ে উঠেছে ওর মুখ। 'একবার আমি দেখেছি ও কীভাবে হত্যা করেছে এক লোককে। আইভি হাল ছাড়ে না। প্রতিটি ঝোপে খুঁজবে তোমাকে, তারপর ঝোপটাকেই উপড়ে ফেলবে। শুরুতে সহজ মনে হবে ব্যাপারটা। তুমি ফাঁকি দেবে ওকে, কলা দেখাবে, কিন্তু সে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরপর সারাক্ষণ চাপা উত্তেজনায় ভুগবে তুমি। মনে হবে এই বুঝি আইভি এল।' এক লহমার জন্যে স্বস্তি পাবে না। চলার ওপর থাকতে হবে সর্বদা। খাওয়া-ঘুম হারাম হয়ে যাবে। যেখানে যাবে সেখানেই দেখবে ওর লোক অপেক্ষা করছে। যেখানে নেই সেখানেও মনে হবে

আছে। তারপর একসময় হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করবে তুমি। এবং তখন আইভি তার পছন্দের কোন জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাকে হত্যা করবে'।' বিল ফের মাথা নাড়াল। 'একবার আমি দেখেছি কীভাবে ঘটেছিল এটা। চার-পাঁচজন লোক দাও, আমি ওকে কোণঠাসা করে মারতে রাজি আছি। কিন্তু একা—কভি নেহি। আমি পালাব।'

লেন নিশ্চুপ রইল, আর বিল ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাছা, তোমার যখন চলাফেরা করার মত শক্তি হবে, আমি এই পাহাড় টপকাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, বিল.' লেন বলল শান্ত গলায়। 'এস, এখন একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক।'

লেনের চেহারায় অবসাদের ছাপ খেয়াল করেছে বিল, কিন্তু সে এখুনি একটা মীমাংসায় পেঁছাতে চাইল। 'তুমিও আমার সাথে এলে ভাল করবে, বাছা,' বলল।

'আমি থাকছি।'

হতাশাভরে মাথা নাড়াল বিল। 'আমি বুঝতে পারছি না এটা। কেন থাকতে চাইছ তুমি—সুসানার জন্যে?'

পলকে পলক তুলল লেন, ভ্রূকুটি করে ভাবল একটুক্ষণ, শেষমেষ বলল, 'কি জানি!' এরপর আগুনের দিকে চোখ নামাল। তারপর আবার যখন ওপরে তাকাল সে, সবিস্ময়ে দেখল বিলের চোখে মুহূর্তের জন্যে করুণা রেখাপাত করেই মিলিয়ে গেল। বিস্মিত হলেও, এখন লেন ভীষণ ক্লান্ত, তাই সে এ-রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় ব্রতী হল না।

একগাল হেসে বিল উঠে দাঁড়াল। 'এক মেয়েকে চুমু খাওয়ার অপরাধে একবার আমাকে গুলির মুখে পড়তে হয়েছিল। আর সুসানার জন্যে কাজ করতে গিয়ে তুমি মারা পড়বে,' চাঁচাছোলা সুরে মন্তব্য করল সে। 'তারচেয়ে ওসব চিন্তা ঘুম পাড়িয়ে দাও, বাছা।'

'আমি ঘুমাব, বিল। কিন্তু চিন্তাকে ঘুম পাড়াব না। আমি থাকছি এখানে।'

দশ

শহর লিংক টমসের জন্যে অফুরন্ত এক আমোদ-প্রমোদের জগৎ। কিন্তু আজ বিকেলে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে সদর রাস্তায় পৌঁছে সে সামান্যই আনন্দ অনুভব করল। আজ হপ্তাবার গেছে। টাকা রয়েছে ওর পকেটে। এ-দিনে সাধারণত সে জো লিলির কাছে যায়; খানিক আড্ডা মারে করাতকলের উলটো দিকে করবেটের স্যাডল শপে বসে, জিম ক্রু-র সাথে দেখা করে—এবং যদি ইচ্ছে হয়, শহরের ভাটিতে গিয়ে সমবয়সী ছোকরাদের সঙ্গে মিলে কিছুক্ষণ ঝাঁপাঝাপি করে ক্রীকের পানিতে।

তবে আজ লিংক শহরে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উদ্দেশ্যে। শেরিফের অফিস অতিক্রম করল সে, বেদনা আর অস্বস্তির সাথে দেখল জায়গাটাকে। জিম ক্রু নিহত হয়েছে, এবং তার কারণ লিংকের অজানা নয়।

সামনে লিভারির দিকে তাকাল ও। সহসা উপলব্ধি করল জো-র সাথে সাক্ষাতে তার আগ্রহ নেই। কারণ এখন সে নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছে। এর শুরু ডি বারের সিগন্যাল

ফেরৎ এক কর্মচারির সঙ্গে আলাপের মধ্য দিয়ে। ওই লোকের কাছেই খবর পেয়েছে সে, সুসানার গরুবাছুর হত্যার অভিযোগে জিম ক্রু ফ্র্যাংক আইভিকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করলে আইভি তাকে খুন করেছে।

এই খবর ভীত করে তুলেছে লিংককে। এখন সে জানে তার কাছে এমন এক গোপন তথ্য রয়েছে যার গুরুত্ব দুদিন আগে যা মনে হয়েছিল তার চাইতে শতগুণ বেশি। কাল সারাদিন ওই কর্মচারিকে সে এড়িয়ে চলেছে। কেননা লিংক বুঝতে পেরেছিল যে উদ্বেগ সে বোধ করছে তা নিশ্চয় তার মুখে ফুটে উঠেছে। আর ওই সাথে সে সুসানা বা তার কোন কর্মচারি মারফত একটি আশ্বাস পাবার অপেক্ষায় ছটফট করেছে : লিংক চায় ওরা এমন কিছু বলুক যা থেকে বোঝা যায় তার প্রতি ওদের অটুট আস্থা রয়েছে এবং তারাও সমভাবে এই মানসিক যন্ত্রণা সইছে।

তারপর, ফ্রেড লিণ্ডস্ট্রম সিক্সটি সিক্স থেকে ফিরে আসার পর সেখানে আইভির পদধূলি পড়ার কথা জেনেছে ওরা। কিন্তু লিংক উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে এবং মনে রেখেছে ফ্রেডের অন্য একটি বর্ণনা। ক্রু র মৃত্যুর খবর কীভাবে গ্রহণ করেছে সুসানা। যেন কেউ আঘাত করেছে এভাবে ওর ঘুরে দাঁড়ান এবং দুহাতের মাঝে মুখ লুকানর ছবি কল্পনা করে কিশোর লিংকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে। সে উপলব্ধি করেছে সুসানা ভয়ংকর এক অপরাধবোধে ভুগবে, এবং এখন পাশে তার একজন বন্ধু প্রয়োজন। আর সুসানার প্রতি বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই অবিবেচক অন্ধ ভালবাসার প্রচণ্ড তাগিদেই সে ছুটে এসেছে ওকে সান্ত্বনা দিতে।

বনভুরাান্টের দোকানের সামনে নেমে রাস্তা পার হল লিংক। তালি-দেয়া বিবর্ণ পোশাক পরনে লিকলিকে এক তরুণ, চেহারায় যার রাজ্যের দুশ্চিন্তা। সুসানার শহরে আসার কথা বলেছিল লিণ্ডস্ট্রম। লিংক স্থির করল হোটেলেই খুঁজবে আগে।

সুসানার কামরার নম্বর কেরানি জানাল ওকে। টুপি হাতে করে একেকবারে দুটো সিঁড়ি টপকে লিংক হাঁপাতে হাঁপাতে ওর ঘরের সামনে এসে থামল। দরজায় টোকা দেয়ার জন্যে হাত তুলল সে, তারপর দ্বিধায় পড়ে গেল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে সুসানাকে কী বলবে ও? মরে যাবে তবু ওর গোপন কথা ফাঁস করবে না, এই একটি কথা ছাড়া আর কী-বা বলবার আছে তার?

এরপর আস্তে করে টোকা দিল লিংক, এবং তারপর নিজের কুণ্ঠায় নিজেই লজ্জা পেয়ে জোরে জোরে।

সুসানাই খুলল দরজা। লিংক দেখল ওর স্বপ্নের দেবী স্মিত মুখে সামনেই দাঁড়িয়ে, চেহারায় তার বিষাদের লেশমাত্র নেই। লিংকের জিহ্বা যেন কেটে দিয়েছে কেউ, সে কথা বলতে পারে না। সুসানা হেসে হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিল ভেতরে। 'তুমি অযথা লজ্জা পাচ্ছ, লিংক। এস, ভেতরে এস।' দরজা বন্ধ করল ও, তরুণ র‍্যাংগলারের উদ্দেশে ফিরে বলল, 'তুমি এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছি।'

'আমি ভাবলাম,' শুরু করল লিংক, তারপর নিজের মনোভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে না-পেয়ে তোতলাতে লাগল। শেষমেষ অতিকষ্টে কেবল বলতে পারল, 'অ...অনেক কিছু ঘটে গেছে।'

সুসানা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, অনেক কিছু,' তারপর লিংকের টুপিটা নিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। সোফায় গা এলিয়ে দিল সে, আর লিংক পিঠ-উঁচু একটা চেয়ারে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সুসানাকে। লিংক জানে না ঠিক কী ধরনের অভ্যর্থনা সে প্রত্যাশা করেছিল মনে মনে। হয়ত ভেবেছিল ওকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়বে সুসানা। কিংবা আশা করেছিল কৃতকর্মের জন্যে সন্ত্রস্ত দেখাবে তাকে, অথবা অনুশোচনায় কাতর। কিন্তু সেসব কিছুই ওর মাঝে লক্ষ করল না লিংক। ও সেই আগের সুসানাই: সুন্দরী, সদয়, সহানুভূতিশীল। এবং অচেনাও বটে, লিংক ভাবল, এমন আচরণ করছে যেন জিম ক্রু-র মৃত্যুর খবর এখনো সে শোনেইনি।

সুসানা গাঢ় স্বরে বলল, 'আজ সকালেই আমি জিম ক্রু-র খবরটা শুনেছি, লিংক। আ…আমি বুঝতে পারছি না কী বলব এ-অবস্থায়।'

লিংকও জানে না, কিন্তু ঠিক এ কথাটা অন্তত সে বলবে না। লিংক শুধু বলল, 'ক্রু ভাল মানুষ ছিল।'

সুসানা তাকাল ওর চোখে। 'সব দোষ আমার লিংক,' মৃদু গলায় বলল সে।

লিংকের বিবেচনায় সুসানার এই কথাটুকুই যথেষ্ট, কিন্তু তার এও মনে হয় এগুলো নিছক কথার কথা—সুসানার মর্মপীড়ার বহিঃপ্রকাশ নয়। মাথা ঝাঁকাল সে, এখনো সুসানাকে লক্ষ করছে নিবিষ্টভাবে। ওর ওই দৃষ্টির সামনে সুসানা অস্বস্তি বোধ করে।

'এখন কী করব আমি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

লিংক তার হাতের দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়াল। 'কথাটা আমিও ভাবছি,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'তুমি দোষ স্বীকার করলে, সুসানা, কার লাভ হচ্ছে এতে? ফ্র্যাংক আইভির।'

'তোমার ধারণা ওর লাভবান হওয়া উচিত?'

'না।'

'তুমি মনে কর আমার উচিত দোষ স্বীকার করা?'

'না।'

'আমিও তা মনে করি না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুসানা। 'ভুল আমি একটা করেছি, লিংক। এবং সেজন্যে আমি দুঃখিতও। কিন্তু তাই বলে পেছনে তাকান চলে না।'

লিংক ভাবে: কিন্তু এই ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হতে পার তুমি। বর্তমান থেকে অন্তত কিছু সময়ের জন্যে ছুটি নিয়ে অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে পার। কেননা এতে করে মানসিক যন্ত্রণায় তোমার আত্মশুদ্ধি ঘটবে। কিন্তু কিছুই বলল না সে। সুসানা উঠে জানালায় গিয়ে বাইরে তাকাল।

স্বগতোক্তির মত করে ও বলল, 'জিম ক্রু আমার বন্ধু ছিল, লিংক।'

'আমি জানি।'

'ফ্র্যাংক আইভির প্রয়োজন ছিল না ওকে খুন করার। তবু করেছে কারণ সে জানত সুযোগটা না-নিলে ভবিষ্যতে ক্রু তার বিরোধিতাই করবে।'

'হ্যাঁ,' লিংক বলল। কিন্তু মনে মনে ও জানে ফ্র্যাংকের ঘাড়ে

সুসানা মিথ্যা অপবাদ না-চাপালে সে কখনই জ্রু-কে হত্যা করার সুযোগ পেত না।

সুসানা ঘুরে ওর মুখোমুখি হল। 'তাহলে কি আমার ভুল হচ্ছে, লিংক, জিমের হত্যার বদলা নেয়ার জন্যে ফ্র্যাংককে পরাজিত করার চেষ্টা করায়?'

লিংকে ধীর গলায় বলল, 'ফ্র্যাংককে হারাতেই হবে।' তবে জিমের মৃত্যুর শোধ নেয়া প্রসঙ্গে কিছুই বলল না, কারণ সে জানে যে চলে গেছে শত চেষ্টাতেও তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

'তাহলে আমি ওর সাথে লড়ে যাব, লিংক। আমি এখনো হেরে যাইনি। আর একটা কথা: যদি কখনো পারি তোমার এই উপকারের প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা আমি করব।'

উঠে দাঁড়াল লিংক, টুপি তুলে নিল। সুসানা এগিয়ে এসে করমর্দন করল ওর সাথে, হাসি মুখে বিদায় জানাল। করিডরে বেরিয়ে পেছনে দরজাটা আস্তে করে টেনে দিল লিংক, ধীর পায়ে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সুসানাকে সে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, কিন্তু লিংককে তার প্রয়োজন নেই।

কিছু একটা ঘটে গেছে ওই ঘরে, কিন্তু সেটা কী তা সে কোনদিন জানতে পারবে না। তবে লিংক এটা জানে সুসানাকে আর ভালবাসে না সে। নিজের জীবন দিয়ে হলেও সহায়তা করবে ওকে, কারণ সুসানা বরাবর সদয় আচরণ করেছে তার সঙ্গে। অতএব ঋণ শোধ করবার একটা দায় ওর আছে। কিন্তু সুসানাকে ভাল আর কোনদিনই বাসতে পারবে না। প্রশান্ত মনে এই সত্যটি মেনে নিল লিংক, তার পর মাথায় টুপি চাপিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি

বেয়ে নেমে এল।

সুসানা ওর ঘরের জানালা থেকে লিংকের যাওয়া দেখল। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ও। লিংক সম্পর্কে ভাবল একটুক্ষণ, বুঝল ছেলেটি আমূল বদলে গেছে। লিংক যেন আর কিশোরটি নেই, বড় হয়ে গেছে সহসা। এটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য; কুৎসিত কিছু ঘটনা চাক্ষুষ করেছে সে, পরোক্ষভাবে জড়িত হয়েছে ওইসব ঘটনার সাথে, এবং এগুলোই তাকে বদলে দিয়েছে। তবে ওর মুগ্ধ যে-দৃষ্টির সঙ্গে সুস'না পরিচিত আজ বিদায় নেবার সময়ে লিংকের চোখে তা ছিল না। কথাটা মনে হতেই উঠে বসল সে। লিংক তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। নিজের দোষ সে স্বীকার করেছে, আর ও-ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গোপনীয়তা রক্ষা করবার। এরপর আপনমনে হাসল সুসানা। কিছু যায় আসে না এতে। লিংক এখনো তার অনুগত রয়েছে—এবং এটাই আসল।

অন্ধকার নামবার সধৈর্য প্রতীক্ষায় আবার শুয়ে পড়ে ও। ঠিক পথেই এগোচ্ছে সবকিছু। টম আর বেইলি চলে গেছে, লিংক এখনো তার বন্ধু আছে। আগামীকাল বিল শেলের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে সে, এবং আবার দেখা করবে লেনের সঙ্গে। সুসানা শীলার উপদেশ উপেক্ষা করতে যাচ্ছে। সে লেনের কাছে যাচ্ছে।

এগারো

হঠাৎ ঘুম ভেঙে বিস্ফারিত চোখ অন্ধকারের মধ্যে তাকাল বিল পেল। জন্তু জানোয়ারের যেমন হয়, নিমেষে সজাগ হয়ে উঠেছে ওর প্রতিটি ইন্দ্রিয়। খনিমুখের সামান্য ভেতরে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ছিল সে, উঠে বসল ধড়মড় করে, কান পেতে রাতের শব্দ শুনল, ঠিক কোন শব্দটা তাকে জাগিয়ে দিয়েছে বোঝার প্রয়াস পেল। আবার হল সেই শব্দ—একটা ঘোড়া হাঁটছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল বিল। দলছুট ঘোড়া আর স্যাডল হর্সের হাঁটাচলার আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বিল ওটার হাঁটার ছন্দ বোঝার চেষ্টা করল। এই ঘোড়ার পিঠে, শিগগিরই জানল সে, সওয়ারি আছে।

উঁকি দিয়ে আকাশের তারা দেখল বিল, বুঝল ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। শান্তভাবে বাস্তবতাকে এবার মেনে নিল সে। কেউ একজন জরিপ করছে এলাকাটা। এর অর্থ, সেন্ট লুইয়ের বাস তুলতে হবে ওদের। কোমরে গানবেল্ট বাঁধল সে, পায়ে বুট গলাল। সুড়ঙ্গের পেছনের অংশ থেকে ও শুনতে পাচ্ছে লেনের গভীর অথচ

অস্পষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। উঠে দাঁড়াল বিল, কান খাড়া করল। একটু বাদে ক্যানিয়নের ভাটিতে আবার শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

পরিত্যক্ত এই খনির মুখটা প্রায় ক্যানিয়ন-তলদেশের সমতলে। খনির শাখা-প্রশাখা ক্যানিয়নের সর্বত্র মাটির স্তূপ হয়ে জাল বিস্তার করেছে, ফলে প্রবেশপথটা ঠিক কোথায় তা একনজরে বুঝবার উপায় নেই। খনির লগ কেবিনগুলো আরো উজানে, ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বহুকাল আগেই ভেঙে পড়েছে। আর সুড়ঙের মাথায় আড়াল তুলেছে আগাছা আর স্ক্রাব ওকের ঝোপঝাড়। বিল শেল এবার ত্বরিতে অথচ নিঃসাড়ে বেরিয়ে এল ওগুলোর ভেতর দিয়ে, পা টিপে টিপে ক্যানিয়নের ওপর পানে কেবিনগুলোর দিকে এগোল। বিপদ যদি আসে শেষ পর্যন্ত, বিল ভাবল, সে ওপরে থাকলে লেনের গোপন আস্তানার প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না।

জরাজীর্ণ বাংকহাউসের গাঢ় ছায়ায় সরে গেল ও, বাতাসে কান পাতল। ঘোড়ার এগিয়ে আসার শব্দ এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। পিস্তল বার করে দেয়ালের সাথে মিশে গেল বিল, উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে স্নায়ু।

কিছুক্ষণ পর ক্যানিয়নের ভাটির জমাট অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক রাইডার; ঝুপড়িগুলোর সামনে জংলা ঘাসে-ছাওয়া একফালি ফাঁকা জমির মাঝখানে রাশ টেনে থামল। অস্বস্তিভরে নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা। বিল অন্ধকারে ভয়াল হাসি হাসল। ঘোড়াটা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। ওর অস্থিরতা থেকে ঘোড়সওয়ার যদি তা আঁচ করতে পেরে না-থাকে, তার অর্থ দাঁড়াবে

লোকটা আনাড়ি। আলতোভাবে পিস্তল ধরে রাখল বিল, ক্যানিয়নের ভাটির দিকে কান ফেরাল। খুবই সহজ, সাদামাঠা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে ঘটনাটা। ত্রিশ গজ দূরের ওই ঘোড়সওয়ার যদি একা এসে থাকে, তার আর বাঁচার কোন উপায় নেই। আর কোন শব্দ শুনতে পেল না বিল, তাই এবার অখণ্ড মনোযোগ দিল সামনের ওই ঘোড়াসওয়ারের ওপর।

নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসল সে, হাতড়ে পাথর কুড়িয়ে নিল একটা, আস্তে করে ছুড়ে দিল ক্যানিয়নের আরেক পাশে। পাথর পড়ার শব্দে ভয়ে চমকে উঠল ঘোড়াটা, যেদিকে হয়েছে শব্দ লাফিয়ে সেদিক থেকে সরে বিলের সামনে চলে এল।

পিস্তল উঁচু করল বিল, পরক্ষণে নতুন একটা শব্দ পেয়ে থেমে গেল। বাতাসে কাপড়ের খসখস শব্দ। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল সে, তারপর বুঝল ঘোড়সওয়ার একজন মেয়ে। নিচু স্বরে বিল বলল, 'শীলা ?'

'বিল, বিল,' ভয়ার্ত কণ্ঠে সাড়া দিল সুসানা।

ওর দিকে এগিয়ে গেল বিল, রাগতভাবে বলল, 'আগে থাকতে আওয়াজ দাওনি কেন, সুসানা ?'

'আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না ঠিক জায়গায় এসেছি কিনা।'

ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল বিল, রুক্ষ সুরে বলল, 'সুসানা, এখানে তুমি কী জন্যে এসেছ ?'

'লেনকে দেখতে।'

'কেউ তোমার পিছু নিয়েছিল ?'

'এরকম অন্ধকার, কী করে বুঝব ?'

প্রচণ্ড বিরক্তির সুরে বিল বলল, 'যত্তসব !'

ওর তিরস্কারে একটু মিইয়ে গেল সুসানা। 'বকছ কেন, আমি আবার কী দোষ করলাম ?'

'কিছু না—আশা করি,' তিক্ত স্বরে জবাব দিল বিল। 'কেন, শীলা বলেনি, তোমার ওপর নজর রাখা হতে পারে ?'

'বলেছিল। কিন্তু লেনকে যে আমার দেখতেই হবে।'

'লেনকে দেখতে চাও নাকি ওর মৃত্যু ?' ভেংচি কাটল বিল।

এবার মুখরা সুসানা মুখিয়ে উঠল, 'আমার সাথে আর কক্ষনো এভাবে কথা বলবে না, বিল। আমি এসব সহ্য করব না।'

'ঠিক আছে,' বিল বলল হাল ছেড়ে দিয়ে। 'দয়া করে নাম এবার। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

বিলের সহায়তায় মাটিতে নেমে, সুসানা আগে ওর স্কার্টের ভাঁজ সমান করল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ও কেমন আছে, বিল ?'

'ভীষণ দুর্বল,' বিল জবাব দিল গম্ভীরভাবে। 'আরো দিন চারেক শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারলে আবার ঘোড়ায় চড়ার মত শক্তি ফিরে পাবে।'

বিলের হুল-ফোটান কথাবার্তায় আবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সুসানা। 'আর কী করতে পারতাম আমি, যেখানে জানি না লেন বেঁচে না মারা গেছে ?'

'শীলা যা করছে তা-ই,' টিপ্পনী কাটল বিল। 'অপেক্ষা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুসানা। 'ঠিক আছে, বিল, মানছি আমার

ভুল হয়েছে। তবে আমি হুঁশিয়ার ছিলাম, কেউ অনুসরণ করেনি।'

বিল কিছু বলল না আর। সুসানা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্ট্যামপিডের ঘটনা ও জানে?'

'আমি অন্তত বলিনি।'

বিলের বাহুতে হাত রাখল সুসানা। 'ওহ, বিল, আমাকে বাঁচাও। ওই ভুল আমি শুধরে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

বিল বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল, 'সুসানা, এখনো তুমি মনে কর তা তুমি পারবে?'

'না, পারব না,' নতমুখে স্বীকার করল সুসানা। 'ওই কাজটার জন্যে আমি অনুতপ্ত, বিল, তাই লেনকে সত্যি কথাটা জানতে দিতে চাই না। আমার বিশ্বাস, এড বার্মার খুনের ব্যাপারে নিশ্চয় তোমার মনোভাবও এরকম।'

দীর্ঘ একটি মুহূর্ত চুপ করে থাকল বিল, তারপর বলল, 'তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছ, সুসানা। আসলে তুমি কিছু জান না।'

'জানি,' সুসানা বলল শান্ত কণ্ঠে। 'বার্মা আমার গোপন কথা, বিল, ঠিক স্ট্যামপিডের ঘটনাটা যেমন তোমার।'

বিল বিরস গলায় বলল, 'তোমার কথাগুলো কিন্তু অনেকটা আপসরক্ষার মত শোনাচ্ছে।'

'বাস্তবেও এটা তা-ই।'

অন্ধকারের মধ্যে হাসল বিল, ধূর্ত গলায় বলল, 'তুমি খুব শক্ত মেয়ে, সুসানা।'

'না, আমি শুধু আমার চাহিদাটা জানি।'

'লেন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ওপর খোদার রহমত বর্ষিত হোক,' বিল বলল বিরস সুরে। 'লেনের ওপরেও। ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই, তোমার গোপন কথা আমার কাছে গোপনই থাকবে। যাকগে, অনেক বকবক হয়েছে, এবার এস আমার সঙ্গে।'

সুড়ঙের মাথায় পৌঁছে বিল বলল, 'আমি আশপাশ একটু ঘুরে দেখতে যাচ্ছি, সুসানা। তুমি বরং আগুনটা উসকে দাও গিয়ে, যাতে সকাল হতে হতে পুড়ে শেষ হয়ে যায় লাকড়ি।'

অস্ফুটে কিছু একটা বলল সুসানা, ঝোপঝাড় ভেঙে সুড়ঙের ভেতরে ঢুকে গেল। সম্ভবত আগেই জেগেছে লেন, ওর বিস্ময়সূচক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বিল, তারপর সুসানার জবাব।

এবার ক্যানিয়নের ভাটিতে এগোল ও, অন্ধকারে একজন ইণ্ডিয়ান যে-রকম সন্তর্পণে এগোয়। এখন চাপা উত্তেজনায় ভুগছে সে, ভেতরটা ছটফট করছে। এখানে আসা চরম বোকামি হয়েছে সুসানার; কেউ ওর পিছু না-নিয়ে থাকলে তা হবে অলৌকিক ব্যাপার। ওর ট্রেইল বেল কর্মচারিদের চোখে পড়তে বাধ্য। আইভি এত নিরেট নয় যে ওর ওপর নজর রাখবে না। এরপর তিক্ততার সঙ্গে ও ভাবল কতটা সময় ওদের হাতে আছে। লেন এখনো দুর্বল, পথের ধকল সহ্য করা ওর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

সবশেষে সুসানা সম্পর্কে ভাবল বিল, এবং আবছা হাসল। লোকজনের সাথে মেলামেশা করবার ক্ষেত্রে একধরনের সহজ সহ্যক্ষমতা আছে বিল শেলের। আর এ-কারণেই এমনকি এখনো সে সুসানার কঠিন সমালোচকে পরিণত হতে পারল না। একটা

ভুল করেছে মেয়েটি, এবং তার গুরুত্বও সে বুঝেছে। এমন ভুল মানুষের হতেই পারে। বিল নিজেও অনেক ভুল করেছে। তাই ওই ভুলের জন্যে সুসানাকে সে দোষ দিচ্ছে না। তবে এই লুকোচুরির মধ্যে নীচতার একটি আভাস আছে, বিলের আপত্তি সেখানে। সুসানার কাছ থেকে এরচেয়ে ভাল আচরণ পাবার যোগ্যতা লেন সয়্যার রাখে। যেমন ওর কাছে লেনের প্রাপ্য এড বার্মার মৃত্যু সম্পর্কিত আসল ঘটনাটি জানা। বিলের চরিত্রে অদ্ভুত এক সততা আছে যার কষ্টিপাথরে এখন সে সত্যকে চিনতে পারছে। বলতে কি, লেনের সঙ্গে যে ও এখনো রয়ে গেছে তারও মূল কারণ ওর এই সততাবোধ। এভাবে নিজের ভুল সে শোধরাতে চাইছে, যদিও জানে না কীভাবে সম্ভব করবে এই অসম্ভবকে। কিন্তু সুসানার উদ্দেশ্য ভুল শোধরান নয়, বরং নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা—আর এটাই বিল মানতে পারছে না।

রাতের মিশকাল রঙ এখন ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশ। পুবাকাশের তারাগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে থামল বিল, কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল সুসানার ব্যাক ট্রেইলে আর কেউ আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এই সময়ে শব্দটা ধরা পড়ল ওর কানে। একটা গুলির শব্দ।

ভাটিতে মাইল ছয়েক দূরের কোন ঢাল থেকে এসেছে ওটা। বিল নিশ্চল দাঁড়িয়ে, পাহাড়ের দেয়ালে আর গাছপালায় এর প্রতিধ্বনি শুনতে লাগল। ওর ভেতরে হিমশীতল এক যন্ত্রণা এখন জেগে উঠেছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না তাকে, আরো দূর-উত্তরের অন্য একটি জায়গা থেকে আরেকটা গুলির আওয়াজ

ভেসে এল।

যা সন্দেহ করেছিল ও তাই ঘটেছে। পথে কোথাও সুসানাকে দেখে ফেলেছে ওরা, অনুসরণ করে বুঝেছে রিলিফে যাচ্ছে না সে, এবং এখন তারা সমবেত হচ্ছে হামলা চালাবার জন্যে।

ছুটতে ছুটতে ক্যানিয়নের উজানে ফিরে চলল বিল, ক্রোধ আর হতাশায় গা জ্বলছে। স্বার্থপর চিন্তায় ওদের সবার জীবনের ওপর বাজি ধরেছিল সুসানা, এবং তাতে ওর পরাজয় হয়েছে। এবার লেনকেও হারাবে, যদি-না দৈব ওদের সহায়তা করে।

সুড়ঙ্গে পৌঁছাল বিল, দেখল গায়ে কম্বল জড়িয়ে লেন বসে আছে। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ও তাকাল লেনের দিকে, ফ্যাকাসে প্রাণচাঞ্চল্যহীন চেহারা দেখে মনে মনে গাল বকল।

আগুনের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে সুসানা মাংস গরম করছিল। বিল বলল, 'আমি ঘোড়া সাজাতে যাচ্ছি, এই ফাঁকে তোমরা যা পার খেয়ে নাও। আইভি আসছে।'

ঝটিতি ঘুরেই উঠে দাঁড়াল সুসানা। বিল অগ্নিদৃষ্টি হানল ওর উদ্দেশে, হিসহিসে গলায় বলল, 'এবার খুশি হয়েছ তো?' তারপর গটগট করে এগোল ঘোড়াগুলোর দিকে।

লেন জিজ্ঞেস করল, 'কত দূরে আছে?'

'বড়জোর মাইল দুয়েক,' বিল জবাব দিল। 'লোকজন ডেকে জড় করছে। তবে আমাদের উচিত হবে সকাল হবার আগেই বেরিয়ে পড়া।'

লেনের উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াল না সে, ঝটপট সুড়ঙ্গের পেছনের অংশে চলে গেল। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাবার

সময়ে ভবিষ্যতে কথা ভাবল, নিদারুণ হতাশা বোধ করল। বর্তমানে লেনের যা অবস্থা, কারো চোখে ধুলো দিতে পারবে না সে। একদিনের মধ্যেই ওকে ধরে ফেলবে ওরা, এবং তখন শেষ হয়ে যাবে ওদের সমস্ত আশা-ভরসা। সুতরাং ওর এখন দায়িত্ব হবে লেনের ওপর থেকে ওদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া, যাতে লেন এখান থেকে নির্বিঘ্নে সরে পড়বার সময় পায়।

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে বাইরে গেল বিল, খানিক বাদে ফিরে এল আবার। মাংস আর কফি রাখা ছিল ওর জন্যে। হাত বাড়িয়ে শুধু কফির কাপটা তুলে নিল সে, তারপর খেয়াল করল লেনের চেহার কঠিন হয়ে উঠেছে।

'এখন কেউ আমার সাথে তর্ক করলে আমি তাকে মারব,' বিল বলল। 'এখানে আমিই বস্।' সুসানার দিকে তাকাল সে। নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠেছে মেয়েটার চোখে। এরপর লেনের উদ্দেশে দৃষ্টি ফেরাল বিল। 'তুমি সুসানার ঘোড়ায় উঠছ, লেন। সুসানা আর আমি একসাথে বেরোব এখান থেকে, গিরিপথের দিকে যাব। তুমি সোজা দক্ষিণে ছুটবে, যত জোরে পার।'

'গিরিপথের দিকে গেলে তোমরা সরাসরি ওদের খপ্পরেই গিয়ে পড়বে,' লেন মন্তব্য করল।

'তার আগেই আলাদা হয়ে যাব আমরা। সুসানাকে কিছু বলবে না ওরা। আর নিজের জন্যে আমি চিন্তা করি না। এখনো পর্যন্ত এমন কাউকে আমি পাইনি যে এই পাহাড়-পর্বতের মধ্যে আমাকে ধরার ক্ষমতা রাখে।'

লেন নিরুত্তর রইল, বিল কথা চালিয়ে গেল রুক্ষ স্বরে। 'আমার

ধারণা আইভি যখন ছজোড়া ট্র্যাক দেখতে পাবে, যার একটিও সুসানার ঘোড়ার না, তখন ধরে নেবে তুমি আর আমিই পালাচ্ছি। এবং ওগুলোর পেছনেই সে ছুটবে।'

লেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলল, 'আমি এ-কাজ করব না, বিল।'

'আর কী উপায় আছে তাহলে? আমি বলছি তোমাকে, আইভি আমাকে ধরতে পারবে না। আর সুসানা ওর লক্ষ্য নয়। একদিনের জন্যে হলেও তোমার ওপর থেকে ওর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারব আমি।' একনিশ্বাসে কথা শেষ করে থামল বিল, তারপর আবারো বলল, 'এছাড়া আর কী উপায় আছে বল?'

কোন জবাব দিতে পারল না লেন। উঠে পড়ল বিল, তলানি কফিটুকু আগুনে ঢেলে দিয়ে কাপটা ফেলে দিল মাটিতে। 'এটা তর্ক করার সময় না, বাছা। অন্তত এই একটিবার আমার কথা রাখ।'

লেনের পেছনে গেল সে, দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। সামনে কী আছে জানে, তাই নায়কের দুর্বলতা লক্ষ করে বিল ভয় পেল। লেনের কাঁপুনি অনুভব করে সে, মাথায় দোমড়ান স্টেটসন থাকা সত্ত্বেও ম্লান আলোয় ওর কপালের চিকন ঘাম দেখতে পায়। তবে তার চেয়েও বড় কথা, লেনের চোখে অপ্রকাশ্য এক জেদ দেখে সে, বোঝে ওর মনেও সাফল্যের বিষয়ে কোন স্বপ্নবিলাস নেই।

ভোরের ধূসর আলোর মধ্যে দাঁড়ান ঘোড়াগুলোর কাছে এল ওরা। লেনের বাঁ-হাত শিথিলভাবে ঝুলছে শরীরের পাশে, কোটের নিচে কাঁধের ব্যাণ্ডেজ উঁচু হয়ে আছে সামান্য। ভয় পেয়েছে সুসানাও, বিল আর লেনকে তার নিজের ঘোড়ার পাশে

রেখে নীরবে সে এগিয়ে গেল লেনের ঘোড়ার উদ্দেশে।

পালা করে চেস্টনাট আর বিলের দিকে তাকাল লেন, ম্লান কণ্ঠে কৌতুক করার প্রয়াস পেল, 'ওর পিঠে একবার উঠলে, আর কোনদিন আমি নামতে পারব না।'

বিল হাতের দশ আঙুল বাঁধল একত্রে, লেন সবুট পা তুলে দিল ওগুলোর ওপর, বিল উঁচু করল। লেনের শরীরে একরত্তি বল নেই, বিল দেখল এবার। নিজের ভর সামলাতে রীতিমত হিমশিম খেল লেন, ময়দার বস্তার মত ধপ করে স্যাডলের ওপর পড়েই দাঁতের ফাঁক দিয়ে হুস করে নিশ্বাস ছাড়ল। চোখ বুজে অনড় বসে থাকল সে, বিল ঝটপট একটা সিগারেট বানিয়ে ঝুলিয়ে দিল ওর ঠোঁটে, ম্যাচ জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করল।

আধো-আলোয় দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা, তারপর লেন অবসন্ন গলায় বলল, 'সুসানাকে এর বাইরে রাখ, বিল। যা-ই ঘটুক, ওকে অন্তত বিপদে পড়তে দিয়ো না।'

বিল অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'আগেই তো বলেছি, আমি সরে যাব ওর কাছ থেকে। এই তল্লাট ছেড়ে পালাচ্ছি আমি, আর সেই সাথে আইভিকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছি পেছনে।'

করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল লেন সয়্যার, অস্ফুটে বলল, 'বিদায়।'

হাতটা গ্রহণ করে স্বর্গীয় এক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিল। আর ঠিক তখনই সুসানা ঘোড়া নিয়ে ওদের পাশাপাশি হল।

বিল শুষ্ক গলায় বলল, 'সুসানা, আমি চাই তুমিও এটা শোন।' লেনের উদ্দেশে তাকাল ও। 'আমি আর বব বার্মাকে লড়তে বাধ্য

করেছিলাম, লেন। ঠাণ্ডা মাথায় ওকে আমি খুন করেছি। এবং এজন্য আমার কোন দুঃখ নেই।'

মাথা দোলাল লেন, গাঢ় স্বরে বলল, 'আমিও আন্দাজ করেছিলাম এটা।'

হাসল বিল, ভোরের প্রথম আলোয় সুসানার পানে তাকাল। ওর প্রতি ঘৃণা জেগে উঠেছে বিলের চোখে, দেখতে না-পেলেও সুসানা এটা অনুভব করে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার গোপন কথা ফাঁস করবে না সত্যি, কিন্তু কারো ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকারও সে হবে না তা গোপন রাখার জন্যে। এবং এ-কারণেই নিজের মুখে স্বীকার করে নিল অপরাধ।

বিল বলল চাঁচাছোলা সুরে, 'তৈরি সুসানা?' তারপর নিজের ঘোড়ার কাছে গেল।

এবার লেনের দিকে ফিরল সুসানা, তিক্ত স্বরে বলল, 'আমি বোধহয় কখনই কোন ঠিক কাজ করি না···না?'

'কেউই করে না, আইভি ছাড়া,' মন্তব্য করল লেন।

'কিন্তু দেখ আমি কী করেছি,' সখেদে উচ্চারণ করল সুসানা। 'কোথায় এলাম তোমাকে সাহায্য করতে, কিন্তু এখন উলটো তোমার পেছনেই একদল নেকড়ে লেলিয়ে দিয়েছি।'

লেন শান্তভাবে বলল, 'একটা সময়ে এ-অবস্থা আসতই, সুসানা। আমি যেটা স্মরণ করব, তা হল তুমি এসেছিলে।'

'কখন স্মরণ করবে, লেন—এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর?'

'তুমি চাও আমি চলে যাই?' লেন প্রশ্ন করে।

'আমি চাই তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ। আমি অপেক্ষা করব, লেন।

প্রয়োজনে সারাজীবন, যদি কথা দাও তুমি ফিরে আসবে।'

'কথা দিলাম, সুসানা,' নিশ্বাসের শব্দে বলল লেন।

প্রত্যুষের পাণ্ডুর আলোয় ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে নীরবে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা। লেন দক্ষিণে যাচ্ছে, বিল আর সুসানা উত্তরে।

বার

গাছপালার ভেতর দিয়ে নাগাড়ে দক্ষিণে ছুটে চলল লেন, ট্রেইল গোপন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে বুঝে গেল বেশিক্ষণ এভাবে চলা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। দুর্বলতাই এখন ওর বড় শত্রু হয়ে উঠেছে, রৌদ্রালোকিত কোন জায়গায় শুয়ে পড়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে ভীষণ ইচ্ছে যাচ্ছে। একদিকে সময় গড়াচ্ছে, আর সেই সঙ্গে প্রবল এক অনীহাবোধ পেয়ে বসছে তাকে। এরকমটা হবার কারণও বুঝতে পারে। লাথি-খাওয়া কুকুরের মত পালাচ্ছে সে, আর তাই ঘা লাগছে ওর পৌরুষে। সুশানার স্বপ্ন ভেঙে গেছে, জিম ক্রু মৃত। বিল শেল পালাচ্ছে। আর সে পালাবার আগে ক্ষণিকের বিশ্রাম পেয়েছিল স্রেফ শীলার সাহসী ভূমিকার সূত্রে।

বনের ভেতর একটা ঘেসো জমির দেখা পেল ও, পিঠে রোদের তাপ নিয়ে ছুটে চলল তার ওপর দিয়ে। এখন লেন জানে পালিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। বরং বিল যখন পালাবার সময় করে দিচ্ছে তখন সেই সময়কে সে ফিরে যাবার কাজে লাগাতে

পারে। পরক্ষণে ও বুঝল এই অসুস্থ শরীরে সম্ভব হবে না এটা করা। সে-চেষ্টা করলে সে মারা পড়বে, তারচেয়ে পৌরুষকে জলাঞ্জলি দিয়ে, আইভির নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করাই হবে এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তবে পরে সে ফিরে আসবে, যেমনটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুসানাকে।

ঘেঁসো জমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গাছপালার ফাঁকে খাড়া একটি চড়াইয়ের ওপর ঘোড়া তুলে দিল লেন। তেমন উঁচু নয় চড়াইটা, কিন্তু ওতেই সে হাঁপিয়ে গেল, কাঁধে চিনচিনে ব্যথা শুরু হল আবার। রিজের মাথায় উঠে থামল ও, পরিস্থিতি বিচার করল। এখন একমাত্র দক্ষিণের পথ খোলা আছে তার জন্যে। যদি এই ট্রেইল ধরে চলে, ফেডারেলসের অপর পাশের সমভূমিতে পৌঁছাতে পারবে এবং রিজার্ভেশনের দক্ষিণ সীমানায় গিয়ে খাবার সংগ্রহ ও ঘোড়া বদলাবার সুযোগ পাবে। এটাই তার করা উচিত।

গাছপালার ওপর দিয়ে পেছনের প্রান্তরে তাকাল লেন, জানে শেষবারের মত ওখানে নজর বোলাচ্ছে। তারপর আচমকা সজাগ হয়ে উঠল ও। দেখল, নিঃসঙ্গ একজন ঘোড়সওয়ার তৃণভূমির ঘন ঘাসবন মাড়িয়ে মাঝারি কদমে তার ট্রেইল অনুসরণ করছে।

এবার মুহূর্তে তৎপর হয়ে উঠল লেন, ট্রেইল এবং সকালের ঝাঁঝাল রোদ্দুর থেকে সরে রিজের ওপাশের বনজঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। পেছনের লোকটার কথা ভাবল সে, বোঝার চেষ্টা করল ঘোড়সওয়ার তাকে দেখে ফেলেছে কিনা। ধারণা করল লোকটা দেখতে পায়নি তাকে; অলস একটা ভাব রয়েছে ওর চলার ভঙ্গিতে যা থেকে মনে হয় সে ধরেই নিয়েছে তার সামনে সুসানা রয়েছে।

সম্ভবত আইভির কড়া নির্দেশ আছে সুসানার ওপর দৃষ্টি রাখার, কিন্তু পাশাপাশি আরো বলা আছে তার লোকজনকে ওকে যেন নির্যাতন করা না হয়।

এবার রিজের ট্রেইল গোপন করতে সচেষ্ট হল লেন, কিন্তু পরক্ষণে এক্ষেত্রে নিয়তির বিধানকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করল। ট্রেইল লুকাতে হলে দুর্গম এলাকা দিয়ে চলতে হবে, কিন্তু শরীরের এ-অবস্থায় সেটা ও করতে পারবে না। দুপুর নাগাদ খাড়া পাড় বেয়ে পাথুরে একটা নালায় নামবার সময় ওর এই ধারণা সঠিক প্রমাণিত হল। চেস্টনাট পিছলে ঢালের নিচে নেমে যাবার সময়ে হাঁটু দিয়ে স্যাডল আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পেল লেন কিন্তু সফল হল না। হর্নের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, পতন রোধ করার জন্যে অক্ষত হাতের সাহায্যে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরল। নালায় পৌঁছে চেস্টনাটের সাথে স্নেহের সুরে দু-চারটে কথা বলল সে, তারপর কষ্টেসৃষ্টে আবার বসল সোজা হয়ে। এখন অসীম হতাশার সাথে ও উপলব্ধি করে ঘোড়াটা নেহাত শান্ত, নইলে পিঠ থেকে নির্ঘাত ফেলে দিত তাকে। আরো একটা জিনিস বুঝতে পারল ও। নিরাপত্তার জন্যে যদি জোরকদমে ছুটতে হয়, স্যাডলে সে বসে থাকতে পারবে না। নালার ভাটিতে এগোতে এগোতে শান্তভাবে বাস্তবতাকে গ্রহণ করল লেন। এখন একটি কাজই করতে পারে সে···লড়াইয়ের মত কোন একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে এই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা।

নালার দুই পাড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে ও, টের পায় শার্টের নিচে ঠাণ্ডা ঘামে ওর পিঠ ভিজে গেছে। নালার একটা বাঁক

ঘুরল সে, ডান দিকে শরবন চোখে পড়ল। থেমে ভাল করে দেখল জায়গাটা, নালার পাড়-লাগোয়া ঘন ঝোপঝাড়ের ওপর নজর বোলাল। তারপর সন্তুষ্ট মনে ভাবল শত্রুকে ফাঁদে ফেলার জন্যে চমৎকার একটা স্থান এটা।

ভাটিতে আরো শ-খানেক গজ এগিয়ে গেল সে, তাকাল পেছনে। যা চাইছিল, বাঁকের মুখ থেকে এ-জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওখানে নামল ও, প্রকাশ্যে ঘোড়া বেঁধে রেখে শরবনের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল।

থেমে থেমে, অতিকষ্টে, ডালপালা ঠেলে এগোল ও, কিছুদূর যাবার পর মোড় নিয়ে একটা পাইন গাছের নিচে চলে এল। এখানে বসে পড়ল লেন, জখমি হাতটা আলতোভাবে টেনে নিয়ে এল কোলের ওপর, তারপর পিস্তল বার করে নামিয়ে রাখল পাশে, কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগল। গ্রীষ্মকালীন বিকেলের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর আর পাইনের সুরভি, কিছুই যেন এখন আর স্পর্শ করতে পারে না ওকে, সজাগ সে প্রতিটি শব্দ চিনতে পারে আলাদাভাবে।

প্রায় আধঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর, নালার পাথুরে বুকে নাল-পরান ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ শুনতে পেল ও। এবার পিস্তল বাগিয়ে ধরল লেন, উঁচু হল হাঁটুর ভরে। ইতিমধ্যে আরেকটু কাছে এসে পড়েছে শব্দটা, তারপর জেস মুরের কৃশ অবয়ব, কুঁজো হয়ে আছে স্যাডলে, নালার বাঁকের মুখে দৃষ্টি গোচর হল।

সামনে তাকিয়ে ছিল মুর, তারপর হঠাৎ এভাবে রাশ টানল যে তার ঘোড়াটা চেঁচিয়ে উঠল চিঁহি করে, সামনের পা দুটো

আকাশ পানে তুলে দিল।

ঝরনার ভাটিতে শুসানার চেস্টনাটটা চোখে পড়েছে ওর, লেন জানে এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে আগে নালার অপর পাড়ে নজর বোলাল জেস, তারপর লেন যে-পাশে রয়েছে ধীরে ধীরে সেদিকে ঘুরে আসতে লাগল তার চোখ। এখন পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছে সে। অবশেষে লেনকে পেরিয়ে গেল ওর দৃষ্টি, তারপর ফিরে এল তার কাছে, এবং এক পলকের জন্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

লেন বলল, 'আমি এখানে, জেস।'

এর আগেই উঁচু হতে শুরু করেছিল মুরের পিস্তল, ওটার বিকট গর্জনে খানখান হয়ে গেল অপরাহ্ণের অটুট স্তব্ধতা। একই সময়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল মুর। নিশানা করতে গিয়ে লেন যখন দেখল নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ, তড়িঘড়ি ট্রিগারটা টেনে দিল। ধপাস করে লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা, হাওয়ায় পাখা মেলল মুর, বাঁকের ওপাশে দৃষ্টির আড়াল হল।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল লেন, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল শরবনের ভেতর, ডালপালা ঠেলে এগোল সামনে। পেছনের পথে ঘুরে গিয়ে মুরকে ধরার আশায় পাড়ে উঠল।

আচমকা মাটি সরে গেল পায়ের তলায়, পেছনে লাফ দিল সে, কিন্তু অনেক দেরিতে। দেবে গেল বানের পানিতে ক্ষয়ে-যাওয়া পাড়টা, লেন ঝরনার নুড়ি-বিছান বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

আর ঠিক তখুনি প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল মুরের পিস্তল, এত

কাছ থেকে যে লেনের মনে হল সে বধির হয়ে গেছে। জখমের তোয়াক্কা করল না লেন, গড়ান দিয়ে উঠে বসল হাঁটু ভাঁজ করে। তারপর অসাবধানতাবশত বাম কনুইয়ের ওপর ঝুঁকল সে, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবার আগমুহূর্তে দেখল খাড়া পাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে মুর গুলি করছে ফের। এবার সচেতনভাবে কাত হয়ে পড়ল ও, একটানে বার করে আনল পিস্তল, ঝটপট ছুটো গুলি করল।

জেস মুরের বুকের পাশে আঘাত করল ওর দ্বিতীয় গুলিটা। পাড়ের ওপর ছিটকে পড়ল সে, এত জোরে যে ছোটখাট একটা ভূমিধস নামল।

হাঁটু গেড়ে বসল লেন, টের পেল কাঁধের সেই দবদবে ব্যথাটা শুরু হয়েছে আবার। কোটের নিচে হাত ঢোকাতে চেষ্টা করল সে, পিস্তলের জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে লক্ষ করে হোলস্টারে রেখে দিল অস্ত্রটা।

এরপর ব্যথায় নিশ্বাস বন্ধ করে রেখে, হাত ঢোকাল ভেতরে, টের পেল ব্যাণ্ডেজ ফের ভিজে উঠেছে। হাত বার করে আনল সে, তালুতে লেগে-থাকা কালচে আঠাল পদার্থের দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে এল বাস্তবে। স্থির বিকেলে দূর-নিচে থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে এসেছে ওই শব্দ। ওগুলো ওর আর মুরের গুলির জবাবে ছোড়া হয়েছে।

আতঙ্কিত হয়ে ওঠে লেন। মুরকে হত্যা করতে গিয়ে সে আরেক লোকের দৃষ্টি টেনে এনেছে এদিকে। ওই লোক এখন

আরো মানুষজন ডেকে আনবে। এতক্ষণে পালাবার একটা তাগিদ অনুভব করল ও, উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে, জেসের ঘোড়াটাকে পাশ কাটিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল নালার ভাটিতে।

চেস্টনাটের কাছে পৌঁছাতে ঝাড়া দুমিনিট লাগল ওর। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে শরীর উঁচু করল, প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যেই পা নিয়ে গেল ওপাশে, তারপর সোজা হয়ে বসল অতিকষ্টে।

এবার নালা থেকে সরে গেল ও, গুলি যেদিকে হয়েছে তার বিপরীত দিককার পাহাড়পর্বত অভিমুখে ছুটে চলল। ওটা তার পথ নয়, কিন্তু এখন এসব গ্রাহ্য করল না সে। জানে, অন্ধকার নামলে ধাওয়াকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের রাস্তায় ফিরে আসতে পারবে। আরো একটি সত্য এ মুহূর্তে উপলব্ধি করে লেন; আজকের দিনটা সে টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু কাল আর তা সম্ভব হবে না। তাই ও তৎপর হল বিরুদ্ধ সময়কে নিজের অনুকূলে টেনে আনতে।

গিরিপথে পৌঁছে বিল শেল রাশ টানল ঘোড়ার, সুসানার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যখন সে পাশাপাশি হল, ইশারায় ট্রেইল দেখিয়ে বিল বলল, 'সোজা চলে যাও, সুসানা। সব সময় রাস্তার মাঝখানে থাকবে। তাড়াহুড়ো করবে না একদম এবং সরাসরি সিগন্যালের দিকে এগোবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওরা ধরে ফেলবে তোমাকে।'

'তুমি যাচ্ছ কোথায়?' সুসানা প্রশ্ন করল।

দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল বিল. তাকাল সুসানার পানে।
'আমি অন্য রাস্তায় যাব।'

'সোজা রিজার্ভেশনে চলে যাচ্ছ না কেন?'

ধূর্ত হাসল বিল। 'ওই রাস্তাটাই ওরা বন্ধ করবে সবার আগে।' পথ ছেড়ে দাঁড়াল ও, যাত্রার ঢঙে সুসানাকে ইশারা করল এগিয়ে যেতে।

'থাম, বিল,' বলল সুসানা। ওর নীলাভ সবুজ চোখ বিস্ফারিত এবং শান্ত, আর ওগুলোর তারায় কৌতূহল। 'আমার কোনকিছুই তোমার পছন্দ না···না?'

'তোমার মধ্যে কোন গলদ নেই,' বিড়বিড় করে বলল বিল, চোখে দুর্বিনীত কৌতুক। 'তুমি অনেকটা ঘোড়া কুকুর বা অন্য যে-কোন মেয়েছেলের মতই। একবার স্বভাব বুঝে ফেললে আর কোন ঝামেলা হবে না।'

'এই লড়াইয়ে আমি জিততে যাচ্ছি, বিল।'

'ফ্র্যাংককে বিয়ে করে?'

'না। জয় ছিনিয়ে নিয়ে। আর যখন তা নেব, আমার ইচ্ছা তুমি ফিরে এসে আবার কাজে যোগ দাও।'

'সম্ভব নয়, ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বিল বলল।

'কেন নয়? আমরা একে অপরকে বুঝি।'

কানে গিয়ে ঠেকল বিলের হাসি, অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এবং সম্ভবত একটু বেশি মাত্রায় বুঝি। চলি, সুসানা।' চকিতে একবার সুসানার দিকে তাকাল ও। 'ওরা যখন তোমাকে আটকাবে, ওদের বলবে তুমি আমার সাথে ছিলে—লেনের সঙ্গে

নয়। ওরা বিশ্বাস করবে না তোমার কথা।'

রাস্তায় উঠল বিল, সতর্ক নজর বোলাল একবার, তারপর ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ঝটপট অপর পাশে চলে গেল। এরপর, ট্রেইল গোপন করার সামান্যতম চেষ্টা না-করে, ভাঙাচোরা পাথুরে অঞ্চলের দিকে ছুটল। নাগাড়ে এগিয়ে চলল সে, আপন ভাবনায় বিভোর হয়ে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠল ওর চেহারা। দুপুর নাগাদ পেছনে যখন গুলির আওয়াজ হল, একটিবার ঘুরেও তাকাল না সে। কারণ বিল শেল গভীরভাবে আত্মদর্শন করছে এখন, এবং নিজের চেহারা দেখে নিজেই শিউরে উঠছে। প্রথমাবধি এই ব্যাপারটা নিয়ে সামান্যতম গর্ব বোধ করতে পারেনি সে। লেনের প্রস্তাব ও গ্রহণ করেছিল মূলত প্রতিহিংসার তাড়নায়। ভেবেছিল এভাবে বিল এবং ফ্র্যাংক আইভির ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে, এবং তা সে বাস্তবায়ন করতে পারবে আইনের আড়াল নিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর সে-রকম থাকেনি। এক্ষেত্রে কেবল হাতেগোনা তিনজন সৎ মানুষকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে সে। লেন সয়্যার জিম ক্রু আর শীলা বার্ড। সুসানার ইন্ধন আর ওর সমর্থন মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে জিম ক্রু-কে, লেনেরও বাঁচবার সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ। আর এই অবস্থা বিষিয়ে তুলেছে ওর অন্তর। সুসানা সম্পর্কে মনে জন্ম নিয়েছে তীব্র এক বিতৃষ্ণা। বলতে কি, ওর আর আইভির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুসানা সেই জাতের মানুষ যারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পরে তা অপব্যবহার করে, এবং প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে সম্মানের

সাথে মারা যায়। সুসানা আর আইভির মধ্যে এই-যে রেষারেষি, এতে যেন কৌতুকের খোরাক পায় বিল, আবার একই সঙ্গে ঘটনাটা নিজের জীবনের প্রতি তার মনে সাতিশয় ঘেন্না জাগিয়ে তোলে। প্রথমেই সে লেনকে বলে দেয়নি কেন, সুসানা আসলে বাঘিনী, লেনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে চারপাশের সবকিছু গ্রাস করতে চাইছে? লেনের একটা নখের সমান যোগ্যতা নেই ওর। অবশ্যি এটাও সত্যি, শেষ পর্যন্ত ওকে সে পাবেও না।

বিল নির্বোধ না, জানে সুসানা হোঁচট খাবে এবং লেন ওর ভেতরটা দেখতে পাবে। আর যখন তা দেখবে, শীলাকেও চিনতে পারবে সে। শীলার কথা ভাবিতে গিয়ে কোনরকম বেদনা বোধ করে না বিল। জয় করবার একটা চেষ্টা নেবার আগেই ওকে সে হারিয়ে বসে আছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল একজন মানুষের কাছে যেতে শীলার বাধা নেই—লেন সয়্যার তেমনি একজন ভাল মানুষ। আর শীলাও ওকে ভালবাসে, বিল জানে। সুতরাং তার এখন দায়িত্ব হবে শীলার জন্যে লেনকে বাঁচিয়ে রাখা।

তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করাই এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিমধ্যে গ্রানিট পীকের চারপাশে নিশ্চয় জাল বিস্তার করা হয়ে গেছে আইভির। এবার তাকে তাড়িয়ে ওই জালের মধ্যে নিয়ে ফেলবে সে। এ-কাজ করতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে ওদের। তারপর জাল গুটিয়ে আনবে ওরা, এবং মাঝ-বিকেল নাগাদ ফ্র্যাংক আইভি জেনে যাবে লেন সয়্যারের পরিবর্তে সে এতক্ষণ বিল শেলের ট্রেইল অনুসরণ করছিল। কিন্তু আমি যদি গ্রানিট ট্রেইলের ছায়াও না-মাড়াই? বিল ভাবে এবার। আচ্ছা, বোল্ডার ফিল্ডে ওদের

সরিয়ে নিলে কেমন হয়, যেখানে গেলে ওরা নিশ্চিত হয়ে যাবে আর কোথাও পালাতে পারব না আমি এবং চূড়ান্ত আক্রমণ চালাবার জন্যে রাতটা ওখানেই তারা কাটিয়ে দেবে অপেক্ষা করে? সেক্ষেত্রে সকালের আগে আইভি জানতে পারবে না কার পিছু সে নিয়েছিল, আর এর ফলে আরো বার ঘণ্টা সময় হাতে পাবে লেন। এসব কথা ভাবতে ভাবতে গ্রানিট পীকের ট্রেইলে উপস্থিত হল বিল। একটুক্ষণ থেমে দিগন্ত-ছোঁয়া চূড়ার পানে তাকিয়ে রইল সে, তারপর মাথা নাড়াল ডানে-বাঁয়ে, যেন নিজেকেই-করা কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। এরপর এগিয়ে চলল আবার, তবে ট্রেইল ধরে নয়: ও যাচ্ছে বোল্ডার ফিল্ডের দিকে।

সারা বিকেল টানা ছুটে চলল সে, সন্ধেবেলায় বনের সীমায় পৌঁছে ছড়ান-ছিটান পাথরচাঁইয়ের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোতে লাগল। রাত নাগাদ দেখা পেল একটা ক্যানিয়নের, যার একমাত্র নির্গমন পথ এর প্রবেশমুখ। বিনা দ্বিধায় ওখানে ক্যাম্প করল সে, তারপর ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিয়ে একরাশ বোল্ডারের মাঝে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল যেখানে তীব্র বাতাসের অত্যাচার থেকে সামান্য আশ্রয় মিলবে। এবার সমস্ত কার্তুজ বার করে পায়ের কাছে সাজিয়ে রাখল ও, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল।

প্রথম ঘোড়সওয়ার যখন নিছক সন্দেহের বশে নাক গলাতে চেষ্টা করল ক্যানিয়নের ভেতর তখনো পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেনি অন্ধকার। ওর উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল বিল, চকিতে উধাও হয়ে গেল রাইডার, পরক্ষণে বিল তার চিৎকার শুনতে পেল। গুলির

আওয়াজ হল আরো কয়েকটা, তারপর জবাব এল সেগুলোর। বিল মুচকি হাসল। হায়েনার দল জোট বাঁধছে।

অন্ধকার নামবার বেশ কিছু সময় পর, যখন হাওয়া পড়ে গেছে তখন, আড়মোড়া ভাঙতে উঠে দাঁড়াল বিল। ওর পেছন দিককার রিমের মাথায় কড়াৎ করে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। কাছের একটা বোল্ডারের গায়ে আঘাত হানল বুলেটটা, ছিটকে চলে গেল আরেক দিকে। বিল চট করে বসে পড়ল আবার।

এরপর ফ্র্যাংক আইভির গলা শুনতে পেল ও। 'সয়্যার, বাঁচতে চাইলে বেরিয়ে আস, নইলে আমরা আসছি তোমাকে খতম করতে।'

হৃষ্টচিত্তে একগাল হাসল বিল। এখন তার মনে একটাই দুঃখ: প্রতিপক্ষের কথার জবাব দিতে পারছে না। এধরনের কাজে সবচেয়ে ভাল হয় যা করলে তাই করল ও। আইভির কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল একটা।

এরপর, বিল দেখে কীভাবে ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা। নিশ্ছিদ্র আয়োজন ফ্র্যাংক আইভির। রিমের চারপাশে লোক বসান হয়েছে, ভেতরেও আছে দু-তিনজন। চমৎকার পরিকল্পনা, অন্ধকার সত্ত্বেও, তার প্রতিটি নড়াচড়া যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটে আসছে। ভুল চালে যদি আগেভাগে সাঙ্গ না-হয়ে যায়- খেলাটা, বিল ভাবল, এর শেষটা দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠবে মধ্যরাত নাগাদ। দুবার অবশিষ্ট অ্যাম্যুনিশন নিয়ে অন্য জায়গায় সরে গেল সে, এবং একবার আগেই ওকে দেখে ফেলল ওরা। অন্ধকারের কারণে হিসেবে ভুল হওয়ায়

হিমশীতল পাথরের পেছনে মাটি কামড়ে শুয়ে পড়তে হল ওকে, এবং প্রতিপক্ষ তার উদ্দেশে কয়েক পশলা গুলি বর্ষণ করল।

এখন শীত করছে ওর, খিদেও পেয়েছে। এ সময় একটা সিগারেট হলে দারুণ জমত, কিন্তু ম্যাচ জ্বালতে সাহস পেল না। অনবরত আশ্রয়স্থল বদলাতে লাগল সে, প্রত্যেক বারেই ওর মনে হচ্ছে আগের বোল্ডারের চেয়ে নতুনটা যেন আরো বেশি ঠাণ্ডা। বেল কর্মচারিরা এখন এগোচ্ছে না আর; তাকে মুঠোয় পুরে ফেলেছে ওরা, তাই ভোর অবধি অপেক্ষা করতে তাদের কোন বাধা নেই।

ভোরের দিকে শীতে ভীষণ কাঁপতে শুরু করল বিল। এখন যে-পাথরের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে আছে মনে হচ্ছে সেটা যেন বরফে তৈরি। ঠকঠক করে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে সে আর গাল বকছে। অবশেষে পিস্তল তুলে নিয়ে নিঃশব্দে এগোল অন্ধকারের মধ্যে, প্রথমে যেখানে লুকিয়েছিল সেই পাথরের দিকে রওনা হল। সন্তর্পণে এবং ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সে, উবু হয়ে রয়েছে যাতে ক্যানিয়নের মেঝে অতিক্রম করার সময়ে ধূসর গ্রানিট পাথরের পটভূমিতে তার কালো অবয়ব পরিষ্কারভাবে রেখায়িত হয়ে না-ওঠে।

প্রথমবারের সেই পাথরখানা চোখে পড়ল ওর, নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ল ওটার আশ্রয়ে। গোড়ালির ওপর বসল সে, ঠাণ্ডা সহ্য করার জন্যে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল দুই বগলের তলায়। পিঠে একটা গান-ব্যারেলের ছোঁয়া অনুভব করল ও, নিমেষে টানটান হয়ে গেল শরীর, তারপর শক্ত জিনিসটা যখন আঘাত করল তখন সে

ঘুরতে শুরু করেছে। একটুও ব্যথা লাগল না ওর, নিঃশব্দে আলিঙ্গন করল মৃত্যুকে।

খস করে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ফ্র্যাংক আইভি গাল বকল। দ্বিতীয় কাঠিটা তালুর আড়ালে ধরিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে, পায়ের কাছে পড়ে-থাকা লাশের মুখের ওপর নিয়ে গেল দিয়াশলাইয়ের কম্পমান শিখাটা।

যখন চিনতে পারল লোকটাকে, কাঠিটা ছুড়ে ফেলে দিল সে, একমুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর হিংস্রভাবে লাশের গায়ে লাথি মারল ফ্র্যাংক, ঘুরে ঘোড়ার দিকে এগোতে এগোতে তার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'ভুল লোক! স্যাডলে ওঠ সবাই!'

তের

লেন যখন পৌঁছাল ডি বারে, বাংকহাউসের শেষ প্রান্তে টিমটিমে একটা বাতি ছাড়া গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে ছিল। ক্লান্ত ঘোড়াসহ উঠনে প্রবেশ করে ও আশা করল এবার কুকুরের হাঁক-ডাকে সবাই জেগে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বারান্দার সামনে এসে থামল সে তবু কোন শোরগোল উঠল না।

এবার আরো জটিল হয়ে দাঁড়াল সমস্যাটা। একা নামতে গেলে পড়ে যাবার ভয় আছে, তবু ঝুঁকিটা এখন তাকে নিতেই হল। হর্নের সাথে বুক ঠেকাল সে, সাবধানে পা ঘুরিয়ে আনল এপাশে, তারপর অক্ষত হাতের ভরে নামতে শুরু করল। ওর ভার সইতে পারল না হাতটা, হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে গেল ঘোড়ার গায়ের ওপর। ভয় পেয়ে ঘোত করে নাক ঝাড়ল চেস্টনাট, আধপাক ঘুরে গেল। ওটার কেশর আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল লেন, সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

এরপর কৌতূহলী একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। 'কী হচ্ছে এখানে?' পলক তুলল ও, দেখল জর্জ বুশ দরজায় দাঁড়িয়ে, পরনে

রাত্রিবাস, চোখ ঘুম-জড়ান। জর্জের পেছনের দেয়ালে-ঝোলান ব্র্যাকেট ল্যাম্পের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ, বার কতক পাপড়ি ফেলল সে, অবসন্ন গলায় বলল, 'আমার একটা তাজা ঘোড়া দরকার, জর্জ।'

জর্জ বুশ বাইরে এসে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন ওর সামনে, এরপর ঘুরে বাংকহাউসের দরজায় গিয়ে ডাকলেন, 'লিংক! লিংক টমস!' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর জর্জকে বলতে শুনল লেন, 'এই মেহমানকে একটা ঘোড়া এনে দাও, বাছা। শোন, আমার কালো স্ট্যালিয়নটাই আনবে। জলদি।' লেনের কাছে ফিরে এলেন জর্জ, নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'ভেতরে এসে অপেক্ষা কর।'

তাঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল লেন, দেয়ালের ধারে একটা ব্যারেল চেয়ারে ডুবে গেল। মাথা পেছনে এলিয়ে দিল সে, চোখ বুজল। ক্রোধ আর করুণা মিশ্রিত অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করলেন বুশ, তাঁর চোখে নীরব সমবেদনা ফুটে উঠল। লেনের ক্ষতের মুখ খুলে গেছে আবার, কোট রক্তে ভিজে উঠেছে। বাহু বেয়েও নেমেছিল এর ধারা, ফলে সারা হাত জমাট-বাঁধা রক্তে কালচে হয়ে আছে। কালো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আস্তর পড়েছে রক্ত আর ধুলোর। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ গর্তে-বসা এবং পাণ্ডুর। ওকে দেখলে মনে হয় মুমূর্ষু একটা লোক, নিভে যাবার অপেক্ষায় যার জীবনপ্রদীপ দপদপ করছে।

জর্জ বললেন, 'জেগে আছ তুমি?' তারপর লেন যখন চোখ মেলল তখন জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার কত পেছনে আছে ওরা?'

'অনেক।'

'ওটা সুসানার ঘোড়া না ?'

'ওরা এসে পড়ার আগমুহূর্তে ও আমার সাথেই ছিল।'

বুশ জরুরি গলায় জানতে চাইলেন, 'ও-ও কি জড়িয়ে পড়েছিল লড়াইয়ে ?'

ক্লান্তভাবে মাথা নাড়াল লেন, সবিস্তারে সবকিছু খুলে বলার মত শক্তি পাচ্ছে না। নীরবে পরস্পরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা, তারপর লেন বলল, 'ওকে বাড়ি ফিরিয়ে আন, জর্জ। যেখানে ওর ওপর তুমি নজর রাখতে পারবে।'

হাসলেন না বুশ। 'চেষ্টা করেছিলাম। বলেছে আসবে না। আমাকে ও ঘৃণা করে।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল লেন, যেন একথার অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না। বুশ খেই ধরলেন, 'হুবার বলেছি, মিনতি করেছি। কিন্তু এখন বোধহয় আর ওকে চাই না আমি।'

এবারেও লেন বুঝতে পারল না কিছু, কিন্তু টের পেল বিষয়টা নিয়ে জর্জ আলাপে আগ্রহী নন।

জর্জ বললেন, 'তা এখন কী করবে তুমি ?'

'পালাব, যদি সম্ভব হয়।'

'খাবারের প্রয়োজন হবে তোমার। আমি নিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে গেলেন তিনি, আর লেন অবসন্নভাবে ওখানে বসে চেষ্টা পেল সুসানা সম্পর্কে তাঁর হেঁয়ালিভরা কথাবার্তার জট ছাড়াতে। অল্পক্ষণের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ল ও।

মুখে ব্যথা পেয়ে যখন জেগে উঠল তখন তার মনে হল সে যেন গভীর এক কুয়ো থেকে উঠে আসছে। চোখ মেলল লেন। সামনেই

এক কিশোর দাঁড়িয়ে, চোখে শঙ্কা। ছেলেটাকে আগেও দেখেছে, তবে এখন ওর নাম সে মনে করতে পারল না।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে,' লিংক টমস বলল। 'আমি তোমাকে জাগাতে পারছিলাম না।'

নিমেষে জরুরি ভাবটা ফিরে এল আবার, লেন বলল, 'আমাকে উঠতে সাহায্য কর।' হাত বাড়িয়ে দিল ও, লিংকের সহায়তায় উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

'তোমার ঘোড়া বাইরে,' জানাল তরুণ র‍্যাংগলার।

দরজার দিকে এগোল লেন, ক্লান্ত ভঙ্গিতে, মাতালের মত এলোমেলো পায়ে। বাম হাতখানা ঝুলছে শিথিলভাবে, যেন নিছক একটা বাহুল্য ওটা। লিংক ওর পিছু নিল।

বাইরে, লেনকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল সে, ব্যথায় ওর গুঙিয়ে ওঠার শব্দ শুনল। এরপর লাগামটা লেনের হাতে তুলে দিল লিংক, শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, সয়্যার। আমি মুখ বন্ধ রাখব।'

'এখন আর যায় আসে না কিছু,' লেন বলল নিস্তেজ স্বরে। জর্জ নিজের ঘোড়া ওকে দিয়েছেন এ-খবর গোপন থাকবে না।

কিশোর লিংক এরপর ধীর গলায় বলল, 'কিন্তু ওরা যদি জেনে যায় তখন সুসানা কী করবে?'

লিংকের এই শেষের কথাটা মাথার ভেতরে একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করল লেন, বুঝতে পারল না কিছুই, বাধ্য হয়ে ভারি গলায় ও বলল, 'তোমাকে আরেকটু খোলাসা করে বলতে হবে, বাছা।'

'যদি কখনো জানতে পায় সুসানাই বলেছিল স্ট্যামপিড করতে

তখন ওরা কী করবে? ক্রু-র মৃত্যুর জন্যে সবাই ওকে দোষ দেবে না?'

ধীরে ধীরে, লেনের মগজে ঢুকল এটা। তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকাল লিংকের দিকে। এখন ও পুরোপুরি সজাগ, চিন্তাশক্তি পুরোদমে কাজ করছে আবার। 'সুসানা বলেছিল স্ট্যামপিড করতে?'

'প্লিজ,' লিংক বলল রাগতভাবে। 'এরকম ভান কোর না যে আমি জানি না কিছু। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি আমি। কেন, সুসানা তোমাকে বলেনি কিছু?'

'না।'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি,' লিংক পুনরাবৃত্তি করে। 'পিবলস আর বেইলি যখন কাজটা করছিল পেছন থেকে দেখে ফেলেছি আমি। সুসানার সাথে কথা বলেছি এ নিয়ে। ও আমাকে শপথ করিয়েছে কাউকে না-বলতে।' থামল লিংক, দ্বিধায় ভুগছে। 'অথচ এখন তুমি কিনা বলছ কিছু বায় আসে না।'

সামনে ঝুঁকে এল লেন, নিচু কণ্ঠে বলল, 'তুমি দেখেছ বেইলি আর পিবলসকে স্ট্যামপিড করতে?'

'হ্যাঁ। আমি জানি সুসানা আর তুমি কী পরিকল্পনা করেছিলে। অথচ এখন এমন ভান দেখাচ্ছ যেন আমি একেবারে কচিখোকা।'

'কী পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা?' জিজ্ঞেস করল লেন।

'তোমরা চেয়েছিলে স্ট্যামপিডের দোষ আইভির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ক্রু-র সমর্থন আদায় করতে। অবশ্য তোমরা তখন জানতে না, যে, আইভি খুন করবে ওকে। তোমাদের কপাল মন্দ। না-না, আমি দোষ দিচ্ছি না তোমাদের। নিশ্চিন্ত থাকতে পার কাউকে

আমি কিছু বলব না কোনদিন!' লিংকের কণ্ঠ অভিমানে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, এবং এরপর সে আবারো বলল, 'কিন্তু এখন তুমি বলছ ওরা জানলেও কিছু যায় আসে না। আমি কার কথা বিশ্বাস করব, তোমার না সুসানার?'

'সুসানা তোমাকে বলেছে মুখ বন্ধ রাখতে...সত্যি?'

'হ্যাঁ। দুবার। বাসায় এবং তারপর শহরে। কাল।'

জর্জ বুশের পায়ের আওয়াজ পেল লেন, আস্তে করে বলল, 'তাহলে মুখ বুজেই থাক। কী নাম যেন তোমার?'

'লিংক টমস।'

ছোট্ট একটা ব্যাগে করে খাবার নিয়ে ফিরে এলেন জর্জ। ব্যাগটা বেঁধে দিলেন স্যাডল হর্নের সাথে, বললেন, 'তুমি আর দেরি কোর না, বাছা।'

'না, করব না,' লেন বলল। 'ধন্যবাদ, জর্জ। আমি ঠিক ফিরে আসব।'

জর্জ বা লিংক কেউই বলল না কিছু, লেন ঘোড়া ছোটাল অন্ধকারে। সেতু পেরিয়ে অল্পক্ষণের ভেতর এসে পড়ল প্রান্তরের পথে, স্যাডলে ঢিলে হয়ে বসে কিছুক্ষণ আগে শোনা ওই কথাগুলো ভাবতে লাগল।

লিংক টমসকে বিশ্বাস করেছে সে। আর এ-কারণেই মানতে বাধ্য হচ্ছে ওর অনুপস্থিতির সময়ে সুসানা তার গরুবাছুর স্ট্যাম্পিড করার নির্দেশ জারি করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, লিংকের বক্তব্য অনুযায়ী, আইভির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সিক্সটি সিক্সের অনুকূলে ক্রু-র সমর্থন আদায় করা। হ্যাঁ, সুসানা জানত

কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এটা। কেন, সে-ই কি বহুবার ওকে বোঝায়নি একথা? তাই জিম ক্রু-র সাহায্য লাভের আশায় ওর অজ্ঞাতসারে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে সুসানা, তারপর এই চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার কথাটা গোপন করে গেছে। তারপর লিংক টমস, এই পরিকল্পনার সাথে সিক্সটি সিক্সের সবাই জড়িত একথা ধরে নিয়ে, সরল মনে আজ রাতে ওকে বলে ফেলেছে সেটা।

পুরো ঘটনার বাস্তব চিত্র এখন দেখতে পেয়ে লজ্জায় আধোবদন হল লেন। শুরু থেকেই কাজটা ছিল ভুল, তাই পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ওরা। আবর্জনার মোকাবেলা আবর্জনার মাধ্যমে করতে হবে, এরকম একটা হাস্যকর যুক্তি খাড়া করেছিল সে, অতি-আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে ভেবেছিল নিজের লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। যদিও গোড়াতেই এ-ব্যাপারে তার মনে সন্দেহ জেগেছিল একবার, এবং ক্রু নিজেও সংশয় প্রকাশ করেছিল। মুখে বলেনি বটে, কিন্তু শীলাও মানতে পারেনি এটা। এবার লেন দেখতে পায় কোথায় সে ভুল করেছে। এড বার্গাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার অভিযোগ বিল শেল যখন জোরগলায় অস্বীকার করেছিল, লেনের কিন্তু বিশ্বাস হয়নি সেটা। আসলে তখনই পিছিয়ে আসা উচিত ছিল ওর, কিন্তু তার পরিবর্তে গোটা ব্যাপারটাকে সে মর্মান্তিক এক পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। সুসানা, যে কিনা বিল পিবলস বা বেইলির মতই অস্থিরপ্রকৃতির, প্রতারণা করেছে তার সাথে এবং জিম ক্রু র মৃত্যুর কারণ হয়েছে। সুসানার প্রতি সহানুভূতিবশত নিজের সাধারণ বুদ্ধিকে মূল্য দেয়নি সে, আর তার সুযোগ নিয়ে মেয়েটা নির্লজ্জভাবে ব্যবহার

করেছে তাকে যেমনটা একবার করেছিল ওয়াণ্ট পিপলিকেও।

এবার সুসানাকে সম্পূর্ণ নতুন এক মানদণ্ডে যাচাই করে লেন। ওকে চিনতে পেরে গভীর লজ্জা আর নিদারুণ ঘৃণায় তার অন্তর ছোট হয়ে আসে। বাইরের আপাতসুন্দর স্বভাবের পেছনে সুসানা অত্যন্ত শীতল এবং সুচতুর এক মেয়ে—ফ্র্যাংক আইভির মতই উচ্চাভিলাষী। আসলে ওরা দুজন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদের ঘাড়ে পা রেখে ক্ষমতার চূড়ায় উঠেছে আইভি, তারপর লাগামহীন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কুক্ষিগত করে রেখেছে সেই ক্ষমতা। সুসানাও ঠিক এ-পদ্ধতিতে ক্ষমতাবান হতে চাইছে এবং, একবার তা হতে পারলে, সেও সমান স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। আর ও তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন হয়েছে জু কালি আর বিল শেল।

এরপর লেন ভাবল সুসানার স্বভাবের এই দিকটা শীলা দেখতে পেয়েছে কিনা। পরক্ষণে সে বুঝল শীলার নজর এড়ায়নি এটা। কিন্তু কখনো সে বলবে না তাকে, যেমন বলবে না বিল শেল। বিলের নিজের দুর্বলতা আছে কিছু, তাই গোপনীয়তা বজায় রেখেছে সে। শীলা নীরব থেকেছে, কারণ ও জানে পুরুষকে তার মত করেই জানতে হয় এসব জিনিস। তাকে বোঝার মত প্রজ্ঞা ওই একটি মেয়েরই আছে। এখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে নামতে লেন উপলব্ধি করে কেন সে ফিরে যাচ্ছে শীলার কাছে। মরণপণ সংকল্প গ্রহণ করেছিল ও, শীলার কাছে স্বীকার করবে নিজের ব্যর্থতা, বলবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সে পারেনি জয়ী হতে। এবং ওর দৃঢ় বিশ্বাস শীলা

ব্যাপারটা বুঝত। কিন্তু এখন লেন জানে শীলার কাছেই যাচ্ছে সে, তবে পরাজিত সৈনিকের বেশে নয়। হেরে যায়নি সে, এখনো নয়। লিংক টমস দাবার ছক উলটে দিয়েছে।

পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে সিগন্যালে প্রবেশ করল ও, দেখল স্পেশলের বাতিগুলো ছাড়া সারা শহর অন্ধকার। লিভারি স্ট্যাবলের লণ্ঠনের সলতে শেষ হয়ে এসছে প্রায়। শীলার বাড়ি আঁধারে ডুবে আছে। দুর্মর ইচ্ছে জাগল ওর শীলাকে একবার দেখে। কিন্তু সে জানে তা সম্ভব নয়। ঠিক এই মুহূর্ত থেকে একা লড়তে হবে তাকে।

এবার চারপাশে নজর বোলাল ও, জিম ক্রু-র অন্ধকারাচ্ছন্ন অফিসের ওপর দৃষ্টি পড়ল। চোখ কুঁচকে একটুক্ষণ দেখল ওটা, ঘোড়া হাঁটিয়ে জেল ভবনের পেছনে চলে গেল। সেখানে, ও নামল ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর, এবং পড়ে গেল। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল ওভাবে, লড়াই করল ঘুমের সাথে। এরপর, উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে, ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখল গাছের সাথে, খাবারের থলেটা তুলে নিয়ে ফুটপাতে এসে উঠল, শ্লথ পায়ে অফিস-কামরার দরজায় গেল।

ওর অনুমান ঠিক। তালা দেয়া নেই দরজায়। ভেতরে ঢুকে দরজায় হুড়কো তুলে দিল লেন, মেঝে অতিক্রম করে ওপাশের গানর‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা কারবাইন বার করে নামিয়ে রাখল মেঝেয়। তারপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। এবং প্রায় তক্ষুনি নিদ্রা নেমে এল তার দুচোখ জুড়ে, মাথার কাছে খাবার আর রাইফেল রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাস্তার অপর পাশের দালানকোঠায় প্রতিফলিত প্রথম বিকেলের

উজ্জ্বল রোদ জাগিয়ে দিল তাকে। একমুহূর্ত অনড় সে পড়ে থাকল, খালি মেঝের শোয়ার দরুন ঘাড় আর মুখে ব্যথা করছিল, ডলে দুর করল তা, তারপর উঠে বসল হাঁটু ভাঁজ করে। ওর কাঁধ আড়ষ্ট, বাম বাহু নাড়াতে পারছে না এখনো। উবু হয়ে দেয়ালের ধারে চলে গেল সে, জানালার নিচে বসে খানিকক্ষণের চেষ্টায় ঘুমের শেষ রেশটুকু তাড়াল। এরপর খাবারের থলের ওপর চোখ পড়ল তার, কাছে টেনে নিল ওটা, এক হাতে বহু কসরতের পর মুখটা খুলে ফেলল। ঠাণ্ডা মাংস আর কেকের ভাঙা একটা টুকরো ছিল ভেতরে, প্রচণ্ড খিদেয় তৃপ্তি সহকারে ওগুলোই খেয়ে নিল, আস্তে আস্তে নাড়িয়ে বাম বাহুতে সাড়া ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হল।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল ওর, কিন্তু তা পূরণের জন্যে ঘরে কিছু না-থাকায় বাতিল করে দিল চাহিদাটা। হামাগুড়ি দিয়ে আরেক প্রান্তে গেল সে, অন্য একটা জানালার পাশ দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল বাইরে, রাস্তার বিপরীত দিকে অবস্থিত স্টেশনের ওপর নজর বোলাল।

ছয়টা বেল হর্স, গায়ে ঘাম আর কাদা মাখামাখি, বাঁধা রয়েছে টাই রেইলে। লেন অনুমান করে নিল গতরাতের ব্যর্থ অভিযান শেষে খাবার আর পানি সংগ্রহের জন্যে আইভি ফিরে এসেছে। আইভির ঘোড়াটা চেনার চেষ্টা করছিল ও, হঠাৎ তার দৃষ্টি কেড়ে নিল ধূসর রঙের একটি ঘোড়া। অনেক সময় নিয়ে ঘোড়াটা দেখল লেন, তারপর ওর চোয়ালের পেশি আর ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল।

ওই ঘোড়ার মালিক বিল শেল। যে-সত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে এখানে

ওটার উপস্থিতি তা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বিলকে মেরে ফেলেছে ওরা। ভাঙা বুকে এই কথাটা সে ভাবল অনেকক্ষণ ধরে, শূন্য দৃষ্টিতে রাস্তায় তাকিয়ে রইল। জীবন দিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে বিল; লেনকে পালাবার সুযোগ করে দিতে আইভিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে দূরে এবং তা করতে গিয়ে ও মারা পড়েছে। এভাবেই নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে, লেন ঘানে। বেঁচে থাকতে, বিল ছিল আবেগপ্রবণ অনির্ভরযোগ্য এবং দুর্বলচেতা। আর মৃত্যুবরণের সময় স্থির অবিচল ও নিঃস্বার্থ একজন মানুষের সাহসে মহীয়ান। সত্যিকার অর্থে একজন বন্ধু ছিল সে।

আর একথা মনে হতেই, লেন নিমেষে সজাগ হয়ে উঠল আবার। ঋজু ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, পূর্ণ দৃষ্টিতে বাইরে তাকাল। রাস্তার ওপাশে স্পেশলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শীলা। বিকেলের রোদ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওর সোনালি চুলে, টুপির প্রান্ত ঘেঁষে বেরিয়ে-থাকা কুন্তলগুলো চিকচিক করছে। দৃশ্যটা ঘাই মারল ওর বুকে। নীল একটা জামা—তার দেয়া সেই সিল্কটা—পরেছে শীলা। এরচেয়ে সুন্দর দৃশ্য, লেনের মনে হল, জীবনে আর কখনো দেখেনি সে। তৃষিত চোখে ওকে দেখতে দেখতে লেন টের পেল তার হৃত মনোবল সে ফিরে পাচ্ছে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে শীলাও নজর বোলাচ্ছিল ঘোড়াগুলোর ওপর। হঠাৎ থমকে গেল সে, ছাইরঙা ঘোড়াটার দিকে চেয়ে থাকল। মাত্র এক মুহূর্ত লাগল ওর ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে, তারপর সে এগিয়ে চলল আবার। আর লেন ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে

মাথা নাড়াল আপন মনে।

এবার দুজন লোক বেরিয়ে এল স্পেশল থেকে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবল কী যেন, তারপর একজন আবার ফিরে গেল স্যালুনে। আরো তিনজন লোক বাইরে এল, এবং ওদের মাঝে কালো পোশাক পরনে শালপ্রাংশু অবয়বের ফ্র্যাংক আইভিকে আবিষ্কার করল লেন। আইভিকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে একটুক্ষণ শলাপরামর্শ করল ওরা, লেন দেখল নির্দেশ দিতে গিয়ে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করছে বেল মালিক। তারপর দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল লোকগুলো। চকিতে খাপ থেকে পিস্তল বার করে নিল লেন, তাকাল অস্ত্রটার দিকে।

দরজা অভিমুখে পা বাড়াল ও, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আবার, ঝট করে থেমে গেল। লোক চারজন ওদের ঘোড়ার বাঁধন খুলছে, কিন্তু আইভি যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে কিছু বলল সে, তারপর স্যাডলে চাপল রাইডাররা, ক্লান্ত ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তার দিকে।

লেন দেখল বনডুর‍্যান্টের দোকান থেকে এখন বেরিয়ে এসেছে শীলা, বাসায় ফিরে যাচ্ছে। আইভিকে পাশ কাটাবার সময় ওর দিকে তাকাল না সে, আর আইভি পেছন থেকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জরিপ করল ওকে, তারপর ঘুরে রাস্তার উজানে হোটেল অভিমুখে এগোল, ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। সাইড স্ট্রিট অতিক্রম করল সে, লেন দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল। বেল হ্যাগুরা পেরিয়ে গেছে হোটেল, ফ্র্যাংক হোটেলের বারান্দায় উঠে ভেতরে ঢুকে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল লেন, ধৈর্যের সুতোয় টান পড়েছে। এখন গোলাগুলি হলে আওয়াজ পেয়ে বেল কর্মচারিরা ফিরে আসবে শহরে। কিন্তু সে আইভিকে একা বাগে পেতে চাইছে। অপেক্ষা করতে থাকে ও, হোটেলের ওপর নজর রেখে, নিশ্বাসের সাথে রাস্তার ধুলো আর অনতিদূরের কটনউড স্লোপ-সংলগ্ন ওঅটর ট্রাকের আশপাশে পড়ে-থাকা ঘোড়ার নাদির উৎকট গন্ধ নিতে নিতে।

কয়েক মিনিট পর আইভি যখন হোটেল থেকে বেরিয়ে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল তখনো ঠায় দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল লেন। আশপাশে নজর বোলাল আইভি, রাস্তা পার হবার সময় যা করে লোকে। তারপর ওর দৃষ্টি শেরিফের অফিস স্পর্শ করল। ফুটপাত থেকে নেমে পড়ল সে, এগিয়ে আসতে লাগল সোজা, দৃষ্টি এখনো শেরিফের অফিসের ওপর, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ক্রস স্ট্রিটের মাঝখানে।

লেন বুঝল আইভি দেখতে পেয়েছে তাকে এবং চিনেছে। বাইরের ফুটপাতের ওপর পা রাখল সে, হিচ রেইলের নিচ দিয়ে গলে মাঝরাস্তার দিকে এগোল।

কোনরকম কথাবার্তা বা অপেক্ষার মধ্যে গেল না ফ্র্যাংক আইভি। সরাসরি এগিয়ে এল ওর পানে, হাতের ঝটকায় কোটের ঝুল ঠেলে দিল পেছনে, পিস্তল বার করে আনল। তারপর সম্ভবত এক চরম অসহিষ্ণুতা পাগল করে তুলল ওকে, ছুটতে শুরু করল সে লেনের উদ্দেশে, যে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দৌড়ের ওপরেই পিস্তল তুলল আইভি, গুলি করল। আর ঠিক

তখুনি বোধহয় সে উপলব্ধি করল এরকম করার কোন অর্থ হয় না। ফ্রাংক থমকে গেল। এবার পিস্তল বেরিয়ে এল লেনের হাতে, স্থির হল এবং গর্জে উঠল। ধপ করে, আচমকা বসে পড়ল আইভি, নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠেছে চেহারায়। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উঁচুতে পিস্তল নিশানা করল সে, বাম হাতের থাবড়ায় নিচে নামাল মাথলটা, গুলি করল আবার। লেনের পায়ের কাছে ধুলো উড়ল কিছু।

এরপরও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল লেন, উদ্যত পিস্তল হাতে। তারপর যখন দেখল তৃতীয়বারের মত উঁচু হচ্ছে আইভির পিস্তল, নিশানা স্থির করল সে, দ্রুত গতিতে এবং নির্দয়ভাবে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগোল সামনে। আইভি চিত হয়ে পড়ে গেল রাস্তার ধুলোয়।

এবার থামল লেন। কাত হল আইভি, উঠে বসল হাঁটুর ভরে, প্রাণপণ শক্তিতে পা সোজা করে ঘুরে দাঁড়াল। এখন রক্ত গড়াচ্ছে কশ বেয়ে, কালো চোখ দুটিতে মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আবার উঁচু হতে শুরু করল ওর পিস্তল।

চোখ কুঁচকে ব্যাপারটা লক্ষ করে লেন, পিস্তলটা উঠে এসেছে আইভির কোমরের কাছে, কিন্তু ব্যারেল কাত হয়ে রয়েছে নিচের দিকে। এবার আইভির মুখের দিকে তাকাল লেন। বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়েছে, ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল সে। টুপিখানা গড়িয়ে চলে গেল রাস্তার মাঝখানে, ধীরে ধীরে ওটার গায়ে ধুলো জমতে লাগল।

আইভির কাছে গেল লেন, অনড় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তাকে।

এরপর সে টের পেল চারধার থেকে লোকজন ছুটে আসতে শুরু করেছে। বাহুতে বলিষ্ঠ একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল লেন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সুসানা দাঁড়িয়ে পাশে, ওর আস্তিনে মুখ গুঁজে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে।

মার্টিন বনভুর‍্যান্ট টেনে পাশ ফেরাল ফ্র্যাংককে, উপুড় করে দিল আবার। লেনের উদ্দেশে তাকাল দোকানি, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে একটা কাঁধ উঁচু-নিচু করল। লোকটাকে হাসতে দেখে বিজাতীয় এক অনুভূতি হল লেনের, তারপর ও সুসানাকে বলতে শুনল, 'ওহ, লেন, থ্যাংক গড।' তারপর একই রকম নাটুকে গলায় যোগ করল সে, 'তুমি চোট পেয়েছ আবার।' ওর বাহু ধরে আলতো টান দিল সুসানা।

এবার, নীরবে, ওর পাশাপাশি হল লেন, এবং সোজা হোটেলে চলে এল ওরা, লবি অতিক্রম করে দোতলায় উঠে সুসানার ঘরে গেল। সুসানাই ভেতরে ঢুকল আগে, লেনকে ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসাতে চাইল। আর ঠিক তখুনি মুখ খুলল লেন।

'আমি ঠিক আছি, সুসানা।'

তখনো কাঁপছিল সুসানা, সরে গেল একটু তফাতে, কপালে হাত রাখল। 'আ...আমি কাঁপুনি বন্ধ করতে পারছি না,' বলল সে।

হাতের পিস্তলটার দিকে একবার তাকাল লেন, কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল ওটা, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে, সুসানা। যা চেয়েছিলে তা তুমি পেয়েছ।'

ওর কণ্ঠস্বরে কিছু একটা ছিল, একধরনের বিরাগ, যা লক্ষ করে

ঘুরে দাঁড়াল সুসানা, এবং ভয়ংকর রকমের নীরব একটি মুহূর্ত পরস্পরকে জরিপ করল ওরা, তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুসানা বলল, 'অ, তুমি তাহলে জান ?'

মাথা ঝাঁকাল লেন, ঘুরে পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। ছুটে এসে ওর পথ রোধ করল সুসানা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাঁড়াও, লেন। বিচার করার আগে আমার কথাটা শোন একবার।'

থামল লেন, দেখল শক্ত হয়ে গেছে সুসানার পিঠ, চোখে মরিয়া একটা ভাব জেগে উঠেছে।

'যদি বলি আমি অনুতপ্ত, খুবই অনুতপ্ত তাহলেও কি ক্ষমা করতে পারবে না আমাকে ?'

'ক্ষমা ?' অস্ফুটে প্রতিধ্বনি করল লেন।

'আহ্, একটু বোঝার চেষ্টা কর।' অধৈর্য হল সুসানা। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমরা কী জয় করেছি ? যেভাবে বাঁচতে চাই তার পথ তার সুখ তার স্বাধীনতা।'

'আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন, সুসানা ?'

'সিদ্ধটি সিদ্ধ যে তোমারও হবে। আমরা পার্টনার। আদালতে গেলেই আমাদের সবকিছু ফেরত পেয়ে যাব আমরা। বাবা বাধা দেবেন না। আমরা বিরাট এক সাম্রাজ্য জয় করেছি। এটাই কি এখন সবচেয়ে বড় কথা না ?'

'এগুলোর সবই তোমাকে একা ভোগ করতে হবে, সুসানা,' লেন শান্তভাবে বলে।

'কিন্তু আমি যে ভোগ করতে চাই না একা।' সুসানা প্রতিবাদ করল মরিয়াভাবে। ওর চোখ উজ্জ্বল, মিনতিভরা, বিনম্র। লেন

টের পায় ভেতরে ভেতরে সে রেগে উঠছে।

'আচ্ছা, তাহলে তুমি শুধু নিজের জন্যে এগুলো চাও না, সুসানা,' মন্তব্য করল ও। 'ঠিক আছে, হয়ে গেল মীমাংসা। তুমি কেবল নিজের জন্যে চাও না।'

দরজার দিকে এগোল সে, সুসানা পথ ছেড়ে দিল, লেন দরজা খুলল। 'বিদায়, সুসানা। গুড লাক।'

এখন আবার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে সুসানার চেহারায়, কঠিন সুন্দর এবং আবেদন-জাগান। তবে কথা বলার সময়ে কণ্ঠ অবিচল থাকলেও ওর চোখে পরাজয়ের অন্ধকার দেখা দিল। ও বলল, 'জান, আমি সবকিছুতেই জিতি না। বিদায়, লেন।'

করিডরে পা রাখল লেন, নেমে এল নিচে, রাস্তায় বেরিয়ে এর ভাটিতে এগোল। এখনো রাস্তায় পড়ে আছে আইভি, ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে তার চারপাশে। ভিড় থেকে আলাদা হল বনভুর্যান্ট, লেনের কাছে এল। 'আজ রাতে আমরা কয়েকজন বেল র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি। আশা করি শিগগিরই ওই লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল লেন, স্পেশলের পাশ দিয়ে এগোল সামনে, তারপর যখন পৌঁছাল শীলার বাসায়, ভেতরে ঢুকে গেল। বেল বাজাল না সে, স্রেফ গটগট করে ঢুকে পড়ল।

দেয়ালের ধারে একটা চেয়ারে বসে ছিল ও, এখন লেনকে দেখে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। হতাশা আর বেদনা এখনো আচ্ছন্ন করে আছে তার মুখ, তবে ওর অহংকার ওকে ভেঙে পড়তে দেয়নি।

দরজা-বন্ধ করল লেন, তৃষিত দৃষ্টিতে দীর্ঘ একটি মুহূর্ত চেয়ে রইল ওর পানে। তারপর ঈষৎ ভাবান্তর হল চেহারায় এবং ও বলল, 'তোমার জামাটা অপূর্ব, শীলা।'

শীলা চোখ নামিয়ে তাকাল ওর স্কার্টের দিকে, মুখ সংশয়ে আড়ষ্ট। শেষমেষ একসময় ও বলে, 'তাই?'

'বিয়ের পোশাক হিসেবে চলবে না এটা?' প্রশ্ন করে লেন।

চকিতে ওর দিকে তাকাল শীলা, তারপর আলো ফিরে এল তার মুখ আর ডাগর কালো চোখ দুটিতে, আর লেন হাত প্রসারিত করল সামনে। শীলা মিশে গেল ওর বুকের সাথে, একে অপরের দেহের উষ্ণতা ওরা নিঃশেষে উপভোগ করতে লাগল।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan